

| বিষয়াঃ                            | পৃষ্ঠে | পঙ্ক্তৌ । |
|------------------------------------|--------|-----------|
| দ্বাদশীপারণা                       | ৫০     | ৩         |
| তৃতীয়পটলে—                        |        |           |
| অষ্টমহাদ্বাদশ্যস্তত্র কর্তব্যানি চ | ৫৬     | ১         |
| অষ্টমহাদ্বাদশ্যঃ                   | ৫৬     | ৬         |
| বৈষ্ণবলক্ষণং                       | ৬১     | ৭         |
| উদ্যালনীত্রতং                      | ৬৫     | ২         |
| ব্যঞ্জলীত্রতং                      | ৬৯     | ১         |
| ত্রিশূশাত্রতং                      | ৭২     | ৭         |
| পক্ষবর্জনীত্রতং                    | ৭৫     | ৩         |
| জয়াত্রতং                          | ৭৭     | ৬         |
| বিজয়াত্রতং                        | ৭৭     | ৭         |
| জয়ন্তীত্রতং                       | ৮১     | ৫         |
| পাপনাশিনীত্রতং                     | ৮৫     | ৮         |
| অর্ধরাত্রবেধসমাধানং                | ৯০     | ১০        |
| চতুর্থপটলে—                        |        |           |
| জন্মাষ্টমী                         | ৯৪     | ১         |
| তত্র সংকল্পঃ                       | ১০৪    | ৬         |
| দেবক্যাঃ স্মৃতিকাপ্তং              | ১০৫    | ১         |
| দেবক্যাদিপূজা                      | ১০৬    | ৩         |
| অভিষেকারম্ভঃ                       | ১০৬    | ১০        |
| তত্র, পারণা                        | ১১১    | ৪         |
| শিবরাত্রিঃ                         | ১১২    | ৫         |
| তত্র পূজাবিধিঃ                     | ১২৪    | ৫         |
| পঞ্চমপটলে—                         |        |           |
| শ্রোতমার্গেণ নৃসিংহোপাসনা          | ১২৮    | ১         |
| তত্র, পবিত্রারোপণং                 | ১৩৮    | ৫         |
| তত্র, মদনকারোপণবিধিঃ               | ১৩৯    | ১১        |

| বিষয়াঃ                                 | পৃষ্ঠে | পঙ্ক্তৌ । |
|-----------------------------------------|--------|-----------|
| তত্র, মদনকাধিবাসনং                      | ১৪২    | ২         |
| ষষ্ঠপটলে—                               |        |           |
| শয়নীক্ষীরাকিমহোৎসবঃ                    | ১৪৯    | ১         |
| চাতুমাস্যত্রতং                          | ১৫৩    | ৭         |
| কটিদানং ( পার্শ্বপরিবর্তনং )            | ১৫৭    | ২         |
| সপ্তমপটলে—                              |        |           |
| মাঘমানং                                 | ১৬৮    | ২         |
| দোলোৎসবঃ                                | ১৭৪    | ৮         |
| তত্র, জাগরণং                            | ১৭৫    | ৭         |
| কৃচ্ছ্রত্রতং                            | ১৮১    | ৬         |
| কার্তিকত্রতং                            | ১৮৫    | ১         |
| তত্র, তৈলদীপাদিবিধিঃ                    | ১৮৭    | ৯         |
| অক্ষয়নবমীত্রতং                         | ১৮৮    | ৯         |
| ভীষ্মপঞ্চকত্রতং                         | ১৯৫    | ৮         |
| ধাত্রীমূলে দামোদরপূজা                   | ১৯৮    | ২         |
| তপ্ত চক্রাদিধারণং                       | ২০৫    | ২         |
| অষ্টমপটলে—                              |        |           |
| বৈদিকতান্ত্রিকবিধিনা ভগবৎপূজা           | ২১৬    | ১         |
| কেশবাদিমূর্তিভেদঃ                       | ২১৭    | ৪         |
| শালগ্রাম শিলালক্ষণং                     | ২২৩    | ৫         |
| শালগ্রামস্য সংপাত্রে দানং               | ২৩৫    | ৩         |
| শালগ্রামস্য বিক্রয়নিষেধঃ               | ২৩৫    | ৭         |
| শালগ্রামচক্রচিহ্নলক্ষণং                 | ২৩৭    | ১         |
| শালগ্রামপ্রতিষ্ঠানিষেধঃ                 | ২৩৯    | ৬         |
| নবমপটলে—                                |        |           |
| শয্যোথানাদারভ্য বৈষ্ণবস্ত কর্তব্যবিধানং | ২৪১    | ১         |
| তুলসীকাষ্ঠমালা ধার্য্যা                 | ২৫৫    | ৪         |



প্রথমঃ তাবদৈহিকামুত্রিকত্রিবার্গাপবর্গফলকামো বা  
ভগবচ্চরণপরমপ্রেমলক্ষণভক্তিকামো বা শ্রুতিস্মৃতি-  
পুরাণাগমসংসম্প্রদায়সংসিদ্ধশ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপরিপুষ্ট-  
গাত্রৈঃ শ্রীমন্তরাজাদিমন্ত্রেমূররিপুমারিরাধয়িষু মন্ত্রতন্ত্র-  
জিজ্ঞাসয়া সিদ্ধগুণগণার্ণবং গুরুং শরণমুপেয়াৎ ॥ ৩ ॥  
গুরুলক্ষণং মন্ত্রমুক্তাবল্যামুক্তং ॥

অবদাতাম্রয়ঃ শুদ্ধঃ স্বেচিতাচারতৎপরঃ ।

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূচ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ ।

প্রথমতঃ ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও  
মোক্ষফলকামী অথবা ভগবচ্চরণে পরমপ্রেমলক্ষণা ভক্তি-  
কামী, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম এবং সংসম্প্রদায় সংসিদ্ধ  
শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিপুষ্টগাত্র শ্রীমন্তরাজাদি মন্ত্রদ্বারা  
শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মন্ত্র তন্ত্র জিজ্ঞা-  
সার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ গুণগণের সমুদ্রতুল্য শ্রীগুরুর শরণাগত  
হইবে ॥ ৩ ॥

গুরুলক্ষণ মন্ত্রমুক্তাবলীতে কথিত হইয়াছে যথা ॥

কখনও ষাঁহার বংশে পাতিত্যাদিদোষ উৎপন্ন হয় নাই,  
যিনি স্বয়ং শুদ্ধ অর্থাৎ পাতিত্যাদিদোষরহিত, নিজের উচিত  
আচার বিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত অর্থাৎ গৃহস্থ, ক্রোধ-  
রহিত, বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবেত্তা, শ্রদ্ধাশালী, অনুয়াশূন্য, মিষ্ট-  
ভাষী, প্রিয়দর্শন অর্থাৎ ষাঁহাকে দেখিলে মন পরিতৃপ্ত হয়,

শুচিঃ স্বেশস্তরুণঃ সর্বভূতহিতৈরতঃ ।

ধীমানমুদ্রতমতিঃ পূর্ণোহন্তাবিমর্শকঃ ।

মণ্ডগার্চ্ছ কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ ।

উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ ।

ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদগরিমানিধিঃ । ইতি ॥ ৪ ॥

শিষ্যলক্ষণঞ্চ তত্রৈবোক্তং ॥

শিষ্যঃ শুদ্ধাম্রয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোহদভধীদম্ভবর্জিতঃ ।

কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ ।

শুচি, স্বেশ, যুবা, সর্বপ্রাণির হিতসাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান্,  
স্থিরমতি, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক, বিবেচনা-  
শীল, অথবা অহন্তার বিমর্শক অর্থাৎ তত্ত্ববিচারক,  
বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসকলের পূজায় কৃত-  
নিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ,  
হোমমন্ত্রপরায়ণ, উহ এবং অপোহের অর্থাৎ বেদমন্ত্রে  
কোন কোন স্থানে উহ ও সংক্ষেপ বিষয়ের প্রকার বেত্তা ।  
অপর যিনি পবিত্রচিত্ত ও কৃপার আলায়, এই সকল গুণ-  
যুক্ত গুরু গরিমার ( গুরুত্বের ) সাপেক্ষরূপ ॥ ৪ ॥

অথ শিষ্যলক্ষণ ॥

শুদ্ধ বংশোৎপন্ন, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী,  
পবিত্র-আচার-সম্পন্ন, মহাবুদ্ধি, দম্ভবর্জিত, কাম-ক্রোধ



দেবতাগ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভিদিবানিশং ।  
 নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়া যুতঃ ।  
 দ্বিজদেবপিতৃগণাং নিত্যমর্চাপরায়ণঃ ।  
 যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ ।  
 ইত্যাদি লক্ষণৈযুক্তঃ শিষ্যোদীক্ষাধিকারবান্ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥  
 অনয়োচ্চ পরীক্ষা সংবৎসরবাসাদবসেয়া ।  
 তয়োবৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যন্যস্বভাবয়োঃ ।  
 গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥  
 ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৬ ॥  
 নাসংবৎসরবাসিনে দেয়াদিতি শ্রুতেশ্চ ॥

পারিত্যাগী, গুরুপাদপদ্মযুগলে ভক্তিমান্, দিবারাত্র কায়-  
 মনোবাক্যে দেবতার প্রতি নত, রোগহীন, অশেষ পাতক  
 জয়কারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, সর্বদা দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণের পূজা-  
 পরায়ণ, যুবা, সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ী ও করুণার আলয় ইত্যাদি  
 লক্ষণযুক্ত শিষ্য দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী হয়েন ॥

ইতি শিষ্যলক্ষণ ॥ ৫ ॥

গুরু ও শিষ্য সম্বৎসর একত্র বাসদ্বারা পরস্পরের  
 স্বভাব জ্ঞাত হইলে ঐ দুই জনের গুরুভাব ও শিষ্যভাব  
 জানিতে পারা যায়, অন্য প্রকারে হয় না, ইহাই নিশ্চয় ।  
 মন্ত্রমুক্তাবলীতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

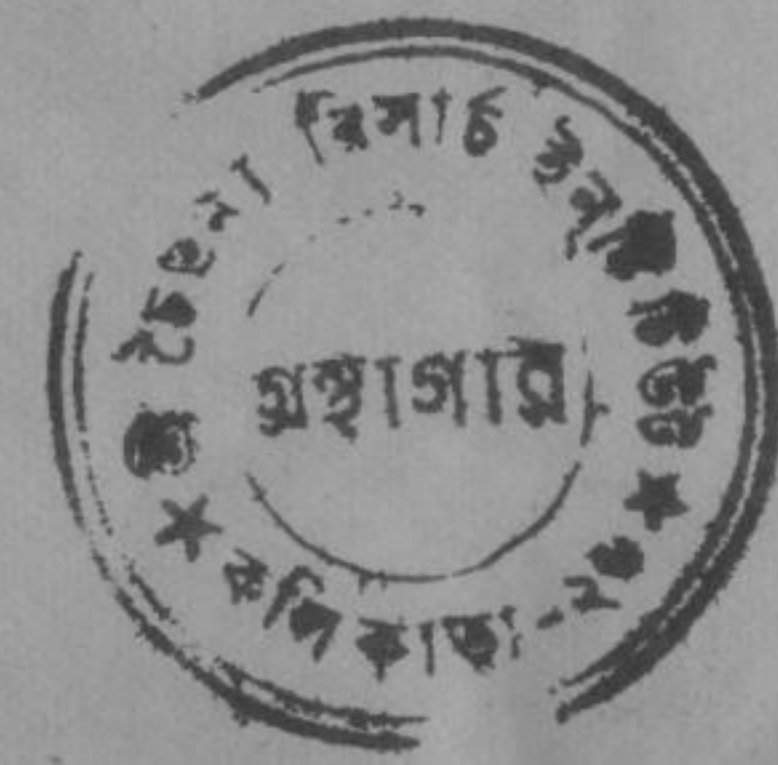
যে সম্বৎসর একত্র বাস করে নাই, তাহাকে মন্ত্র প্রদান  
 করিবে না । এইরূপ শ্রুতিও আছে ।

এবম্বিধাদগুরোরাত্মশুদ্ধার্থং প্রায়শ্চিত্তং শক্ত্যা স্বীকৃত্য  
 সমর্কস্বমাত্মানং নিবেদ্য শুভমাসে স্তমুহুর্ভে বিদ্যাং  
 স্বীকুর্য়্যাৎ ॥ ৭ ॥  
 তথাচোক্তমাগমে ॥  
 মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফলপ্রদং ।  
 বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যে মরণং ধ্রুবং ।  
 আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে ভয়াবহং ।  
 প্রজাহানি ভাদ্রপদে সর্বত্র শুভমাধিনে ।  
 কার্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যাম্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদং ।  
 পৌষে জ্ঞানহানিঃ স্যাম্মাঘে মেধাবিবর্ধনং ।

এই প্রকার গুরুর নিকট হইতে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত  
 শক্ত্যানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সর্বস্ব ও আত্মাকে নিবেদন  
 করিয়া শুভমাসে ও স্তমুহুর্ভে বিদ্যা ( দীক্ষণীয় মন্ত্র ) গ্রহণ  
 করিবে ॥ ৭ ॥

এই বিষয় আগমে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্র বহুতর দুঃখফল  
 প্রদান করেন, বৈশাখমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে রত্ন লাভ হয়,  
 জ্যৈষ্ঠমাসে নিশ্চয় মরণ ঘটে, আষাঢ়মাসে বন্ধুনাশ, শ্রাবণ-  
 মাসে ভয়, ভাদ্রমাসে সন্তানের হানি, আশ্বিনমাসে সর্ব-  
 প্রকার শুভ, কার্তিকমাসে ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণমাসে কল্যাণ,  
 পৌষমাসে জ্ঞানহানি, মাঘমাসে বুদ্ধিবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনমাসে  
 সকল বৈশ্যত্ব অর্থাৎ সকলকেই বশীভূত করিবার শক্তি





ফাল্গুনে সর্ববশ্যত্বমাচার্যৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতমিতি ॥ ৮ ॥

অত্র বিশেষো রুদ্রযামলে শিবেনোক্তঃ ॥

সতীর্থেহর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্বণোঃ ।

মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুবীত মাসক্ষাদি ন শোধয়েৎ ॥ ৯ ॥

জলগ্রচন্দ্রতারাতি বলমত্র সदैব হি ।

লকোহত্র মন্ত্রো দীর্ঘায়ুঃ সম্পৎসন্ততিবর্দ্ধনঃ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

শিষ্যত্রেবর্ণিকাগমিকসমাচারাস্তাস্য বচসোহনুগ্রাহকাঃ ।

গুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিভেদেন স্বকুলান্যকুলভেদেন বাল-  
প্রোঢ়ভেদেন স্ত্রীপুংসকভেদেন জুগুবুদ্ভাদিভেদেন

প্রাপ্তি হয় ॥ ৮ ॥

এই বিষয়ের বিশেষ রুদ্রযামল গ্রন্থে

শিবকর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

প্রধান তীর্থে, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সময়ে, তন্তুপর্বের অর্থাৎ  
ভগবানের পবিত্রারোপণ তিথি শ্রাবণী পূর্ণিমায়, তথা দামন-  
পর্ব অর্থাৎ চৈত্রমাসীয় মদনভঞ্জন চতুর্দশীতে মন্ত্র দীক্ষা  
করিলে মাস নক্ষত্রাদির শোধন আবশ্যক করিবে না ॥ ৯ ॥

এই সকল শুভলগ্ন ও চন্দ্র তারাদির বল সকল সময়েই  
আবশ্যক, সতীর্থাদিতে মন্ত্র লাভ হইলে ঐ মন্ত্র দীর্ঘায়ু ও  
সম্পৎ সন্ততি বৃদ্ধি করে ॥ ১০ ॥

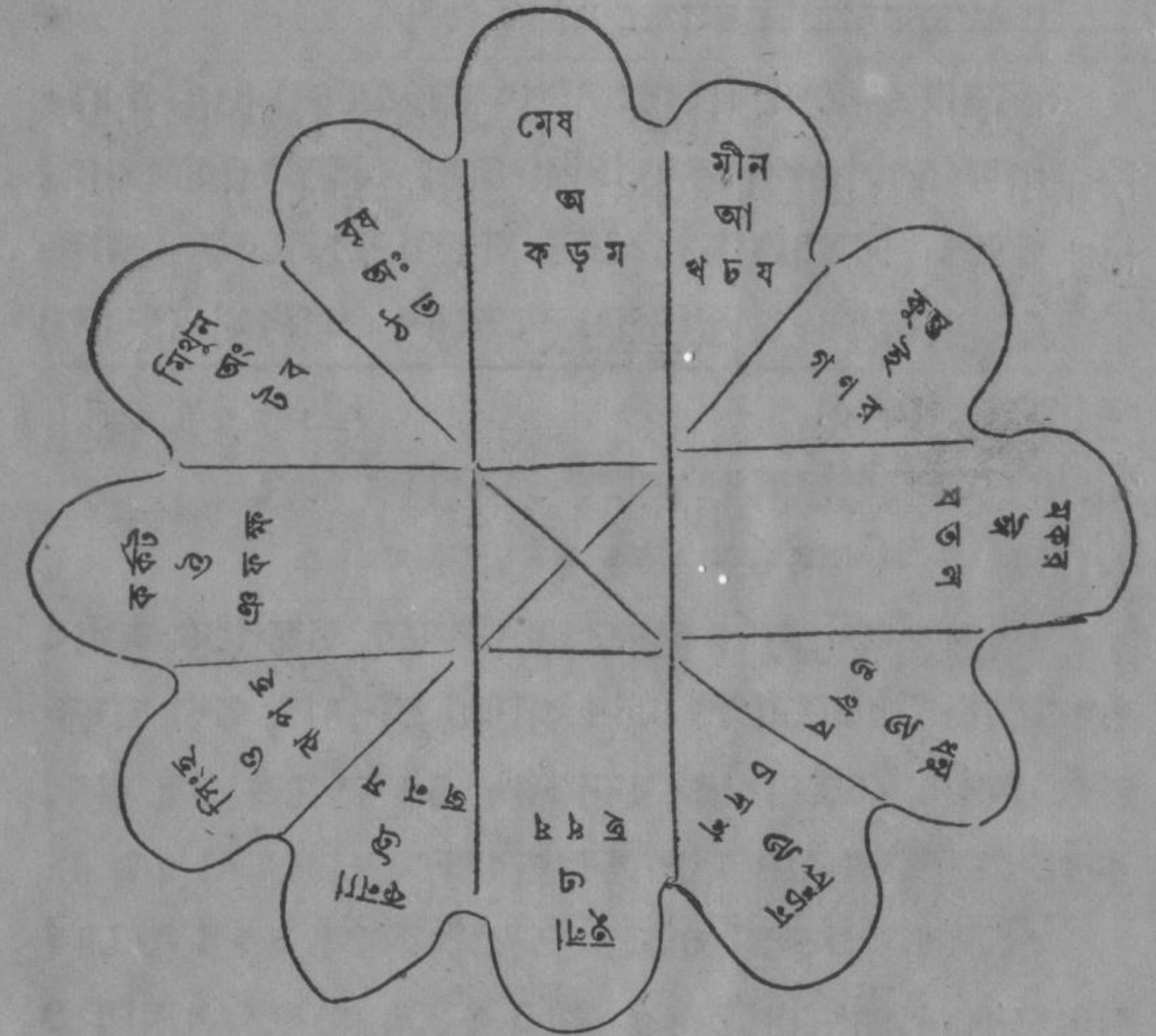
শিষ্য ও ত্রেবর্ণিক আগম প্রসিদ্ধ আচারও এই বাক্যের  
পোষক ॥

গুরু সিদ্ধসাধ্যাদিভেদে স্বকুল ও অন্যকুলভেদে বাল-  
প্রোঢ়ভেদে স্ত্রী পুরুষ নপংসকভেদে, নিদ্রিত ও জাগরিত

রাশিনক্ষত্রভেদেন ঋণধনবিভাগেনচ সুপরীক্ষ্য মন্ত্রানুপ-  
দিশেৎ ॥ ১১ ॥

\* তথাহি রাশিভেদেন অকড়মচক্রং যথা ॥

অ ক ড ম চক্রং ।



ভেদে, রাশি ও নক্ষত্র ভেদে, ঋণ ধন বিভাগদ্বারা সম্যক  
পরীক্ষা করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র উপদেশ করিবেন ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে রাশিভেদে অকড়মচক্রং ॥

\* রেখাদ্বয়ং পূর্বপরেণ কুর্য্যাৎ তন্মধ্যেতো যাম্যকুবেরভেদাৎ ।



নবৈকপঞ্চাভিঃ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্ দশযুগ্মকৈঃ ।

অসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রৈস্তুর্য্যাক্ষৈ দ্বাদশৈ রিপুঃ ॥ ১২ ॥

অথ অকথহ চক্রং ॥

প্রাক্ প্রত্যগ্ গ্রা রেখাঃ স্যুঃ পঞ্চ যাম্যোত্তরাগ্রগাঃ ।

নয় এক পঞ্চ দ্বারা সিদ্ধ, ছয় দশ দুই দ্বারা সাধ্য,  
তিন সাত একাদশ দ্বারা অসিদ্ধ, চারি আট দ্বাদশ দ্বারা  
রিপু ॥ ১২ ॥

অথ অকথহচক্রং ॥

পূর্ব এবং পশ্চিমাগ্র তথা দক্ষিণ ও উত্তরাগ্র পাঁচ  
পাঁচটি রেখা করিবে, তাহাতে চতুঃকোষ্ঠে চারিটি করিয়া

মহেশ্বরক্ষেত্রপতি ক্রমেণ তিষ্ঠ্যক্ তথা বায়ু হতাশনেন ॥

অকারাদি ক্ষকারান্তান্ ক্রীবহীনান্ লিখিততঃ ।

একৈক ক্রমতো লেখ্যান্ মেঘাদিষু বৃষান্তকান্ ।

গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদি বর্ণকাদিকান্ ।

মেঘাদিতোহপি মীনান্তান্ গণয়েৎ ক্রমশঃ সূর্য্যঃ ।

জপ্তঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্মাত্রাদিমাঙ্করং ।

সিদ্ধ সাধ্য অসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ ॥

নবৈকপঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্ দশ যুগ্মকে ।

অসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রে বেদাষ্ট দ্বাদশৈ রিপুঃ ॥

এতত্তে কথিতং দেবি অ ক ড় মাদিকমুত্তমং ।

ইদন্ত গোপাল বিষয়মেব ।

গোপালে হকড়মঃ স্মৃত ইতি বচনাৎ ॥

তাবত্যশ্চ চতুঃকোষ্ঠচতুষ্কং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধাদি শোধন যন্ত্রং ।

অ ক থ হ চক্রং ।

| (ক) পূর্ব ।     |                | (ঘ) দক্ষিণ ।    |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| ১<br>অ<br>ক থ হ | ৫<br>উ<br>ঙ প  | ২<br>আ<br>থ দ   | ৬<br>ঊ<br>চ ফ  |
| ১৩<br>ও<br>ড ব  | ৯<br>৯<br>ঝ ম  | ১৪<br>ঔ<br>ঢ শ  | ১০<br>৯<br>ঞ য |
| ৪<br>ঈ<br>ঘ ন   | ৮<br>ঋ<br>জ ভ  | ৩<br>ই<br>গ ধ   | ৭<br>ঋ<br>ছ ব  |
| ১৬<br>অঃ<br>ত স | ১২<br>ঐ<br>ঠ ল | ১৫<br>অং<br>ণ ষ | ১১<br>এ<br>ট র |
| (খ) পশ্চিম ।    |                | (গ) উত্তর ।     |                |

মণ্ডল হইবে অর্থাৎ সমুদায়ে ষোলটি গৃহ হইবে ॥ ১৩ ॥



তত্রচ ॥

আদ্যাগ্নীশগ্রহাক্যাক্ষিঃ সূর্য্যদিগ্রহদিগ্গজাঃ ।

কলামন্নিষু সপ্তাহ বিধে বর্ণান্ পুনর্য্যসেৎ ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ ॥

লিপৌ চতুষ্পদস্থায়্যাং সাধকাখ্যাতিবর্ণতঃ ।

মন্ত্রাদ্যক্ষরপর্য্যন্তং গণনীয়ং মুহুমুহুঃ ।

সব্যোনাংমাদ্যক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ইষ্যতে ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্ত জপহোমতঃ ।

অসিদ্ধস্ত গ্রহাদেব রিপুমূলং নিকৃন্ততি ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে আদ্য, তিন, একাদশ, নয়, দুই, চারি, দ্বাদশ, দশ, ছয়, আট, ষোড়শ, চতুর্দশ, পঞ্চ, সপ্ত, পঞ্চদশ ও ত্রয়োদশ গৃহে ক্রমে অকারাদি হকারান্ত বর্ণসকল পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিবে অর্থাৎ লিখিবে ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর, চতুষ্পদস্থ লিপিতে অর্থাৎ সিদ্ধাদি চারিগৃহে সাধকের নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে, বামগতিতে নামের আদ্যক্ষর হইতে সিদ্ধাদি ক্রম জানিবে ॥ ১৫ ॥

লিখিতমন্ত্রের মধ্যে গণমাদ্বারা মন্ত্রের আদ্যক্ষর সিদ্ধাদি স্থান প্রাপ্ত হইলে যে ফল হয় বলি শ্রবণ কর। সিদ্ধ কালেতে অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত নির্দিষ্টকালে, সাধ্য জপ হোম-দ্বারা এবং অসিদ্ধ কেবল দীক্ষা গ্রহণ মাত্রে সিদ্ধ হয়, আর অরি মূলকে নাশ করে, অর্থাৎ শিষ্যকে বিনষ্ট করে ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধসিদ্ধৌ যথোক্তেন দ্বিগুণাং সিদ্ধসাধকঃ ।

সিদ্ধঅসিদ্ধৌর্দ্ধজপাং সিদ্ধারিহন্তি বান্ধবান্ ॥

সাধ্যসিদ্ধৌদ্বিগুণজপাং সাধ্যসাধ্যো নিরর্থকঃ ।

তৎসিদ্ধি ত্রিগুণিতাং সাধ্যারিহন্তি গোত্রজান্ ।

অসিদ্ধসিদ্ধৌর্দ্ধজপাং তৎসাধ্যস্ত গুণাধিকাং ।

তৎসিদ্ধৌগ্রহাদেব তদরিজ্জতিজাতহা ।

অরিসিদ্ধঃ স্ততং হন্যাদরিসাধ্যস্ত কন্যাকাং ।

তৎসিদ্ধস্ত পত্নীস্তুদরিঃ সাধকাপহঃ ॥ ১৭ ॥

এই প্রকার বৃহৎ চারিকোষ্ঠ ব্যবস্থাদ্বারা ফল উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহার অবান্তর ষোড়শকোষ্ঠ ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ব ও পরের সহিত সিদ্ধাদি চারিপ্রকারের পরস্পর সংযোগের ফল বলিতেছেন ।

যথা। সিদ্ধসিদ্ধ তন্ত্রোক্তজপে, সিদ্ধসাধক তন্ত্রোক্তজপের দ্বিগুণজপে, সিদ্ধঅসিদ্ধ অর্দ্ধজপে অর্থাৎ জপের যত সংখ্যা আছে তাহার অর্দ্ধজপে সিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধঅরি বান্ধব-সকলকে বিনাশ করে। সাধ্যসিদ্ধ দ্বিগুণজপে, সাধ্যসাধ্য অনর্থ স্বরূপ। সাধ্যঅসিদ্ধ ত্রিগুণজপে সিদ্ধ হয়, আর সাধ্য অরি বংশ বিনাশ করে। অসিদ্ধসিদ্ধ অর্দ্ধজপে, অসিদ্ধ-সাধ্য দ্বিগুণজপে। অসিদ্ধ অসিদ্ধ গ্রহণমাত্রে এবং অসিদ্ধ-অরি গোত্র সংহার করে। অরিসিদ্ধ সন্তানদিগকে তথা অরি-সাধ্য কন্যাকে, অরি অসিদ্ধ পত্নীকে, আর অরি অরি সাধককে সংহার করে ॥ ১৭ ॥



অস্য মন্ত্রবিশেষেহপবাদঃ ॥

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাণাদপ্রণবস্য চ ।

বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ।

স্বপ্নলক্রে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে ত্রিবীজকে ।

একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ ॥ ১৮ ॥

স্বকুলান্যকুলভেদপ্রকারস্তাগমতোহবগন্তব্যোবিস্তরভয়া-  
মেহ লিখ্যতে । এবং স্থপারীক্ষিতং মন্ত্রমুপদিদিক্ষুগুরু  
দীক্ষামারভেত ।

তৎপ্রকারস্ত ॥

মন্ত্রবিশেষে ইহার অপবাদ যথা ॥

নৃসিংহ, সূর্য্য এবং বরাহ মন্ত্রমকলের তথা প্রাণাদ,  
( হৌ ) শিবমন্ত্র, প্রণব ও বৈদিকমন্ত্রের সিদ্ধাদি শোধন  
করিবে না । স্বপ্নলক্রে, স্ত্রীলোক কর্তৃক প্রদত্ত, এবং যাহা  
বিংশতি অক্ষরের অধিক এমত মালামন্ত্র, ত্রিবীজক, তথা  
একাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধন করিবে না ॥ ১৮ ॥

আর ইহা স্বকুল এবং ইহা ভিন্ন কুল ইত্যাদি মন্ত্রবিষয়ক  
ভেদ প্রকার আগম ( তন্ত্র ) হইতেই জানিতে হইবে, এত  
বিস্তার ভয়ে এখানে তাহা লিখিত হইল না, উপদেশে-  
চ্ছুক গুরু এই প্রকার স্থপারীক্ষিত মন্ত্র শিষ্যকে দীক্ষা  
প্রদান করিবেন ।

তাহার প্রকার যথা,

মমে দেশে নবহস্তং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণং মণ্ডপং বির-  
চয়্য তন্মধ্যে প্রাণাদিদিক্ষু চতুরস্রং ধনুস্ত্রিকোণবর্তু-  
লাকারাণি কুণ্ডানি ।

একং বা চতুরস্রমুত্তরতঃ সযোনিসমেখলং হস্তমাত্রং  
কৃত্বা মধ্যে স্থলক্ষণং দীক্ষামণ্ডলং সৰ্ব্বতো ভদ্রং বা পদ্ম-  
গর্ভং বিলিখ্য তৎপূর্ব্বতো বাস্তমণ্ডলমুদ্বাট্য স্বয়ং  
কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ো দীক্ষাসংকল্পং বিধায় বাস্তদেবতাঃ  
সংপূজ্য মণ্ডলস্য পুরতঃ স্বাসনোপবিষ্টঃ তয়োপদেক্য-  
মাণবিদ্যায়া শীর্ষমুখন্যাসাদিকৃত্বা পূজাসংভারান্ স্বস্ব  
স্থানে হবস্থাপ্য নিজদক্ষিণতোগুরুং বামতো গণেশ-  
মভ্যর্চ্য মণ্ডলান্তঃ পীঠপূজাং কৃত্বা কর্নিকোপরি শালীন

সমভূমিতে নবহস্ত পরিমিত চতুর্দ্বার চতুস্তোরণযুক্ত  
মণ্ডপ নির্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে চতুরস্র  
ধনুস্তল্য ত্রিকোণ বর্তুলাকার কুণ্ড সকল, অথবা উত্তরদিকে  
চতুরস্র, যোনি ও মেখলার সহিত একটী কুণ্ডমাত্র করিয়া  
তন্মধ্যে স্থলক্ষণ দীক্ষা মণ্ডল অথবা পদ্মগর্ভ সৰ্ব্বতো ভদ্র-  
মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তৎ পূর্ব্বক বাস্তমণ্ডল উল্লেখন পূর্ব্বক  
স্বয়ং পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সামাধা করিয়া দীক্ষা সংকল্প করত  
বাস্তদেবতা পূজানন্তর মণ্ডলাগ্রে নিজাসনে উপবিষ্ট  
হইয়া সেই উপদেক্যমাণ বিদ্যা দ্বারা শীর্ষ ও মুখন্যাসাদি  
করত পূজা দ্রব্যসকল যথা স্থানে স্থাপন করিয়া নিজ দক্ষিণে  
গুরু এবং বামে গণেশের পূজা করিয়া মণ্ডল মধ্যে পীঠ-



দর্ভাংশচ বিন্যস্য তদুপরি নবং লোহিতং মজলং নবপল্লব-  
পঞ্চরত্নোপেতং গন্ধাক্ততন্ত্রগ্ভূষিতং দর্ভকূর্চোপেতং  
বাসোযুগবেষ্টিতং কলসং নিধায় তত্রৈব প্রাঙ্গাদিদিক্ষু  
অর্চ্যে কলসান্ চূতাস্থপলাশাদিপল্লবোপেতান্  
অবস্থাপয়েৎ । একমেব বা প্রধানকলসং ॥ ২০ ॥

উক্তঞ্চ শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদৈঃ ॥

প্রোক্তেনৈবং কলসবিধিনৈকেন বানেককুন্তৈরিতি ।  
বিহিতকষায়োদকৈর্বা কলসপূরণং । ততঃ কষায়জল-  
পূরিতে শুদ্ধজলপূরিতে বা শঙ্খে চন্দন-কপূরাগুরু

পূজা করিয়া কর্ণিকার উপরি ভাগে ধান্য ও কুশ সকল  
বিন্যাস পূর্বক তদুপরি নূতন লোহিতবর্ণ জলপূর্ণ, নবপল্লব  
ও পঞ্চরত্নযুক্ত চন্দন অক্ষত ও মালা দ্বারা বিভূষিত, দর্ভ  
কূর্চ (কুশমুষ্টি) যুক্ত বস্ত্রযুগ বেষ্টিত কলস নিধান করিয়া সেই  
স্থানেই পূর্বাতিদিকে চূত অস্থপ পলাশাদি পল্লবসমন্বিত  
আটটি কলস সংস্থাপন করিবে । অথবা একটি মাত্র প্রধান  
কলস স্থাপন করিবে ॥ ২০ ॥

ভগবৎ-পূজ্যপাদ শঙ্কর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

পূর্বোক্ত এই প্রকার একটি কলস বিধিতেই হউক  
অথবা বহু কুণ্ডদ্বারাই হউক ইতি ।

শুদ্ধোদক বা কষায়োদক দ্বারা কলস পূরণ করিবে ।  
তদনন্তর কষায়োদক পূরিত বা শুদ্ধ জলপূরিত শঙ্খে চন্দন  
কপূর, অগুরু, কুঙ্কুম, কপি (শিহলক অর্থাৎ লোবার) মাংসী,

কুঙ্কুমকপিমাংসীরোচনাকচোরাখ্যং গন্ধার্ককং বিলোড়্য  
তত্রাক্তত্রিংশৎকলাঃ প্রবিন্যসেৎ ।

তাশ্চ ।

অমৃতা মানদা পুষা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ রতিঃ ধৃতিঃ শশিনী  
চন্দ্রিকা কান্তিঃ জ্যোৎস্না স্ত্রীঃ প্রীতিঃ অঙ্গনা পূর্ণামৃতা  
জ্ঞানা তপনী তাপনী ধূম্রা মরীচিঃ জ্বলিনী রুচিঃ সুষুম্না  
ভোগদা বিশ্বা বোধনী ধারণী ক্ষমা ধূম্রা অর্চিঃ উম্মা  
জ্বলিনী জ্বালিনী বিক্ষুলিঙ্গিনী স্ত্রীঃ সুরূপা কপিলা  
হব্যবহা কব্যবহা ইতি ॥ ২১ ॥

অথ পঞ্চাশৎ কলাঃ প্রবিন্যসেৎ ।

তাশ্চ ।

( জটামাংসী ) রোচনা ( রক্তকম্বল ) ও কচোরাখ্য ( ককোল )  
এই গন্ধার্কক বিলোড়ন করিয়া তাহাতে অষ্টত্রিংশৎ কলা  
বিন্যাস করিবে ।

কলা সকলের নাম যথা ॥

অমৃতা, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী,  
চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, স্ত্রী, প্রীতি, অঙ্গনা, পূর্ণামৃতা,  
জ্ঞানা, তপনী, তাপনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বলিনী, রুচি, সুষুম্না,  
ভোগদা, বিশ্বা, বোধনী, ধারণী, ক্ষমা, ধূম্রা, অর্চিঃ, উম্মা,  
জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিক্ষুলিঙ্গিনী, স্ত্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্য-  
বহা ও কব্যবহা ইতি ॥ ২১ ॥

অনন্তর পঞ্চাশৎকলা বিন্যাস করিবে ।

তাহাদের নাম যথা ॥

4566

N-3044



সৃষ্টিঃ ঋদ্ধিঃ স্মৃতিঃ ধৃতিঃ কান্তিঃ লক্ষ্মীঃ ছ্যতিঃ স্থিতিঃ  
সিদ্ধিঃ জরা ফলিনী শান্তিরৈশ্বরী সৰ্বকামিকা বরদা  
হ্লাদিনী প্রীতিঃ দীর্ঘা তীক্ষ্ণা রৌদ্রা স্থিরা অভয়া নিদ্রা  
তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া উৎকারী মৃত্যুঃ পীতা চেতা  
অরুণা অসিতা হরিতা নিকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তিঃ  
ইক্ষিকা দীপিকা রেচিকা মোচিকা সূক্ষ্মা মৃতা জ্ঞানা  
অমৃতা আপ্যায়িনী ব্যাপিনী ব্যোমরূপা অনন্তেতি ॥ ২২  
ন্যাসস্ত কলানাং প্রণবাদি নমোহন্তনামোচ্চারণেন ।  
ততোহংসঃ শুচিষৎ প্রতদ্বিষ্ণু ত্রিগম্বক বিষ্ণুর্যোনিমিত্তি  
পঞ্চমাত্রা বিন্যস্য । প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রং অমুষ্যেত্যাদি

সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, কান্তি, লক্ষ্মী, ছ্যতি, স্থিতি,  
সিদ্ধি, জরা, ফলিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, সৰ্বকামিকা, বরদা,  
হ্লাদিনী, প্রীতি, দীর্ঘা, তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, স্থিরা, অভয়া, নিদ্রা,  
তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী, মৃত্যু, পীতা, চেতা,  
অরুণা, অসিতা, হরিতা, নিকৃতি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি,  
ইক্ষিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, মৃতা, জ্ঞানা,  
অমৃতা, আপ্যায়িনী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা  
ইতি ॥ ২২ ॥

প্রণবাদি নমোহন্তনামোচ্চারণ দ্বারা কলসকলের ন্যাস  
করিবে ।

তদনন্তর হংসঃ, শুচিষৎ, প্রতদ্বিষ্ণু, ত্রিগম্বক, বিষ্ণু-  
র্যোনিং” এই পঞ্চমাত্রা বিন্যাসপূর্বক, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র

মায়ান্ত্র স্বাহেত্যন্তঃ ন্যাসেৎ । ততো মূলমন্ত্রমুচ্চারণন্  
শঙ্খস্থং জনং প্রধানকলসে নিক্ষিপেৎ ॥ ২৩ ॥

অথ পূর্বেছ্যরূপোষিতঃ শিষ্যঃ মণ্ডলস্য পুরতঃ উপ-  
বেশ্য কালং স্মৃতা এবং গুণবিশেষণবিশিষ্টায়াং তিথৌ  
শিশোরম্যানুগ্রহার্থং দেবতার্চনং করিষ্যামীতি সঙ্কল্প্য-  
কৃতন্যাসঃ কলসে দেবতামাবাহ্য শকলীকৃত্যোপদেক্য-  
মাণমন্ত্রেণাসনাদীরৈবেদ্যান্তানুপচারান্ প্রকল্প্য শুভ-  
লক্ষণে কুণ্ডে হোমং কুৰ্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

কুণ্ডলক্ষণং ভবিষ্যপুরাণান্মায়রহস্য জ্ঞানমুক্তাবলী নার-  
দীয় মোহন স্বায়ম্ভুব ত্রৈলোক্যসার মুখ্যমুনিপ্রণীতা-

অমুষ্যেত্যাদি স্বাহান্ত্রমায়াবীজ ( হ্রীং ) ন্যাস করিবে । তৎ-  
পরে মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রধান কলসে শঙ্খস্থজল নিক্ষেপ  
করিবে ॥ ২৩ ॥

অনন্তর পূর্বদিবস কৃতোপবাস শিষ্যকে মণ্ডলাগ্রে উপ-  
বেশন করাইয়া যথাকাল জ্ঞাত হইয়া এই প্রকার গুণবিশে-  
ষণবিশিষ্ট তিথিতে এই শিশুর প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত  
দেবতার্চন করিব, এই সঙ্কল্পপূর্বক কৃতন্যাস হইয়া কলসে  
দেবতা আবাহন করত শকলীকৃত্য ( মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক )  
উপদেক্যমাণ মন্ত্রদ্বারা আসনাদি নৈবেদ্যান্ত উপচার কল্পনা  
পুরঃসর শুভলক্ষণে কুণ্ডে হোম করিবে ॥ ২৪ ॥

কুণ্ডলক্ষণ ভবিষ্যপুরাণ, আশ্বায়রহস্য, জ্ঞানমুক্তাবলী,  
নারদীয়, মোহন, স্বায়ম্ভুব, ত্রৈলোক্যসার ও মুখ্যমুনি প্রণীত



নেকগ্রন্থানুসারত এব বিজ্ঞেয়ঃ ॥

শতাব্দীহোমে বন্ধমুষ্টিহস্তমিতং কুর্য্যাৎ শতহোমেত্ব-  
রত্নিমিতং । সহস্রহোমে চতুর্বিংশত্যঙ্গুলহস্তমিতং ॥

অঙ্গুলমানন্ত । তির্ঘ্যগ্‌যবোদরাণ্যর্কৌ উর্দ্ধ্বাঙ্গয়ো  
ত্রীহয়ো বা মধ্যমা মধ্যপর্ব বা ॥

অযুতহোমে দ্বিহস্তমিতং লক্ষহোমে চতুর্হস্তমিতং  
কোটিহোমেত্বহস্তমিতং এষু সর্বেষু কুণ্ডেষু পর্বমাত্র-  
মধিকং নিক্ষিপ্য ধ্বজা সাধয়েৎ ॥

অত্র খাতকণ্ঠযোনিমেখলামানজ্ঞানায়ৈয়ং পরিভাষা ॥

যৎকিঞ্চিৎ কুণ্ডং চতুর্বিংশতিধা বিভজ্য চতুর্বিংশতঙ্গুলং  
নানাগ্রন্থানুসারে জানিতে হইবে ।

শতাব্দীহোমে মুষ্টিবন্ধ হস্তপরিমিত, শতহোমে অরত্নি  
( কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্ত ) পরিমিত এবং সহস্রহোমে চতু-  
র্বিংশতি অঙ্গুলমানের হস্ত পরিমিত করিবে ॥

অঙ্গুলি পরিমাণ যথা ॥

পার্শ্ববিন্যস্ত অষ্ট যব, অথবা উর্দ্ধ্বন্যস্ত তিন ত্রীহি কিস্বা মধ্যম  
অঙ্গুলির মধ্যপর্ব ।

অযুতহোমে দ্বিহস্ত পরিমিত, লক্ষহোমে চতুর্হস্ত-  
পরিমিত ও কোটিহোমে অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ড করিবে । এই  
সকল কুণ্ডে পর্বমাত্র অধিক নিক্ষেপ পূর্বক ধ্বজাসাধন  
করিবে । এই বিষয়ে খাত, কণ্ঠযোনি এবং মেখলা পরি-  
মাণ জ্ঞানের নিমিত্ত এই পরিভাষা জানিতে হইবে । যে  
কোন কুণ্ড চতুর্বিংশতিপ্রকারে বিভাগ করতঃ চতুর্বিংশতি

পরিকল্প্য তৈশ্চতুর্বিংশতিভি হস্তং কল্পয়িত্বা তন্মানেন  
চতুরস্রং কুণ্ডখাতং কুর্য্যাৎ তেনৈব হস্তমানেন মেখলা-  
সহিতমধস্তাদৃগেব খনেৎ ॥

অতঃ প্রথমমেখলোচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলঃ । তদধঃ খাতমঙ্গু-  
লানি পঞ্চদশ । এবং চতুর্বিংশত্যঙ্গুলং খাতং সম্প-  
দ্যতে ॥ ২৬ ॥

অথ খাতাদ্বিহিরেকাঙ্গুলং কণ্ঠং কুর্য্যাৎ । তত্র প্রথমমেখ-  
লায়া বহিরুচ্ছ্রায়ো বিস্তারশ্চ চতুরঙ্গুলঃ । তদ্বিহির্দ্বিতীয়-  
ম্যাস্ত্র্যঙ্গুলস্তথৈব তৃতীয়ায়া দ্ব্যঙ্গুলঃ ॥

অথ পশ্চিমমেখলাত্রয়াত্বপরি যোনিং কুর্য্যাৎ দৈর্ঘ্যে  
দ্বাদশাঙ্গুলানি বিস্তারে অর্কৌ উচ্ছ্রায়ে একমঙ্গুলং ।

অঙ্গুল কল্পনাপূর্বক তাহারই চতুর্বিংশতিদ্বারা হস্তকল্পনা  
করিয়া সেই হস্তপরিমাণে চতুরস্র কুণ্ড খাত করিবে । সেই  
হস্তপরিমাণে মেখলার সহিত অধোভাগেও সেইরূপ খনন  
করিবে । তদনন্তর প্রথমমেখলার উচ্ছ্রায় নয় অঙ্গুল ।  
তাহার নীচে পঞ্চদশ অঙ্গুল খাত করিবে । এই প্রকার  
করিলে চতুর্বিংশতি অঙ্গুল পরিমিত খাত সম্পন্ন হয় ॥ ২৬ ॥

অনন্তর খাতের বহির্দেশে একাঙ্গুলপরিমিত কণ্ঠ করিবে ।  
তাহাতে প্রথম মেখলার বহির্দেশের উচ্ছ্রায় ও বিস্তার চতু-  
রঙ্গুল, তদ্বাহে দ্বিতীয়মেখলার ত্র্যঙ্গুল, তদ্রূপ তৃতীয়মেখ-  
লার তিন অঙ্গুল উচ্ছ্রায় ও বিস্তার হইবে । অনন্তর পশ্চিম  
মেখলাত্রয়ের উপরি যোনি করিবে, ঐ যোনি দীর্ঘে দ্বাদশ  
অঙ্গুল, বিস্তারে অষ্ট অঙ্গুল এবং উচ্ছ্রায়ে এক অঙ্গুল হইবে ।



যোনে: পরিত একাঙ্গুল মেখলা । কুণ্ডমধ্যে প্রবিষ্টং  
যোন্যগ্রমেকাঙ্গুলং যোনিরন্ধ্রে গজকুম্ভদ্বয়াকৃতিবৃত্তদ্বয়ং ।  
যোনিমধ্যে রন্ধ্রং কুর্ধ্যাৎ । শেষা যোনিরশ্বদলাকারা  
কার্যা । ইতি খাত-কণ্ঠ-মেখলা-যোনি-লক্ষণানি ।  
তদেতৎ কুণ্ডলক্ষণং ॥ ২৭ ॥

অম্যান্যথাহে দোষমাহ হারীতঃ ॥  
বিস্তারাদিক্যহীনহে অল্লায়ুর্জায়তে ধ্রুবঃ ।  
খাতাদিক্যে ভবেদ্রোগী হীনেতু ধনসংক্ষয়ঃ ॥  
কুণ্ডে বক্রতু সস্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে ।  
শোকস্ত মেখলায় তদাদিক্যে পশুক্ষয়ঃ ।

অপর, যোনি চতুর্দিকে একাঙ্গুল মেখলা, কুণ্ডমধ্যে যোনির  
অগ্রে একাঙ্গুল পরিমিত প্রবিষ্ট এবং যোনিরন্ধ্রে গজকুম্ভ-  
দ্বয়াকৃতি দুইটি বৃত্ত হইবে, তথা যোনির মধ্যে ছিদ্র করিবে,  
শেষযোনি অশ্বদলাকার করিবে । এই প্রকার খাত, কণ্ঠ,  
মেখলা ও যোনির লক্ষণ জানিবে । এই লক্ষণাক্রান্ত কুণ্ডই  
প্রসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥

ইহার অন্যথা হইলে কুণ্ডে দোষ হয় ॥

হারীতমুনি বলিয়াছেন যথা ।

কুণ্ডের বিস্তারের আধিক্য বা ন্যূন হইলে নিশ্চয় অল্লায়ু  
হয়, খাতের আধিক্য হইলে রোগী হয়, খাতের অল্লতা  
হইলে ধন হানি ঘটয়া থাকে, কুণ্ড বক্র হইলে সস্তাপ,  
মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ, মেখলা উন হইলে শোক,  
ভাংগর আধিক্য হইলে পশুক্ষয়, যোনিহীন হইলে ভাংগা-

ভাংগানাশো যোনিহীনে কণ্ঠহীনে শুভক্ষয়ঃ ॥ ইতি ॥ ২৮ ॥  
অনুভূতকুণ্ডবিশেষস্ত ॥

হোমস্বধিক সংখ্যান্যনসংখ্যাবিহিতে কুণ্ডে কার্যো  
নাধিকসংখ্যাবিহিতে । ন্যূনসংখ্যায়াদি অধিকসংখ্যায়াদি  
ভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

উক্তাভিযুক্তৈঃ ॥

ন্যূনসংখ্যাদিতে কুণ্ডে অধিক হোমো বিধীয়তে ।  
অনুভূতকুণ্ডে ন্যূনস্ব নাধিকে শস্যতে কচিৎ ॥ ৩০ ॥  
ইতি কুণ্ডলক্ষণং ॥

এতচ্চ যত্র কুণ্ডোপাদানং তত্র সর্বত্র পুরশ্চরণহোমা-

নাশ ও কণ্ঠহীনে মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অনুভূত অর্থাৎ যাহার কুণ্ডবিশেষ উল্লেখ করা হয় নাই  
এমত হোমের বিধান যথা ।

ন্যূনসংখ্যাবিহিত কুণ্ডে অধিকসংখ্যক হোম করিবে,  
অধিক সংখ্যাবিহিতকুণ্ডে ন্যূনসংখ্যক হোম করিবে না, যে  
হেতু ন্যূনসংখ্যা অধিক সংখ্যার মধ্যপাতী ॥ ২৯ ॥

ভাস্করিকগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ।

ন্যূনসংখ্যাবিহিতকুণ্ডে অধিক হোম করিবে, অনুভূতকুণ্ড  
ন্যূন সংখ্যক হোম, অধিক সংখ্যক কুণ্ডে কখনই করিবে  
না ॥ ৩০ ॥

ইতি কুণ্ডলক্ষণং ॥

এই সকল যে স্থানে কুণ্ডের উপাদান (গ্রহণ) সেই



দাবনুসঙ্কেয়ং ॥

তত্রৈতন্মিন্ কুণ্ডে উল্লেখনাদিকৃষ্টা প্রণবেনাগ্নিং প্রতি-  
ষ্ঠাপ্য চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বং জ্ঞাপয়  
জ্ঞাপয় স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রজ্জ্বাল্য ॥

অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং ।

সুবর্ণবর্ণমলং প্রসিদ্ধং বিশ্বতোমুখমিত্যুপস্থায়াম্বে মপ্ত-  
জিহ্বা ন্যসেৎ ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যা গগণা রক্তা কৃষ্ণা স্প্রভা বহুরূপা অতিরূপা-  
চেতি জিহ্বাঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ সহস্রার্চিঃ স্বস্তিপূর্ণঃ উত্তিষ্ঠপুরুষঃ ধূমব্যাপী মপ্ত-

সকল স্থানে পুরশ্চরণ হোমাদিতে অনুসন্ধান করিবে ।

সেই স্থানে এই কুণ্ডে উল্লেখনাদিপূর্বক প্রণবদ্বারা  
অগ্নি স্থাপন করত “চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ  
সর্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা” এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নিং প্রজ্জ-  
লিত করিয়া । “অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং ।  
সুবর্ণবর্ণমলং প্রসিদ্ধং বিশ্বতোমুখং” এই মন্ত্র বলিয়া উপ-  
স্থানপূর্বক অগ্নিতে মপ্তজিহ্বান্যাস করিবে ॥ ৩১ ॥

অগ্নির মপ্তজিহ্বা যথা ॥

হিরণ্যা, গগণা, রক্তা, কৃষ্ণা, স্প্রভা, বহুরূপা ও অতি-  
রূপা, এই মপ্ত জিহ্বা ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর “সহস্রার্চিঃ, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠপুরুষ, ধূমব্যাপী, মপ্ত-

জিহ্বাঃ ধনুর্ধরঃ ইতি ষড়ঙ্গদেবতা বিন্যস্য মুর্দ্ধাং সপার্শ্ব-  
কট্যক্ষুকটিপার্শ্বাংসেযু । জাতবেদাঃ মপ্তজিহ্বাঃ হব্যবাহনঃ  
অশ্বোদরজঃ বৈশ্বানরঃ কোমারতেজাঃ বিশ্বমুখঃ দেব-  
মুখঃ ইত্যষ্টমূর্তী বিন্যস্য গন্ধাদিভি জিহ্বাঙ্গমূর্তীঃ  
সম্পূজ্য । বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব-  
কর্মাণি সাধয় স্বাহেতি বৈশ্বানরং সম্পূজয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ সাম্প্রদায়িকাংশচতুর্থা ত্রিজোবৃহা অগ্নিং পরিস্তী-  
র্যাজ্যং সংস্কৃত্য ব্যাহতী হুত্বানন্তরং বৈশ্বানরমন্ত্রেণ-  
ত্রিহুত্বা অগ্নেগর্ত্তাধান পুংসবনসীমন্তোন্নয়নজাতকর্মচৌ-  
লোপনয়ন সমাবর্তন বিবাহাখ্যান্ সংস্কারান্ প্রণবমন্ত্রেণ

জিহ্বা, ধনুর্ধর এই মন্ত্রে হুত্বাদি ষট্স্থানে ষড়ঙ্গদেবতা ন্যাস  
করিয়া মস্তক, দক্ষিণক্ষক, দক্ষিণপার্শ্ব, দক্ষিণকটি, লিঙ্গ, বাম-  
কটি, বামপার্শ্ব, বামক্ষক এই অষ্টাঙ্গে জাতবেদাঃ মপ্তজিহ্বা  
হব্যবাহন অশ্বোদরজ বৈশ্বানর কোমারতেজাঃ বিশ্বমুখ ও  
দেবমুখ এই অষ্টমূর্তি বিন্যাসপূর্বক গন্ধাদিদ্বারা জিহ্বাঙ্গ-  
মূর্তির পূজা করত “বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ  
সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা” এই মন্ত্রে বৈশ্বানরের (অগ্নির)  
পূজা করিবে ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর সাম্প্রদায়িক (বৈষ্ণব) চারিজন পুরোহিতকে বরণ  
করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত আজ্য সংস্কারপূর্বক ব্যাহতি  
হোম করণানন্তর বৈশ্বানর মন্ত্রদ্বারা তিন বার হোম করত  
অগ্নির গর্ত্তাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, চূড়াকরণ,  
উপনয়ন, সমাবর্তন এবং বিবাহ সংজ্ঞক সংস্কার সকল প্রণব



আহুত্যাষ্টকেনচ কৃত্বা ঋত্বিজঃ প্রেষয়েৎ ॥

তেত্বেবং কুর্য্যঃ প্রথমং জিহ্বাপ্ৰমুত্তী ম' জৈরেকীকৃত্য  
হুত্বা গণেশমন্ত্রেণ দশবারং হুত্বা উপদেশ্যমানমন্ত্রেণ  
বিংশতিকৃত্বো হুত্বা সাজ্যেন পায়সেনাকৌত্তরসহস্রং অষ্ট-  
শতং বা প্রধানমন্ত্রেণৈব জুহুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥

ততো মহাব্যাহুতীরাজ্যেন হুত্বা ॥

৫/ ইতঃ পূর্বপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেহধর্মাদিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন  
শুশ্রুণ্ডিষু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ  
শীর্ষাচ যৎকৃতং যত্নং যৎস্মৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্চনং  
ভবত্বিতি ব্রহ্মার্চনম্ ॥ ৩৫ ॥

তত ঋক্ষবারাশ্যাদিগ্ৰহকরণেভ্যো গন্ধপুষ্পধূপদীপ-

দ্বারা অষ্ট আহুতি হোম করত পুরোহিতগণকে প্রেরণ  
করিবে । তাঁহারা এই প্রকার করিবেন যথা-প্রথমতঃ জিহ্বাপ-  
মুত্তী মন্ত্রদ্বারা এক করিয়া হোম করতগণেশ মন্ত্রে  
দশবার হোম করিয়া উপদেশ্যমানমন্ত্রে বিংশতিবার  
হোম করত স্নতযুক্ত পায়স দ্বারা অকৌত্তর শত অথবা  
অকৌত্তর সহস্র প্রধান মন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর আজ্যদ্বারা মহাব্যাহুতী হোম করত “ইতঃ  
পূর্বং প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেহ ধর্মাদিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন শুশ্রু-  
ণ্ডিষু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ শীর্ষাচ যৎ  
কৃতং যত্নং যৎ স্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্চনং ভবতু” এই  
ব্রহ্মার্চন মন্ত্রদ্বারা হোম করতঃ মণ্ডলে বলি দিবেন ॥ ৩৫ ॥

তাঁহার পর নক্ষত্র, বার, রাশির অধিপতি গ্রহ, করণ ও

পূর্বকং বলিঃ সমর্প্য দেবতাভ্যো দিবানন্তরীভ্যঃ  
সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো নম ইতি বদেৎ ॥ ৩৬ ॥

অথাচার্যো মহাপ্রসাদ ইতি দেবায়সমর্পিতং নৈবেদ্যক  
মুক্ত্যাচমনীয়মুখবাসাদীনুপচারান্ কৃত্বা ভগবন্মদীয়ান্তঃ  
করণে সমিধি বিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সংপ্রপন্নস্যানু-  
গ্রহং কর্তুমর্হসীতি সংপ্রার্থ্য প্রধানকলসোদকং মূল-  
মন্ত্রেণাকৌত্তরসহস্রং কূর্চ্চমূলং ধুত্বাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

৩/ ইতরাংশচত্বরঃ কলসান্ দিনেশ গণেশ মহেশ ভুবনেশী  
মন্ত্রে মূলমন্ত্রেণ বা প্রত্যেকমকৌত্তরসহস্রং ঋত্বিজো-  
হতিমন্ত্রয়েয়ুঃ ॥

দিক্ সকলকে গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ প্রদান পূর্বক বলি সমর্পণ  
করত “দেবতাভ্যো দিবানন্তরীভ্যঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো  
নমঃ” এই বলিবে ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর আচার্য্য মহাপ্রসাদ এই বলিয়া দেবতাকে  
সমর্পিত নৈবেদ্য উদ্ধার পূর্বক আচমনীয় মুখবাসাদি উপচার  
প্রদানপুরঃসর “ভগবন্মদীয়ান্তঃকরণে সমিধি বিশেষং কৃত্বা  
শিশোরস্য সংপ্রপন্নস্যানুগ্রহং কর্তু মর্হসি” এই প্রার্থনা  
করত প্রধান কলসের জল মূলমন্ত্র দ্বারা অকৌত্তর সহস্র  
কূর্চ্চমূল ( কুশমুষ্টিমূল ) ধারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিবে ॥ ৩৭ ॥

অপর চারি কলসকে দিনেশ গণেশ মহেশ ভুবনেশী মন্ত্র-  
দ্বারা অথবা মূলমন্ত্রদ্বারা ঋত্বিক্ সকল প্রত্যেককে অকৌত্তর  
সহস্রবার অভিমন্ত্রণ করিবেন । তদনন্তর ঋত্বিক্ আচার্য্যের



ততঃ সার্ভিগাচার্য্যমাত্মানং দেবং ভাবয়ন্তং স্তমংযতং  
শিষ্যং একাদশবারং মূলমন্ত্রং জপন্ সৰ্বৈঃ কলসৈ-  
র্বিপ্রাশীর্বাদবাদ্যঘোষাদিভিরভিষিক্তে ॥ ৩৮ ॥

অথ শিষ্যো নবে বাসমী পরিধায় স্নানশাটীম্পৃশন্ কৃতাচ-  
মনঃ স্রগ্গন্ধাদ্যলঙ্কৃতঃ কৃতনীরাজনোমণ্ডপান্তরাগত্য  
দেবগুর্বাদীন শক্ত্যা নমস্কৃত্য কার্পণ্যদোষেত্যাदिना-  
গুরুং সম্প্রার্থ্য দেবং স্মরন্ কৃতাঞ্জলি গুরুসমীপ উপ-  
বিশেৎ ॥ ৩৯ ॥

অথ গুরুঃ দীক্ষাস্ততয়া কৃতসকলীকরণো দেবায় গন্ধ-  
পুষ্প ধূপ দীপাদীন সমর্প্য পুরুষাহারসম্মিতং পায়সং

সহিত আত্মাকে দেবভাবনাকারি স্তমংযত শিষ্যকে একাদশ-  
বার মূলমন্ত্র জপ পুরঃসর সকল কলসস্থ জলদ্বারা ব্রাহ্মণা-  
শীর্বাদবাক্য বাদ্যধ্বনি পুরঃসর অভিষেক করিবেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর শিষ্য নূতনবস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্বক স্নানশাটী স্পর্শ  
না করিয়া আচমন করত মালা গন্ধাদি অলঙ্কার ভূষিত কৃত-  
নীরাজন হইয়া মণ্ডপমধ্যে সমাগত হওত যথাশক্তি দেবতা ও  
গুরুগণকে প্রণাম পুরঃসর কার্পণ্যদোষেত্যাदि মন্ত্রে গুরুর  
নিকট প্রার্থনা পূর্বক ইচ্ছদেবকে স্মরণ করত কৃতাঞ্জলি  
হইয়া গুরু সমীপে উপবেশন করিবে ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর গুরু দীক্ষাস্তীভূত কৃতসকলীকরণ (দেবতার অঙ্গে  
ষড়ঙ্গ ন্যাস) দেবোদ্দেশে গন্ধপুষ্প ধূপদীপাদি সমর্পণ পূর্বক  
পুরুষাহার পরিমিত পায়সাম নিবেদন করত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

নিবেদ্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা দেবমাত্মানং ভাবয়েৎ ॥

সমুহুর্ভে নানাবাদিত্রঘণ্টাব্রহ্মঘোষোপেতঃ শিষ্যশিরসি  
করতলং নিধায় দক্ষিণকর্ণে ত্রিঃকৃত্বো মূলমন্ত্রমুপदिशेৎ  
ম শিষ্যশ্চ গুরুদেবতামন্ত্রৈক্যং ভাবয়ন্মুচ্চারয়েৎ ॥ ৪০ ॥

ততোগুরুঃ সাক্ষতমুদকং গৃহীত্বা সমোহস্ত্রাবয়োরেষ মন্ত্র  
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য শিষ্যহস্তে নিক্ষিপেৎ ॥ ৪১ ॥

অথ মণ্ডলদেবতাঞ্চ প্রদর্শ্য দেবান্ প্রদর্শ্য পায়সপ্রসাদং  
মহাফলঞ্চ দত্ত্বা কৃতকৃত্যোহসি ভগবতানুগৃহীতোহসীতি ॥  
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিনাশঃ স্বয়ঞ্জয়ঃ ।

দেবতাকে আত্মাস্বরূপ চিন্তা করিবে ।

গুরু শুভক্ষণে নানা বাদিত্র, ঘণ্টা ও বেদধ্বনি-সমম্বিত  
হইয়া শিষ্যের মস্তকে করতলবিন্যাসপূর্বক দক্ষিণকর্ণে  
তিনবার মূলমন্ত্র উপদেশ করিবেন । সেই শিষ্যও গুরু,  
দেবতা এবং মন্ত্র এক এই রূপ ভাবনা করত মন্ত্র উচ্চারণ  
করিবেন ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর গুরু অক্ষতের সহিত উদক গ্রহণ পূর্বক  
“সমোহস্ত্রাবয়োরেষ মন্ত্র” এই বলিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক  
সেই সাক্ষত উদক শিষ্যহস্তে, সমর্পণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর মণ্ডলদেবতা ও দেবতাকে দর্শন করাইয়া  
পায়সপ্রসাদ ও মহাফল প্রদান করত, ‘কৃতকৃত্যোহসি  
ভগবতানুগৃহীতোহসি’ অর্থাৎ তুমি কৃতকৃত্য এবং ভগবানের  
অনুগৃহীত হইলা ॥

আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও শত্রুনাশ হউক এবং স্বয়ং



সৌভাগ্যঞ্চ পুনশ্চায়ু যুজ্যাক্ষান্ত সর্বদা ॥

ইত্যাশিষঃ প্রযচ্ছন্নকতান্ শিষ্যশিরসি নিদধ্যাৎ ॥ ৪২ ॥

ততঃ শিষ্যো যথাশক্তি প্রণম্য বাসোহলঙ্কারাদিনা গুরুং  
সম্পূজ্য ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা অন্যানপি ব্রাহ্মণান্  
শক্ত্যা সম্পূজয়েৎ ॥

ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্রং লভতে গুরোঃ ।

স ভাগ্যবান্ চিরজীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে ॥

ইতি প্রপঞ্চসারাদিপদ্ধতিং বীক্ষ্য বর্ণিতা ॥ ৪৩ ॥

দীক্ষা সামান্যতঃ কল্পে তদ্বিশেষোহবধার্য্যতাং ॥

ঐদৃদীক্ষায়াশ্চাসম্ভবে স্মমুহুর্ভে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে

জয়যুক্ত হও, সৌভাগ্য ও পুনর্বার আয়ুঃ সর্বদা তোমা-  
দিগের হউক, এই আশীর্বাদ প্রদান পূর্বক শিষ্যের মস্তকে  
অক্ষত প্রদান করিবেন ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর শিষ্য প্রণাম পুরঃসর যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি-  
দ্বারা গুরুকে অর্চনাপূর্বক পুরোহিতসকলকে দক্ষিণা দিয়া  
অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও যথাশক্তি পূজা করিবে ॥

এই দীক্ষাবিধি অনুসারে যে ব্যক্তি গুরুর নিকট হইতে  
মন্ত্র লাভ করে, সে ভাগ্যবান্, চিরজীবী ও কৃতকৃত্য হয় ॥

ইহা প্রপঞ্চসারাদিপদ্ধতি দেখিয়া বর্ণিত হইল ॥ ৪৩ ॥

এই সামান্য দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা তত্তৎদেবতার কল্পে  
জানিবা ॥

এই প্রকার দীক্ষার অসম্ভবে শুভক্ষেপে সর্বতো ভদ্রমণ্ডলে

লোহিতং গন্ধাক্তমালালঙ্কৃতং সপ্তমৃত্তিকা-সর্কৌষধি-  
পঞ্চরত্নগতিতং কলসমবস্থাপ্য দেবং সম্পূজ্য কুশকূর্চে-  
নোপদেক্যমাণমন্ত্রেণাকৌত্তরসহস্রমভিমন্ত্র্য পূর্ববচ্ছিষ্য-  
মভিষিচ্য বিদ্যামুপदिशेৎ ॥ ৪৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্ষ্যস্মৃত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-বিনির্গিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং দীক্ষাবিধানে প্রথমঃ  
পটলঃ ॥ \* ॥ ১ ॥ \* ॥

লোহিতবর্ণ, গন্ধ অক্ষত মালা বিভূষিত, সপ্তমৃত্তিকা, সর্কৌষধি  
ও পঞ্চরত্ন-গতিত কলস সংস্থাপন পূর্বক দেবতাপূজা  
পুরঃসর কুশকূর্চ ও উপদেক্যমাণ মন্ত্রদ্বারা অকৌত্তর সহস্র  
অভিমন্ত্রণাপূর্বক গুরু পূর্বের ন্যায় শিষ্যকে অভিষেক  
করিয়া বিদ্যা উপদেশ করিবেন ॥ ৪৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্য-  
বর্ষ্যস্মৃত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিনির্গিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠান-  
পদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানু-  
বাদিতায়াং দীক্ষাবিধানে প্রথমঃ পটলঃ ॥ \* ॥



## দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

—:○\*○:—

অথ পুরশ্চরণং ॥

এবং গৃহীতদীক্ষঃ সাগরগায়াঃ সরিতঃ সঙ্গমে পশ্চিমাভি-  
মুখে লিঙ্গপুরাণোক্তে স্বয়ম্ভুবিষ্ণুগৃহে বিশ্বাশ্বখাদিমূলে  
শুচিনি বা গৃহে ॥ ১ ॥

অথ কূর্মচক্রং ॥

যুগ্মস্বর্যাণাং ক্রমতো বিলিখ্য  
কাদীংশ্চ বর্গান্ ক্রমতঃ ক্ষমীশে ।  
স্থানাধিপস্যাক্ষরমস্তি যত্র  
তং দীপদেশঃ মুনয়ো বদন্তি ॥ ২ ॥

লিপি পদ্মদলে যত্র সাধকাদ্যক্ষরং পতেৎ ।

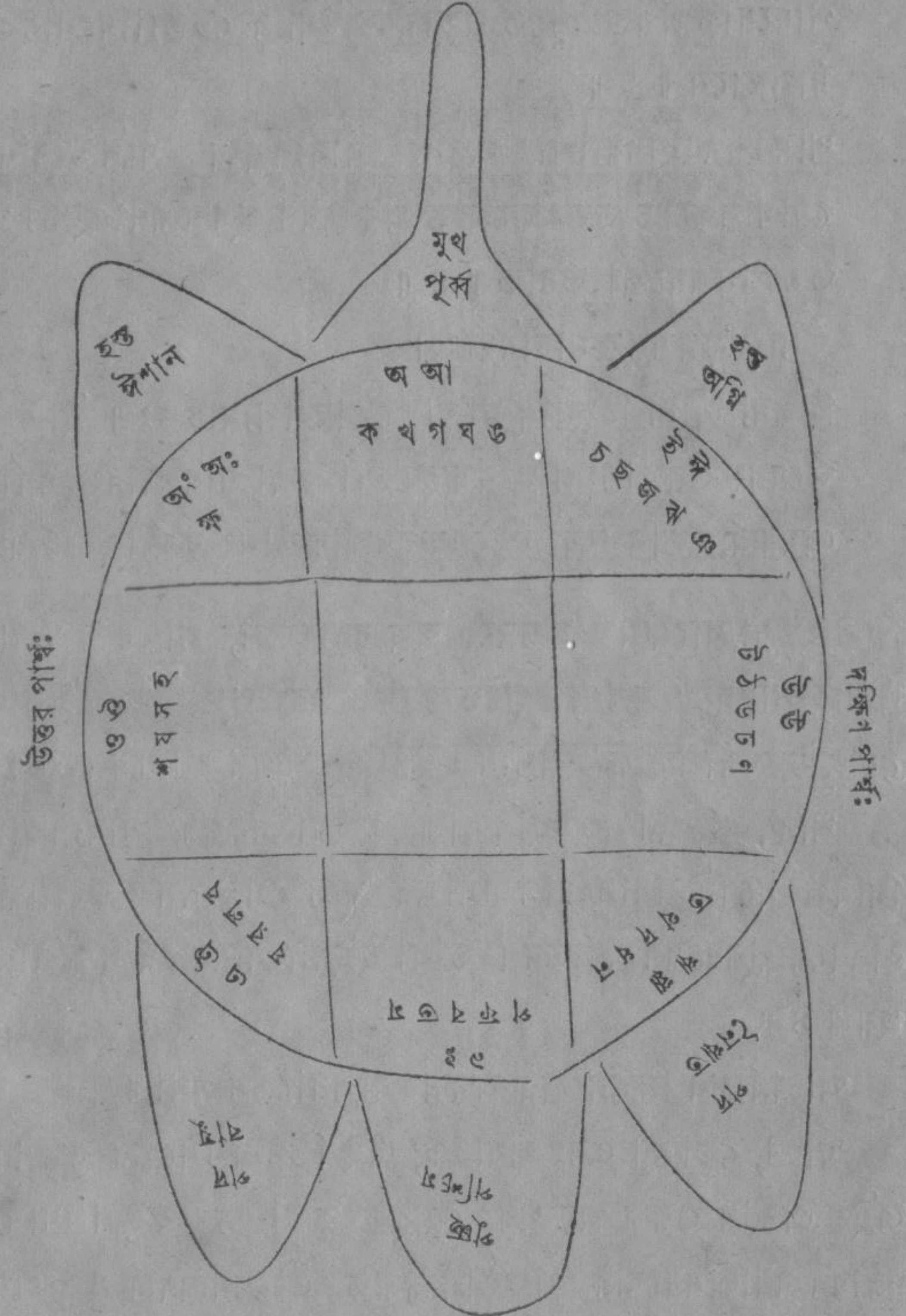
তৎ কূর্মস্য মুখং দীপস্তত্র স্যাৎ সিদ্ধিরুত্তমা ॥

শিষ্য এই প্রকারে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক সমুদ্রগামিনী নদীর  
সঙ্গমে পশ্চিমাভিমুখে লিঙ্গপুরাণোক্তে স্বয়ম্ভু কিম্বা বিষ্ণুগৃহে  
বিশ্ব অশ্বখাদি বৃক্ষমূলে অথবা শুচি গৃহে ॥ ১ ॥

কূর্মাকৃতি অষ্টদলপদ্ম লিখিয়া তাহার পূর্বাতি দিক্ ক্রমে  
যুগ্মস্বর সকল যথাক্রমে বিলিখন পূর্বক কবর্গাদি সপ্তবর্গ  
যথাক্রমে পূর্বাতি এবং ঈশানকোণে ক্ষ এই বর্ণ অঙ্কিত  
করিবে । যে স্থানে স্থানাধিপের অক্ষর বিদ্যমান হয়, মুনিগণ  
তাহাকে দীপদেশ বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

লিপিপদ্মদলে যেখানে সাধকের আদ্যক্ষর পতিত হইবে  
সেইটী কূর্মের মুখ, তাহার নাম দীপ, তাহাতে উত্তমা সিদ্ধি

অথ কূর্মচক্রং ।





হস্তয়োঃ স্বল্পফলভাগৌদাসীন্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥

পাদয়োঃ দুঃখিতঃ পৃষ্ঠে মৃত্যুরুচ্চাটনাদি চেত্যাদিনোক্তে  
দীপস্থানে ॥ ৩ ॥

শাকভিক্ষাহবিষ্যাশী মন্ত্রস্য বীৰ্য্যবদ্ধায় যথেষ্টবিনি-  
য়োগসিদ্ধয়েচ তত্তৎকল্লোক্তপ্রকারেণ পুরশ্চরণং কুর্যাৎ ॥

ততঃ সিদ্ধমন্ত্রে ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যচ লক্ষণমুক্তগাচার্য্যেঃ ।

সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ ॥ ইতি ॥

তদেবং গুরুপ্রসাদাৎ কৃতকৃত্যে ভূত্বা যাবজ্জীবং বর্ণা-  
শ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানং কুর্যাৎ ॥ ৫ ॥

লাভ হইয়া থাকে । হস্তদ্বয়ে স্বল্প ফলভাগী, পার্শ্বদ্বয়ে উদা-  
সীন্য, পাদদ্বয়ে দুঃখ, পৃষ্ঠে মৃত্যু এবং পুচ্ছ উচ্চাটনাদি  
হেতু উক্ত দীপস্থানে আসীন হইয়া পুরশ্চরণ করিবে ॥ ৩ ॥

শাক, ভিক্ষা ও হবিষ্যাশী হইয়া মন্ত্রের বীৰ্য্যবদ্ধার  
নিমিত্ত যথেষ্ট বিনিয়োগ সিদ্ধির জন্য সেই সেই কল্লোক্ত  
প্রকারে পুরশ্চরণ করিবে । তাহা হইলে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি  
হয় ॥ ৪ ॥

আচার্য্যগণ সিদ্ধমন্ত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন যথা ॥

দাতা, ভোক্তা এবং অযাচক, এই তিনটী সিদ্ধের লক্ষণ ।  
এই প্রকার গুরুর অনুগ্রহ হেতুক কৃতকৃত্য হইয়া যাব-  
জ্জীবন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করত শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের  
অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

তত্রৈকাদশীব্রতং ॥

অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাং মহাবিষ্ণোঃ পরমপ্রীতি-  
হেতুত্বাচ্চ নিত্যং ॥

দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ সংযোগপৃথক্চেদানাভীক্টমৈহিকামুশ্মি-  
কঞ্চ ফলং প্রসূতে ইতি সর্ব্বৈরপ্যনুষ্ঠেয়ং ॥

নচাত্র শুক্লৈবৈকাদশী গৃহিণা উপোষ্যতি মন্তব্যং ।

গৃহস্থে ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি যতি গৃহী ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরাপীতি গৃহিণো-  
হপ্যুভয়ৈকাদশ্যুপবাসশ্রবণাৎ ।

বৈষ্ণবধর্ম্মবিষয়ে একাদশীব্রত যথা ॥

একাদশীর ব্রত অকরণে প্রত্যবায় এবং করণে মহা-  
বিষ্ণুর পরম প্রীতি হয় এই হেতুক ইহা নিত্য ॥

সংযোগপৃথক্চ ত্রায় অর্থাৎ সম্বন্ধভেদে দর্শপৌর্ণমাস  
যাগবৎ অভিলষিত ঐহিক ও পারলৌকিক ফল প্রসব করে ।  
এই হেতু এই একাদশী ব্রত সকলেরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।  
পরন্তু শুক্লা একাদশীই গৃহিদিগের উপোষ্যা, কৃষ্ণা উপোষ্যা  
নহে এ কথা বলিতে পার না ॥

কারণ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক, যতি ও গৃহী সকলেই  
উভয়পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না । এই বচন-  
দ্বারা গৃহিদিগেরও উভয় একাদশীতে উপবাস শ্রবণ আছে ।  
তবে ইহাকে নিষেধ বলিব, তাহাও বলিতে পার না, যে



নম্রয়ং নিষেধঃ । ন তস্য ত্রতমিত্যপক্রম্যান্নাতস্য নেক্ষে-  
তোদ্যন্তমাদিত্যমিত্যাদেঃ পর্য্যদাসমুত্তিহাশ্রয়ণে ন ত্রত-  
বিধিপরত্ববৎ । বনস্থয়তি ধর্মোহয়মিতি ধর্মপদসমভিব্যা-  
হৃতস্য ন ভুঞ্জীতেতি বচসোবিধিপরত্বস্য ন্যায়সিদ্ধত্বাৎ ॥  
ননু পুত্রবৎ গৃহিব্যতিরিক্তমেতদস্ত । ন ।

য ইচ্ছেৎ বিষ্ণুনা বাসং পুত্রান্ সম্পদমাত্মনঃ ।

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

ইতি বিষ্ণুরহস্যে ॥

সপুত্রশ্চ সভার্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ ॥

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপীতি বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে চ।

হেতু “ন তস্য ত্রতং” এই উপক্রম করিয়া কথিত হইয়াছে  
যে নবোদিত আদিত্য দর্শন করিবে না ইত্যাদি বাক্যেতে  
পর্য্যদাস বিধির স্মৃতি আশ্রয় দ্বারা ত্রতবিধিপরত্বের তুল্য  
হইয়াছে, যে হেতু এই একাদশীত্রে “বনস্থয়তি ধর্মোহয়ং  
এই বচনে ধর্মপদ সমভিব্যাহৃত হেতু ন ভুঞ্জীত এই বাক্যের  
বিধিপরত্বের ন্যায় সিদ্ধই আছে । তবে পুত্রবান্ গৃহি-  
ব্যতিরিক্ত স্থলে এই ব্যবস্থা হউক না । যে ব্যক্তি বিষ্ণুর  
সহিত বাস ও আপনার পুত্র বাঞ্ছা করে সে উভয়পক্ষের  
একাদশীতে উপবাস করিবে । এই বিষ্ণুরহস্য গ্রন্থে পুত্র,  
ভার্য্যা ও স্বজনের সহিত ভক্তিসংযুক্ত হইয়া উভয় পক্ষে-  
রই একাদশীতে উপবাস করিবে, ইহা দ্বারা বিষ্ণুধর্মগ্রন্থেও

পুত্রবতোহপি গৃহিণ উপবাসবিধানাৎ শুক্রমেব সদা  
গৃহীতি তু বৈষ্ণবেতরগৃহিবিষয়ং ॥ ৬ ॥

যথা শুক্রা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথৈতরা ।

তুল্যো হি মনুতে যন্ত স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে ।

ইতি তত্ত্বসাগরে হভিধানাৎ ॥

ততশ্চ ।

স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতম্নো গুরুতল্লগঃ ।

বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যাঃ সিতাসিতে ॥

ইত্যাदीনি বিষ্ণুধর্মোত্তরাদিবচনানি গৃহস্থেতরবিষয়ত্বেন

পুত্রবান্ গৃহীর উভয় পক্ষ একাদশীতে উপবাসের বিধান  
আছে । গৃহী সর্বদাই শুক্রা একাদশীতে উপবাস করিবে,  
এই বচন বৈষ্ণবেতর অর্থাৎ অবৈষ্ণব গৃহিবিষয়ক জানিতে  
হইবে ॥ ৬ ॥

যেমন শুক্রা তেমনি কৃষ্ণা, যেমন কৃষ্ণা তেমনি শুক্রা,  
যে মনুষ্য উভয় একাদশীকে তুল্যরূপে জ্ঞান করেন,  
তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হয়েন, তত্ত্বসাগরে এই রূপ  
কথিত হইয়াছে ॥

তাহার পরেও যে মনুষ্য ভ্রমবশতঃ শুক্রপক্ষীয় ও কৃষ্ণ-  
পক্ষীয় একাদশীর বিচার করে, সে ব্রহ্মহা, মদ্যপায়ী ও  
গুরুপত্নীগামী হয় ॥

ইত্যাदि বিষ্ণুধর্মোত্তরাদিগ্রন্থের বচন সকল গৃহস্থেতর

[ ৬ ]





ন সঙ্কোচনীয়াণি । অননিষেধস্ত শুক্লায়ামিব কৃষ্ণায়ামপি  
পুত্রবদগৃহিপ্রভৃতিভিবৈষ্ণবৈস্তদিতরৈশ্চ সর্বৈরপ্যবশ্যং  
পালনীয়ঃ । ত্রতবিধৌ তু জাগরণার্চনাদি কৰ্ত্তব্যং ॥

ন নিষেধ ইতি বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

স। চৈকাদশী অরুণোদয়কালে বিগলিতদশমীবৈষ্ণব-  
বেনোপোষ্যা ॥

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি সংযুতা ।

বৈষ্ণবেন ন কৰ্ত্তব্যং তদ্বিনৈকাদশীত্রতমিতি শতশো বিদ্ধা-  
নিষেধাৎ তদলমমুনানুষ্ঠানপদ্ধতৌ নিরূপণাতিপ্রসঙ্গেন ।  
তদেতদেকাদশীত্রতমেবমনুষ্ঠেয়ং ॥ ৮ ॥

বিষয়ত্ব হেতু সঙ্কোচযোগ্য নহে । কিন্তু অনভোজন নিষেধ  
শুক্লার ন্যায় কৃষ্ণাতেও পুত্রবান্ গৃহি প্রভৃতি বৈষ্ণব ও  
তদিতর সকলেরই অবশ্য পালনীয় । ত্রতবিধিতে জাগরণ  
ও পূজাদি কৰ্ত্তব্য ।

নিষেধ নহে ইহাই এস্থলে বিশেষ ॥ ৭ ॥

অরুণোদয়কালে দশমীবৈষ্ণবহিতা যে একাদশী বৈষ্ণব-  
গণ তাহাতেই উপবাস করিবেন ॥

অরুণোদয়কালে যদি দশমীসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে  
বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদশীর ত্রত করিবেন না, যে হেতু  
শত শত বার বিদ্ধার নিষেধ আছে । অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে এই  
নিরূপণের অতিপ্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই । অতএব এই একা-  
দশী ত্রতই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৮ ॥

দশম্যাং প্রাতরুথায় স্নাত্বা সন্ধ্যাদি নিত্যকৰ্ম্ম নিবর্ত্য-  
দশমীদিনমারভ্য করিষ্যেহং ত্রতং তব ।

ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্বিঘ্নং কুরু কেশব ॥

ইতি মন্ত্রেণ সংকল্পং কুর্যাৎ ॥ ৯ ॥

ততঃ শ্রীহরিমহোৎসবমন্দিরং সন্মার্জনোপলেপ-চন্দন-  
মালিকা-পতাকা-তোরণ-বিতানাভিরলঙ্কৃত্য কমলা-  
পতিং মহাসিংহাসনে উপবেশ্য মহাপূজাং কৃত্বা মহতা  
সন্মাননেন শ্রীবৈষ্ণবানাহুয় প্রত্যাখ্যায় দণ্ডবনমস্কৃত্য  
নীরাজ্য হস্তদানাদিনা বরাসনেষুপবেশ্য গন্ধাঙ্কত-পুষ্প-  
মালা-তাম্বুলাদিভিঃ সংবিভাব্য লক্ষ্মীপতে বর্দনং বীক্ষ-

দশমী দিবসে প্রাতঃকালে সমুখিত হইয়া স্নান এবং  
সন্ধ্যাদি নিত্যকৰ্ম্ম সমাপনান্তে, হে দেবদেবেশ ! আমি  
দশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস ত্রত করিব, হে  
কেশব ! নির্বিঘ্ন করুন । এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে ॥ ৯ ॥

তদনন্তর সন্মার্জন, উপলেপন, চন্দন, মালা, পতাকা,  
তোরণ ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিমহোৎসবের মন্দির  
বিভূষিত করত কমলাপতিকে মহাসিংহাসনে উপবেশন  
করাইয়া মহাপূজা পূর্বক মহৎ সন্মান পূর্বক শ্রীবৈষ্ণবদিগকে  
আহ্বান পুরঃসর প্রত্যাখ্যান ও দণ্ডবনমস্কার করত নীরাজন  
করিয়া হস্তদানাদি দ্বারা উচ্চ আসনে উপবেশন করাইয়া  
গন্ধ অঙ্কত পুষ্প ও তাম্বুলাদি দ্বারা সম্ভাষণ পূর্বক লক্ষ্মী-  
পতির মুখাবলোকন করিতে ২ বাদ্য গীত নৃত্যাदि মহোৎ-



মাণো বাদিত্র-গীত-নৃত্যাদি-মহোৎসবং কুৰ্য্যাৎ ॥ ১০ ॥

ন চাত্র শূদ্রাদি-স্পর্শে শঙ্কিতব্যং ।

বিষ্ণুালয়সমীপস্থান্ বিষ্ণুসেবার্থমাগতান্ ।

চাণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ ।

উৎসবে বাহুদেবস্য স্নানাদেয়াহুচিশঙ্কয়া ।

তাদৃশং কশ্মলং দৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ।

ইতি বিষ্ণুস্মৃতিবিরোধাৎ ॥ ১১ ॥

এবং মহোৎসবং বিধায় ভগবচ্চরণ-তুলসীপ্রসাদমাদা-

য়োথায়ানেক-গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধাদিভি উৎসবস্তমুপশ্লোক্য ।

উত্তীর্ণাশ্রিতসেবকান্ জয় জয় স্বামিন্ সমালোকয়ে-

সব করিবে ॥ ১০ ॥

উৎসব বিষয়ে শূদ্রাদিস্পর্শে শঙ্কিত হইবে না, বিষ্ণু-সেবার্থ আগত বিষ্ণুমন্দিরের সমীপস্থ ব্যক্তি চাণ্ডাল বা পতি-তই হউক তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে না ।

যে ব্যক্তি বাহুদেবের উৎসবে অশুচি আশঙ্কা করিয়া স্নান করে, সেই পাপাত্মাকে দেখিয়া সবস্ত্রে জলপ্রবেশ করিবে । বিষ্ণুস্মৃতিতে এই বিরোধ আছে ॥ ১১ ॥

এই প্রকার মহোৎসব করত ভগবচ্চরণের তুলসীপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক উথিত হইয়া নানা প্রকার গদ্য পদ্য প্রবন্ধাদি-দ্বারা ভগবান্কে স্তুব করত—

আপনার জয় হউক জয় হউক, প্রভো ! আপনি উথিত

তোয়াৎসুক্যামিতরাং শুভাগ্রহধিয়া ভূত্যান্ পুরোহবস্থিতান্ ।

বিষ্মকেনমুখান্ হসন্তমভিবীক্ষ্যোৎকান্ মুদা লালসান্ ॥

বন্দে পঙ্কজকর্ণিকানিলয়নং শ্রীমন্মৃগীশ্বরং ॥ ১২ ॥

ইথং ভূত্যজনৈর্ধৃতাজলিপুটেমুর্দ্ধি প্রসাদোৎসুকৈ-

নৃত্যস্তিষ্ঠ মহাপ্রসাদ ইতি তৈর্বিজ্ঞাপিতং সদগতিং ।

প্রেমাগন্তবস্তমুৎকটকুপালীলাবলোকৈঃ সমং

বন্দে পঙ্কজকর্ণিকানিলয়নং শ্রীমন্মৃগীশ্বরং ॥ ১৩ ॥

বিষ্মকেনোদ্ধবাক্রুরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদোহয়ং সর্বৈ গৃহন্ত বৈষ্ণবাঃ ।

হউন এবং আশ্রিত সেবকদিগের প্রতি কৃপাবলোকন করুন ।

এই প্রকারে উৎসুক্য হেতু সাগ্রহবুদ্ধিমহাকারে সম্মুখে অব-স্থিত হর্ষ ও লালসাস্থিত উৎসুকচিত্ত বিষ্মকেন প্রভৃতি ভূত্য-গণকে অবলোকন করত যিনি হাস্য করিতেছেন, সেই পদ্ম-কর্ণিকানিবাসি শ্রীমন্মৃগীশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

এই প্রকারে গন্তকে অঞ্জলিপুট ধারণপূর্বক মহাপ্রসা-দের অভিলাষে মহাপ্রসাদ এই বলিয়া নৃত্যকারি সেই সকল ভূত্যগণ কর্তৃক সদগতি বিজ্ঞাপিত হইয়া অবলীলায় উৎকট কৃপাবলোকন দ্বারা সমভাবে প্রেম বিধানকারি পঙ্কজ-কর্ণিকায় সমাসীন শ্রীমন্মৃগীশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১৩ ॥

বিষ্মকেন উদ্ধব অক্রুর সনক এবং শুক প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীনৃসিংহদেবের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন । এই বলিয়া



ইত্যাভাষ্য ।

দেবোত্তমো বজ্রাদিগর্ভশ্রীচরণো লক্ষ্মীপ্রাণবল্লভঃ সুর-  
বরনতচরণো দিতিকুলদাবানলো দৈত্যকণ্ঠকুদালো  
দীনানাথবন্ধুঃ শরণাগতবংশলঃ সেবকজনবজ্রপঞ্জরঃ  
কলিমলভঞ্জনো ভবজলধিতারকঃ সিংহবদনো ভবেন্নৃত্য-  
গীতাদিসম্ভুতঃ শ্রীমুখতাম্বুলশ্রীচরণপ্রসাদং কৃপয়াবিতর-  
তীতি বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদং প্রদায় রুক্মাঙ্গদমন্তেভপটহ-  
ঘোষমূর্দ্ধবাহুঃ সমাঘোষয়েৎ ॥ ১৪ ॥

প্রাতঃহরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বং চৈকভোজনাঃ ।

দেবোত্তম, বজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত শ্রীচরণ, লক্ষ্মীপ্রাণবল্লভ, ইন্দ্রাদি  
বন্দিতচরণ, দৈত্যকুলের দাবানল, দৈত্যকণ্ঠের কুদালরূপ,  
দীন এবং অনাথবন্ধু, শরণাগত বংশল, সেবকজনের বজ্র-  
পঞ্জর কলিকলুষবিনাশী ভবজলধিতারক ও সিংহবদন নৃত্য-  
গীতাদি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া, শ্রীমুখের তাম্বুল ও শ্রীচরণের  
প্রসাদ কৃপাপূর্বক বিতরণ করিতেছেন এই ভাবিয়া বৈষ্ণব-  
দিগকে প্রসাদ প্রদান করত উর্দ্ধবাহু হইয়া রুক্মাঙ্গদ মন্ত-  
হস্তির উপরে পটহ বাদ্যদ্বারা যে সকল বাক্যের ঘোষণা  
দিয়াছিলেন, দশমীর নিয়মের সহিত সেই সকল ঘোষণা  
প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥

নারদ পুরাণে নিয়ম সহ ঘোষণা যথা ॥

অহে মনুষ্য সকল ! অদ্য হরিদিনের প্রাতঃকাল হইতে

অক্ষারলবণাঃ সর্বৈ হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ ॥

অবনী-তল্লশয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

অরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তমং ।

সকৃদ্বোজনসংযুক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথেতি ।

রটন্তীহ পুরাণানীতি বরং স্বমাতৃগমনমিতি চ ॥ ১৫ ॥

তিলমুদগাদৃতে শস্যং শস্যং গোধূমকোদ্রবাঃ ।

চণকং দেবধান্যঞ্চ এষ ক্ষারগণঃ স্মৃতঃ ।

ইত্যেতে ক্ষারাঃ ॥ ১৬ ॥

তথা দশমীনিয়মানাঘোষয়েৎ ॥

একভোজন করিয়া অবস্থিত হও, কেহ ক্ষার ও লবণ ভক্ষণ  
করিও না, সকলে হবিষ্যান্ন সেবা কর, ভূমিতলে শয়ন কর,  
প্রিয়ার সহিত সঙ্গ করিও না, পুরাতন ( সনাতন বা নিত্য )  
পুরুষোত্তম দেবদেবহরিকে স্মরণ কর এবং দ্বাদশীর দিবসে  
এক বার মাত্র ভোজন করিও ॥

এস্থলে পুরাণ সকল রটনা করেন এবং স্বীয়মাতৃ গমন  
ও বরং ভাল” ইত্যাদি বচনও ঘোষণা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

ক্ষারগণ যথা ॥

তিল ও মুদগা ভিন্ন গোধূম শস্য শস্য ( শমীধান্য ),  
কোদ্রব ( কোদো ধান্য ), চণক এবং দেবধান্য ( দেধান্য )  
এই সকল ক্ষার বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এই সকলকেই ক্ষার  
বলে ॥ ১৬ ॥

সেই প্রকার দশমীর নিয়ম সকলও ঘোষণা করিবে যথা ॥



কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকান্ ।  
 শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ দ্বিযমিতি ॥  
 কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রং চানৃতভাষণং ।  
 পুনর্ভোজনমত্যাশং দশম্যাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৭ ॥  
 কাংস্যং মাংসং সূরাং তৈলং ক্ষৌদ্রং বিতথভাষণং ।  
 ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনং ।  
 শিলাপিষ্ঠং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বর্জয়েৎ ॥  
 দশম্যামেকভক্তঞ্চ কুব্বীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥  
 একাদশীনিয়মানপ্যাঘোষয়েৎ ॥  
 পাষণ্ডিভিরসংস্পর্শমসংভাষণমেব চ ।

যিনি উপবাস করিবেন, সেই ব্যক্তি দশমীরদিনে, কাঁস্য-  
 পাত্রে ভোজন, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক, শাক,  
 মধু ও পরান্ন এবং স্ত্রী এই সকল বর্জন করিবে ॥

কাঁস্য, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যাভাষণ, পুনর্ভোজন ও  
 অতিভোজন, দশমীতে পরিবর্জন করিবে ॥ ১৭ ॥

কাঁস্য, মাংস, সূরা, তৈল, মধু, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম,  
 প্রবাস, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শিলাপিষ্ঠ ও মসূর এই দ্বাদশটি  
 দ্রব্য বর্জন করিবে । সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দশমীতে একভক্ত  
 হইবে অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন করিবে ॥ ১৮ ॥

একাদশীর নিয়মসকলও ঘোষণা করিবে যথা ॥

বিষ্ণুর আরাধনায় তৎপর মনুষ্য উপবাস করিয়া পাষ-

বিষ্ণোরারাদনপঠৈরৈতৎ কার্যমুপোষিতৈঃ ।  
 অসকৃজ্জলপানাদ্ভ স্কৃতান্ধ লভক্ষণাৎ ।  
 উপবাসঃ প্রদূষ্যেত দিবাস্বাপাদ্ভ মৈথুনা দিতি ॥ ১৯ ॥  
 তথা দ্বাদশীনিয়মাংশ্চ ॥  
 কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকং ।  
 রতৌষধং পরান্নঞ্চ দ্বাদশ্যামষ্ট বর্জয়েৎ ॥  
 কান্দে ।  
 ক্ষৌদ্রং মাংসং সূরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনে ।  
 পরান্নং কাংস্যতাম্বুলে লোভং নিশ্চাল্যলজ্জনং ।  
 দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবৈঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৮

গুর মহিত সংস্পর্শ এবং তাহার মহিত সম্ভাষণ করিবেন  
 না ।

বারম্বার জলপান, একবার মাত্র তাম্বুলভোজন, দিবা  
 শয়ন এবং মৈথুন এই সকল হইতে উপবাস দূষিত হয় ॥ ১৯ ॥

তথা দ্বাদশীর নিয়মসকলও ঘোষণা করিবে যথা ॥

কাঁস্য, মাংস, মসূর, চণক, কোরদূষক, রতি, ঔষধ,  
 তথা পরান্ন এই আটটিও দ্বাদশীতে বর্জন করিবে ॥

স্কন্ধপুরাণে যথা ॥

মধু, মাংস, সূরা, তৈল, ব্যায়াম ( মল্লক্রীড়া ), ক্রোধ,  
 পরান্ন, কাঁস্য, তাম্বুল, লোভ ও নিশ্চাল্যলজ্জন বৈষ্ণবব্যক্তি  
 দ্বাদশীতে এই বারটি বর্জন করিবেন ।



দিবানিদ্ৰাং পরাম্ভঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে ।

ক্ষৌদ্রং কাংস্যামিষং তৈলং দ্বাদশ্যামষ্ট বর্জয়েৎ ॥

ইত্যাঘোষ্য অদ্য দশমীত্যাदि সকলং করতালিকা-  
কাহলা-মর্দলাदि-समाघातपुरःसरमुच्चार्य वैष्णवान् विम-  
र्जयेत् ॥ २० ॥

ততো নিত্যকর্ম নিবর্ত্য একভক্তং বিধায় নিশি  
ভূষণাদিনিয়মঞ্চ বানীশং স্মৃতা স্মৃথং স্মৃতা স্মৃতা প্রাত-  
রুথায় স্মৃতা দেবং সংপূজ্য উপবাসসংকল্পং কুর্যাৎ ॥ ২১ ॥  
তাত্রপাত্রং সজলাক্ষতপুষ্পমাদায়োদজ্জুখঃ —  
একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরে হহনি ।

দিবানিদ্ৰা, পরাম্ভ, পুনর্ভোজন, মৈথুন, মধু, কাঁস্য,  
আমিষ ও তৈল দ্বাদশী দিনে এই আটটি বর্জন করিবেন ।

এই ঘোষণা করত “অদ্য দশমীত্যাदि” সমস্ত পাঠ করিয়া  
করতালিকা, কাহলা ও মর্দলাদি বাদন পূর্বক উচ্চারণ করত  
বৈষ্ণবদিগকে বিদায় দিবেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর নিত্যকর্ম সমাধানান্তে একভক্ত হইয়া রাত্রিতে  
ভূষণাদি নিয়ম এবং শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ পূর্বক স্মৃথে শয়ন  
করত প্রাতঃকালে উথিত হইয়া স্নান এবং দেবপূজা সম্পন্ন  
করিয়া উপবাসের সঙ্কল্প করিবে ॥ ২১ ॥

তদযথা ।

তাত্রপাত্রে জল, অক্ষত ও পুষ্পগ্রহণ করত উদজ্জুখ  
হইয়া “একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেহহনি । ভক্ষ্যামি

ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত । ইতি মন্ত্র-  
মুচ্চারয়ন্ ভগবচ্চরণে অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥

অর্দ্ধরাত্রাচ্ছপরি দশম্যানুরতৌ একাদশ্যাঃ প্রথমং যাম-  
চতুষ্টয়ং ত্যক্ত্বা পূজাসংকল্পং কুর্যাৎ ।

অষ্টাক্ষরেণ ত্রিরতিমন্ত্র্য জলং পীত্বা দেবমভ্যর্চ্য  
পূর্বোক্তমন্ত্রেণ দেবায় পুষ্পাঞ্জলিং নিবেদয়েদिति বা  
সংকল্পপ্রকারঃ ॥ ২৩ ॥

ততো ভগবৎপরিচর্যায়া দিনমতিবাহু রাত্রৌ জাগরণং  
কুর্যাৎ ॥

তচ্চ নিত্যপূজাং নিবর্ত্য বিতানমাবধ্য পুষ্পমণ্ডপং কৃষ্ট্বা

পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ।” একাদশী দিবস উপবাসী  
ধাকিয়া পর-দিন ভোজন করিব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে  
অচ্যুত ! তুমি আমার আশ্রয় হও, এই মন্ত্র উচ্চারণ করত  
ভগবচ্চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥ ২২ ॥

অর্দ্ধ রাত্রের পর যদি দশমীর অনুরতি হয় তবে একাদশীর  
প্রথম প্রহর চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া পূজার সঙ্কল্প করিবে ।  
অষ্টাক্ষর মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত জলপান করত দেব-  
পূজানন্তর পূর্বোক্ত মন্ত্রে দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন  
করিবে, এই এক রূপ সঙ্কল্প ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর ভগবৎসেবায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া  
রাত্রিতে জাগরণ করিবেন ॥

তদযথা ।

নিত্য পূজা সমাধানান্তে চন্দ্রাতপ বদ্ধ করিয়া পুষ্পমণ্ডপ



মহাপূজাং কর্তুং গব্যেন ঘৃতেনান্যদীয়েন বা তৈলেন  
বা সমস্ততো দীপান্ প্রজ্জাল্য পঞ্চামৃতস্নপনং বিশেষতঃ  
কপিলায়া অন্যস্যা বা গোঃ ক্ষীরেণ স্নপনং কৃত্বা দিব্যা-  
স্মরণ্যাভরণানি চ দত্ত্বা কপূরাগুরুকস্তুরীকুঙ্কুম-কেশ-  
রাদিমিশ্রিতেন চন্দনেনানুলিপ্য অগন্ধিপুষ্পৈশ্চ তমঞ্জ-  
রীতি বিল্বপত্রৈঃ শ্রীতুলসীদলমঞ্জরীতিশ্চ মহাপূজাং  
কৃত্বা কপূরাগুরু-মঘত-গুগ্গুলুভিধূপং সমর্প্য সকপূর-  
মারাত্রিকং বিধায় বিবিধপক্কানশালিপায়সোদনফলা-  
দীনি নিবেদ্য সকপূরতাম্বুলং প্রদায় দণ্ডবনমস্কৃত্য  
সকপূরমঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা দেবপূজাং সমাপ্য বৈষ্ণবান্

করত মহাপূজা করিবার নিমিত্ত গব্যঘৃত বা অন্য প্রকার  
তৈলদ্বারা, সমভাবে দীপকে প্রজ্জালিত করিয়া পঞ্চামৃতদ্বারা  
স্নান, বিশেষতঃ কপিলা বা অন্য গোক্ষীর দ্বারা স্নান করা-  
ইয়া দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দান করিয়া কপূর, অগুরু, কস্তুরী,  
কুঙ্কুম ও কেশরাদি মিশ্রিত চন্দন দ্বারা গাত্রে অনুলেপন  
করিয়া অগন্ধি পুষ্প, চুতমঞ্জরী, বিল্বপত্র ও শ্রীতুলসীদল-  
মঞ্জরী দ্বারা মহাপূজা করত কপূর, অগুরু, মঘত গুগ্-  
গুলু দ্বারা ধূপ দান করত কপূরের আরাত্রিক করিয়া নানা  
প্রকার পক্কান শালি পায়স, ওদন এবং ফলাদি নিবেদন করত  
কপূরবাসিত তাম্বুল প্রদান পূর্বক দণ্ডবনমস্কার করত  
কপূরের সহিত মঙ্গল নীরাজন পুরঃসর দেবপূজা সমাপনান্তে

গন্ধাক্তপুষ্পমালাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য শঙ্খোদকং দেবমুর্দ্ধি  
ভ্রামিতং সতীর্থং সর্বেভ্যঃ প্রদায় স্বয়ং প্রাশ্যোপবিশ্য  
পাদ্মভারতীয়-সহস্রনাম-যুগল-গীতা-গজেন্দ্রমোক্ষণ-স্তব-  
রাজানুস্মৃত্যাদীনি স্তোত্রাণি জপ্ত্বা শ্রীভাগবত-রামায়ণ-  
ভারতকথাং শ্রীকৃষ্ণবাললীলাং ধ্রুবচরিতং চ শ্রুত্বা নারি-  
কেলাদিনা মহার্ঘ্যং দত্ত্বা স্বয়ং গীতনৃত্যাদীনি কুর্যাৎ ।  
অন্যদীয়ানি চ পশ্যেৎ নতু নিবারয়েৎ নোপহসেচ্চ ॥২৪॥  
নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে হরেঃ ।  
যষ্টিং যুগসহস্রাণি পচ্যাতে রৌরবাদিষু ।

বৈষ্ণবগণকে গন্ধাক্ত পুষ্পমালাদিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে  
দেবমস্তকোপরি ভ্রামণে তীর্থীভূত শঙ্খোদক সকলকে  
প্রদান পূর্বক স্বয়ং পান করিয়া উপবেশন করত পদ্মপুরাণ  
ও ভারতীয় সহস্রনামযুগল গীতা গজেন্দ্রমোক্ষণ স্তবরাজানু-  
স্মরণাদি স্তোত্র সকল জপ করত শ্রীভাগবত রামায়ণ ভারত-  
কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া ও ধ্রুবচরিত্রাদি শ্রবণ করত  
নারিকেলাদি দ্বারা মহার্ঘ্য প্রদানপূর্বক স্বয়ং গীত নৃত্যাদি  
করিবে। এবং অন্যের নৃত্যাদিও অবলোকন করিবে।  
অন্যকে নৃত্য করিতে বারণ বা দেখিয়া উপহাস করিবে  
না ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির জাগরণ গীত অথবা নৃত্য নিবারণ করে  
তাহাকে যষ্টিসহস্রযুগ রৌরবাদি নরকে পচিতে হইবে।



নৃত্যমানস্য মর্ত্যস্য \* উপহাসং কৰোতি যঃ ।

জাগরে যাতি নিরয়ং যাবদিদ্রাশ্চতুর্দশেতি পাশ্বেহভি-  
ধানাৎ ॥ ২৫ ॥

এবং রাত্রিমতিবাহ প্রভাতে কৌশিকীং গায়েৎ ॥

প্রভাতে কৌশিকীং যন্ত প্রগায়েজ্জাগরে হরেঃ ।

স সমুদ্ররতে সর্বান্ শ্বপচান্ ব্রাহ্মণো যথেনি স্কান্দে-  
হভিধানাৎ ॥

ততো দেবস্য মঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা সর্বৈভ্যঃ প্রসাদং  
প্রদায় বৈষ্ণবান্ বিসর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ প্রাতঃ স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং নিষ্পাদ্য দেবতাক্ষনং

যে মনুষ্য জাগরণে নৃত্যমান মানবকে উপহাস করে, চতুর্দশ  
ইন্দ্রের ষত দিন অধিকার তাবৎকাল তাহাকে নরকে  
থাকিতে হইবে । পদ্মপুরাণে এইরূপ উল্লিখিত আছে ॥ ২৫ ॥

এই প্রকার রজনীপ্রভাতে কৌশিকী অর্থাৎ শৃঙ্গাররস-  
কথা বিশিষ্ট গান করিবেন ॥

যে ব্যক্তি হরির জাগরের প্রভাতে উত্তম রূপে শৃঙ্গার  
রসঘটিত গীত গায়, ব্রাহ্মণ যেমন শ্বপচদিগকে উদ্ধার  
করেন তাহার ন্যায় সে সকলকে উদ্ধার করে । স্কন্দপুরাণে  
ইহা উক্ত আছে ॥

অনন্তর দেবতার মঙ্গল নীরাজন করত সকলকে প্রসাদ-  
দান পূর্বক বৈষ্ণবগণকে বিসর্জন করিবেন ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর প্রাতঃস্নায়ী হইয়া নিত্যক্রিয়া নিষ্পন্ন করত

\* “মর্ত্য উপহাসং” ইত্যসন্ধিরার্থঃ ।

কুর্যাৎ । নচাত্ত স্নানোপচারঃ কৰ্তব্যঃ ॥

জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ স্কৃতং সমুপার্জিতং ।

নশ্যতে দ্বাদশীদিনে হরেনিৰ্ম্মাল্যলঙ্ঘনাদিতি পাশ্বে  
ব্রতখণ্ডে নিষেধাৎ ।

ন চৈতৎ পদ্যাত্ নিৰ্ম্মাল্যলঙ্ঘনাদিত্যেবং ব্যাখ্যেয়ং ।

তস্য সর্বদা সর্বদেব সম্বন্ধিনো নিষিদ্ধত্বেন হরিদ্বাদশী-  
পদয়োর্বৈয়র্থ্যাৎ ॥ ২৭ ॥

স্নানং ন হরয়ে দদ্যাৎ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা ।

পঞ্চপূজাফলং সর্বং বাস্কলায়োপগচ্ছতি ॥

ইতি ত্রৈলোক্যমোহনপঞ্চরাত্রে স্পষ্টমভিধানাৎ ।

দেবপূজা করিবেন । এই দ্বাদশীর প্রাতঃকালে ভগবান্কে  
স্নানাদি উপচার প্রদান করিবেন না ॥

মনুষ্য জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য উপার্জন করিয়াছে দ্বাদ-  
শীর দিনে হরির নিৰ্ম্মাল্য লঙ্ঘন অর্থাৎ উত্তারণ করিলে তৎ-  
সমুদায় বিনষ্ট হয় । পদ্মপুরাণে এই ব্রতখণ্ডে নিষেধ আছে ।  
পদদ্বয়ে নিৰ্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিবে না, এরূপ ব্যাখ্যা নহে সে  
রূপ লঙ্ঘন সকল দেবসম্বন্ধে সকল কালে নিষেধ হেতু  
হরিদ্বাদশী পদের বৈয়র্থ্য হয় ॥ ২৭ ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীর দিবাভাগে হরিকে স্নান করা-  
ইবেন না, করাইলে এক পক্ষের সমুদায় পূজা বাস্কল দান-  
বের প্রতি উপস্থিত হয় । এই বিষয় ত্রৈলোক্যমোহন-  
পঞ্চরাত্রে স্পষ্টরূপে বর্ণন আছে ॥



দিবাগ্রহণাচ্ছিক্তবৈষ্ণবাচারাক্ত রাত্রাবেবাভিষেকং কুর্য্যাৎ ।  
 দমনকপবিত্রাদ্বাদশ্যোস্তু রাত্রাবপি ন কুর্য্যাৎ ।  
 এবং সত্যপি কেচিদ্বৈষ্ণবা দ্বাদশ্যাং স্নপনং কুর্ষন্তি  
 তস্য মূলং ত এব জ্ঞাতব্যঃ । তদনুমতিপ্রদস্মেন ॥ ২৮ ॥  
 ততো বৈশ্বদেবান্তু কৃত্বা শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা  
 দ্বাদশীমধ্যএব তুলসীপ্রাশনপূর্বকং পারণং কুর্য্যাৎ ॥  
 মহাহানিকরী হেষ্ণা দ্বাদশী লজ্জিতা নৃণাং ।  
 কৰোতি ধৰ্ম্মহরণমস্মাতেব সরস্বতী ॥ ইতি নিষেধাৎ ॥  
 পারণাহনি সংপ্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ ।

দিবাপদের গ্রহণ এবং শিক্ত বৈষ্ণবদিগের আচার হেতুক  
 রাত্রিতেই অভিষেক করিবে । দমনক ও পবিত্রা দ্বাদশীর  
 রাত্রিতেও অভিষেক করিবে না । এই প্রকার যদি হয়  
 কোন ২ বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতেই স্নান করান তাহার মূল সেই  
 সকল জানিবা । আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর বৈশ্বদেবান্তু কৰ্ম্ম করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-  
 দিগকে ভোজন করাইয়া দ্বাদশীর মধ্যে তুলসীভক্ষণ পূর্বক  
 পারণ করিবেন ॥

দ্বাদশী যদি পারণ কাল অতিক্রম করেন, তাহা হইলে  
 স্নান না করিয়া সরস্বতী পার হইলে যেমন ঐ নদী ধৰ্ম্ম হানি  
 করেন তাহার ন্যায় সেই দ্বাদশী মনুষ্য সকলের মহাহানি  
 করিয়া থাকেন । এই নিষেধ আছে ॥

পারণ দিবস উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি দ্বাদশী লজ্জন

ত্রয়োদশ্যাস্তু ভুজানঃ শতজন্মানি নারকী ॥ ইতি স্কান্দ-  
 পাদ্ময়োদ্বাদশ্যতিক্রমনিষেধাৎ ॥ ২৯ ॥  
 অতিসঙ্কীর্ণে তীর্থজলপারণং কুর্য্যাৎ ।  
 আপোহস্মাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতং ইতি শ্রুতেঃ  
 অনশিতত্বাভিধানাৎ ॥ ৩০ ॥  
 স্বপ্নায়ান্তু দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে নিত্যকৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যং ॥  
 স্বপ্নায়ামথ ভূপাল দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে ।  
 স্নানার্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা দানহোমাদিসংযুতা ইতি ভবিষ্য-  
 পুরাণাৎ ॥ ৩১ ॥

করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করে সে শতজন্ম নরকভোগ  
 করিবে । স্কন্ধপুরাণ ও পদ্মপুরাণে দ্বাদশীর অতিক্রমে  
 ( লজ্জনে ) এই দোষ শ্রবণ আছে ॥ ২৯ ॥

অতিসঙ্কীর্ণে অর্থাৎ দ্বাদশী অত্যল্পকাল স্থায়িনী হইলে  
 তীর্থজলদ্বারা পারণ করিবে । জলদ্বারা পারণ ব্রতস্থ নহে  
 এবং তাহা পান করিলে ভোজন করা হয় না এবং অভো-  
 জনও নহে, এই শ্রুতি হেতুক অভোজনত্ব কথিত আছে ৩০ ॥

দ্বাদশী স্বপ্নকাল স্থায়িনী হইলে অরুণোদয় কালে নিত্য  
 কৰ্ম্ম করিবে ॥

হে ভূপাল ! দ্বাদশীর অল্পতা হইলে অরুণোদয়কালে  
 স্নান, অর্চন, দান ও হোমাদি ক্রিয়া সকল নির্বাহ করিবে ।  
 এই ভবিষ্যপুরাণের বচন আছে ॥ ৩১ ॥



অতিস্বল্লায়াস্ত্রামধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়া অর্করাত্রৌপরি কর্তব্যঃ ।

কলার্কঃ দ্বাদশীঃ দৃষ্টে । নিশীথাদুর্দ্ধমেব হি ।

আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কর্তব্যঃ শম্ভুশাসনাৎ ।

ইতি স্কান্দেহভিধানাৎ ॥ ৩২ ॥

দ্বাদশীশ্রাদ্ধং ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধঞ্চ কলামাত্রদ্বাদশীমধ্যে

এবং কুর্য্যাৎ । তত এব ন্যায়োপবৃংহিতাদ্ব্যক্যাৎ ।

একাদশীশ্রাদ্ধন্ত খণ্ডতিথ্যভাবে দ্বাদশ্যাংমেব কুর্য্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ ।

তদ্দিনন্ত পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ।

দ্বাদশী যদি অত্যন্ত হয় তাহা হইলে অর্করাত্রের পর আমধ্যাহ্নক্রিয়া অর্থাৎ মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত কর্তব্য ক্রিয়া সকল অর্করাত্রের পর হইতে করিবে ॥

অর্ককলা দ্বাদশী দেখিয়া মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যে সমুদায় কার্য্য করিতে হয়, মহাদেবের বাক্যানুসারে নিশীথ কালের পর সেই সকল কার্য্য সমাধা করিবে । স্কন্দপুরাণের এই বচন আছে ॥ ৩২ ॥

এইরূপ দ্বাদশীর শ্রাদ্ধ ও ত্রয়োদশীর শ্রাদ্ধ কলামাত্র দ্বাদশীর মধ্যেই করিবে । যে হেতু ইহা ন্যায়সঙ্গত বাক্য, কিন্তু একাদশীশ্রাদ্ধ খণ্ডতিথির অর্থাৎ ত্রৈতের অযোগ্য একাদশীর অভাবে দ্বাদশীতেই করিবে ॥ ৩৩ ॥

যথা—হে রাম ! যখন একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ হইবে, তখন সে দিবস পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধাচরণ

ইতি পাদে পুষ্করখণ্ডেহভিধানাৎ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে চ ॥

যে কুর্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধস্ত্রেকাদশীদিনে ।

ত্রয়ন্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ ॥ ইতি ॥ ৩৫ ॥

স্কান্দেহপি ॥

একাদশী যদা নিত্য শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ ।

উপবাসং তদা কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেদ্বিতি ।

নচাত্র কাললোপঃ শঙ্কিতব্যঃ ।

তদা দিবাভিসম্বন্ধাতদন্তমপকর্ষঃ স্যাদিত্যপ্যপকর্ষস্য

করিবে, ইহা পদ্মপুরাণে পুষ্করখণ্ডে কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও বলিয়াছেন যথা ॥

হে মহীপাল ! একাদশী ত্রতদিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা (শ্রাদ্ধকর্তা) ভোক্তা (শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ) ও পরেতক-মৃত অর্থাৎ বাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা যায়, সেই তিন জনই নরকগামী হয় ॥ ৩৫ ॥

স্কন্দপুরাণেও ॥

একাদশী যখন নিত্য এবং শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক তখন একাদশীতে উপবাস ও দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে ॥

এহলে কাললোপ হইল বলিয়া মক্ষা করিবে না ॥

তৎকালে দিবা মাত্র সম্বন্ধ হেতু তদন্তে অর্থাৎ একাদশীর অন্তে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে অন্তাপকর্ষের অর্থাৎ স্বকালের ইতর কালে কর্তব্যের দিক হইবে, কাল অঙ্গমাত্র



ন্যায়সিদ্ধহাং ॥ ৩৬ ॥

ততশ্চ ॥

অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় ত্রতেনানেন কেশব ।

প্রসীদ স্নমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ইতি দেবায়

ত্রতং সমর্প্য বৈষ্ণবৈঃ সহ ত্রতং পারয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

সুতরাং অঙ্গাপকর্ষ ন্যায় সিদ্ধ ॥

তাৎপর্য্য । যেমন পূর্ণ সন্ধ্যাসরে মপিণ্ডীকরণ করিতে হয় কিন্তু সন্ধ্যাসরের মধ্যে বুদ্ধি উপস্থিত হইলে বুদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্ব দিনে মপিণ্ডীকরণ করিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ গর্ভা-  
ধানাদি বিবাহান্ত আয়ুয্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়, এস্থলে স্বকালের পূর্ব্বকালে ঐ মপিণ্ডীকরণের কর্তব্যতা হেতু তাহার নাম অপকর্ষ, কাল অঙ্গমাত্র বলিয়া যথোক্ত কালের হানিতে কার্য্য করিলেও কার্য্যসিদ্ধ হয়, কারণ, অঙ্গের হানিতে প্রধানের হানি হয় না, সেইরূপ এই স্থলেও একা-  
দশীর শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করিলে কালরূপ অঙ্গের হানিতে প্রধান শ্রাদ্ধের হানি হয় না ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর হে কেশব ! অজ্ঞান রূপ তিমিরে অন্ধীভূত আমার সন্ধ্যকে এই ত্রতাচরণে প্রসন্ন হউন, হে নাথ ! প্রসন্নমুখে জ্ঞান দৃষ্টিপ্রদ হউন, এই বলিয়া দেবোদ্দেশে ত্রত সমর্পণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত ত্রতের পারণ করিবে ॥ ৩৭ ॥

ততশ্চ । হরিগুণবর্ণনাদিভিদিবসমতিবাহু সন্ধ্যাহোমৌ  
নিধায় দেবতার্চনং কৃত্বা মহানীরাজনং কীর্ত্তনাদিমহোৎ-  
সবঞ্চ কৃত্বা উক্তনিয়মবানীশং স্মরনু দেবস্য পুরতঃ  
সুপ্যাং ॥ ৩৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্গ্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং ত্রতাদিবিধানে দ্বিতীয়ঃ  
পটলঃ ॥ \* ॥ ২ ॥ \* ॥

তৎপরে হরিগুণ বর্ণনাদি দ্বারা দিবস অতিবাহিত করিয়া  
সন্ধ্যা এবং হোম, সমাধানান্তে দেবতার পূজাপূর্ব্বক মহা-  
নীরাজন ও কীর্ত্তনাদি মহোৎসব পূর্ব্বক উক্ত নিয়মকারী নির-  
ন্তর শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করত ভগবানের অগ্রে শয়ন করিবে ॥ ৩৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যসুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্গ্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠান পদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-  
রত্নানুবাদিতায়াং ত্রতাদিবিধানে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ \* ॥



## তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

—:~\*~:—

এবং তাবদনেকমহাপাতকোপপাতকাতিপাতকাদিহেতু-  
দানববলবৃদ্ধিনিমিত্তকবিদ্বৈকাদশীপরিত্যাগেন শুদ্ধোপ-  
বাসঃ সন্যাসবিশেষঃ প্রদর্শিতঃ । অধুনা শুদ্ধাসপেক্ষা-  
দশীঃ কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামেবোপবসেদিতি তদ-  
পবাদেনাকৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রস্তু যন্তে ॥ ১ ॥

তত্রৈব সংগ্রহঃ ॥

শুদ্ধং বৃদ্ধিমুপৈতি চেকুরিদিনং ভদ্রা ন সোম্মীলনী  
ভদ্রেবাভ্যধিকা ন হর্য্যহরিয়ং বঞ্জল্যভিখ্যা সতী ।

এই প্রকার অনেক মহাপাতক, উপপাতক ও অতিপাত-  
কাদি হেতু দানববলবৃদ্ধি নিমিত্তক বিদ্বৈকাদশী পরি-  
ত্যাগ পূর্বক শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস, নিয়মের সহিত  
বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । অধুনা কোন্ শুদ্ধা একা-  
দশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে, এই  
অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধি বিষয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশীর প্রস্তাব  
করিতেছেন ॥ ১ ॥

এই বিষয়ে সংগ্রহ আছে যথা—

শুদ্ধ হরিদিন অর্থাৎ একাদশী যদি বৃদ্ধি হয়, ভদ্রা অর্থাৎ  
দ্বাদশী বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে সেই দ্বাদশীর নাম উম্মী-  
লনী । আর দ্বাদশীমাত্র বৃদ্ধি হয় কিন্তু হরিদিন অর্থাৎ একা-

নন্দাদিত্রিতয়াষয়ে তু মহতী স্যাত্রিস্পৃশা দ্বাদশী  
পূর্ণে পৰ্বণি নির্গতে পরদিনে স্যাৎ পঞ্চবর্দ্ধিন্যপি ॥২॥  
আদিত্যেন জয়াহুচ্যতেন বিজয়া, পুষ্যেণ পাপাপহা,  
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি, চতুষ্ৰক্ষং দিনাদেৰ্ভবেৎ ।  
পূর্ণং চৌনমথাধিকং চ হরিভাগিক্যে তু ভাস্তুভূজি  
ঋক্ষাধিক্যসমত্বয়োস্ত দিনতঃ প্রাগ্ভূতে চ পশ্চাৎ তং ॥৩॥

দশী যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জলী,  
বলা যায়, নন্দাদিত্রিতয় অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়ো-  
দশী যদি এক দিবসে অশ্বিত অর্থাৎ যুক্ত হয় তাহা হইলে  
সেই মহতী দ্বাদশী ত্রিস্পৃশা হয় । যে পক্ষের পূর্ণা অর্থাৎ  
পূর্ণিমা অথবা আমাবস্যা যদি পর দিনে বৃদ্ধি পায় তাহা  
হইলে সেই-পক্ষের দ্বাদশী পঞ্চবর্দ্ধিনী নামে কথিত হয় ॥২॥

পুনর্বস্বযোগে জয়া, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুষ্যাযোগে  
পাপাপহা অর্থাৎ পাপনাশিনী এবং রোহিণীযোগে জয়ন্তী  
হয় । এই চারি নক্ষত্র যদি দিনের আদিতে অর্থাৎ দিবসের  
আরম্ভে হয় তাহা হইলেই এই উল্লিখিত যোগ হইয়া থাকে  
সেই নক্ষত্র পূর্ণ ( ষষ্টিদণ্ড ) উন ( চতুঃপঞ্চাশৎদণ্ড ) ও  
অধিক ( পঞ্চষষ্টিদণ্ড ) পর্য্যন্ত হওয়া আবশ্যিক । হরিভ অর্থাৎ  
রোহিণী ও শ্রবণার আধিক্য হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ  
বিহিত । আর যদি দিবসের অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে  
নক্ষত্র প্রবৃত্ত হয় এবং সেই নক্ষত্র যদি পরদিনের মানাপেক্ষা  
অধিক বা সম হয় তাহা হইলে পশ্চাৎ অর্থাৎ দ্বাদশীতে  
ব্রত হইবে ॥ ৩ ॥



হিহ্ন। বৈষ্ণবমস্তমভিমিতরেষ্ণুক্ষেষু ভদ্রাতিথে-  
স্তত্রাবাগপি তৎপ্রথগুন ইহৈবাহি ত্রতে পারণঃ ।  
অন্যগ্নিমধিকা তিথি যদি ভতো ভান্তেন বৃদ্ধৌ তিথে-  
রন্তঃপারণকং ভবেদিতি মহাষ্টদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥  
অয়মর্থঃ ॥  
দশমীবোধরহিতৈকাদশী পরদিনে কিয়ন্মাত্রা দৃশ্যতে ন  
দ্বাদশী মাতু উন্মীলনী মহাদ্বাদশী ।  
দ্বাদশীমাত্রবৃদ্ধৌ বঞ্জুলী ।  
একাদশী-দ্বাদশী-ত্রয়োদশীযোগে ত্রিম্পূশা ।

শ্রবণা ত্যাগ করিয়া অন্য তিন নক্ষত্রে দ্বাদশী সূর্যাস্ত-  
পর্যন্ত হইলে সেই দ্বাদশীতে ত্রত করিবে, কিন্তু শ্রবণা  
নক্ষত্রে দ্বাদশী সূর্যাস্তের পূর্বে সমাপ্ত হইলে এবং ঐ  
শ্রবণা দ্বাদশীর পূর্বে সমাপ্ত হইলেও ঐ দিনে ত্রত করিয়া  
পরদিনে পারণ করিবে । নক্ষত্র অপেক্ষা তিথির বৃদ্ধি হইলে  
নক্ষত্রের অন্তে তিথি মধ্যে এবং নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে তিথির  
অন্তে পারণ করিবে । এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর নির্ণয় করা  
হইল ॥ ৪ ॥

গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত বচনের অর্থ যথা—

দশমীবোধ রহিত একাদশী যদি পরদিনে কিঞ্চিৎমাত্র  
দৃষ্ট হয় কিন্তু দ্বাদশী বৃদ্ধি হয় না তাহা হইলে সেই দ্বাদশী  
উন্মীলনী মহাদ্বাদশী । কেবল মাত্র দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলে  
বঞ্জুলী । একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী যোগে ত্রিম্পূশা ।

যষ্টিঘটিকা ভূত্বা পূর্ণা বা অমা বা পরদিনে কিয়ন্মাত্রা  
বৃদ্ধিতে মা পক্ষবর্দ্ধনী ॥  
পুনর্ব্বসুযোগে জয়া । শ্রবণাযোগে বিজয়া ।  
পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী । রোহিণীযোগে জয়ন্তী ॥ ৫ ॥  
এতাস্থ নক্ষত্র প্রযুক্তাস্থ চতস্রষু দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়া-  
দারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং, ন প্রাক্ ॥  
হ্রাসবৃদ্ধিপৰ্য্যালোচনয়া নক্ষত্রন্যূনত্বসাম্যাধিক্যেযু সৎ-  
স্বপি রোহিণীশ্রবণৌ চেৎ যষ্টিঘটিকা ভূত্বা পারণদিনে

যষ্টিদণ্ডাঘটিকা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর দিনে যদি কিঞ্চি-  
ন্মাত্র বৃদ্ধি হয়, তবে সেই দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধনী । পুনর্ব্বসু যোগে  
জয়া, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী ও  
রোহিণীযোগে জয়ন্তী হয় ॥ ৫ ॥

নক্ষত্রযুক্ত জয়া প্রভৃতি এই চারিটী ত্রত দ্বাদশীদিনে  
সূর্য্যোদয়কে আরম্ভ করিয়া যদি নক্ষত্রের প্রভৃতি হয় তবে  
সেই নক্ষত্রযোগে দ্বাদশীতে ত্রত হইবে কিন্তু সূর্য্যোদয়ের  
পূর্বে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইলে হইবে না । হ্রাসবৃদ্ধি পর্যালোচনা  
অর্থাৎ ক্ষয় বৃদ্ধি দ্বারা নক্ষত্রের ন্যূন, সাম্য ও আধিক্য হইলে  
অর্থাৎ নক্ষত্রের ন্যূন চৌরান্নদণ্ড, সাম্য যষ্টিদণ্ড ও অধিক  
পক্ষযষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত হইলে সেই নক্ষত্রযোগে যে দ্বাদশী  
সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকে সেই দ্বাদশীতে ত্রত হয় । আর যদি  
রোহিণী ও শ্রবণা যষ্টিদণ্ড বৃদ্ধি হইয়া পরদিনে অর্থাৎ



বর্দ্ধিতে তদা নক্ষত্রমধ্যএব পারণং ।

যদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াং প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি  
সাম্যমাধিক্যং বা ভজন্তে তদা সূর্য্যোদয়াতুপর্ঘ্যেব নক্ষ-  
ত্রেণ ভবিতব্যমিতি ন নিয়মঃ ॥ ৬ ॥

শ্রবণাতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু দ্বাদশ্যা অন্তসময়পর্য্য-  
ন্ততা ভবিতব্যেব ।

শ্রবণেতু অন্তাংপ্রাগপি সার্কিণামাতুপরি দ্বাদশীসমাপ্তৌ

ত্রয়োদশীর দিবস বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে নক্ষত্র মধ্যেই  
পারণ করিবে । অপর যদি নক্ষত্রের বৃদ্ধিতে অর্থাৎ ঘাটিয়া  
যাওয়াতে ( ৬০ দণ্ডের অধিক হওয়াতে ) সূর্য্যোদয়ের পূর্বে  
নক্ষত্রসকল প্রবৃত্ত হইয়া সাম্য বা আধিক্যকে ভজনা করে  
অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ড বা পঞ্চষষ্টিদণ্ড পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে  
নক্ষত্রসকল সূর্য্যোদয়ের পূর্বে হইলেও দ্বাদশীতে ত্রত  
হইবে কিন্তু সূর্য্যোদয়ের কত পূর্বে তাহার নিয়ম নাই  
পরন্তু নক্ষত্র অহোরাত্র মানাপেক্ষা সম ও অধিক হওয়া আব-  
শ্যক ॥ ৬ ॥

শ্রবণা ভিন্ন রোহিণী, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্রে  
সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিলে সেই দ্বাদশীতে ত্রত হইবে  
সূর্য্যাস্তের পূর্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলে সে দ্বাদশীতে ত্রত  
হইবে না ॥

কিঞ্চ শ্রবণানক্ষত্রে অন্তের পূর্বেই অর্থাৎ প্রাতঃ-  
কাল্যাবধি সার্কিণামের ( দেড়প্রহরের ) পর দ্বাদশী সমাপ্ত

তদহরেবোপবাসঃ ।

পারণদিনে নক্ষত্রতিথোরনুবর্ত্তৌ যদি তিথেরধিকং  
নক্ষত্রং তর্হি তিথিমধ্য এব পারণং দ্বাদশীলজ্ঞানম  
শতশো নিষিদ্ধত্বাৎ । তিথ্যাধিক্যে তু নক্ষত্রে নষ্টে  
পারণং ন প্রাপিত্যেযোহষ্টমহাদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥

এতাশ্চাষ্ট মহাদ্বাদশ্যো বৈষ্ণবানাং নিত্যাঃ ।

বৈষ্ণবাশ্চ পদ্মপুরাণে দর্শিতাঃ ॥

সদীক্ষাবিধিসন্যাসং সমন্তং দ্বাদশাক্ষরং ।

অষ্টাক্ষরমথান্যং বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে ।

হইলে সেই দিনই উপবাস হইবে ॥

পারণ দিনে নক্ষত্র এবং তিথির অনুবর্ত্তি অর্থাৎ স্থিতি  
হইলে যদি তিথি হইতে নক্ষত্র অধিক হয়, তবে তিথি  
মধ্যেই পারণ করিবে, কারণ দ্বাদশীলজ্ঞানে শত শত নিষিদ্ধ  
বচন আছে । তিথির আধিক্যে নক্ষত্র নষ্ট হইলে অর্থাৎ  
নক্ষত্রের শেষ হইলে পারণ করিবে, পূর্বে অর্থাৎ নক্ষত্রমধ্যে  
পারণ করিবে না । এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর নির্ণয় করা  
হইল ॥ ৭ ॥

এই অষ্ট মহাদ্বাদশীতে বৈষ্ণবদিগের উপবাস নিত্য  
অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় হয় ॥

পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব-লক্ষণ বলিয়াছেন যথা—

দীক্ষাবিধি ন্যাস ও যন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাক্ষর  
অথবা অন্য বিষ্ণুমন্ত্র যাঁহার উপাসনা করেন এবং যাঁহার



জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকে বিষ্ণুর্জনরতাস্তথেনি ॥ ৮ ॥

নিত্যত্বং চাসাং পদ্মপুরাণে ।

হিরণ্যাক্ষবধায় যাচিতেন ভগবতা ।

ভুলোকং গত্বা শুক্লোপদিষ্টং বিদ্বৈকাদশ্যুপবাসং  
নিবার্য মদনুজয়া জয়াদ্যা অকৌ মহাদ্বাদশ্য উপ-  
দেষ্টব্য ইতি মার্কণ্ডেয়ং প্রেষয়তা ।

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশোহকৌ মমাজ্জয়া ।

তেষাং যমপুরেবাসো যাবদাহুতমং প্রবমিতি ।

অকরণে দোষমভিধতা শ্রীহরিনৈব নিরূপিতং ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুপূজায় রত তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৮ ॥

পদ্মপুরাণে এই সকল মহাদ্বাদশীর উপবাসের নিত্যত্ব  
আছে যথা—

হিরণ্যাক্ষ বধ নিমিত্ত দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগ-  
বান্ হরি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন যে,—হে মার্কণ্ডেয় ! তুমি  
মর্ত্যলোকে গমন পূর্বক শুক্লোপদিষ্ট বিদ্বা একাদশীতে  
উপবাস নিবারণ করিয়া আমার অনুজায় জয়াদি অষ্ট মহা  
দ্বাদশীতে উপবাস উপদেশ করিবা এই বলিয়া মার্কণ্ডেয়  
মুনিকে প্রেরণ করত । যে সকল ব্যক্তি আমার আজ্ঞায়  
অষ্টমহাদ্বাদশী পালন না করিবে, মহাপ্রলয় পর্যন্ত তাহা-  
দিগের যমপুরে অবস্থিতি হইবে, এই বচনদ্বারা অকরণে  
দোষাভিধানকারী শ্রীহরি স্বয়ং অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব  
নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে ৮ ॥

দ্বাদশোহকৌ মহাপুণ্যাঃ সর্বপাপহরা দ্বিজেনি ।

পাপং প্রশময়ন্তি তা ইতি ॥

প্রত্যবায়নিরাসহেতুত্বমাসামবসীয়তে ।

তত্র তত্র ফলশ্রবণন্ত দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ সংযোগপৃথ-  
ক্তেন নিত্যত্বং ন ব্যাহন্তি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ । উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশোহকৌ পৃথক্ পৃথ-  
গিতি সমফলত্বাভিধানমেবাসাং নিত্যত্বমুপপাদয়তি ।  
বহুব্রায়াসমাধ্যানাং দ্বাদশীকর্মণাং সমস্বর্গাদিফলত্বস্য

ব্রহ্মবৈবর্তে ৩ ॥

হে দ্বিজ ! এই অষ্ট দ্বাদশী মহাপুণ্যস্বরূপা এবং সমুদায়  
পাপকে হরণ করেন । তথা ঐ সকল মহাদ্বাদশী পাপকে  
বিনষ্ট করিয়া থাকেন । ইহাদিগের প্রত্যবায় নিরাস অর্থাৎ  
পাপবিনাশহেতুত্বও পর্য্যবসিত হইতেছে । সেই সেই  
স্থলে ফল শ্রবণও দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের ত্রায় সংযোগ-  
পৃথক্ ত্রায়ে অর্থাৎ সম্বন্ধভেদে নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিতে  
পারে না ॥ ১০ ॥

আরও । এই অষ্টদ্বাদশী পৃথক্ পৃথক্ উপোষিত হইলেও  
প্রত্যেকই সমান ফল প্রদান করিয়া থাকেন । এই বচনে সম-  
ফলত্ব বিধানই ইহাদিগের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ।  
বহু এবং অল্প আয়াসসাধ্য দ্বাদশীকর্মসমূহের সমস্বর্গাদি ফল-  
ত্বের অল্প মহৎ কর্ম জন্য ফল অল্প ও মহৎ হইয়া থাকে, এই



কৰ্মণামল্লমহতামিতি ন্যায়বিরোধাদিষ্টপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণ সমত্বানুপপত্তেঃ । অনিষ্টপরিহারেহপি উপাত্তদুরিত ক্ষয়স্য প্রায়শ্চিত্তকৰ্মবদ্ বহুবলপ্রয়াসদ্বাদশীকৰ্মসাধ্যত্বে পূৰ্ব্বন্যায়বিরোধতাদবস্থ্যাৎ স্মৃতিবিরোধাক্ত ফলাস্যা-  
ন্যায়যোগাদকরণনিমিত্তপ্রত্যবায়োৎপত্তিপ্রতিবন্ধকত্বেনৈব সমফলত্বমুপপদ্যতে । তস্মান্মিত্যা এষাকৌ মহাদ্বাদশ্য ইত্যেযা দিক্ ॥ ১১ ॥

ন্যায়বিরোধহেতু ইষ্টপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে তুল্য ফলত্বের অর্থাৎ অষ্টমহাদ্বাদশীতে পৃথক্ পৃথক্ উপবাস করিলে বহু ও অল্পা-  
য়াস সাধ্য উপবাস বলিয়া তজ্জন্য তুল্যস্বৰ্গ হয় এ রূপ বলা যাইতে পারে না । অনিষ্ট পরিহার অর্থাৎ পাপনাশ হয় এ রূপ বলিলেও উপাত্তদুরিত অর্থাৎ সঞ্চিতপাপক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্তকৰ্মের ন্যায় বহু ও অল্প প্রয়াসসাধ্য দ্বাদশীকৰ্ম-  
দ্বারা তুল্য ফল, সম্পন্ন হয় ইহা বলিলেও পূৰ্ব ন্যায় বিরোধের তদ্রূপ অবস্থাই থাকে এবং স্মৃতিরও বিরোধ হয় অর্থাৎ অল্পায়াসসাধ্যকৰ্ম দ্বারা ফলও অল্প হয় এবং বহু আয়াস সাধ্যকৰ্মদ্বারা ফলও বহু হয়, সুতরাং তুল্যফল বলা যাইতে পারে না অতএব অষ্টমহাদ্বাদশী উপবাসজন্য সম ফলত্বের সিদ্ধি হয় না বলিয়া ঐ অষ্টমহাদ্বাদশীতে উপবা-  
সের অকরণ নিমিত্ত প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপের উৎপত্তির প্রতিবন্ধক রূপেই প্রত্যেক দ্বাদশীতে উপবাস জন্য তুল্য ফলত্বই যুক্ত হয়, কারণ অভাবগত কোন বৈশিষ্ট্য নাই অতএব এই অষ্টমহাদ্বাদশী নিত্য ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ১১

তাশ্চ ব্রতরূপেনৈবমনুষ্ঠেয়াঃ ।

তত্র তাবন্মার্গাদিগামেষু কেশবাদ্যা দেবতা ।

ততশ্চ যস্মিন্মাসে উন্মীলনী তন্মাসনামকং তদায়ুধশক্ত্যা সৌবর্ণং দেবং বিধায় নবং লোহিতং শুদ্ধোদকপূর্ণং পঞ্চ-  
রত্নোপেতং গন্ধাক্তপুষ্পমালালঙ্কৃতং কলসং সৰ্ব্বতো-  
ভদ্রমণ্ডলেহবস্থাপ্য তস্যোপরি গোধূমৈস্তুণ্ডলৈর্বা পূর্ণং  
তাত্রপাত্রং নিধায় তদুপরি পঞ্চামৃতস্নপিতং দেব-  
মুপবেশ্য ।

এহেহি ত্বং জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম ।

পবিবারগণোপেতো লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে ।

সেই অষ্টমহাদ্বাদশীও ব্রতরূপে অর্থাৎ সংকল্পবিষয়ী-  
ভূতভৎকৰ্মরূপে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ॥

ঐ ব্রত বিষয়ে অগ্রহায়ণাদি মাস সকলে কেশবাদি দেবতাকে জানিতে হইবে ॥

যথা—যে মাসে উন্মীলনী সেই মাস নামক আয়ুধ ও শক্তির সহিত সুরণের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া নূতন লোহিত-  
বর্ণ শুদ্ধ জলপূর্ণ পঞ্চরত্নযুক্ত গন্ধ অক্ষত ও পুষ্পমালাদ্বারা বিভূষিত কলস সৰ্ব্বতোভদ্রমণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে গোধূম কিম্বা তণ্ডুলপরিপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন পূৰ্ব্বক  
তদুপরি পঞ্চামৃতদ্বারা স্নপিতদেবতাকে উপবেশন করাইয়া হে জগন্নাথ ! হে বৈকুণ্ঠ ! হে পুরুষোত্তম ! হে জগৎপতে !  
আপনি লক্ষ্মীর সহিত সপরিবারে এই স্থলে আগমন করুন, এই মন্ত্রে আবাহন পূৰ্ব্বক “মনোজ্যোতি” এই মন্ত্রে প্রাণ



ইত্যা বাহু মনোজ্যোতিরিতি প্রতিষ্ঠাপ্য তন্মামন্ত্রেণ  
গন্ধপুষ্পানি চ সমর্প্য বস্ত্রযুগ্মমুপবীতং মোত্তরীয়ং ছত্রং  
জলপাত্রং উপানহৌ সপ্ত ধান্যানি চ প্রদায় তুলসী-  
পুষ্পৈর্দেবম্যাবয়বার্চনং কুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

পাদয়োঃ স্বনাম্নে নমঃ । জাম্বোবিষ্ণুরূপিণে নমঃ ।  
গুহে কামপতয়ে নমঃ । কট্যাং পীতবাসসে নমঃ ।  
নাভ্যাং ব্রহ্মমূর্তিভূতে নমঃ । উদরে বিশ্বযোনয়ে নমঃ ।  
হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায় নমঃ । কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।  
ললাটে উরগশয়নায় নমঃ । বাহুয়োঃ ক্ষত্রান্তকারিণে নমঃ ।  
শিরসি সুরেশায় নমঃ । সর্বাস্থে সর্বমূর্তয়ে নমঃ ।  
সুদর্শনায় নমঃ । ইত্যাদিভিঃ চক্রাদীনি পূজয়েৎ ॥ ১৩ ॥

প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই নামের মন্ত্রদ্বারা গন্ধপুষ্প সমর্পণ পূর্বক  
যুগ্মবস্ত্র যজ্ঞোপবীত উত্তরীয় ছত্র জলপাত্র পাছুকা এবং  
সপ্তধান্য এই সমস্ত প্রদান করত তুলসী ও পুষ্পদ্বারা দেবের  
অবয়ব অর্চনা করিবে ॥ ১২ ॥

যথা—পদদ্বয়ে, স্বনাম্নে নমঃ । জানুদ্বয়ে, বিশ্বরূপিণে  
নমঃ । গুহে, কামপতয়ে নমঃ । কটিতে, পীতবাসসে নমঃ ।  
নাভিতে, ব্রহ্মমূর্তিভূতে নমঃ । উদরে, বিশ্বযোনয়ে নমঃ ।  
হৃদয়ে, জ্ঞানগম্যায় নমঃ । কণ্ঠে, বৈকুণ্ঠায় নমঃ । ললাটে,  
উরগশয়নায় নমঃ । বাহুদ্বয়ে, ক্ষত্রান্তকারিণে নমঃ । মস্তকে,  
সুরেশায় নমঃ । সর্বাস্থে, সর্বমূর্তয়ে নমঃ । সুদর্শনায় নমঃ ।  
ইত্যাদি মন্ত্রে চক্রাদির পূজা করিবে ॥ ১৩ ॥

ততঃ সমলিলকুকুমে শাখে একসূত্রবেষ্টিতং নারিকেলং  
কৃত্বা অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ।

তত্র মন্ত্রঃ ॥

দেবদেব মহাদেব মহাপুরুষ পূর্বজ ।  
সুত্রক্ষণ্য নমস্তেহস্ত পুণ্যকীর্তিবিবর্দ্ধন ।  
শোকমোহমহাপাপাং মামুদ্রমহার্ণবাং ।  
ব্রতেনানেন দেবেশ যে চান্যে মম পূর্বজাঃ ।  
বিঘোনিং চ গতাস্তান্যে পাপান্মৃত্যুশস্ততাঃ ।  
যে ভবিষ্যন্তি যে হতীতাঃ প্রেতলোকাং সমুদ্রম্ ।  
আর্ভস্য মম দীনস্য ভক্তস্যাব্যভিচারিণঃ ।

তদনন্তর জল এবং কুকুমযুক্ত শাখে একসূত্রবেষ্টিত  
নারিকেল ফল স্থাপন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে মহাপুরুষ ! হে পূর্বজ !  
হে সুত্রক্ষণ্য ! হে পুণ্যকীর্তিবিবর্দ্ধন ! আপনাতে নমস্কার  
থাকুক, শোক, মোহ ও মহাপাপরূপ মহাসাগর হইতে  
আমাকে উদ্ধার করুন । হে দেবেশ ! আমার যে কোন  
পূর্বপুরুষ বিঘোনিগত হইয়াছেন এবং যাঁহার পাপবশতঃ  
মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন । অপর যাঁহার হইবেন ও  
যাঁহার অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রেতলোক হইতে  
উদ্ধার করুন । আর আমি পীড়িত ও অতিদীন, আমার  
সম্বন্ধে আপনার অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক । হে গদাধর !



দত্তমর্ঘ্যং ময়া তুভ্যং তন্ত্রা গৃহু গদাধরেতি ॥ ১৪ ॥

ততো ধূপদীপনৈবেদ্যতাম্বুলাদীনি সমর্প্য শক্ত্যাচার্য্যং  
সংপূজ্য গীতনৃত্যাদিভিজাগরণং কুর্য্যাৎ ।

ততঃ প্রাতঃ কৃতাহ্নিকদেবতার্কনো ত্রতোপক্ষরং ত্রতসং-  
পূর্ত্যে গুরবে নিবেদ্য বিপ্রবন্ধুভিঃ সহ পারণং কুব্বীত ।

উন্মীলনীত্রতং কুর্য্যাদেবং যঃ স ধনী ভবেৎ ।

দীর্ঘায়ুঃ পুত্রবান্ বিদ্বানকর্তা নরকং ত্রজেৎ ॥ ১৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তমুন্মীলনীত্রতং ॥ \* ॥

আমি আপনাকে ভক্তিপূর্বক অর্ঘ্য প্রদান করিলাম গ্রহণ  
করুন ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল প্রভৃতি সমর্পণ-  
পূর্বক যথাশক্তি আচার্য্যকে পূজা করিয়া গীতনৃত্যাদি দ্বারা  
রাত্রি জাগরণ করিবে ॥

পর দিবস প্রাতঃকালে কৃতাহ্নিক ও দেবার্চনা পূর্বক  
ত্রতের পূর্ণতা নিমিত্ত ত্রতের উপকরণ দ্রব্য সকল গুরুকে  
নিবেদন করিয়া বিপ্র ও বন্ধুবর্গের সহিত পারণ করিবে ॥

যে ব্যক্তি এই প্রকারে উন্মীলনী ত্রত করেন তিনি  
ধনী হন, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং তিনি পুত্রবান্ ও  
বিদ্বান্ হইবেন । আর যে মনুষ্য এই প্রকারে ত্রত না করে,  
সে নরকে গমন করিবে ॥ ১৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্ত উন্মীলনী ত্রত ॥ \* ॥

অথ বঞ্জুলীত্রতং ॥

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ ।

দ্বাদশ্যাস্ত্র নিরাহারঃ পারণকাপরেহহনি ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং করিষ্যে বঞ্জুলীত্রতং । ইতি ॥ ১৬ ॥

সৌবর্ণমাষম্য শক্ত্যা বা নারায়ণীং তনুং কৃৎবা পূর্ববদ-  
লঙ্কতঘটোপরি বিন্যস্য মগোধূমে তাত্রপাত্রে স্তম্বাত-  
মুপবেশ্য আবাহ্য প্রতিষ্ঠাপ্য কেকিপিচ্ছত্ৰং বৈণবং  
বা উপানহৌ স্নতপূর্ণং কাংস্যপাত্রং বস্ত্রযুগং চ সমর্প্য  
গন্ধপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্যাবয়বপূজামারভেত ॥ ১৭ ॥

অথ বঞ্জুলীত্রতং ॥

তত্র নিয়মমন্ত্রঃ ।

আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত দ্বাদশীতে  
নিরাহার থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণা করত বঞ্জুলীর ত্রত  
করিব ॥ ১৬ ॥

শক্তি অনুসারে মাষপরিমিত স্তবর্ণ দ্বারা নারায়ণমূর্তি  
নির্মাণ করিয়া পূর্বের ন্যায় অলঙ্কৃত ঘটের উপরে মগোধূম  
তাত্রপাত্রবিন্যাস পূর্বক তাহাতে স্তম্বাতদেবকে উপবেশন  
করাইয়া আবাহন ও প্রতিষ্ঠা করত ময়ূরপুচ্ছের অথবা বেণু  
(বংশ) নির্মিত ছত্র, পাছুকা, স্নতপূর্ণ কাংস্যপাত্র ও বস্ত্রযুগল  
সমর্পণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা পূর্বক অঙ্গ পূজা  
আরম্ভ করিবে ॥ ১৭ ॥



পাদয়ো নারায়ণায় নমঃ । জানুভ্যাং কেশবায় নমঃ ।  
 উরুভ্যাং মাধবায় নমঃ । গুহে কামাধিপায় নমঃ ।  
 কট্যাং গোবিন্দায় নমঃ । নাভৌ মাধবমূর্তয়ে নমঃ ।  
 উদরে বিষ্ণবে নমঃ । বক্ষসি কোন্তভধারিণে নমঃ ।  
 কণ্ঠে বৈকুণ্ঠায় নমঃ । চক্ষুষি জ্যোতীরূপিণে নমঃ ।  
 শিরসি সহস্রশীর্ষে নমঃ । সর্বাস্থেষু বিশ্বরূপিণে নমঃ ।  
 স্বনাম্নায়ুধানি সম্পূজ্য পূর্ববচ্ছাস্থ--নারিকেলেনার্ঘ্যঃ  
 দদ্যাৎ ॥ ১৮ ॥  
 তত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ ।  
 নারায়ণ জগন্নাথ পীতাম্বর জনার্দন ।

অবয়ব পূজা যথা ॥

পদদ্বয়ে “নারায়ণায় নমঃ” জানুদ্বয়ে “কেশবায় নমঃ”  
 উরুদ্বয়ে “মাধবায় নমঃ” গুহুদেশে “কামাধিপায় নমঃ”  
 কটিদেশে “গোবিন্দায় নমঃ” । নাভিদেশে “মাধব মূর্তয়ে  
 নমঃ” উদরে “বিশ্বরূপায় নমঃ” বক্ষঃস্থলে “কৌস্তভধারিণে  
 নমঃ” । কণ্ঠে “বৈকুণ্ঠায় নমঃ” । চক্ষুদ্বয়ে “জ্যোতীরূপিণে  
 নমঃ” । শিরোদেশে “সহস্রশীর্ষায় নমঃ” । “সর্ববঙ্গে বিশ্ব-  
 রূপিণে নমঃ” এবং অন্ত্র সকলকে স্ব স্ব নাম উল্লেখ পূর্বক  
 পূজা করিয়া পূর্বের ন্যায় শঙ্খস্থ নারিকেলদ্বারা অর্ঘ্য  
 প্রদান করিবে ॥ ১৮ ॥

ଅର୍ଘ୍ୟମନ୍ତ୍ର ଯଥା ॥

হে নারায়ণ ! হে জগন্নাথ ! হে পীতাম্বর ! হে জনার্দন !

গামুদ্রর মহাবিষ্ণো নরকাক্কেঃ সনীতন ।  
 সপ্তকল্পগতং পাপং যৎকৃতং মম পূর্বজৈঃ ।  
 অনেনার্য্যপ্রদানেন সকলং তৎ প্রণশ্যতু ।  
 মুক্তিং প্রযাস্তু পিতরো ময়া সহ জগৎপতে ।  
 ময়া দত্তার্য্যদানেন যেচান্যে পিতরোগতাঃ ।  
 বসন্তু ত্বংসমীপে হৃদ্য দেবদেব জনার্দন ।  
 ব্রতং সংপূর্ণতাং যাতু বঞ্জুলীসম্ভবং মম ।  
 দশমীসংযুতং দেব যৎকৃতং দ্বাদশীব্রতং ॥  
 অচ্ছানাদথবা জ্ঞানাত্ পরিপূর্ণং তদস্ত মে ইতি ॥ ১৯ ॥  
 ততো ধূপদীপাদীনি সমর্প্য নীরাজ্য বস্ত্রগোভূমিধান্যৈঃ

হে মহাবিষ্ণো ! হে সনাতন ! আমাকে নরকমাগর হইতে উদ্ধার করুন এবং আমার পূর্বপুরুষগণ সপ্তকল্পে যে সকল পাপ করিয়াছেন তৎসমুদায় বিনষ্ট হউক । হে জগৎপতে ! আমার সহিত পিতৃগণ মুক্তি প্রাপ্ত হউন । হে দেবদেব ! হে জনার্দন ! আমি আপনাকে অর্ঘ্যদান করিতেছি, এতদ্বারা আমার যে সকল পিতৃলোক গত হইয়াছেন তাঁহারা আজ আপনার সমীপে বাস করুন । এবং আমার এই বঞ্জুলী সম্ভব ব্রত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক, হে দেব ! অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্বক দশমীসংযুত যে দ্বাদশী ব্রত করিয়াছি আমার সেই সমস্ত পরিপূর্ণ হউক ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর ধূপ দীপ প্রভৃতি সমর্পণপূর্বক আরাত্রিক





শক্ত্যা বা গুরুং সংপূজ্য জাগরণাদিকং পূর্ববৎ কুর্যাৎ ।  
বিশেষতোহত্র সহস্রনামগীতা ভাগবতাধ্যায়ান্ পঠেৎ ।  
সৈবা বঞ্জুলী অগ্নিকৌম বাজপেয় পৌণ্ডরীক সৌত্রামণ্যশ্ব-  
মেধ রাজসূয়েভ্য উত্তরোত্তরসহস্রগুণাধিকেভ্যোহতিরি-  
চ্যতে ॥ ২০ ॥

॥ \* ॥ ইতি বঞ্জুলীত্রতং ॥ \* ॥

অথ ত্রিম্পূশাত্রতং ॥

হৈমীং দামোদরমূর্তিঃ শক্ত্যা কৃতা পূর্বোক্তকলমোপরি  
তণ্ডুলপূর্ণে তাত্রপাত্রে স্থাপিতং দেবং স্থাপয়িত্বা বস্ত্রযুগ্মং  
বৈণবং ছত্রং দণ্ডং সোত্তরীয়মুপবীতং পাছুকেচ সমর্প্য

করিয়া বস্ত্র গো ভূমি ও ধান্যদ্বারা অথবা শক্ত্যানুসারে  
গুরুকে পূজা করত পূর্বের ন্যায় জাগরণাদি করিবে ।  
বিশেষতঃ এই জাগরণে সহস্রনাম গীতা ও ভাগবতাধ্যায়  
পাঠ করিবে । এই বঞ্জুলী অগ্নিকৌম রাজপেয়, পৌণ্ডরীক,  
সৌত্রামণী, অশ্বমেধ ও রাজসূয় হইতে উত্তরোত্তর সহস্র-  
গুণ অধিক হইতেও অধিক হয় ॥ ২০ ॥

॥ \* ॥ ইতি বঞ্জুলীত্রতং ॥ \* ॥

অথ ত্রিম্পূশাত্রতং ॥

বিভবানুসারে স্বর্ণময় দামোদরের প্রতিমা নির্মাণ  
করিয়া পূর্বোক্ত কলমের উপর তণ্ডুলপূর্ণ তাত্রপাত্রে  
স্থাপিত দেবকে স্থাপন পূর্বক যুগ্মবস্ত্র, বেণুনির্মিত ছত্র, দণ্ড,  
উত্তরীয়, যজ্ঞসূত্র ও পাছুকাঁড় সমর্পণপূর্বক গন্ধপুষ্পাদি

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সংপূজ্যাবয়বার্চনং কুর্যাৎ ॥ ২১ ॥  
পাদয়োদ্যোগোদরায় নমঃ । জানুনোমধিবায় নমঃ ।  
গুহে কামপতয়ে নমঃ । কট্যাং বামনায় নমঃ ।  
মাত্যাং পদ্মনাভায় নমঃ । উদরে বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।  
হৃদয়ে জ্ঞানগম্যায় নমঃ । কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।  
বাহুয়োঃ সহস্রবাহবে নমঃ । চক্ষুষো যোগগম্যায় নমঃ ।  
ললাটে উরগশয়নায় নমঃ । শিরসি সহস্রশিরসে নমঃ ।  
সর্বাস্থেষু চারুৰূপিণে নমঃ ।  
মনোমায়ুধানি সংপূজ্য পূর্ববদর্য্যং দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥  
অৰ্য্যমন্ত্রঃ ॥

দ্বারা পূজা করত অগ্নি সকলের অর্চনা করিবে ॥ ২১ ॥

যথা-পদদ্বয়ে “দামোদরায় নমঃ” জানুদ্বয়ে, “মাধবায় নমঃ”  
গুহে, “কামপতয়ে নমঃ” কটিতে, “বামনমূর্তয়ে নমঃ”  
নাভিতে, “পদ্মনাভায় নমঃ” উদরে, “বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ”  
হৃদয়ে, “জ্ঞানগম্যায় নমঃ” কণ্ঠে, “শ্রীকণ্ঠায় নমঃ” বাহুদ্বয়ে,  
“সহস্রবাহবে নমঃ” চক্ষুদ্বয়ে, “যোগনায়কায় নমঃ”  
ললাটে, “উরগশয়নায় নমঃ” এবং মস্তকে, “সহস্রশিরসে  
নমঃ” সর্বাস্থে “চারুৰূপিণে নমঃ” এবং স্বয়ং নাম দ্বারা  
আয়ুধ সকলকে পূজা করিয়া ভক্তিপূর্বক যথাবিধি অৰ্য্য  
প্রদান করিবে ॥ ২২ ॥

অৰ্য্যমন্ত্র যথা ॥



স্মৃতো হরসি পাপানি সত্যং যদি জনার্দন ।

দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ মনসো দুর্বিচিন্তিতং ।

নারকঞ্চ ভয়ং দেব ভয়ং দুর্গতিসম্ভবং ।

ভয়মন্যমহাদেব ঐহিকং পারলৌকিকং ।

সর্বং নাশয় মে বিষ্ণো গৃহাণার্য্যং জনার্দন ।

সম ভক্তিঃ সদৈবাস্ত দামোদর তবোপরীতি ॥ ২৩ ॥

ততো ধূপাদীনি দেবায় সমর্প্য নীরাজ্য সজলং শঙ্খং

দেবমুর্দ্ধি ভ্রাময়িত্বা শুভ্র বস্ত্রমুদ্রিকা চ্ছত্রোপানং কম-

ণ্ডলু ভোজন তাম্বুলমগ্নধানৈঃ আচার্য্যং সম্পূজ্য জাগ-

রণং কৃত্বা নিশান্তে পুনরর্ঘ্যং দত্ত্বা পূর্ববদ্বিপ্রভোজনং

হে জনার্দন ! আপনি সত্য যদি স্মৃত হইয়া পাপসকলকে হরণ করেন তবে আমার দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত, মনের দুশ্চিন্তিত, নরকভয়, দুর্গতিসম্ভূতভয়, অন্যভয়, ঐহিক ও পারলৌকিক ভয় ইত্যাদি সমুদায় নাশ করুন, হে বিষ্ণো ! হে জনার্দন ! এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন, ওহ দামোদর ! আপনার প্রতি সর্বদা আমার ভক্তি-থাকুক ॥ ২৩ ॥

উদনন্তর ধূপ দীপ প্রভৃতি দেবতাকে সমর্পণ পূর্বক সজল শঙ্খ দেবের মস্তকে ভ্রমণ করাইয়া শুভ্রবস্ত্র মুদ্রা ছত্র পাছুকা কমণ্ডলু ভোজন তাম্বুল ও মগ্ন ধান্যদ্বারা আচার্য্যকে সম্যকরূপে পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিয়া পূর্বের ন্যায় পূজা করত রাত্রিজাগরণ করিবে এবং নিশান্তে ভ্রাম্যণভোজন করাইবে ।

কুর্ঘ্যাৎ । অস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং পদ্মপুরাণাদবগম্যৎ ॥ ২৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি ত্রিম্প্শাত্রতং ॥ \* ॥

অথ পক্ষবর্দ্ধনীত্রতং ॥

মাসনান্না সৌবর্ণং দেবং শক্ত্যা নির্মাণ পূর্ব্বোক্তকলমে

গোধূমপূর্ণিততাত্রপাত্রে স্নানাপিতমুপবেশ্য বস্ত্রযুগ্মং ছত্র

মুপানহৌ স্বেচ্ছেনেনানুলিপ্য পুষ্পাদিভিঃ পূজাং কৃত্বা

অবয়বার্চনং কুর্ঘ্যাৎ ॥ ২৫ ॥

পাদয়োঃ পদ্মনাভায় নমঃ । জানুনোর্যোগমূর্ত্তয়ে নমঃ ।

উর্বে নৃসিংহায় নমঃ । কট্যাঃ জ্ঞানপ্রদায় নমঃ ।

উদরে বিশ্বনাথায় নমঃ । হৃদয়ে শ্রীধরায় নমঃ ।

ইহার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণ হইতে অবগত হইবে ॥ ২৪ ॥

॥ \* ॥ ইতি ত্রিম্প্শাত্রতং ॥ \* ॥

অথ পক্ষবর্দ্ধনীত্রতং ॥

যে মাসে পক্ষবর্দ্ধনী হইবে, সেই মাসে বিষ্ণুর যে নাম

সেই নামে শক্ত্যানুসারে স্বর্ণ দ্বারা বিষ্ণুর প্রতিমা নির্মাণ

করিয়া পূর্ব্বোক্ত কলমে গোধূমপূর্ণিত তাত্রপাত্রে স্নান-

পিত দেবকে স্নান করিয়া বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র ও পাছুকাষয় অর্পণ-

পূর্ব্বক চন্দনদ্বারা অনুলেপন করত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া

অবয়বের অর্থাৎ অঙ্গের অর্চনা করিবে ॥ ২৫ ॥

যথা—পদদ্বয়ে “পদ্মনাভায় নমঃ” জানুদ্বয়ে “যোগ-

মূর্ত্তয়ে নমঃ” উরুদ্বয়ে “নৃসিংহায় নমঃ” কটিদেশে “জ্ঞান

প্রদায় নমঃ” উদরে “বিশ্বনাথায় নমঃ” হৃদয়ে “শ্রীধরায়



কণ্ঠে কৌস্তভনাভায় নমঃ । বাহুভ্যাং ক্ষত্রান্তকায় নমঃ ।  
 ললাটে ব্যোমমূর্তয়ে নমঃ । শিরসি সৰ্বরূপিণে নমঃ ।  
 সৰ্বাঙ্গেষু দিব্যরূপিণে নমঃ ।  
 স্বনান্নায়ুধানি সংপূজ্য পূৰ্ব্ববদৰ্থ্যং দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥  
 তত্র মন্ত্ৰঃ ॥  
 সংসারার্ণবপোতায় পাপেন্ধনদবানল ।  
 নরকার্ত্তিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ ॥  
 মামুক্কর জগন্নাথ পতিতং ভবমাগরাৎ ।  
 গৃহাণার্য্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোহিস্ত তে ॥ ইতি ॥ ২৭ ॥

নমঃ” কণ্ঠে “কৌস্তভায় নমঃ” বাহুদ্বয়ে “ক্ষত্রান্তকায় নমঃ”  
 ললাটে “ব্যোমমূর্তয়ে নমঃ” শিরোদেশে “সৰ্বরূপিণে  
 নমঃ” এবং সৰ্বাঙ্গে “দিব্যরূপিণে নমঃ” । তথা অস্ত্র  
 সকলকে স্ব স্ব নাম উচ্চারণ করত পূজা করিয়া পূৰ্ব্বের ন্যায়  
 অৰ্ঘ্য দিবে ॥ ২৬ ॥

অৰ্ঘ্যমন্ত্ৰ যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনি সংসারমাগরের পোত স্বরূপ,  
 আপনি পাপরূপ কাষ্ঠদাহনে দাবানল সদৃশ, আপনি নর-  
 কাগ্নির প্রশমনকারী, আপনি জন্ম, মৃত্যু ও জরা বিনষ্ট  
 করেন । অতএব হে জগন্নাথ ! আমি ভবমাগরে পতিত  
 হইয়াছি আপনি তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন,  
 হে পদ্মনাভ ! আপনার প্রতি নমস্কার থাকুক । অপিচ,  
 আপনি আমার দত্ত অৰ্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥ ২৭ ॥

ততো ধূপদীপাদীনি সমর্প্য কঙ্কুকোক্ষীষবজ্রৈর্যথাশক্তি  
 দক্ষিণয়া ভোজনতাম্বুলৈশ্চ গুরুং সংপূজ্য হাস্যবিনোদ-  
 পুরাণশ্রবণপ্রধানং জাগরণং কৃত্বা পূৰ্ব্ববদ্রুতং সমা-  
 পয়েৎ ॥ ২৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি পক্ষবর্দ্ধনীত্রতং ॥ \* ॥

জয়াত্রতং উন্মীলনীত্রতবদনুষ্ঠেয়ং ॥ ২৯ ॥

বিজয়াত্রতং সঙ্গমে ত্রতং কুর্য্যাৎ ॥

নদ্যাতিসঙ্গমালাভেতু মার্কণ্ডেয়োপদিষ্টে সঙ্গমে ত্রতমনু-  
 ষ্ঠেয়ং ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর ধূপ দীপাদি সমর্পণ পূৰ্ব্বক কঙ্কুক ( ঘামা )  
 উক্ষীষ ( পাগ্‌ড়ী ) বস্ত্র, যথাশক্তি দক্ষিণা, ভোজন ও  
 তাম্বুল দ্বারা গুরুকে সম্যক রূপে পূজা করিয়া হাস্য ক্রীড়া  
 ও পুরাণ শ্রবণই যাহাতে প্রধান এমত জাগরণ করিয়া  
 পূৰ্ব্বের ন্যায় ত্রত সমাপন করিবে ॥ ২৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি পক্ষবর্দ্ধনীত্রত ॥ \* ॥

অথ জয়াত্রত ॥

উন্মীলনী ত্রতের ন্যায় জয়া ত্রতের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি জয়াত্রত ॥ \* ॥

অথ বিজয়াত্রত ॥

এই বিজয়াত্রত নদ্যাতির সঙ্গমে করিবে ॥

নদ্যাতি সঙ্গমের অলাভ হইলে মার্কণ্ডেয়ের উপদিষ্ট  
 সঙ্গমে ত্রতের অনুষ্ঠান কর্তব্য ॥ ৩০ ॥



শালগ্রামশিলাবারি তুলসীজলমেব চ ।

সমমেবোদ্ধরেত্তত্র বিজয়াত্রতমাচরেৎ ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়েহভিধানাৎ ॥

তত্রাদৌ গুরুং প্রণম্য সঙ্কল্পং বিদধ্যাৎ ॥ ৩১ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

দ্বাদশ্যাস্ত নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেহহনি ।

ভোক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যতেতি ॥ ৩২ ॥

অনুত্তমস্ত্রাষপি মহাদ্বাদশীষয়মেব মন্ত্রস্তত্তমাস্তা প্রজ-  
প্তব্যঃ ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্রং শরায়ুধং সৌবর্ণং দেবং কৃত্বা পূর্বোক্তে সোপ-

শালগ্রামশিলার জল এবং তুলসীপত্রমিশ্রিত জল একত্র  
সন্মিলন করিয়া একটা পাত্রে স্থাপন করত সেই স্থানে  
বিজয়াত্রত আচরণ করিবে । মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই উল্লেখ  
আছে ॥

ত্রতবিষয়ে অগ্রে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তৎপরে  
সঙ্কল্প করিবে ॥ ৩১ ॥

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা ॥

হে ত্রিবিক্রম ! হে অনন্ত ! আমি দ্বাদশীতে নিরাহার  
থাকিয়া পর দিবস ভোজন করিব, হে অচ্যুত ! আপনি  
আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩২ ॥

যে সকল দ্বাদশীতে মন্ত্র উল্লেখ হয় নাই, সেই সকল  
দ্বাদশীতেই তত্তমামে মন্ত্র জপ করা কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥

ধনুর্কাগধারিণী স্বর্ণময়ী দেবমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূর্বোক্ত

বীতে কলসে তায়ে বৈণবে বা পাত্রে পঞ্চামৃতেন  
স্নাপিতমুপবেশ্য সিতচন্দনেনালিপ্য সিতবস্ত্রং ছত্রমুপা-  
নহৌ চ সমর্প্যাবয়বপূজাং কুর্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

শিরসি বাসুদেবায় নমঃ মুখে শ্রীধরায় নমঃ ।

কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ । বক্ষসি শ্রীপতয়ে নমঃ ।

বাহুয়োঃ শস্ত্রাস্ত্রধারিণে নমঃ । কুক্ষ্যোঃ ব্যাপকায় নমঃ ।

উদরে কবীশায় নমঃ । মেঢ়ে ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ ।

জঘনে সর্বাধিপতয়ে নমঃ । পাদয়োঃ সর্বাঙ্গনে নমঃ ।

ইতি পূর্ববদধ্যাৎ দদ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্রঃ ।

যজ্ঞসূত্রের সহিত কলস স্থাপন করিয়া তাহার উপর তাত্র-  
পাত্র বা বেণু অর্থাৎ বংশ নির্মিত পাত্রে পঞ্চামৃত দ্বারা  
দেবকে স্নান করাইয়া স্থাপন করিবে । অনন্তর শুক্ল চন্দন-  
দ্বারা লেপন পূর্বক শুক্ল বস্ত্র, ছত্র ও পাছুকাঙ্কয় সমর্পণ  
করত অঙ্গ পূজা করিবে ॥ ৩৪ ॥

যথা—মস্তকে “বাসুদেবায় নমঃ” মুখে “শ্রীধরায় নমঃ”  
বক্ষঃস্থলে “শ্রীপতয়ে নমঃ” বাহুদ্বয়ে “শস্ত্রাস্ত্রধারিণে নমঃ”  
কুক্ষিদ্বয়ে “ব্যাপকায় নমঃ” উদরে “কবীশায় নমঃ” মেঢ়ে  
“ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ” জঘনে “সর্বাধিপতয়ে নমঃ”  
পদদ্বয়ে “সর্বাঙ্গনে নমঃ” ॥

অনন্তর পূর্বের ন্যায় অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৩৫ ॥

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা ॥



শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শারঙ্গশরভূষিত ।

গৃহাণার্য্যং ময়া দত্তং শাঙ্গপাণে নমোহস্ত তে ॥ ৩৬ ॥

ততো ধূপদীপৌ দত্তা যুতপকং মুখ্যং নৈবেদ্যং ফল-

তাম্বুলাদীনি সমর্প্য জাগরণং কৃত্বা প্রভাতে স্নাত্বা দেবং

সংপূজ্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা অনেন মন্ত্রেণ প্রার্থয়েত—॥৩৭

নমস্তে অস্ত গোবিন্দ বৃধশ্রবণসংজ্ঞক ।

অঘোরং চাক্ষয়ং কৃত্বা সর্বমৌখ্যপ্রদো ভবেতি ॥ ৩৮ ॥

ততঃ সর্বমাচার্য্যায় দত্ত্বা পারণং কুর্যাৎ । অস্য ব্রতস্য

ভাদ্রপদে বৃধযোগে ফলাতিশয়োহবগম্যব্যঃ ॥ ৩৯ ॥

হে শাঙ্গপাণে ! আপনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শাঙ্গ ও শর দ্বারা বিভূষিত, আমি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর ধূপ দীপ দিয়া যুতপক প্রধান নৈবেদ্য ফল ও তাম্বুলাদি সমর্পণ পূর্বক জাগরণ করিয়া প্রভাতে স্নান, দেবপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে ॥ ৩৭ ॥

প্রার্থনামন্ত্র যথা ॥

হে গোবিন্দ ! হে বৃধ শ্রবণ সংজ্ঞাধারিন্ ! অঘোর এবং অক্ষয় করিয়া সর্বমৌখ্যপ্রদ হউন ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তর পূজার সমুদায় উপকরণ আচার্য্যকে প্রদান করিয়া পারণ করিবে । এই ব্রত যদি ভাদ্রমাসের বৃধবারে হয় তাহা হইলে ইহাতে অতিশয় ফল হয় জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি ভবিষ্যোত্তরে বিজয়াব্রতং ॥ \* ॥

জলকলম-দধিতক্ক-কবলদানং বামনপূজাত্মকং বামনব্রতং ব্রতখণ্ডাদিতোহবগম্যতে । ইতি নেহ মহাদ্বাদশীপ্রস্তাবে নিরূপিতং ॥ ৪০ ॥

অথ জয়ন্তীব্রতং ॥

গুরুং প্রণম্য নিয়মং গৃহীয়াৎ ।

তত্র মন্ত্রঃ ॥

জয়ন্ত্যাং তু নিরাহারঃ শোভুতে পরমেশ্বর ।

ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং চরণৌ তবেতি ॥ ৪১ ॥

ততো মধ্যাহ্নে ধাত্রীফলং শিরসি ধৃত্বা কৃষ্ণতিলৈঃ

॥ \* ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে বিজয়াব্রত ॥ \* ॥

জলকলম দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাসদান সমন্বিত বামন পূজা-রূপ বামনব্রত ব্রতখণ্ডাদি হইতে অবগত হইবে । এজন্য এই মহাদ্বাদশী প্রস্তাবে নিরূপণ করা হইল না ॥ ৪০ ॥

অথ জয়ন্তীব্রত ॥

গুরুকে প্রণাম করিয়া নিয়ম গ্রহণ করিবে ॥

নিয়মমন্ত্র যথা ॥

হে পরমেশ্বর ! জয়ন্তীতে নিরাহার থাকিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে ভোজন করিব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনার চরণদ্বয় আমার আশ্রয় হউক ॥ ৪১ ॥

তদনন্তর মধ্যাহ্নকালে ধাত্রীফল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃষ্ণতিলের দ্বারা স্নান করিবে । তৎপরে পূর্বোক্ত ফলের



স্নায়াৎ । ততঃ পূর্বোক্ত কলসস্থে হৈমে রৌপ্যে তাত্রে  
বৈণবে বা তিলপূর্ণপাত্রে হৈমঃ দেবকীস্তনদ্বয়ঃ জননী-  
মুখমবলোকয়ন্তঃ ক্ষীরাদিস্নাপিতঃ দেবগবস্থাপ্যাবাহ-  
য়েৎ ॥ ৪২ ॥

এহি এহি জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম ।

পরিবারগণোপেতো লক্ষ্ম্যা সহ জগৎপতে ॥ ৪৩ ॥

ইত্যাবাহনমন্ত্রঃ ॥

মনোজ্যোতিরিতি প্রতিষ্ঠামন্ত্রঃ । ততঃ সুরভিচন্দনে-  
নানুলিপ্য পুষ্পাণি সিতবস্ত্রযুগং সমর্প্য দেবকীং পূজ-  
য়েৎ ॥ ৪৪ ॥

উপরিস্থিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র ও বেণুনির্মিত অথবা তিলপূর্ণ  
পাত্রে উপরে স্বর্ণনির্মিত দেবকী প্রতিমার ক্রোড়দেশে  
স্তনপায়িনী এবং মাতৃমুখের প্রতি দৃষ্টিপাতকারিণী শ্রীভগব-  
ন্মূর্তিকে ক্ষীরাদিদ্বারা স্নান করাইয়া স্থাপন করত আবাহন  
করিবে ॥ ৪২ ॥

আবাহনমন্ত্র যথা ॥

হে জগন্নাথ ! হে বৈকুণ্ঠ ! হে পুরুষোত্তম ! হে জগৎ-  
পতে ! আপনি পরিবারগণ ও লক্ষ্মীর সহিত আগমন করুন  
আগমন করুন ॥ ৪৩ ॥

“মনোজ্যোতিঃ” এই প্রতিষ্ঠা মন্ত্র ॥

তদনন্তর সুরভিচন্দন দ্বারা অনুলেপন করত পুষ্প ও  
শুক্রবস্ত্রদ্বয় সমর্পণ করিয়া দেবকীকে পূজা করিবে ॥ ৪৪ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ।

অদিতে দেবমাতস্ত্বঃ সর্বপাপপ্রণাশিনি ।

অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতো ভবভয়স্য তু ।

পূজিতাসি যথা দেবৈঃ প্রসন্নঃ ত্বং বরাননে ।

পূজিতা মে তথা ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু স্ত্রতে ।

যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নিরুতিঃ পরা ।

তামেব নিরুতিং দেবি মপুত্রা দর্শয় স্ব মে ॥ ইতি ॥ ৪৫ ॥

ততো দেবমর্চয়েৎ ॥

অবতার সহস্রাণি করোষি মধুসূদন ।

পূজামন্ত্র যথা ॥

হে অদিতে ! হে দেবমাতঃ ! আপনি সমস্ত পাপ  
বিনষ্ট করেন অতএব আমি ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে  
পূজা করিতেছি । হে বরাননে ! আপনি যেমন দেবগণ  
কর্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইয়াছেন, হে স্ত্রতে ! তদ্রূপ  
ভক্তিসহকারে আমা কর্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন হউন ।  
হে দেবি ! আপনি হরিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া যেমন  
পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি পুত্রের সহিত  
আমাকে সেই আনন্দ প্রদর্শন করান ॥ ৪৫ ॥

তৎপরে দেবকে অর্চনা করিবে ॥

পূজামন্ত্র যথা ॥

হে মধুসূদন ! আপনি সহস্র সহস্র অবতার করিয়া  
থাকেন, কিন্তু পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি আপনার অবতারের



ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি ।  
 দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব ।  
 অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতং ।  
 বাঞ্ছিতং কুরু দেবেশ দুষ্কৃতকৈব নাশয় ।  
 কুরুষ মে দয়াং নাথ সংসারান্তিতয়াপহেতি ॥ ৪৬ ॥  
 এবং সংপূজ্যার্য্যং দদ্যাৎ ॥  
 তত্র মন্ত্রঃ ॥

জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তরণায় চ ।  
 দেবতানাং হিতার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ।  
 কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ ।

সংখ্যা জানেন না, হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার  
 স্বরূপ জানিতে পারেন না, আপনি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া  
 রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে পূজা করিব। হে দেব!  
 হে সংসারভয়নাশন! আমার বাঞ্ছা সিদ্ধি করুন, পাপ  
 বিনাশ করুন এবং আমার প্রতি দয়্য করুন ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে পূজা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে হরে! কংসবধ নিমিত্ত, ভূভার অবতরণের জন্ত,  
 দেবতাদের কল্যানার্থ, ধর্মসংস্থাপন হেতু, কৌরবদিগের  
 বিনাশ নিমিত্ত এবং দৈত্যসকলের বিনাশ জন্ত, আমি আপ-  
 নাকে অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি দেবকীর সহিত গ্রহণ

গৃহাণার্য্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো হরে ॥ ইতি ॥ ৪৭ ॥  
 ততো ধূপদীপঘৃতপক্সাদ্যনেকনৈবেদ্যকুস্মাণাদিফল-  
 তাম্বুলানি সমর্প্য কৃষ্ণবর্ণনাকর্ণনপ্রধানং জাগরণং কৃষ্ণা-  
 প্রাতর্নিত্যকর্ম নিবর্ত্যাচার্য্যায় দেবং সমর্প্য বস্ত্রকঙ্কু-  
 কোষ্ণীষমুদ্রিকাদি শক্ত্যা দক্ষিণাঞ্চ দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্-  
 ভোজয়িত্বা পূর্ববদ্রুতং সমাপয়েৎ ॥ ৪৮ ॥  
 ॥ \* ॥ ইতি স্কান্দে জয়ন্তীমহাদ্বাদশীব্রতং ॥ \* ॥

অথ পাপনাশিনীব্রতং ॥

গুরুং প্রণম্য নিয়মং স্বীকুর্য্যৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

করুন ॥ ৪৭ ॥

তদনন্তর ধূপ, দীপ, ঘৃতপক্স প্রভৃতি অনেক প্রকার  
 নৈবেদ্য, কুস্মাণাদি ফল ও তাম্বুলাদি সমর্পণ পূর্বক কৃষ্ণ-  
 ওণ বর্ণনই বাহাতে প্রধান এমনত জাগরণ করিয়া প্রাতঃ-  
 কালে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্বক আচার্য্যকে দেবপ্রতিমা  
 সমর্পণ করত বস্ত্র, কঙ্কুক, উষ্ণীষ ও শক্ত্যানুসারে মুদ্রিকাদি  
 দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পূর্বের ন্যায়  
 ব্রতসমাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি স্কন্দপুরাণে জয়ন্তী মহাদ্বাদশীব্রত ॥ \* ॥

অথ পাপনাশিনীব্রত ॥

গুরুকে প্রণাম করিয়া নিয়ম স্বীকার করিবে ॥

নিয়ম মন্ত্র যথা ॥



দ্বাদশ্যাস্তু নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেহহনি ।

ভোক্ষ্যামি জামদগ্ন্যেণ শরণং মে ভবাচ্যতেতি ॥ ৪৯ ॥

তত্র আমলকীমূলে পূর্বোক্তকলসে স্থাপিতে তায়ে  
বৈণবে বা জলান্বিতে পাত্রে মাষ-তদর্কনির্মিতং মৌবর্ণং  
পরশুরামং পঞ্চামৃতস্নাপিতং উপবেশ্য বস্ত্রযুগলং ছত্রো-  
পানহৌ সমর্প্য শ্বেতচন্দনেনানুলিপ্য তুলসীপুষ্পৈরভ্য-  
র্চ্যাবয়বপূজাং কুর্যাৎ ॥ ৫০ ॥

পদ্ম্যং বিশোকায় নমঃ । জাম্বোঃ বিশ্বরূপিণে নমঃ ।

উর্কো হরগ্রীবায় নমঃ । কট্যাং দামোদরায় নমঃ ।

হে অচ্যুত ! হে জামদগ্ন্য ! হে ঈশ ! আমি দ্বাদশীতে  
নিরাহার থাকিয়া পর দিবস ভোজন করিব, আপনি আমার  
আশ্রয় হউন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর আমলকীমূলে পূর্বোক্ত কলস স্থাপন করিয়া  
তাহার উপর তাত্র বা বেণু নির্মিত মজলপাত্রে একমাষ বা  
তদর্ক স্বর্ণনির্মিত পরশুরাম মূর্তিকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান  
পূর্বক উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে বস্ত্রযুগল, ছত্র ও  
পাছুকাঁড়য় সমর্পণ করত শ্বেতচন্দন অনুলেপন ও তুলসীপত্র  
দ্বারা পূজা করিয়া অঙ্গ পূজা করিবে ॥ ৫০ ॥

অঙ্গপূজা যথা ॥

পদদ্বয়ে “বিশোকায় নমঃ” জানুদ্বয়ে “বিশ্বরূপিণে নমঃ”  
উরুদ্বয়ে “হরগ্রীবায় নমঃ” কটিদেশে “দামোদরায় নমঃ”

গুহে কন্দর্পায় নমঃ । নাভৌ পদ্মমালিনে নমঃ ।

উদরে অনন্তায় নমঃ । কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।

বাহ্বোঃ হেমাঙ্গদায় নমঃ । শিরসি বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।

চক্ষুষো জ্যোতীরূপায় নমঃ । নাসাগ্রে শোকনাশিনে

নমঃ । ললাটে বামনায় নমঃ । ক্রবো রামায় নমঃ ।

সর্বাঙ্গে সর্বাঙ্গনে নমঃ ।

স্বনাম্নায়ুধানি সংপূজ্য পূর্ববদর্যং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥

অর্থ্যমন্ত্রঃ ॥

নমস্তে দেবদেবেশ জামদগ্ন্য নমোহস্ততে ।

গৃহাণার্যং ময়া দত্তমামল্য সহিতো হরে ॥ ইতি ॥ ৫২ ॥

ততো ধূপদীপাদীনি সমর্প্য পরশুরামং প্রার্থয়েৎ ।

গৃহদেশে “কন্দর্পায় নমঃ” নাভিতে “পদ্মমালিনে নমঃ”  
উদরে “অনন্তায় নমঃ” কণ্ঠে “শ্রীকণ্ঠায় নমঃ” বাহুদ্বয়ে  
“হেমাঙ্গদায় নমঃ” মস্তকে “বৈকুণ্ঠায় নমঃ” চক্ষুদ্বয়ে  
“জ্যোতীরূপায় নমঃ” নাসাগ্রে “শোকনাশিনে নমঃ”  
ললাটে “বামনায় নমঃ” ক্রবয়ে “রামায় নমঃ” সর্বাঙ্গে  
“সর্বাঙ্গনে নমঃ” । এবং স্ব স্ব নাম দ্বারা অস্ত্র সকলকে পূজা  
করিয়া পূর্বের ন্যায় অর্থ্য দান করিবে ॥ ৫১ ॥

অর্থ্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেবদেবেশ ! হে হরে ! আমি আপনাকে অর্থ্য  
দান করিতেছি, আপনি আমলীর সহিত গ্রহণ করুন ॥ ৫২ ॥

তৎপরে ধূপদীপ দিয়া পরশুরামকে প্রার্থনা করিবে ॥



তত্র মন্ত্রঃ ॥

জামদগ্ন্য নমস্তেহস্ত ক্ষত্রিয়ান্তকরায় চ ।

সৰ্বানি যানি পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি ।

ক্ষয়ং যান্তু মমৈবাদ্য ত্বৎপ্রসাদাচ্চ ভার্গব ॥

বাচিকং মানসং পাপং জ্ঞানতোহজ্ঞানতোহপি বা ।

আয়ুর্যশস্তথারোগ্যং ধনং ধান্যঞ্চ সম্পদঃ ।

মৌভাগ্যং তব ভক্তস্য সন্তানং বিপুলং ভবেৎ ।

সৰ্বান্ কামানাপ্নুবানি দিব্যং মৌখ্যং নিরন্তরং ।

অন্তে চাস্তু মমেশান ভক্তিসুচ্চরণে প্রভো ।

জনার্দন হৃষীকেশ লক্ষ্মীনাথ সুরার্চিত ।

রাম রাম মহাবাহো কার্তবীৰ্য্য বিনাশন ।

প্রার্থনা মন্ত্র যথা ॥

হে জামদগ্ন্য ! হে ক্ষত্রিয়কুলের অন্তকর ! আমি সপ্তজন্মে যে সকল পাপ করিয়াছি, হে ভার্গব ! আপনার প্রসাদে আমার সেই সকল পাপ ক্ষয় হউক এবং জ্ঞান-পূৰ্ব্বক বা অজ্ঞানপূৰ্ব্বক সে সকল বাচিক ও মানসিক পাপ করিয়াছি তৎসমুদায়ও বিনাশ প্রাপ্ত হউক, অপর হে দেব ! আপনার ভক্তের আয়ুঃ, যশঃ, আরোগ্য, ধন, ধান্য, সম্পদ, এবং বিপুল মৌভাগ্য অর্থাৎ মৌন্দর্য্যাদির বিস্তার হয় । তথা সকল প্রকার কাম ও নিরন্তর লৌকিক সুখ লাভ হউক ॥

অপিচ, হে জনার্দন ! হে হৃষীকেশ ! হে লক্ষ্মীনাথ ! হে দেবার্চিত ! হে রাম ! হে মহাবাহো ! হে কার্তবীৰ্য্য-

এতৎ সৰ্বং ময়া দত্তং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তবাচ্যত ।

মামুদ্ধর জগন্নাথ দয়াং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৫৩ ॥

অথ ধাত্রীমভিষিঞ্জেৎ ।

তত্র মন্ত্রঃ ।

পিতা পিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যেচ গোত্রিণঃ ।

বৃক্ষযোনিং গতা যেচ যেচ কীটত্বমাগতাঃ ।

রৌরবে নরকে যেচ মহারৌরবসংজ্ঞকে ।

বিযোনিঞ্চ গতা যেচ যেচ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ ।

পিশাচত্বং গতা যেচ যেচ প্রেতত্বমাগতাঃ ।

তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ ।

বিনাশন ! হে ঈশান ! হে প্রভো ! অন্তে আপনার চরণে আমার ভক্তি হউক ॥

হে অচ্যুত ! জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল আপনাকে অর্পণ করিলাম, হে জগন্নাথ ! আপনি আমার উপরে দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর ধাত্রীকে অভিষেক করিবে ॥

ধাত্রীসেচনমন্ত্র যথা ॥

আমার যে সকল পিতা, পিতামহ এবং যাহারা অপুত্র, সগোত্র, বৃক্ষযোনি গত, কীটত্ব প্রাপ্ত, তথা রৌরব ও মহারৌরব নরকে অবস্থিত, বিযোনি গত, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত, পিশাচত্ব ও প্রেতত্ব প্রাপ্ত, আমি ধাত্রীমূলে জল দিতেছি, তাঁহারা নিরন্তর এই জল পান করুন এবং ধাত্রীমূল সেচন



তে সর্বে তৃপ্তিমায়াস্ত ধাত্রীমূলনিষেচনাদিতি ॥ ৫৪ ॥

ততো জাগরণং কৃত্বা অষ্টোত্তরশতং অষ্টাবিংশতি বার  
আমলকীং প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং নিরাজ্য নিত্যকর্ম  
নির্বর্ত্য গুরুবে দেবং সপরিকরং নিবেদ্য ব্রাহ্মণান্  
সংভোজ্য স্বয়ং বন্ধুভিরশীয়াৎ ।

অস্যচ ব্রতস্য ফাল্গুনে ফলাধিক্যমবসেয়ং ॥ ৫৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাপনাশিনীব্রতং ॥ \* ॥

মহাদ্বাদশ্য এতাস্ত শ্রোতমার্গানুসারিভিঃ ।

অনুষ্ঠেয়াঃ প্রযত্নেন ব্রতরূপেণ নিত্যশঃ ॥

ননু অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে ।

হেতু তাঁহাদের তৃপ্তি লাভ হউক ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর জাগরণ করিয়া অষ্টোত্তর শত অথবা অষ্টা-  
বিংশতি বার আমলকী প্রদক্ষিণ ও হরিকে নিরাজন তথা  
নিত্যকর্ম সমাধান করিয়া গুরুকে সমস্ত দ্রব্যের সহিত  
দেবমূর্তি প্রদান করত ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইয়া  
বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥

ফাল্গুনমাসে এই ব্রতের ফল অধিক হয় জানিবে ॥ ৫৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাপনাশিনীব্রত ॥ \* ॥

বেদমার্গানুসারী মানবগণ যত্নসহকারে নিত্য ব্রতরূপে  
এই সকল মহাদ্বাদশীর অনুষ্ঠান করিবেন ॥

অহে ! অর্দ্ধরাত্রিকে অতিক্রম করিয়া যদি দশমী দেখা

উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা ত্রয়োদশ্যাস্ত পারণমিতি অর্দ্ধ-  
রাত্রাবেধেহপি একাদশীপরিত্যাগে দ্বাদশ্যুপবাসবিধানাৎ ॥

কিমুচ্যতে অরুণোদয়বেধে একাদশী পরিত্যাজ্যেতি ।

সত্যং তৎ কেষাঞ্চিন্মতং \* ॥ ৫৬ ॥

কপালবেধ ইত্যাহুরাচার্য্য য়ে হরিপ্রিয়াঃ ।

ন তন্মম মতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরিষ্যতে ।

ইতি বিগানশ্রবণাৎ ।

যায় তাহা হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়ো-  
দশীতে পারণ করিবে । এই বচনহেতু অর্দ্ধরাত্রাবেধেতেও  
যখন একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাসের  
বিধান আছে তখন অরুণোদয়বেধে যে একাদশী পরিত্যাগ  
করিবে তাহা আর কি বলিব ? । ইহা সত্য কিন্তু, ইহা  
কোন কোন পণ্ডিতের মত অর্থাৎ এ বিষয়ে অনেকের  
অমত ॥ ৫৬ ॥

যে সকল হরিপ্রিয় আচার্য্যগণ অর্দ্ধরাত্রের পর যে  
দশমীবেধ তাহাকে কপালবেধ বলিয়া থাকেন, তাহা আমার  
মত নহে, যে হেতু রাত্রি ত্রিযামা নামে অভিহিত হই-  
য়াছে † । এই বিরুদ্ধ বাদ ( বাক্য ) শুনা যায় ॥

\* সর্বেষামমতং যৎ স্যাৎ স ভ্রমঃ পরিচীয়তে । বহুনাগমতং যৎ স্যাৎ  
কেষাঞ্চিন্মতমিষ্যতে । ইতি হরিনামামৃতব্যাकरणং ॥

† তাৎপর্য্য । আদির চারিদণ্ড ও শেষের চারিদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিকে  
ত্রিযামা বলিয়াছেন, এমতে রাত্রির শেষ চারিদণ্ড দিবসের মধ্যে গণ্য । পূর্ব  
তিন প্রহর দশমী দিবসের রাত্রিমধ্যে গণ্য, তাহাতে একাদশীর বেধ হইতে



কিঞ্চ ।

অর্দ্ধরাত্রৌপি কেষাক্ষিঃ দশম্যা বেধ ইষ্যতে ।

অরুণোদয়বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে ।

ইতি কৈমুত্যান্যায়েনারুণোদয়শেষত্বং বেধম্যাবগীয়তে ।

অথবা পক্ষবর্দ্ধনীবিষয়মেবৈতৎ ॥ ৫৭ ॥

অর্দ্ধরাত্রঃ স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধি র্যদাগ্রতঃ ।

কপালবেধনী সাচ শুদ্ধাঃ ভদ্রামুপোষয়েদिति পাণ্ডে

আরও ॥

কোন কোন পণ্ডিত অর্দ্ধরাত্রৌও দশমীর বেধ ইচ্ছা করেন, অতএব অরুণোদয় বেলায় বিচারের অবকাশ নাই, সুতরাং কৈমুত্যান্যায়হেতু অরুণোদয়ের শেষেই বেধের নিশ্চয় হইল । অথবা এইটী পক্ষবর্দ্ধনীবিষয়ে জানিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

একাদশীর অগ্রে যদি পক্ষবৃদ্ধি অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবাস্তা ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কালে পূর্ণা অর্থাৎ দশমী অর্দ্ধরাত্রিকে স্পর্শ করিলে সেই একাদশী কপালবেধনী বলিয়া কথিত হয়, তখন একাদশী পরিত্যাগ করিয়া

পারে না, তাহাতে বেধ স্বীকার করিলে প্রথম রাত্রাদিতে দশমীর সহিত একাদশী বিদ্ধা হইলেও বিনিগমনাবিরহ (যুক্তি সঙ্গত না হওয়া) প্রযুক্ত বেধ দোষ স্বীকার করিতে হয়, এই সকল অনাস্থা পরিহার জন্ত পরদিন রূপে গণনীয় পূর্বরাত্রির শেষ চারিদণ্ডে (অরুণোদয়ে) দশমীর সহিত একাদশী বিদ্ধা হইলেই বিদ্ধা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥

স্পষ্টমভিধানাৎ ।

সর্বথা বহুতরশিষ্টবৈষ্ণববিরোধিছুরাগ্রহপরিত্যাগেনারুণোদয়বেধ এব বৈষ্ণবৈঃ পরিপালনীয় ।

ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ ॥

এবমেতামিহাচার্য্যকর্ণধারপ্রবর্তিতাং ।

সংসারমাগরোত্তারতরীমেকাদশীং শ্রয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্ষ্যস্তুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং একাদশীবিধানে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৩ ॥ \* ॥

শুদ্ধবাদশীতে উপবাস করিবে পদ্মপুরাণে এই রূপ স্পষ্ট বিধান আছে ॥

সর্বপ্রকারে বহুবহু শিষ্টবৈষ্ণববিরোধি ছুরাগ্রহ (জেদ) পরিত্যাগ হেতু অরুণোদয়বেধই বৈষ্ণবদিগের পরিপালন করা কর্তব্য । ইহাই উপযুক্ত দেখিতেছি ॥

আচার্য্যরূপী কর্ণধার এই প্রকার একাদশীকে সংসারমাগরের তরীরূপে কীর্তন করিয়াছেন অতএব একাদশীকেই আশ্রয় করিবে ॥ ৫৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামাচার্য্যবর্ষ্যস্তুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং একাদশীবিধানে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৩ ॥ \* ॥



## চতুর্থঃ পটলঃ ।

—○\*○—

অথ জন্মাক্ষমীত্রতং ॥

তত্র সূর্য্যোদয়াদুপরি পলমাত্রেনাক্ষমীনির্গমে সত্যা-  
মসত্যাং বা রোহিণ্যাং দ্বিতীয়দিন এব কর্তব্যং ॥ ১ ॥

উদয়ে চাক্ষমী কিঞ্চিন্নবমী সকলা যদি ।

ভবতে বুধবারেণ প্রাজাপত্যক্ষসংযুতা ।

অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা নবা বিভো ।

ইতি স্কান্দবচনাৎ ।

প্রেতযোনিং গতানাঞ্চ প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ ।

অথ জন্মাক্ষমীত্রতং ॥

জন্মাক্ষমীতে সূর্য্যোদয়ের পর একপলমাত্রও যদি  
অক্ষমী থাকে তাহা হইলে রোহিণী থাকুক বা না থাকুক  
দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ যে দিবস সূর্য্যোদয়ের পর একপলমাত্র  
অক্ষমী থাকে সেই দিবস জন্মাক্ষমীর ত্রত করিবে ॥ ১ ॥

উদয় কালে যদি কিঞ্চিৎ অক্ষমী এবং সমস্ত দিবারাত্র  
নবমী তথা বুধবার ও রোহিণীনক্ষত্র সংযুক্ত হয়, তাহা  
হইলে, এমনত যোগ অতি দুর্লভ, হে বিভো ! ইহা শতবর্ষে  
লাভ হয়, কি না হয় তাহা বলিতে পারি না, স্কন্দপুরা-  
ণের এই বচন আছে—

যে সকল মনুষ্য শ্রাবণমাসে রোহিণীসংযুক্ত অক্ষমীতে

যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি ছক্ষমী রোহিণীযুতা ।

কিং পুনবুধবারেণ সোমেন চ বিশেষতঃ ।

কিং পুননবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্ত মুক্তিদা ।

ইতি পুরাণবচনাচ্চ ॥ ২ ॥

সপ্তমীবিদ্ধা সর্ব্বথা ত্যাজ্যৈব ।

জন্মাক্ষমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সখাক্ষাং সকলামপি ।

বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ত্রতমাচরেৎ ।

শুদ্ধাং ঋক্ষহীনাং ॥ ৩ ॥

পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাক্ষমীং ত্যজেৎ ।

ত্রত করেন তাঁহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রেতত্ব  
নাশ করিয়া থাকেন ॥

অপর ঐ রোহিণীযুক্তা অক্ষমী যদি বুধবার বা সোমবার  
অথবা নবমী-সংযুক্ত হয় তাহা হইলে উহা কোটিকুলকে  
মুক্তি প্রদান করে । এই বচন পদ্মপুরাণে আছে ॥ ২ ॥

সপ্তমীবিদ্ধা অক্ষমীকে সর্ব্বপ্রকারেই ত্যাগ করিবে ।  
সম্পূর্ণ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত জন্মাক্ষমী হইলে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ  
সপ্তমীবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধা নবমীতে উপবাস  
করিয়া ত্রত করিবে ॥

এস্থলে শুদ্ধা শব্দের অর্থ নক্ষত্রহীনা ইহাই বুঝিতে  
হইবে ॥ ৩ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র ! সপ্তমীর সহিত যদি অক্ষমী একপল-  
মাত্রও বিদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেই অক্ষমী ত্যাগ করিবে,



সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গান্তঃকলসং যথেন্তি স্কান্দে ॥৪॥  
 বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সংযুতাক্ষমী ।  
 সঞ্চক্ষাপি ন কর্তব্য। সপ্তমীসংযুতাক্ষমীতি ব্রহ্মবৈবর্তে ।  
 অন্যত্রাপি সর্বাত্মনা শতশঃ সপ্তমীবেধস্য নিষিদ্ধত্বাৎ ।  
 অক্ষম্যনির্গমেহপি সপ্তমীবিদ্ধা নোপোষ্যা ॥  
 একাদশ্যনির্গমেহপি দশমীবিদ্ধা ত্যাগেন শুদ্ধদ্বাদশ্য-  
 পবাসবিধানবৎ শুদ্ধনবম্যপবাসবিধানাৎ ॥  
 রোহিণীযোগস্ত বুধসোমবারাদিযোগবৎ প্রাশস্ত্যাদিত্ব-  
 পরো নোপবাসপ্রযোজকঃ ॥ ৫ ॥

যেমন সুরাবিন্দু-স্পৃষ্ট গঙ্গাজলের কলস অপবিত্র হয়, তদ্রূপ  
 স্কন্দপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ৪ ॥

সপ্তমীসংযুক্তা অক্ষমী যত্নসহকারে বর্জন করিবে, নক্ষ-  
 ত্রাশ্রিত সপ্তমীবিদ্ধা অক্ষমীতে ব্রত করিবে না । ব্রহ্মবৈবর্ত-  
 পুরাণে এবং অন্য স্থলেও সর্বতোভাবে শত শত সপ্তমীবেধ  
 নিষিদ্ধ হইয়াছে । সূর্য্যোদয়ের পর যদি অক্ষমী না থাকে  
 তাহা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অক্ষমীতে উপবাস করিবে না,  
 পর দিবসে একাদশী না থাকিলেও দশমীবিদ্ধা ত্যাগ করিয়া  
 যেমন শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান আছে, সেইরূপ  
 এস্থলেও শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবে । রোহিণীযোগ  
 বুধ সোমবারাদি যোগের ন্যায় কেবল প্রশংসাপর, কিন্তু  
 উপবাসের প্রযোজক ( নিয়ামক ) নহে ॥ ৫ ॥

তথাহে তদভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গাৎ ॥

কালনির্ণয়কারাস্ত উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যক্ষমীযোগে  
 উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যক্ষমীযোগাভাবে উভয়ার্দ্ধরাত্রা-  
 বয়বে রোহিণ্যক্ষমীযোগে পূর্বার্দ্ধরাত্রে রোহিণীমাত্র-  
 যোগে চোত্তরৈবোপোষ্যা অন্যদা পূর্বা ॥

দিনদ্বয়ে ঋক্ষাভাবেহপি পূর্বেবেতি ব্যবস্থাপয়িষ্যন্তঃ  
 উদয়ে চেত্যাদি-স্কান্দাদি-বচসাং উত্তরদিনে অক্ষমী-  
 রোহিণীযোগমাত্রপরত্বং বিদ্বানিষেধবচসাং চ দিনদ্বয়ে-  
 হপ্যর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যক্ষমীযোগপরত্বং বর্ণয়াম্ভূবুঃ ॥ ৬ ॥

উপবাসের হইলে রোহিণীর অভাবে ব্রতলোপের  
 প্রসঙ্গ হয় ॥

কালনির্ণয়কার উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী ও অক্ষমী-  
 যোগে এবং উভয়ার্দ্ধরাত্রে রোহিণী ও অক্ষমীযোগের অভাবে  
 উভয়ার্দ্ধরাত্রের অবয়বে রোহিণ্যক্ষমীযোগে পূর্বার্দ্ধরাত্রে  
 রোহিণীমাত্র যোগে উত্তরাই উপোষ্যা অর্থাৎ পর দিবসেই  
 উপবাস করিবে । ইহার অন্যথা হইলে পূর্বা হইলে উপবাসের  
 যোগ্য । দিনদ্বয়ে নক্ষত্রের অভাব হইলেও পূর্বাতেই ব্যবস্থা  
 করিবার নিমিত্ত “উদয়ে চাক্ষমী কিঞ্চিৎ” ইত্যাদি স্কন্দ-  
 পুরাণের বাক্য সকলের উত্তরদিনে অক্ষমী এবং রোহিণী  
 যোগমাত্র পরত্ব বিদ্বানিষেধ বাক্য সকলেরও দিনদ্বয়ে  
 অর্দ্ধরাত্রে রোহিণ্যক্ষমীযোগপরত্বের বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৬ ॥



তত্রাক্ষমীযোগাতিরিক্তস্য ঋক্ষাদিযোগস্যোপবাসবিধানা-  
ন্যোদেশ্যবিশেষণতয়াহবিবক্ষিতত্বে \* বিরুদ্ধো ভয়ত্ব-

এরূপ হইলে অক্ষমীযোগাতিরিক্ত ঋক্ষাদিযোগে উপ-  
বাসের বিধান থাকায় উদ্দেশ্য বিশেষণ রূপে অবিবক্ষিতত্ব  
হেতু বিরুদ্ধ উভয়ত্বের উভয়াক্ষরাত্রে রোহিণী ও অক্ষমীযোগে

\* একাদশীত্বে ॥

কিঞ্চিৎ বিধাতুং সিদ্ধবন্নির্দেশ্যত্বং উদ্দেশ্যত্বং যথা গ্রহং সম্মাষ্টি' ।

অনুষ্ঠেয়ত্বেন নির্দেশ্যত্বং বিধেয়ত্বং । যথা—পশুনা রুদ্রং যজ্ঞেত ।

অস্বার্থঃ । প্রমাণান্তর দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ে অত্র কোন এক বিষয়  
বিধান করিবার নিমিত্ত যাহা নির্দেশ করা যায় তাহার নাম উদ্দেশ্য, যথা—  
কোন যাগস্থলে “দশ গ্রহান্ গৃহীত” এই বিধিবাক্যদ্বারা দশটি গ্রহ অর্থাৎ ঘট  
গ্রহণ করা বুঝাইয়াছিল, ঐ ঘট মার্জন করিবার নিমিত্ত “গ্রহং সম্মাষ্টি” অর্থাৎ  
গ্রহ মার্জন করিবে এস্থলে “দশ গ্রহান্ গৃহীত” এই বাক্যদ্বারাই দশগ্রহের গ্রহণ  
করাই বুঝাইয়াছিল সুতরাং “গ্রহং সম্মাষ্টি” এই বাক্যে কেবল ঐ গ্রহসকলের  
সম্মার্জন মাত্র বিহিত হইল এই জন্ত “গ্রহং” এই উদ্দেশ্য গত একত্ব বিশেষণটি  
অবিবক্ষিত অর্থাৎ “গ্রহং” এই এক বচনান্ত থাকিলেও দশ গ্রহেরই সম্মার্জনই  
বুঝাইবে । সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও “দিবা বা যদি রাত্রৌ নাস্তি চেদ্রোহিণীকলা ।  
রাত্রিযুক্তাং প্রকুর্বাণীত বিশেষণেন্দুসংযুতাং” । ইতি মাধবাচার্য্যধৃত পরাশর-  
বচনে । “উপোষ্য জন্ম চিহ্নানি কুর্য্যাজ্জাগরণং তু যঃ । অর্ধরাত্রি যুতাষ্টম্যাং  
সোহম্বমেধফলং লভেৎ ।” ইতি নারদীয়সংহিতায় কেবল অষ্টমী পদ থাকায়  
“অষ্টম্যামুপবসেৎ” এইরূপ বিধি হইবে । বুধ সোমবারে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে  
উপবাস করিবে ইত্যাদি বচন সকল প্রমাণান্তরে প্রাপ্ত অষ্টমী উপবাসে  
গুণফল বিধায়িকা সুতরাং উদ্দেশ্য বিশেষণ অবিবক্ষিত । বিবক্ষিত বলিলে  
রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিবে, রোহিণীযোগের অভাব হইলে কেবল  
অষ্টমীতে উপবাস করিবে এইরূপ বাক্যদ্বয়ের কল্পনা করা অত্যন্ত গৌরব  
হইয়া পড়ে ॥

বদাপাততো বাক্যভেদস্য পরিহারাদিব্যবস্থা শিষ্টৈ-  
রন্বেষ্টব্য । তদলমতিপ্রসঙ্গেন ॥ ৮ ॥

স। চ জন্মাক্ষমী নিত্য ।

প্রাজাপত্যক্ষসংযুক্তা শ্রাবণম্যাসিতাক্ষমী ।

বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্য তুর্ক্যর্থং চক্রপাণিনঃ । ইতি বীপ্সা\*

ইত্যাদি স্থলে উভয়পদের অবিবক্ষিতত্বের ন্যায় আপাতত  
বাক্যভেদের পরিহারাদি ব্যবস্থা শিষ্টগণ অন্বেষণ করিবেন  
অতএব অতি প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই ॥ ৮ ॥

সেই জন্মাক্ষমী নিত্য ।

চক্রপাণির তুষ্টির নিমিত্ত বৎসর বৎসর রোহিণীনক্ষত্র-  
সংযুক্ত শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষের অক্ষমীতে ব্রত করিবে ॥

বর্ষে বর্ষে এই বীপ্সা শ্রবণ হেতু, “বসন্তে বসন্তে  
জ্যোতিষা যজ্ঞেত” অর্থাৎ প্রতি বসন্তে জ্যোতিষীরা যাগ

\* প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ববৃত্তবচনং ॥

নিত্যং সদা যাবদায়ুঃ ন কদাচিদতিক্রমেৎ ।

উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাং ।

ফলাশ্রুতে বীপ্সয়া চ তন্নিত্যং পরিকীর্তিতং ॥

অস্বার্থঃ । নিত্য, সদা, যাবদায়ুঃ, কদাচিৎ অতিক্রম করিবে না, যাহা  
গ্রহণ করিয়া অতিক্রম করিলে দোষ শ্রুতি আছে, যাহা কখনই ত্যাগ করিবে  
না এবং যাহাতে ফলের অশ্রুতি ও বীপ্সা অর্থাৎ দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে এইরূপ  
দ্বিক্রি শ্রুতি আছে, তাহাকে নিত্য বলে ॥



শ্রবণাৎ । বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেতিবৎ ॥৯॥  
ননু যুক্তং তত্র ফলসংযোগাশ্রবণাদীপ্সাশ্রুতে নিত্যত্ব-  
পরত্বং ॥

ইহতু তুর্ক্যর্থঃ চক্রপাণিন ইতি ফলশ্রবণাৎ তৎপরত্বে  
নিত্যত্বপরত্বে চ বাক্যং ভিদ্যেত । অতঃ ফলভূয়স্বার্থা  
বীপ্সেতি ॥ ১০ ॥

নৈতৎ সারং । অত্রাপি ফলং ত্রতবিধানেন তদুৎস্বায়া  
করিবে ইহার ন্যায় বীপ্সা শ্রুতি হেতু এই জন্মাক্ষমী  
নিত্য ॥ ৯ ॥

অহে ! “প্রাজাপত্যক্ষ” এই বচনে ফলসংযোগের  
অশ্রবণ এবং বীপ্সাশ্রবণহেতু এই জন্মাক্ষমীর নিত্যতা-  
পরত্বযুক্ত হইল । কিন্তু “তুর্ক্যর্থঃ চক্রপাণিনঃ” এই বচনে  
ফলশ্রবণ হেতু কাণ্যপরত্ব ও বীপ্সা শ্রবণহেতু নিত্যপরত্ব  
স্বীকার করিলে বাক্যের ভেদ হয় । যথা “বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণজন্মা-  
ক্ষম্যামুপবসেৎ” এবং চক্রপাণির তুষ্টিকামী “বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণ-  
জন্মাক্ষম্যামুপবসেৎ” অর্থাৎ প্রতিবর্ষে কৃষ্ণজন্মাক্ষমীতে  
উপবাস করিবে এবং বিষ্ণুর তুষ্টিকামী কৃষ্ণজন্মাক্ষমীতে  
উপবাস করিবে, এই রূপ বাক্যভেদ হয় । অতএব ফল-  
ভূয়স্বের অর্থাৎ ফলবাহুল্যের নিমিত্তই বীপ্সা স্বীকার  
করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

ইহা সার অর্থাৎ ভাল নহে । যে হেতু এখানেও  
এক বার ত্রত অনুষ্ঠানদ্বারা চক্রপাণির তুষ্টিরূপ ফল হয় এবং  
ঐ ফলের আধিক্যের আকাঙ্ক্ষা করিলে ত্রতেরও অধিক

বৃত্তিবিধানেন চ বাক্যভেদতাদবস্থ্যাৎ । ফলভূয়স্বার্থিনঃ  
সাধনার্থভৌ রাগ এব প্রবৃত্ত্যর্থান্ধ্রিধ্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাচ্চ ॥১১॥  
ননু ভবৎপক্ষে ফলশ্রবণস্য কা গতিঃ ।

অর্থবাদত্বক্ষেৎ জন্মাক্ষমীত্রতস্য পর্ণময়ীত্বাঙ্গনপ্রযাজাদি-  
বৎ দ্রব্যকর্তৃদ্বারেণ বা সাক্ষাদ্বা কৰ্ম্মাস্ত্রভাবাৎ দ্রব্য-  
সংস্কারকৰ্ম্মস্ব পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ ইতি

অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই রূপে বাক্যভেদের তদবস্থাই  
রহিল, তথা ফলাধিক্য প্রার্থির অনুষ্ঠানের আবৃত্তি অর্থাৎ  
পুনঃ পুনঃ করণবিষয়ে রাগের অর্থাৎ ইচ্ছারই ফলজনকত্ব-  
হেতু তদ্বিধি অর্থাৎ ফলাধিক্যের নিমিত্ত বীপ্সা একরূপ  
বিধানের আনর্থক্য প্রসক্তি হয় ॥ ১১ ॥

যদি বল তোমার পক্ষেই বা ফলশ্রুতির কি গতি ? । যদি  
ফলশ্রুতিকে অর্থবাদ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে জন্মা-  
ক্ষমী ত্রতের পর্ণময়ীত্ব, অঙ্গন ও প্রযাজাদির ন্যায় দ্রব্য বা  
কর্তা দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ, কৰ্ম্মাস্ত্রের অভাব হেতু “দ্রব্য  
সংস্কার কৰ্ম্মেতে পরনিষ্ঠ ফল জনকত্ব হেতু ফলশ্রুতি অর্থ-  
বাদ \* হইয়া থাকে” এই ন্যায়ের অবিষয় হওয়ায় অর্থবাদও

\* বিধাসমভিব্যাহৃত বাক্যমর্থবাদঃ ।

তাৎপর্য্য । লিঙ্ ও তব্যাদি ঘটিতবাক্যের নাম বিধি । যথা “অহরহঃ  
সন্ধ্যামুপাসীত” এস্থলে “উপাসীত” এই বিধিলিঙ্ ঘটিতবাক্য হইয়াছে  
অতএব বিধি । এবং “সন্ধ্যামুপাসতে যেতু নিয়তঃ সংশিতব্রতাঃ । বিধৃত  
পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোক মনাময়ঃ” । এস্থলে লিঙ্ তব্যাদি ঘটিতবাক্য না  
থাকিয়াও প্রবর্তকবাক্য হইয়াছে বলিয়া ইহা অর্থবাদ ॥



ন্যায়াবিষয়ত্বাৎ । উচ্যতে ।

ভবেদেতদেবং যদি স্বর্গপশ্বাদিরূপং ফলং শ্রুয়তে ।

ইহতু ভগবত্তুষ্টিরূপং ফলং শ্রুয়তে ।

তচ্চ বীপ্সাবগতনিত্যত্বনির্বাহকমেব ॥ ১২ ॥

তথা চোক্তং শ্রীভাগবতে ।

অতঃ পুংভি বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।

অনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধি হ'রিতোষণমিতি ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে চ ॥

বলা যাইতে পারে না ।

উত্তর যথা—জন্মাক্ষমীর ব্রত যদি স্বর্গাদি অথবা পশ্বাদি-  
রূপ ফল শ্রুতি থাকিত তাহা হইলে ইহা বলিতে পারিতে  
কিন্তু জন্মাক্ষমী ব্রতে ভগবত্তুষ্টিরূপ ফলশ্রুতি আছে, ঐ  
ফলশ্রুতিও বীপ্সান্তর্গত হওয়ায় কেবল নিত্যত্বেরই নির্বা-  
হক হইয়াছে ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

সূত কহিলেন হে ঋষিগণ ! পুরুষ সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম  
বিভাগ ক্রমে যে কোন ধর্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হউক যদি  
তদ্বারা হরিপরিতোষণ হয় তবেই তাহার সংসিদ্ধি অর্থাৎ  
ফল ॥ ১৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণেরও ৩ অংশে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

সগররাজের প্রতি ঔর্ব্বাক্য যথা ॥

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ॥

বিষ্ণুরাধ্যতে পত্না নান্যভতোষণারণমিতি ॥ ১৪ ॥

অতঃ সাধুক্তং বীপ্সাশ্রুতেরস্য ব্রতস্য নিত্যত্বমিতি ।

কিঞ্চ ॥

কর্তব্যং বিভগানেন জয়ন্তীমন্তবং ব্রতং ॥

অকুর্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিত্রাশ্চতুর্দশ । ইত্যাদি  
বাক্যের করণনিমিত্তপ্রত্যবায়পরিহারার্থত্বাবগমাদপি নিত্য-  
ত্বমস্যাঙ্গীকর্তব্যং ॥ ১৫ ॥

পুত্রাদি ফলশ্রবণস্ত নিত্যত্বেরপি সংযোগপৃথক্ ত্বেনাগ্নি-

যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য  
প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম ও আচার যথারীতি পালন  
করেন তাঁহারই সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়,  
এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর পরিতোষণ জনক অন্য পথ কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

সুতরাং বীপ্সাশ্রবণ হেতু এই ব্রতের নিত্যত্ব হইল ইহা  
উত্তম বলা হইয়াছে ॥

আরও ধনের পরিমাণানুসারে জয়ন্তী সম্ভবব্রত করিবে,  
যদি না করে তাহা হইলে চতুর্দশ ইন্দের অধিকার কাল  
পর্য্যন্ত নিরয়গামী হইতে হইবে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অক-  
রণ নিমিত্ত প্রত্যবায় পরিহার জন্য ও কর্তব্যত্বের অবগম  
অর্থাৎ বোধহেতু এই ব্রতের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা  
কর্তব্য ॥ ১৫ ॥

নিত্যত্বপক্ষেও পুত্রাদিরূপ ফলশ্রবণও সংযোগ পৃথ-  
কত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধ ভেদন্যায্যানুসারে অগ্নি হোত্রাদি যাগের



হোত্রাদিবদবিরুদ্ধং । তস্মাৎ সর্বৈরপি যাবজ্জীবনমু-  
ঠেয়ং স্বীকৃত্য জন্মাস্তমীত্রতমিতি সিদ্ধং ॥ ১৬ ॥

তচ্চ ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণোক্তপ্রকারেণানুষ্ঠেয়ং ॥  
তথাহি ॥

অষ্টম্যাং প্রাতঃ স্নাত্বা ত্রতসঙ্কল্পং কুর্যাৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ।

অদ্য স্থিহ্না নিরাহারঃ শোভুতে পরমেশ্বর ।

ভোক্ত্যামি দেবকীপুত্র শরণং মে ভবাচ্যুত ইতি ॥ ১৭ ॥

সপ্তম্যাং বা একভক্তানন্তরং সঙ্কল্পং কুর্যাৎ ॥

ততো মধ্যাহ্নে কৃষ্ণতিলৈ নদ্যাদৌ স্নাত্বা স্বদেশে

ন্যায়া অবিরুদ্ধ হইল অতএব সকলেরই যাবজ্জীবন জন্ম-  
স্টমীত্রত অনুষ্ঠেয় ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ১৬ ॥

জন্মাস্তমী ত্রত ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে বলিয়া-  
ছেন, তদনুসারে অনুষ্ঠান করিবে ॥

অনুষ্ঠানের প্রকার যথা ॥

অষ্টমীর দিবস প্রাতঃকালে স্নান করিয়া ত্রতের সঙ্কল্প  
করিবে ॥ সঙ্কল্পমন্ত্র যথা ॥

হে পরমেশ্বর ! অদ্য নিরাহার থাকিয়া কল্য ভোজন  
করিব, হে দেবকীপুত্র ! হে অচ্যুত ! আপনি আমার  
আশ্রয় হউন ॥ ১৭ ॥

অথবা সপ্তমীর দিবস একবারমাত্র ভোজন করিয়া পরে  
সঙ্কল্প করিবে ॥

তদনন্তর মধ্যাহ্নে কৃষ্ণতিলের দ্বারা নদ্যাদিতে স্নান

দেবক্যাঃ সূতিকাগৃহং কুর্যাৎ ॥

তত্র বাসোদর্পণপল্লবাদিভিস্তোরণানি কৃত্বা বিতান  
মাবধ্য তত্র ঘৃততৈলপকানি তৎকালফলানি পুষ্পদা-  
মানি চ বদ্ধ্বা কুডোয়ু গোকুলং বিলিখ্য শৃঙ্খলা-লৌহ-  
খড়গ-ছাগ-মুঘলাদীনি দ্বারি বিন্যস্য মহাং রক্ষপালানা-  
লিখ্য তন্মধ্যে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে পূর্বোক্তকলমে হৈমীং  
রাজতীং তাম্রীং পৈতলীং মণিময়ীং বান্ধীং মুগ্ময়ীং  
লেখ্যরূপাং বা সম্ভবন্তীং শ্রীকৃষ্ণমূর্তিঃ দেবকীস্তনকয়ীং  
বিন্যস্য মঞ্চকে বা প্রসুপ্তমাতুঃ স্তনং পিবন্তং কৃষ্ণং স্তপ্তং  
বিন্যস্য কচিৎ প্রদেশে সকন্যাকাং যশোদাং রোহিণীং

করিয়া প্রশস্তদেশে দেবকীর সূতিকাগৃহ নির্মাণ করিবে ॥

ঐ সূতিকাগৃহে বস্ত্র, দর্পণ ও পল্লবাদি দ্বারা তোরণ  
সকল করিয়া চন্দ্রাতপ নিবদ্ধ করত তাহাতে ঘৃতপক, তৈল-  
পক, তৎকালোৎপন্ন ফল, ও পুষ্পমালা বন্ধন করিয়া কুড  
অর্থাৎ ভিত্তিসকলে গোকুল বিলিখন পূর্বক শৃঙ্খলা, লৌহ-  
খড়গ, ছাগ ও মুঘলাদি দ্বারে বিন্যাস করিবে । তৎপরে  
ভূমিতে রক্ষপাল সকল লিখিয়া তন্মধ্যে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে  
পূর্বোক্ত কলমে হৈমী, রাজতী, তাম্রী, পৈতলী, মণিময়ী,  
দারুময়ী, মুগ্ময়ী, বা লেখ্যরূপা, সম্ভবন্তী, অর্থাৎ সদ্যঃ  
প্রসূত কৃষ্ণমূর্তি দেবকীস্তনকয়রূপে বিন্যাস করিয়া অথবা  
মঞ্চের উপরে প্রসুপ্ত মাতৃস্তন পানকারি শ্রীকৃষ্ণকে স্তপ্তরূপে  
বিন্যাস করিবে, তৎপরে কোন প্রদেশে কন্যার সহিত



নন্দং বলভদ্রং গাশ্চোপকল্প্য দেবকীসমীপে খড়্গহস্তং  
বসুদেবং স্তবন্তঃ বা কংস-পুতনা-রাসভাদীনি চাবস্থাপ্য  
কালমনুস্মৃত্য দেবকৈ্য পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ ॥ ১৮ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

গায়ত্ৰিঃ কিন্নরাদৈঃ সততপরিবৃত্তা বেণুবীণাদিনাদৈ-  
ভৃঙ্গারাদর্শকুম্ভপ্রকরকৃতকরৈঃ কিন্নরৈঃ সেব্যমানা ।

পর্য্যক্ষে স্বাস্তৃতে যা মুদিততরমুখী পুত্রিণী সম্যগাস্তে  
মা দেবী দেবমাতা জয়তি স্তনয়া দেবকীকান্তরূপা  
ইতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় তথা বিশ্বভবায় চ ।

যশোদা, রোহিণী, নন্দ, বলভদ্র এবং গোসকলকে কল্পনা  
করিয়া দেবকীসমীপে খড়্গহস্ত স্তবকারী বসুদেব এবং কংস,  
পুতনা ও ধেনুকাসুর প্রভৃতিকে স্থাপন করিয়া কাল অনু-  
স্মরণ পূর্বক দেবকীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে ॥ ১৮ ॥

দেবকীপূজার মন্ত্র যথা ॥

বেণু বীণা নিনাদ-সহকারে গানশীল কিন্নর প্রভৃতিতে  
যিনি সতত পরিবৃত্তা, ভৃঙ্গার, আদর্শ ও কুম্ভ সমূহ হস্তে ধারণ  
করিয়া কিন্নরগণ যাঁহাকে সতত সেবা করিতেছে এবং যিনি  
প্রফুল্ল মুখে পুত্রবিশিষ্ট হইয়া আস্তৃত (বিস্তৃত) পর্য্যক্ষে  
অবস্থিত আছেন, সেই দেবমাতা স্তবদনা কান্তরূপা দেবকী  
দেবী জয়যুক্তা হউন ॥ ১৯ ॥

“বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপী এবং বিশ্বভব অর্থাৎ বিশ্বকারণ,

বিশ্বস্য পতয়ে তুভ্যং গোবিন্দায় নমোনমঃ ।

ইতি কৃষ্ণস্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা চন্দ্রোদয়ে বহিঃ সমার্জ্য  
পদ্মোপরি পুষ্পাক্ত নারিকেলোপেতেন শাঞ্চে ন চন্দ্রা-  
য়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২০ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

ক্ষীরোদার্ণবসমুদ্রত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব ।

গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেশ রোহিণ্যা সহিতো মম ॥

জ্যোৎস্নাপতে নমস্তভ্যং নমস্তে জ্যোতিষাম্পাতে ।

নমস্তে রোহিণীকান্ত অর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতামিতি ॥ ২১ ॥

বিশ্বের পতি ও গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার নমস্কার ॥

এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চন্দ্রোদয় হইলে  
বাহিরে সম্মার্জন করিয়া পদ্মের উপরে পুষ্প অক্ষত (আতপ-  
তগুল) ও নারিকেল ফল যুক্ত শাঙ্খ দ্বারা চন্দ্রকে অর্ঘ্য দান  
করিবে ॥ ২০ ॥

অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা ॥

হে ক্ষীরোদার্ণবসমুদ্রত ! হে অত্রিনেত্রসমুদ্ভব ! হে  
শশাঙ্ক ! হে ঈশ ! এই অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি রোহি-  
ণীর সহিত গ্রহণ করুন ॥

হে রোহিণীকান্ত ! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি  
জ্যোতিঃ সকলের পতি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি  
আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥ ২১ ॥



ততোহস্তরাগত্য জয়জয়াদিনা শ্রীকৃষ্ণজন্ম পরিভাব্য তম-  
দ্রুতং বালকমিত্যাदीন্ জন্মশ্লোকান্ পঠিত্বা শ্রীকৃষ্ণার্থ্যং  
দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

জাতঃ কংসবধার্থায় ভূভারোত্তারণায় চ ।

দেবতানাং হিতার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ।

কৌরবাণাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ ।

গৃহাণার্থ্যং ময়া দত্তং দেবক্যা সহিতো মম ইতি ॥

যোগেশ্বরায় দেবায় দেবকীসহিতায় চ ।

যোগেন্দ্রবায় নিত্যায় গোবিন্দায় নমোনম ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর গৃহে আগমন করিয়া “জয় জয়” ইত্যাদি মন্ত্র  
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম চিন্তা করত “তমদ্রুতং বালকমম্বুজৈ-  
ক্ষণং” ইত্যাদি জন্ম শ্লোক সকল পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে  
অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ২২ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেব ! আপনি কংসের বধ, ভূভারহরণ, দেবগণের  
হিত, ধর্মের সংস্থাপন, কৌরবদিগের বিনাশ এবং দৈত্য-  
গণের নিধন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি অর্ঘ্য দান  
করিতেছি, দেবকীর সহিত আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ।  
হে যোগেশ্বর ! দেব ! যোগেন্দ্রব ! নিত্য ! ও গোবিন্দ !  
দেবকী সহিত আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ২৩ ॥

ইতি ক্ষীরাদি স্নপনং কৃত্বা ॥

অদিতে দেবমাতস্ত্বং সর্বপাপপ্রণাশিনি ।

অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ভীতোভবভয়স্য চ ।

পূজিতাতু যথা দেবৈঃ প্রসন্না ত্বং বরাননে ।

পূজিতা তু ময়া ভক্ত্যা প্রসাদং কুরু সূত্রতে ॥

যথা পুত্রং হরিং লব্ধ্বা প্রাপ্তা তে নিরুতিঃ পরা ।

তামেব নিরুতিং দেবি মপুত্রা দর্শয়স্ব মে ॥

নমো দেবৈষ্য শ্রিয়ে ॥ ২৪ ॥

ইতি মন্ত্রেণ দৈবক্যৈ গন্ধাদীনি সমর্প্য ॥

এই মন্ত্রে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইয়া ॥

হে অদিতে ! হে দেবমাতঃ ! আপনি সমস্ত পাপ বিনষ্ট  
করেন, অতএব আমি ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পূজা  
করিব, হে বরাননে ! আপনি যেমন দেবগণ কর্তৃক  
পূজিত হইয়া প্রসন্না হইয়াছেন, তদ্রূপ আমি ভক্তিসহকারে  
আপনার পূজা করিতেছি, হে সূত্রতে ! আমার প্রতি অনুগ্রহ  
করুন । হে দেবি ! আপনি যেমন হরিকে পুত্ররূপে লাভ  
করিয়া পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্রূপ আপনি মপুত্রে  
আমাকে ঐ সুখ প্রদান করুন এই রূপ প্রার্থনা করিবে ॥  
'দেবী লক্ষ্মীকে নমস্কার' ॥ ২৪ ॥

এই মন্ত্রে দেবকীকে গন্ধাদি সমর্পণ করিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূজামন্ত্র যথা ॥



অবতারসহস্রাণি কেরোমি মধুসূদন ॥

ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি ।

দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব ।

অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুংসঙ্গসংস্থিতং ।

বাঞ্ছিতং কুরু দেবেশ দুষ্কৃতকৈব নাশয় ।

কুরুষ মে দয়াং দেব সংসারার্তিভয়াপহ ॥ ২৫ ॥

ইতি মন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্প্য তত্তন্মান্না বহুদেবাদীন্ পূজ-  
য়িত্বা । শঙ্কল্যপুষ্পঘারিকাপুরিকাদীনি পক্কান্নানি চার-  
বীজগুরুবীজ খর্জুরোত্তত্তিখুড়ুগুণিকাদীনি খাদ্যানি কুশ্মাণ্ড-  
কদলীনারিকেলাদীনি ফলানি তাম্বুলঞ্চ নিবেদ্য জাত-

হে মধুসূদন ! আপনি সহস্র সহস্র অবতার করিতে-  
ছেন, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি আপনার ঐ সকল অবতারের  
সংখ্যা জানিতে পারে না, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার স্বরূপ  
অবগত নহেন, অতএব মাতৃকোড়স্থিত আপনাকে পূজা  
করিব । হে দেবেশ ! আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন এবং  
দুষ্কৃত (পাপ) সকল বিনাশ করুন । হে দেব ! হে সংসার  
দুঃখনাশন আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন ॥ ২৫ ॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া তত্তন্মানে বহুদেবা-  
দিকে পূজা করিয়া শঙ্কলী, পুষ্প, ঘারিকা, পুরিকাদি পক্কান্ন,  
চারবীজ, গুরুবীজ, খর্জুর, উত্ততি, খুড়ুগুণিকাদি খাদ্য,  
কুশ্মাণ্ড, কদলী ও নারিকেল প্রভৃতি ফল ও তাম্বুল নিবেদন

কর্ম নালবর্দ্ধনযষ্ঠীনিঃসারণাদীনি কৃত্বা গব্যমর্পিষা বসো-  
ধারিণাঃ কৃত্বা আচার্য্যং সম্পূজ্য বালকীড়াশ্রবণপূর্ব্বং জাগ-  
রণং কুর্যাৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ শ্বেভূতে নিত্যকর্ম নিবর্ত্য দেবমভ্যর্চ্য

যং দেবং দেবকীদেবী বহুদেবাদজীজনং ।

ভূমেশ্চ ব্রহ্মণো গুণৈশ্চ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥

সুজন্মবহুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

শান্তিরস্ত শিবঞ্চাস্ত ইতি দেবং বিসর্জ্য চ ।

তৎসর্ব্বং সদক্ষিণমাচার্য্যায় দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীয়তামিতি

পূর্ব্বক জাতকর্ম, নালবর্দ্ধন যষ্ঠী নিঃসারণাদি করিয়া গব্য  
যুতদ্বারা বহুধারা দিয়া আচার্য্যকে পূজা করত বালকীড়া  
শ্রবণ পূর্ব্বক জাগরণ করিবে ॥ ২৬ ॥

অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে নিত্য কর্ম সমাপন পূর্ব্বক  
দেবকে অর্চনা করিয়া ॥

পৃথিবী ও বেব রক্ষার নিমিত্ত বহুদেব হইতে দেবকী-  
দেবী যে দেবকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মময়কে নমস্কার  
করি ॥

গোব্রাহ্মণ হিতের নিমিত্ত সুজন্মা শ্রীযুক্ত বহুদেবকে  
নমস্কার । শান্তি হউক কল্যাণ হউক এই বলিয়া দেবকে  
বিসর্জন করিবে ॥

অনন্তর সূতিকাগৃহোপকরণ এবং ভগবৎ প্রতিমাদি সমু-  
দায় দক্ষিণার সহিত আচার্য্যকে প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রীত



শক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা স্বয়ং বন্ধুজনৈঃ সহ ভুঞ্জীত ॥  
এবং প্রতিবর্ষং কুর্ক্বন পুত্রাদিমান্ ভবতি পিশুনকুল-  
ব্যালচৌররাজরোগভয়াৎ পাপসম্ভ্রান্ত মুচ্যতে ॥ ২৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি জন্মার্কমীত্রতং ॥ \* ॥

তথাপি ।

শিবরাত্রিব্রতং যদ্যপি শৈবানামত্যাৱশ্যকং ।

মৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ ।

ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রিবহিস্মুখ ইতি পাদ্মো  
ব্রতখণ্ডেহভিধানাৎ ।

“ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরং” ইতি শিব-

হউন । এই বলিয়া যথা শক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া  
স্বয়ং বন্ধুজনের সহিত ভোজন করিবে ।

প্রতি বৎসর এই প্রকার জন্মার্কমীত্রত করিলে পুত্রাদি  
বিশিষ্ট হইবে পিশুনকুল অর্থাৎ দুর্জন সমূহ, সর্প, চৌর,  
রাজ ও রোগভয় তথা পাপ সমুদায় হইতে মুক্ত হইবে ॥ ২৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি জন্মার্কমীত্রতং ॥ \* ॥

অথ শিবরাত্রিব্রতং ॥

শিবরাত্রিব্রত যদিচ শৈবদিগের অত্যাৱশ্যক তথাপি  
মৌর ( সূর্যোপাসক ) বা বৈষ্ণব ( বিষ্ণুপাসক ) অথবা অন্য  
দেবতান্তরের পূজক হউন শিবরাত্রি বহিস্মুখ হইলে কোন  
পূজার ফল প্রাপ্ত হয়েন না । পদ্মপুরাণের ব্রতখণ্ডে কথায়  
বিশেষ রূপ আছে ॥

দ্বৈষিণাং বৈষ্ণবপদপ্রাপ্তিনিষেধাৎ ।

বৈষ্ণবস্য শিবদ্বৈষিণো হরিণা পূজাদ্যঙ্গীকারস্য তত্র  
তত্র শ্রয়মাণত্বাৎ । অত্যাৱেণ শিষ্টবৈষ্ণবপরিগ্রহাচ্চ ।

বৈষ্ণবৈরপ্যেতদবশ্যমনুষ্ঠেয়মিতীদমিহ নিরূপ্যতে ॥ ২৮ ॥

তত্র যদ্যপ্যকরণপ্রত্যবায়বীপ্সানিত্যপদাদ্যশ্রবণাদনেক-  
ফলসম্বন্ধশ্রবণাচ্চ নাম্য ব্রতস্য নিত্যত্বং স্ফুটতরমব-  
ভাসতে তথাপি নাগরখণ্ডে শিবেন দেবান্ প্রতি মাঘ-  
চতুর্দশ্যাং ভূতলমাগত্যাশেষেষু লিঙ্গেষু ।

সংক্রমিষ্যাম্যসন্দিগ্ধং বর্ষপাপবিশুদ্ধয়ে ॥

যাহারা মহেশ্বরকে দ্বৈষ করে তাহাদের বৈষ্ণবপদ  
প্রাপ্তি হয় না, এই নিষেধ আছে । হরি শিবদ্বৈষি বৈষ্ণবের  
পূজা গ্রহণ করেন না, সেই সেই স্থানে এই শ্রবণ আছে,  
এবং শিষ্টবৈষ্ণবগণ অত্যাৱেণ শিবরাত্রি ব্রতকে অঙ্গীকার  
করেন, এই সকল কারণ বশতঃ বৈষ্ণবগণ অবশ্য শিব-  
রাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন । তাহাই এ স্থানে নিরূপিত  
হইতেছে ॥ ২৮ ॥

এস্থলে যদিচ অকরণ নিমিত্ত প্রত্যবায়, বীপ্সা, নিত্য  
পদাদির অশ্রবণ ও অনেক ফল সম্বন্ধ শ্রবণ হেতু এই ব্রতের  
নিত্যত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল না, তথাপি নাগরখণ্ডে  
মহাদেব দেবগণের প্রতি মাঘমাসের চতুর্দশীতে ভূতলে  
আগমন করিয়া অশেষ লিঙ্গ সকলে আমি নিঃসন্দেহ অধি-



যঃ পূজয়েত মাং তত্র বিপাপু। স ভবিষ্যতীতি বদতা-  
শিবরাত্রিব্রতস্যোপাত্তুরিতক্ষয়ত্বাভিধানাৎ ॥

ব্যাধস্য চ যুগয়ায়াং যুগান্মুগয়তো দিবা তানলকবতো-  
নিশি ধনুঃ সজ্জীকৃত্য বিল্বমারুহ্য যুগৈকচিত্ততয়া নিম্পন্ন  
জাগরণস্য ধনুকোটিপতিতশুকবিল্বপত্রৈরজ্ঞানতো  
নিম্পাদিতাধৌরতিশিবার্চনস্য গ্রাসালাভাৎ পতি-  
তোপবাসস্য চ শিবলোক প্রাপ্ত্যভিধানেনাস্য ব্রতস্য ।  
সৰ্বান্ধোপেত \* কামকৰ্ম্ম বৈষম্যাবগমাৎ তত্র তত্র শিব

ষ্ঠান করিব, বর্ষপাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত ঐ দিবস যে আমাকে  
পূজা করিবে সে নিম্পাপ হইবে, এতদ্বারা শিবরাত্রি ব্রতের  
উপাত্তুরিতক্ষয়ত্বের অর্থাৎ সাক্ষিত পাপ বিনাশত্বের কথন  
আছে ॥

যুগয়ায় যুগ অন্বেষণ করিতে করিতে দিবায়া যুগসকল  
না পাইয়া, রাত্রিতে ধনুঃসজ্জিত করিয়া বিল্বশুক আরোহণ  
পূর্বক যুগের প্রতি একচিত্ততা হেতু ব্যাধের জাগরণ সিদ্ধ  
হইয়াছিল । ঐ ব্যাধের ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা শুক বিল্ব-  
পত্র পতিত হওয়ায় তদ্বারা অজ্ঞান বশতঃ নিম্নবর্তি শিবের  
পূজা নিম্পাদিত এবং গ্রাসের অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু অলাভ হেতু  
উপবাস সিদ্ধ হওয়ায় শিবলোক প্রাপ্তির কথন হেতু এই  
ব্রতের সৰ্বান্ধোপেত কাম্যকৰ্ম্ম বৈষম্যের বোধ জন্য,  
সেই সেই বিষয়ে শিবপ্রীতি দ্বারা, সালোক্যাদি মুক্তি

\* সাক্ষাদ্বি বৈদিককৰ্ম্মণঃ ফলাবশ্যস্তাব নিয়ম ইতি সৰ্বশক্ত্যাধিকরণঃ ।

প্রীতিদ্বারা তৎসালোক্যাদি মুক্ত্যর্থত্বাববোধাৎ অবি-  
গানেন নিত্যানুষ্ঠেয়তয়া শিষ্টত্বৈবর্ণিক-বৈষ্ণবমহাজন-  
পরিগ্রহাচ্চ । নিত্যমেবৈতৎ সৰ্বেষাং শিবরাত্রিব্রত-  
মিত্যবসেয়ং ॥ ২৯ ॥

সচ শিবরাত্রিঃ দর্শবিদ্বৈবোপোষ্যা ন জয়াবিদ্ধা ॥

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজ-

নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা ।

জয়াপ্রযুক্তাং নতু জাতু কুর্যা-

চ্ছিবস্য রাত্রিঃ প্রিয়কৃচ্ছিবস্য ॥

নিমিত্ততার বোধহেতু অনিন্দিত ভাবে নিত্য অনুষ্ঠেয় রূপে  
শিষ্টত্বৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৈষ্ণব মহা-  
জনের গ্রহণ হেতু সকলের সম্বন্ধে এই শিবরাত্রি ব্রত নিত্য,  
ইহাই নিশ্চয় হইল ॥ ২৯ ॥

এই শিবরাত্রি অমাবাস্তা বিদ্ধাই উপবাসের যোগ্য হয়,  
ত্রয়োদশী বিদ্ধায় কখন উপবাস করিবে না ॥

হে রাজন্ ! যদি মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী পঞ্চ-  
দশী অর্থাৎ অমাবাস্তার সহিত যোগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে  
শিবপ্রিয়কারী ব্যক্তি ঐ দিবস শিবরাত্রির ব্রত করিবেন,  
কখন ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশীতে শিবরাত্রির ব্রত করিবেন

সাক্ষাদ্বি বৈদিককৰ্ম্মণঃ ফলাবশ্যস্তাব নিয়ম ইতি সৰ্বশক্ত্যাধিকরণঃ ।

সৰ্বান্ধোপেতশ্চৈব কাম্যকৰ্ম্মণঃ ফলাবশ্যস্তাবনিয়ম ইতি জৈমিনিহুত্রঞ্চ ॥

অস্যার্থঃ । বৈদিককৰ্ম্ম অঙ্গবিশিষ্ট হইলেই অবশ্য ফল হইয়া থাকে ।

অঙ্গবিশিষ্ট সকল কাম্যকৰ্ম্মেরই ফলের অবশ্যস্তাবিতা নিয়ম ॥



ইতি পরাশরবচনাৎ ॥ ৩০ ॥

ননু পূর্ববিদ্ধা তু কৰ্তব্য। শিবরাত্রিকৰ্বেদিনং ॥

তথা । জয়ন্তী শিবরাত্রিষ্চ কার্যে ভদ্রাজয়ান্বিতে ।

ইত্যাदि বচনেষু পূর্ববিদ্বৈব শ্রুয়তে ।

সত্যং তন্মাঘমাসাতিরিক্ত-শিবরাত্রিবিষয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৩১

মাঘীয়েব শিবরাত্রি নান্যেতি আগ্রহমাত্রং যতিরেব

ব্রাহ্মণ ইতিবৎ প্রশস্ত্যাতিরেকপরতয়াপি তত্ত্বাক্যা-  
নামুপপত্তেঃ ।

ত্রয়োদশী যদা দেবী দিনভুক্তিপ্রমাণতঃ ।

না, এই পরাশরের বচন আছে ॥ ৩০ ॥

অহে ! যদি বল শিবরাত্রি ও বলিরাজের দিন অর্থাৎ  
দ্যুতপ্রতিপৎ পূর্ব বিদ্ধা হইলে করিবে, তথা জয়ন্তী অর্থাৎ  
জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি ভদ্রা, জয়া অর্থাৎ সপ্তমী ও ত্রয়োদশী  
যুক্ত হইলে করিবে । ইত্যাदि বচন সকলে পূর্ব বিদ্ধাই  
করিবে ইহাই শ্রুত হইতেছে । সত্য । ঐ চতুর্দশী মাঘমাস  
ভিন্ন অন্য শিবরাত্রি বিষয়ক হইবে ॥ ৩১ ॥

মাঘমাসের শিবরাত্রিই গ্রাহ্য অন্য মাসীয় নহে ইহা কেবল  
আগ্রহ-মাত্র বস্তুত নহে । যেমন “যতি ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ,  
অন্য ব্যক্তি নহে” এস্থলে যতিরই ব্রাহ্মণত্ব প্রশস্ত অন্যের  
অপ্রশস্ত অর্থাৎ অন্যে যে ব্রাহ্মণ নহে তাহা নয়, কিন্তু  
প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত মাত্রভেদ, সেই রূপ মাঘীয় শিবরাত্রি  
প্রশস্ত অন্য মাসীয় অপ্রশস্ত এই মাত্র বুঝিতে হইবে ।  
ইহাই উক্ত বাক্যের মঙ্গতি । হে দেবি ! দিনভুক্তি প্রমাণে

জাগরে শিবরাত্রিঃ স্যাৎ নিশি পূর্ণা চতুর্দশী ।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্য। শিবরাত্রিচতুর্দশী ।

রাত্রৌ জাগরণং যস্মাৎ তস্মাত্তাং সমুপোষয়েৎ ॥

ইত্যাদিপি তদ্বিষয়মেব ॥ ৩২ ॥

নন্বেবং সতীতরশিবরাত্রিষপি রাত্রৌ জয়াযোগে পর-

দিনমেবোপোষ্যৎ । তচ্চ বিরুদ্ধং ॥

অর্ধরাত্রাৎ পরস্তাচ্চ জয়াযোগে। যদা ভবেৎ ।

পূর্ববিদ্বৈব কৰ্তব্য। শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈরिति বচনবাধি-  
তত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

তদযুক্তং ॥

অন্য ব্রতস্য পরদিনে চতুর্দশ্যাঃ প্রদোষব্যাপিত্বাভাব-

যখন ত্রয়োদশী হয় এবং রাত্রৌ পূর্ণ চতুর্দশী থাকে জাগরণ  
বিষয়ে তাহাই শিবরাত্রি বলিয়া প্রশস্ত হইবে ॥

যে শিবরাত্রি-চতুর্দশী প্রদোষব্যাপিনী হইবে, তাহাই  
গ্রহণীয়, রাত্রিতে যখন জাগরণ, তখন তাহাতেই উপবাস  
করিবে । ইত্যাदিতো তাহারই অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তেরই  
বিষয় হইল ॥ ৩২ ॥

কিন্তু এই প্রকার হইলে ইতর শিবরাত্রিতেও জয়া-  
যোগে পর দিনই উপবাস কর্তব্য, ইহা হইতে পারে না যে  
হেতু, অর্ধরাত্রের পূর্ব যদি জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশীযোগ হয়,  
তবে শিবপ্রিয়গণ পূর্ব বিদ্ধাই শিবরাত্রি করিবেন এই বচনে  
পরদিনে শিবরাত্রি ব্রত বাধিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ইহা অযুক্ত । যে হেতু এই ব্রতের পর দিনে চতুর্দশীর



বিষয়ত্বাৎ ॥

ততশ্চেতরাঃ শিবরাত্রয়ো দিবা জয়াযোগে পূর্বা রাত্রা-  
বপি জয়াযোগে পরদিনে চতুর্দশ্যাঃ প্রদোষব্যাপিত্বাভাবে  
দিবা পারণ পর্যাপ্তামাবান্যালাভে পূর্বা এব ।

অর্দ্ধরাত্রা দুপবি জয়াযোগে তু সর্বদা পরা এব ।

মাঘমাসশিবরাত্রিস্ত পরদিনে চতুর্দশীযোগমাত্রেন পরৈ-  
বোপোষ্য ইতি ব্যবস্থা সমুচিতা ॥ ৩৪ ॥

ননু মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে যা স্যাৎ শিবচতুর্দশী ।

অনঙ্গেন সমায়ুক্তা কর্তব্য। সর্বদাতিথিরিত্যস্য কা গতিঃ ।

পশ্য গতিং ভবিষ্যোত্তরে হি শিবরাত্রিত্রতাতিরিক্তং

প্রদোষ ব্যাপিত্বের অভাব বিষয়েই তাৎপর্য। অতএব  
ইতর শিবরাত্রি সকল দিবাতে ত্রয়োদশীযোগ হইলে পূর্ব  
দিন উপোষ্য এবং রাত্রিতেও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে পর  
দিন চতুর্দশী প্রদোষকাল পর্যন্ত না থাকিলে তথা পর দিন  
পারণকাল পর্যন্ত অমাবাস্তার অভাব হইলে পূর্বদিন উপ-  
বাস করিবে। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রের পর ত্রয়োদশীর যোগ হইলে  
সর্বদা পরদিনই উপবাসের যোগ্য, মাঘমাসীয় শিবরাত্রি  
পরদিনে চতুর্দশীর যোগমাত্রে পরাই উপবাসের যোগ্য এই  
ব্যবস্থাই উচিত ॥ ৩৪ ॥

প্রশ্ন। অহে! মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যে যে শিবচতুর্দশী  
অনঙ্গ অর্থাৎ ত্রয়োদশী যুক্ত হয় সেই তিথিতে সর্বদা উপ-  
বাস করা কর্তব্য, এ বচনের কি গতি হইবে? ॥

উত্তর। অহে! তাহার গতি দেখ। ভবিষ্যোত্তরেতেও

শিবচতুর্দশীসংজ্ঞকং ত্রতমস্তি তদ্বিষয়মেতদ্বাক্যং । পর-  
দিনে চতুর্দশীযোগাভাববিষয়ক্ষেতি সন্তোষয়িতব্যং ॥ ৩৫  
যদত্র কৈশ্চিছুক্তং পূর্বোদাহৃতবহুতরবচনানুসারান্মা-  
বাসিতং বাক্যমেবং ব্যাখ্যেয়ং ॥

জয়াপ্রযুক্তাং রাত্রিং ন কুর্যাৎ ।

তামপি অর্দ্ধরাত্রবাক্যানুসারানিশীথাৎ পরতোজয়াযুক্তাং  
নার্কাগিতি তদসৎ ॥ ৩৬ ॥

যতঃ শিবরাত্রিমিতি কৰ্ম্মনামধেয়মেতৎ । বিগৃহীতো-  
ক্তিস্ত বৃত্তানুসারাৎ । অপরথা শিবপদস্যানর্থক্যঞ্চ প্রস-

শিবরাত্রি ত্রতাতিরিক্ত চতুর্দশী সংজ্ঞক ত্রত আছে, এই বচন  
তাহারই বিষয় জানিবে। পর দিনে চতুর্দশী যোগাভাব  
বিষয়ও সন্তোষের বিষয় হইবে ॥ ৩৫ ॥

যে হেতু এ স্থানে কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, পূর্ব উদা-  
হৃত বচনানুসারে “মাবাসিতং” এই বাক্য এইরূপ ব্যাখ্যার  
যোগ্য। ত্রয়োদশীযুক্ত রাত্রিতে উপবাস করিবে না। তাহাও  
অর্দ্ধরাত্র এই বাক্যানুসারে নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রের পর  
ত্রয়োদশী যুক্তই নিষিদ্ধ, কিন্তু অর্দ্ধরাত্রের পূর্বে ত্রয়োদশীর  
যোগ হইলে নিষিদ্ধ নহে, ইহাও অসৎ ॥ ৩৬ ॥

যে হেতু “শিবরাত্রি” এই পদটি কৰ্ম্মধারয় সমাসে  
নিষ্পন্ন, সমাস বাক্যও প্রকরণানুসারে হইয়া থাকে, ইহা  
স্বীকার না করিলে “শিবরাত্রি” এই বাক্যে শিবপদের



জ্যোত । করোতি সম্বন্ধস্ত ভাবনানুরঞ্জককর্মণি মুখ্যো  
ন কালে সতি চ সম্ভবে তত্ত্যাগোহনুচিতঃ । কারকাণাং  
চ ক্রিয়াপ্রবেশে ধাত্বর্থস্যৈব দ্বারত্বাৎ । বিশেষতো-  
হনুপাদেয়স্য কালস্য । জয়াপ্রযুক্তাং শিবরাত্রিমিতি তু  
যোজনায়াং ন কোহপি বিরোধঃ । তিথির্হি কালঃ কাল-  
কর্মণশ্চ সম্বন্ধঃ সমুচিত এব ॥

কিঞ্চ ।

রাত্রৌ জয়াযোগে অবশ্যস্তাবী চতুর্দশীযোগঃ পঞ্চদশ্যা

আনর্থক্য প্রসক্তি হয় । কৃধাতুর সম্বন্ধও বুদ্ধিস্থোপলক্ষিত  
কর্মেতেই মুখ্য, কালে নহে, যদি কর্মেতে অন্বয়ের সম্ভা-  
বনা থাকে তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করা অযুক্ত, কারকের  
ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বিষয়ে ধাতুর অর্থই দ্বারীভূত, কারণ  
অর্থাৎ ধাত্বর্থকেই দ্বার করিয়া হেতু হইয়া থাকে । বিশেষতঃ  
অনুপাদেয় অর্থাৎ গোণকালের সহিত অন্বয়বিষয়ে ধাত্ব-  
র্থই প্রধান কারণ, এই সমুদায় কারণে জয়া অর্থাৎ ত্রয়ো-  
দশী যুক্তা শিবরাত্রি একরূপ যোজনা অর্থাৎ প্রয়োগে কোন  
বিরোধ নাই, তিথিই কাল, কাল এবং কর্মের সম্বন্ধ অর্থাৎ  
নিত্য সম্বন্ধ উচিত হয় ॥

আরও ।

রাত্রিতে জয়াযোগে চতুর্দশীযোগ অবশ্যস্তাবী, অমাবাস্যার  
সহিত চতুর্দশীর যোগ অবশ্যস্তাবী, ইহা বলিতে হইলে

ইতি তদনুবাদি যদ্যুপৈতি ইতি প্রয়োগো ব্যর্থঃ স্যাৎ ॥ ৩৭  
ননু ভূতযুক্তং দিনং যদি পঞ্চদশ্যা যোগমুপৈতি । যদি  
পারণপর্যাপ্তামাবাস্যা ন লভ্যতে তদা পূর্বা নোপো-  
ষ্যেতি কিং ন ব্যাখ্যায়তে ॥ ৩৮ ॥

গৈবং । মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চতির্বিদ্বা গ্রাহ্য চৈকাদশী তিথিঃ ।

তদর্কবিদ্বান্যান্যানি দিনান্যুপবসেদ্বুধঃ ।

ইত্যাদৌ তিথিপদসমভিব্যাহতস্য দিনশব্দস্য তিথিপ-  
ত্বেন তত্র তত্র প্রযুক্তত্বাৎ ।

ইহাপি তৎসম্ভবে অপ্রতীয়মানমধ্যপদলোপিসমাসাশ্রয়-  
ণাযোগাৎ ।

যদ্যুপৈতি অর্থাৎ যদি অমাবাস্যার সহিত যোগ হয়, তবে  
এই প্রয়োগ ব্যর্থ হইবে ॥ ৩৭ ॥

অহে ! যদি ভূত অর্থাৎ চতুর্দশীযুক্ত দিন পঞ্চদশীর  
অর্থাৎ অমাবাস্যার যোগ প্রাপ্ত হয় । আর যদি পারণ কাল  
পর্যন্ত অমাবাস্যা না থাকে, তবে পূর্বা উপবাসের যোগ্য  
হইবে না ইহা কেন ব্যাখ্যা না করা হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

এ কথা বলিও না । পাঁচ মুহূর্ত্ত বিদ্বা হইলে একাদশী  
তিথি গ্রহণীয় হইবে, তাহার অর্ক বিদ্বা হইলে অন্যান্য দিনে  
পণ্ডিতব্যক্তি উপবাস করিবেন । ইত্যাদি বচন স্থলে তিথি-  
পদ সমভিব্যাহত ( একত্র কথিত ) দিন শব্দের তিথিপ-  
ত্ব সেই সেই স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে । এস্থলেও দিন শব্দের  
তিথি পরত্ব সম্ভব হওয়ায় প্রতীয়মান মধ্যপদলোপি সমাসের





অর্দ্ধরাত্রীপরি জয়াযোগে ভূতযুক্তদিনস্য পঞ্চদশীযোগ  
আবশ্যক এবৈতি পুন যদি শব্দস্য বৈয়র্থ্যমেব ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ॥

ভূতদিনপঞ্চদশীযোগং জয়ারাত্রিযোগং চোদ্দিশ্য যদা  
পূর্বোপবাসো নিষিধ্যত । তদোদ্দেশ্যানেকত্বেন গ্রহৈ-  
কত্ববদ্বাক্যং ভিদ্যেত । তস্মাদনন্যগতিকমাঘাসিতবাক্য-  
স্মারস্য পর্য্যালোচনয়া দ্বিতীয়ৈব শিবরাত্রিরূপোষ্যা ।  
বিরোধিবাক্যান্তরাণাস্তু গতিরুক্তৈব । অসত্যামপি গতা-  
বনন্যগতিকবাক্য প্রাপিতো বৈদ্যস্যাত্রেবর্ণিক নিষাদ-

আশ্রয় করা উচিত নহে । অর্দ্ধরাত্রের উপরে জয়া ( ত্রয়ো-  
দশী ) যোগে ভূত ( চতুর্দশী ) যুক্ত দিনের পঞ্চদশীযোগই  
আবশ্যক, স্মতরাং পুনর্ব্বার “যদি পঞ্চদশ্যা যোগমুপৈতি”  
এই স্থলে যদি শব্দের প্রয়োগ বৈয়র্থ হয় ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ॥

চতুর্দশী দিনের সহিত পঞ্চদশীর যোগ, ত্রয়োদশীর  
সহিত রাত্রিযোগ উদ্দেশ্য করিয়া যখন পূর্বোপবাস নিষিদ্ধ  
হইল তখন উদ্দেশ্য অনেকত্ব হেতু গ্রহের \* একত্বের ন্যায়  
বাক্যভেদ হয় । অতএব অনন্যগতিক “মাঘাসিতং” এই  
বাক্যের স্বরস অর্থাৎ অভিপ্রায় পর্য্যালোচনা দ্বারা দ্বিতীয়া  
শিবরাত্রিই উপবাসের যোগ্য । বিরোধি বাক্যান্তরের গতি  
পূর্ব্বই উক্ত হইয়াছে । অন্যগতি না থাকাতেও অনন্য-

\* গ্রহ সম্মার্জন ন্যায় জন্মাষ্টমী প্রকরণে ১৯৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে ।

সৌষ্ঠি বিশেষাধিকারপ্রতিপাদকশ্চৈতয়া নিষাদস্থপতিং  
যাজয়েদिति বাক্যশ্চৈবার্থো ন হাতুং শক্যতে । অতশ্চতু-  
র্দশ্যা অমাবাস্যা যোগে দ্বিতীয়ৈবেতি সিদ্ধং ॥ ৪০ ॥

যোগশ্চ । দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদযোগো বেধো মোহুর্ভিকঃ  
স্মৃত-ইতি লোগাক্ষিস্মরণাদবসেয়ঃ । তস্মাদঘটিকাচতু-  
র্ফয়েরাক্ চতুর্দশীসম্ভবে পূর্বোপবাসো নান্যত্রেতি  
নির্ণয়ঃ । যদি ভূয়সাং প্রাচীনশৈবানাং পূর্বোপবাসি-  
নামাচারো ন বাধনীয়ঃ । তর্হি বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন

গতিক বাক্যপ্রাপিত বৈদ্যের অত্রৈবর্ণিক নিষাদের যজ্ঞ  
বিশেষাধিকারপ্রতিপাদক “এতদ্বারা নিষাদ রাজকে যাগ  
করাইবে” এই বাক্যের অর্থ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবা  
না, অতএব চতুর্দশীর অমাবাস্যার সহিত যোগে দ্বিতীয়াই  
অর্থাৎ পরদিন উপবাসের যোগ্য ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৪০ ॥

যোগ যথা—দ্বিমুহূর্ত্তকে যোগ এবং মুহূর্ত্তকালকে বেধ  
বলে, এই লোগাক্ষী অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনের বচনের তাৎ-  
পর্য্য হেতু ইহাই নিশ্চয় করিতে হইবে । অতএব ঘটিকা  
চতুর্ফয়ের পূর্ব্ব চতুর্দশী সম্ভব হইলে অর্থাৎ চারিদণ্ডের  
পূর্ব্ব যদি চতুর্দশী সম্ভব হয় কিন্তু চারিদণ্ড পূর্ণ না হয় তবে  
তাহাতে ত্রত না করিয়া পূর্ব্বা অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তা চতু-  
র্দশীতেই ত্রত করিবে, অন্যত্র নহে, ইহাই নির্ণীত হইল যদি  
পূর্বোপবাসি বহুতর প্রাচীন শৈবদিগের আচার বাধার  
যোগ্য নহে, তথাপি বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদ দ্বারা দ্বিতীয় ও



দ্বিতীয়প্রথমোপবাসব্যবস্থা সমাপ্তীয়তাং । নতু দ্বিতীয়া-  
নুষ্ঠাতৃণাং নির্মূলত্বং । ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন ।

এতদ্ব্তানুষ্ঠানপ্রকারস্তস্কন্দপুরাণে শিবধর্মোত্তরাদি-  
ভ্যোহবগন্তব্যঃ ॥ ৪১ ॥

তদযথা ।

রাত্রৌ শিবায়তনং গত্বা শুচিরাচান্তঃ শিবসন্নিধৌ পূজা-  
সঙ্কল্পং কুর্যাৎ ।

এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ এতদ্বর্ষকৃতসমস্তপাতকো-  
পপাতকাতিপাতক--প্রকীর্ণকাদি-কায়িক--বাচিক-মানস-  
জ্ঞাতাজ্ঞাত--প্রকাশরহস্যাপাপক্ষয়ার্থং পুত্রধনদীর্ঘায়ুঃ-  
প্রভৃতিসকলকামাপ্রাপ্ত্যর্থং শিবরাত্র্যাং শিবপূজনমহঙ্ক-

প্রথম দিনে উপবাস ব্যবস্থা আশ্রয় করিবে । কিন্তু দ্বিতীয়  
দিনে উপবাস, অনুষ্ঠাতৃ বৈষ্ণবদিগের নির্মূলত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণব-  
দিগের শিবরাত্রিব্রত করার কোন শাস্ত্র নাই, ইহা নহে, এ  
বিষয়ে অতিবিস্তারের প্রয়োজন নাই । এই ব্রতের অনুষ্ঠান-  
বিধি স্কন্দপুরাণে শিবধর্মোত্তরাদি হইতে জানিতে হইবে ॥ ৪১  
ব্রতের প্রকার যথা ॥

রাত্রিতে শিবালয়ে গমন করিয়া শুচি হইয়া আচমন-  
পূর্বক শিবসন্নিধানে পূজার সঙ্কল্প করিবে । এই প্রকার গুণ-  
বিশিষ্ট তিথিতে এই বর্ষকৃত সমস্ত পাতক, উপপাতক,  
অতিপাতক ও প্রকীর্ণকাদি কায়িক, বাচিক, মানসিক, জ্ঞাত  
ও অজ্ঞাত প্রকাশ ও রহস্য পাপক্ষয় নিমিত্ত পুত্র, ধন ও  
দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি সকলকামনার প্রাপ্তি নিমিত্ত শিবরাত্রিতে

রিষ্যে ইতি ॥ ৪২ ॥

অথ শতরুদ্রেণ পঞ্চাক্ষর্যা বা পয়সা সর্পিষা মধুনাঅ-  
রসেনেকুরসেন বা উদকেন বা সন্ততধারয়া শিবং সং-  
স্রাপ্য আদ্যেযামে শিবায় নম ইতি গন্ধপুষ্পতিলমাষ-  
গোধূগাদিভি ম'হাপূজাং কৃত্বা পঞ্চব্রহ্মমন্ত্রৈর্বা ।

ওঁ আদ্যায় নমঃ । ওঁ বামায় নমঃ ।

ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ । ওঁ অঘোরায়ে নমঃ ।

প্রত্যগাদিদিক্ষু ওঁ ঈশায় নমঃ । ইতি মুক্তি । ইতি ॥

পঞ্চবক্ত্রাণি পুষ্পাদিভিঃ সম্পূজ্য অষ্টপুষ্পীং সমর্প্য  
ধূপদীপনৈবেদ্য তাম্বুলানি সমর্প্য শঙ্খেন সকল গন্ধা-  
ক্ষতমর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

আমি শিবপূজা করিব ॥ ৪২ ॥

অনন্তর শতরুদ্র, অথবা পঞ্চাক্ষরমন্ত্র পাঠপূর্বক ছন্ধ, ঘৃত,  
মধু, আত্রস, ইক্ষুরস কিম্বা নিরন্তর ধারা দ্বারা শিবকে স্নান  
করাইয়া আদ্যেযামে “শিবায় নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, তিল,  
মাষ, গোধূগাদি দ্বারা মহাপূজা করিয়া অথবা পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র  
দ্বারা “ওঁ আদ্যায় নমঃ, ওঁ বামায় নমঃ ওঁ তৎ পুরুষায় নমঃ  
ওঁ অঘোরায়ে নমঃ” এইরূপে পশ্চিমাदिদিকে “ওঁ ঈশায়  
নমঃ” এই মন্ত্র বলিয়া মস্তকে । এইরূপে পুষ্পাদি দ্বারা  
পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিয়া অষ্টপুষ্প সমর্পণ করত ধূপ, দীপ,  
নৈবেদ্য ও তাম্বুলাদি সমর্পণ করত শঙ্খদ্বারা ফল সহ গন্ধ ও  
অক্ষত ( আতপ তণ্ডুল ) যুক্ত অর্ঘ্য দিবে ॥ ৪৩ ॥



গৌরীবল্লভ দেবেশ সর্পাঢ্য শশিশেখর ।

বর্ষপাপবিশুদ্ধার্থমর্ঘ্যং মে প্রতিগৃহ্যতামিত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥ ৪৪

ততোহক্ষতপুষ্পামানবজ্রাদিভিঃ শৈবাচার্য্যং পরিপূজ্য  
দক্ষিণাং দত্ত্বা জাগরণং কুর্যাৎ ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয়ে প্রহরে শঙ্করায় নম ইতি । তৃতীয়ে মহেশ্বরায়  
নম ইতি । চতুর্থে রুদ্রায় নম ইতি বিশেষঃ । শেষং  
সমানং ॥ ৪৬ ॥

অথ প্রভাতে নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা গৃহে শিবমভ্যর্চ্য  
শিবভক্তান্ ব্রাহ্মণান্ সন্তোজ্য বন্ধুভিঃ সহ পারণং  
কুর্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে গৌরীবল্লভ ! হে দেবেশ ! হে সর্পাঢ্য ! ( সর্প-  
ভূষণ অনন্ত ! ) হে শশিশেখর ! বর্ষপাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত  
আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তর অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) পুষ্প আমান ও বজ্রাদি  
দ্বারা শৈবাচার্য্যকে উত্তম রূপে পূজা ও দক্ষিণা দান করিয়া  
জাগরণ করিবে ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয় প্রহরে শঙ্করায় নমঃ । তৃতীয় প্রহরে মহেশ্বরায়  
নমঃ ও চতুর্থ প্রহরে রুদ্রায় নমঃ । এই বিশেষ । অন্য পূজা  
সকল প্রহরেই সমান জানিবে ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে  
শিবার্চনা পূর্বক শিবভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে সম্যক্ রূপে  
ভোজন করাইয়া বন্ধুবর্গের সহিত পারণ করিবে ॥ ৪৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্মৃত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং জন্মাক্ষমীপ্রকরণে চতুর্থঃ  
পটলঃ ॥ \* ॥ ৪ ॥ \* ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্মৃত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-  
রত্নানুবাদিতায়াং জন্মাক্ষমীপ্রকরণে চতুর্থঃ পটলঃ ॥ \* ॥



অথ শ্রোতমার্গেণ শ্রীনৃসিংহোপাসনং ॥

বোধায়নোক্তিং সংগৃহ্য সন্ন্যাসসংহিতাদি চ ।

গুণোপসংহৃতিন্যায়াং পবিত্রাদিবিধিং ক্রবে ॥ ১ ॥

শ্রাবণে মাসি হৈমেন রৌপ্যেণ তাত্রেণ বা সূত্রেণ  
তদভাবে কুমার্যা স্ত্রীলয়া বা বিধবয়া বা কৰ্ত্তিতেন  
কার্পাসসূত্রেণ পবিত্রাণি ন শূদ্রপুংস্চল্যাদিকৰ্ত্তিতেন ॥২॥

তচ্চ সূত্রং স্নাত্বা ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য পঞ্চগব্যেন সং-  
প্রোক্ষ্য উষোধকেন শুদ্ধোধকেন বা হৃদয়মন্ত্রেণ প্রণ-

অথ বেদমার্গদ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা ॥

বোধায়নের বাক্যসংগ্রহ পূর্বক সাধু ঋষিগণে মহা-  
সংহিতাদি তথা গুণোপসংহৃতি ন্যায় হেতু পবিত্রারোপ-  
ণাদি বিধি বলিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রাবণমাসে হৈম, রৌপ্য ও তাত্রসূত্র তাহার অভাবে  
কুমারী স্ত্রীলা অথবা বিধবা কৰ্ত্তক নির্মিত কার্পাসসূত্র  
দ্বারা পবিত্র সূত্র কিন্তু ঐ সূত্র শূদ্র বা পুংস্চলী প্রভৃতি দ্বারা  
কৰ্ত্তিত হইবে না ॥ ২ ॥

ঐ সূত্র ত্রিগুণ করিয়া তাহাকে আবার ত্রিগুণ করিয়া  
পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্বক উষোধক অথবা শুদ্ধোধক

বেণ বা প্রক্ষাল্য মূলমন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং শঙ্খেনাভি-  
ষিচ্য “ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে শ্রীনৃসিংহায় ধীমহি তন্নঃ  
সিংহঃ প্রচোদয়াৎ” ইতি নৃসিংহগায়ত্র্যা অষ্টোত্তরশত-  
মভিমন্ত্য শুচৌ দেশে পবিত্রাণি বধীয়াৎ ॥ ৩ ॥

অষ্টোত্তরশততদর্দ্ধতদর্দ্ধনবসূত্রীভিজ্যেষ্ঠমধ্যম কনিষ্ঠানি  
দেবস্য জানুর্কুনাভিদল্লানি ষট্ ত্রিংশচ্চতুর্বিংশতিদ্বাদশ  
গ্রন্থিকানি ॥

অষ্টোত্তরসহস্রনবসূত্র্যা অষ্টোত্তরশতগ্রন্থিকং বনমালাং  
পবিত্রঞ্চ কৃত্বা কপূরকুঙ্কমকেশরগোরোচনাদিনা অগুরু-

দ্বারা হৃদয়াদি মন্ত্র কিম্বা প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করত প্রক্ষা-  
লন করিবে । তৎপরে শঙ্খের দ্বারা অষ্টোত্তরশত অভি-  
ষেক করিয়া “ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে শ্রীনৃসিংহায় ধীমহি  
তন্নঃ সিংহঃ প্রচোদয়াৎ” এই নৃসিংহগায়ত্রী পাঠ করত  
একশত অষ্টবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পবিত্রদেশে পবিত্র  
সকল বন্ধন করিবে ॥ ৩ ॥

অষ্টোত্তর শত তাহার অর্দ্ধ চতুঃপঞ্চাশৎ, তাহার অর্দ্ধ  
সপ্তবিংশ নবসূত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠ মধ্য কনিষ্ঠ সূত্র সকলকে জানু  
উরু নাভি দল্ল অর্থাৎ পরিমিত ষট্ ত্রিংশৎ চতুর্বিংশতি  
অথবা দ্বাদশ গ্রন্থি করিবে । অষ্টোত্তর সহস্র নবসূত্র দ্বারা  
অষ্টোত্তর শতগ্রন্থিক বনমালা ও পবিত্র করিয়া কপূর,  
কুঙ্কম, কেশর ও গোরোচনাকে অগুরু সংযুক্ত করিয়া অথবা



সংযুক্তেন অসম্ভবে কুক্ষুমে নৈব গ্রন্থীন্ রঞ্জয়িত্বা বৈণব-  
পটলসম্পূটান্তঃশুভবস্ত্রেণ সংছাদ্যাবস্থাপ্য চ পরিবার-  
দেবতানাং সপ্তবিংশতিষোড়শদ্বাদশনবসূত্রীভিঃ যথাশোভং  
সগ্রন্থিকানি কৃত্বা গুরুপবিত্রং আত্মপবিত্রং চ সপ্তবিংশতি-  
ষড়্বিংশতিনবসূত্রীভিঃ । অগ্নেঃ সপ্তবিংশতিভিঃ ।

অন্যেষাঞ্চ যথাসম্ভবং পবিত্রানি কৃত্বা পূর্ববৎ সংস্কৃত্য  
পটলান্তরবস্থাপ্য গন্ধপবিত্রং দ্বাদশনবসূত্রীভির্দ্বাদশ-  
গ্রন্থিকং অরত্নিমাত্রং চ কৃত্বাবস্থাপ্য দশম্যামপামার্গ-  
ময়েন শ্রীবৃক্ষময়েণ বা প্রাদেশমাত্রেণ কাঠেন দন্তান্  
সংশোধ্য স্নাত্বাচম্য নিত্যক্রিয়াং নিবর্ত্য শ্রীনৃসিংহং  
সংপূজ্য হোমান্তে দেবং প্রার্থয়েৎ ॥ ৪ ॥

এই সকলের অসম্ভব হইলে কুক্ষুম দ্বারাই গ্রন্থিকে রঞ্জিত  
করিয়া বেণুনির্মিত সম্পূট ( পেটিকা ) মধ্যে শুভ বস্ত্রদ্বারা  
আচ্ছাদন পূর্বক স্থাপন করিয়া পরিবার দেবতা সকলকে  
সপ্তবিংশতি, ষোড়শ দ্বাদশ ও নবসূত্রদ্বারা যে রূপে শোভা  
হয় সেইরূপে গ্রন্থিযুক্ত করিয়া গুরুর পবিত্র এবং আপনার  
পবিত্রকে সপ্তবিংশতি, ষড়্বিংশতি । তথা অগ্নির সপ্তবিংশতি  
ও অন্যের যথা সম্ভব পবিত্র দ্বাদশ ও নবসূত্র দ্বারা দ্বাদশ  
গ্রন্থিক অরত্নি অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলী ভিন্ন মুষ্টিবন্ধনের পরিমিত  
পরিমাণ মাত্র করিয়া দশমীর দিবসে অপামার্গময় অথবা  
শ্রীবৃক্ষময় প্রাদেশমাত্র পরিমিত কাঠ দ্বারা দন্তধাবন  
করিয়া স্নান, আচমন ও নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্বক শ্রীনৃসিং-  
হকে পূজা করিয়া দেবকে প্রার্থনা করিবে ॥ ৪ ॥

তব যাগং করিষ্যেহং পবিত্রময়মচ্যুত ।

আমন্ত্রিতোহসি সপরীবারঃ শ্রীনৃহরে ময়া ।

ইতি দণ্ডবদ্বুমৌ প্রণম্য ॥

সিংহ সিংহ মহাসিংহ রক্ষ মাং শরণাগতং ।

মদুত্তিতুষ্ঠ সম্পূর্ণ তব তোষকরং পরং ।

তব মন্ত্রময়ং দেব পবিত্রঞ্চ ময়া কৃতং ।

আরোপয়ামি দেবেশ ভক্ত্যা † গৃহ নৃকেশরিন্ । ইতি  
নিজারাধনায় সপরিবারস্য দেবস্যাবসরদানমভ্যর্থ্যানন্তর-  
মেকভক্তেন তাং রাত্রিমতিবাহ । একাদশ্যাং প্রাতঃ-

প্রার্থনামন্ত্র যথা ॥

হে অচ্যুত ! হে নৃহরে ! আমি আপনার পবিত্রময় যাগ  
করিব আমি কর্তৃক আপনি সপরীবারে আমন্ত্রিত হইলেন  
এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করত হে সিংহ ! হে  
সিংহ ! হে মহাসিংহ ! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে  
রক্ষা করুন ॥

হে মদুত্তিসমুষ্ঠ ! হে সম্পূর্ণ ! হে দেব ! হে দেবেশ !  
হে নৃকেশরিন্ ! আমি আপনার পরম সন্তোষকর এই  
মন্ত্রময় পবিত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভক্তিসহকারে আরোপণ  
করিতেছি গ্রহণ করুন ॥

এই বলিয়া আপনার আরাধনার নিমিত্ত সপরিবার  
দেবের অবসর দান প্রার্থনানন্তর একভক্ত অর্থাৎ একবার  
মাত্র ভোজনদ্বারা রাত্রিযাপন করিয়া । অনন্তর একাদশীতে

† “গৃহ” ইতি পদমার্ষং । “গৃহাণ” ইতি ব্যাকরণানুগতং ।

\* রাত্রি ভোজনাভাবসহকৃত দিব্যভোজন মেকভক্তং ।



স্নাত্ব। সন্ধ্যামুপাস্য যাগগৃহমাগত্য গোময়েনোপলিপ্য  
মণ্ডলমুকরেৎ ॥ ৫ ॥

তচ্চৈবং ।

মধ্যে ষোড়শদলং পদ্মং বিধায় শালিপিষ্টৈর্নীলপীত-  
রক্তমাঞ্জিষ্ঠ-শ্বেত-সিন্দূর-ধূত্র-কৃষ্ণবর্ণৈঃ সম্পূরয়েৎ ।

তদ্বহিঃ ।

সূর্য্যেন্দ্রমণ্ডলত্রয়ং শ্বেতপীতরক্তবর্ণং কৃৎস্না তদ্বহিরষ্ট-  
দলং পদ্মং বিরচয়্য পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥

অথ তত্র পুষ্পফলমালালঙ্কৃতং বিতানমাবধ্য মণ্ডলোপরি  
প্রতিমায়াং কুন্তে বা মহারাজোপচারৈঃ সপরীবারং

প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক যাগগৃহে আগমন  
করিয়া গোময় দ্বারা উপলেপন করত মণ্ডল উদ্ধার  
করিবে ॥ ৫ ॥

সেই মণ্ডল এই প্রকার হইবে যথা—মধ্যে ষোড়শদল  
পদ্ম লিখিয়া শালি তণ্ডুলচূর্ণ নীল, পীত, রক্ত, মাঞ্জিষ্ঠ,  
শ্বেত, সিন্দূর, ধূত্র ও কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা সম্যক্ রূপে পূরণ  
করিবে । তাহার বহির্ভাগে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিনটি  
মণ্ডলকে শ্বেত, পীত, রক্তবর্ণ করিয়া তাহার বাহিরে অষ্ট-  
দলপদ্ম বিরচন করত পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

অনন্তর তাহাতে পুষ্প, ফল ও মালাদ্বারা অলঙ্কৃত  
চন্দ্রাতপ নিবন্ধ করত মণ্ডলের উপরে প্রতিমাতে  
অথবা ঘটে মহাপূজোপচার দ্বারা সপরিবার নৃসিংহদেবকে

শ্রীনৃসিংহং সম্পূজ্য পায়সং নিবেদ্য তৎপুরতঃ পবি-  
ত্রাধিবাসনং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

তথাহি ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রিসূত্র্যাং ।

ওঁ কার--সোম-বহ্নি--ব্রহ্ম-নাগ-শশি-সূর্য্য-সদাশিব-বিশ্বে-  
দেবান্ সূত্র্যা । ক্রিয়াপৌরুষী বীরা অপরাজিতা বিজয়া  
মুক্তিদা সদাশিবা মনোন্মনা সর্ব্বতোমুখীত্যেতা গ্রহিষ্ণু  
দেবতাঃ ॥ ৮ ॥

আবাহনমুদ্রয়া পবিত্রেহাবাহ সন্নিধাপ্য চক্রমুদ্রয়া  
সংরক্ষ্য ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাক্ত-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-  
নৈবেদ্য-তাম্বুলৈঃ পবিত্রদেবতা অভ্যর্চ্য গন্ধপবিত্রং

পূজা করিয়া পায়স নিবেদন করত তাহার অগ্রে পবিত্রের  
অধিবাসন করিবে ॥ ৭ ॥

অধিবাসনের বিধি যথা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনকে তিন সূত্রে । ওঁ কার,  
সোম, অগ্নি, ব্রহ্মা, নাগ, চন্দ্র, সূর্য্য, সদাশিব ও দশজন বিশ্ব-  
দেবকে সূত্র দ্বারা তথা ক্রিয়া, পৌরুষী, বীরা, অপরাজিতা,  
বিজয়া, মুক্তিদা, সদাশিবা, মনোন্মনা ও সর্ব্বতোমুখী গ্রহিষ্ণু  
সকলে এই সমুদায় দেবতা ॥ ৮ ॥

আবাহন মুদ্রাদ্বারা পবিত্র সকলে আবাহন, সন্নিধাপন,  
চক্রমুদ্রা দ্বারা সংরক্ষণ, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া  
অক্ষত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল দ্বারা পবিত্র  
দেবতা সকলকে অভ্যর্চনা এবং গন্ধ পবিত্রকে ধূপিত



ধূপিতং কৃত্বা হৃদয়মন্ত্রেণ প্রণবেনবাভিমন্ত্র্য দেবং নম-  
স্কৃত্য প্রার্থয়েৎ ॥ ৯ ॥

দেব দেব শৃণুহাদ্য ত্বদ্বক্তব্য নৃকেশরিন্।

জগন্ময় জগন্নাথ বিশ্বেশ্বর রমাপতে।

ত্রৈলোক্য মোহনানন্ত কামনাসাধন শৃণু ॥

আমন্ত্রিতোহসি দেবেশ সহিতো লোকপালকৈঃ।

সহিতঃ পরিবারৈশ্চ বিশ্বেশ্বর জগদগুরো।

প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লক্ষ্মীয়া সহ নৃকেশরিন্ ॥ ১০ ॥

ইতি সংপ্রার্থ্য।

নিবেদয়ামি গন্ধপবিত্রে প্রসন্নো ভব জগদগুরো।

প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামীতি গন্ধপবিত্রং দেবস্য পাদয়ো-

করিয়া হৃদয়মন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রণা করত দেবকে  
নমস্কার পূর্বক প্রার্থনা করিবে ॥ ৯ ॥

হে দেবদেব ! হে নৃকেশরিন্ ! হে জগন্ময় ! হে জগ-  
ন্নাথ ! হে বিশ্বেশ্বর ! হে রমাপতে ! হে ত্রৈলোক্যমোহন !  
হে অনন্ত ! হে কামনাসাধন ! শ্রবণ করুন। হে দেবেশ !  
আপনি লোকপালের ও পরিবারের সহিত আমন্ত্রিত হইয়া-  
ছেন, হে নৃকেশরিন্ ! প্রাতঃকালে লক্ষ্মীর সহিত আপ-  
নাকে পূজা করিব ॥ ১০ ॥

হে জগদগুরো ! আপনাকে গন্ধপবিত্র, নিবেদন করিতেছি  
আপনি প্রসন্ন হউন প্রাতঃকালে আপনাকে পূজা করিব, এই  
মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক গন্ধপবিত্র দেবের পাদদ্বয়ে বিন্যাস

কিঁদন্যস্য নানাবৈষ্ণবপুরাণাদিকথাভিগীতনৃত্যাদিভিশ্চ  
জাগরণং কুর্যাৎ রাত্রিমতিবাহয়েৎ ॥ ১১ ॥

ততঃ শোভুতে স্নানাদিক্রিয়াং নির্বর্ত্য নিত্যার্চনং

বিধায় পবিত্রারোপণাস্তয়া শ্রীনৃসিংহস্য পঞ্চামৃতস্নপনং

দ্বাদশ্যাং নির্মাল্যলঙ্ঘননিষেধপালনায় দূরাদভিষেকং

কৃত্বা বস্ত্রার্পণ যক্ষকর্দমাদিনাস্তলেপনং \* কৃত্বা তিলকঞ্চ

বিধায় স্নগন্ধপুষ্পাদিভিমহাপূজাং কৃত্বা “নমো মণ্ডল-

রূপায় নৃসিংহায়” ইতি মণ্ডলমভ্যর্চ্যার্চিতপবিত্রপটল-

মৌলীয়ঘণ্টাকাহলাদিবাদিত্রৈলোক্যঘোষজয়শব্দান্ কার-

য়ন্ কনিষ্ঠং পবিত্রং মন্ত্ররাজেনাচৌত্তরশতেনাষ্টা-

পূর্বক নানা বৈষ্ণবের ও পুরাণাদির কথা তথা গীত ও  
নৃত্যাদি করত জাগরণ করিয়া রাত্রি যাপন করিবে ॥ ১১ ॥

তদনন্তর পরদিন হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালে স্নানাদি  
ক্রিয়া সমাপন পূর্বক নিত্য পূজা করিয়া পবিত্রারোপণের  
অঙ্গ স্বরূপ শ্রীনৃসিংহের পঞ্চামৃত স্নপন, দ্বাদশীতে নির্মাল্য  
লঙ্ঘন নিষেধ পালন নিমিত্ত দূর হইতে অভিষেক করত  
বস্ত্রার্পণ, যক্ষকর্দমাদি (সমভাগে মিশ্রিত কপূর, অগুরু, কস্তুরী  
ও ককোলাদি) দ্বারা অঙ্গলেপন, তিলক দান পূর্বক গন্ধ-  
পুষ্পাদিদ্বারা মহাপূজা করিয়া “মণ্ডলরূপায় নৃসিংহায় নমঃ”  
এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মণ্ডল অভ্যর্চনা করিয়া অর্চিত  
পবিত্রপটল মৌলীয় ঘণ্টা কাহলাদি বাদ্য বেদধ্বনি জয়শব্দ  
করাইয়া কনিষ্ঠ পবিত্রকে মন্ত্ররাজ অর্থাৎ নৃসিংহমন্ত্র দ্বারা

\* কপূরাগুরুকস্তুরীককোটলৈ যক্ষ কর্দমঃ। ইত্যমরঃ।



বিংশত্যা বাভিমন্ত্র্য শ্বেতং ধ্যাওয়া মূলমন্ত্রেণ শ্রীনৃসিংহস্য  
কণ্ঠে সমর্পয়েৎ । তথৈব মধ্যমোত্তমেহতিমন্ত্র্য রক্তপীতে  
ধ্যাওয়া উরুজানুলম্বিনী কণ্ঠে নিদধ্যাৎ ॥ ১২ ॥

ততো বনমালাচৌত্তরসহস্রেক্ষাশতেন বাক্ষবিংশত্যা-  
ভিমন্ত্র্য ।

বনমালাং যথাদেব কৌস্তভং সততং হৃদি ।

তদ্বৎপবিত্রতন্তুং চ পূজাঞ্চ হৃদয়ে বহেতু্যক্তা মূলে  
মুকুটে সমর্পয়েৎ । ততো হেমপুষ্পমিতরাচৌত্তরশত-  
পুষ্পৈঃ সহ দেবদ্য শিরসি সমর্পয়েৎ ॥ ১৩ ॥

ততো দ্বিতীয়পটলস্থানি পবিত্রাণি হৃদয়েনাভিমন্ত্র্য

অচৌত্তর শত অথবা অষ্টাবিংশতি বার অভিমন্ত্রণা করিয়া  
শ্বেতকে ধ্যান করত মূলমন্ত্রে শ্রীনৃসিংহদেবের কণ্ঠে অর্পণ  
করিবে । তদ্রূপ মধ্যম ও উত্তম অভিমন্ত্রণা করিয়া রক্ত  
পীত ধ্যান করত উরু ও জানুলম্বিনী পবিত্র কণ্ঠে অর্পণ  
করিবে ॥ ১২ ॥

তদনন্তর বনমালা অচৌত্তর সহস্র, অচৌত্তর শত  
অথবা অষ্টাবিংশতি বার মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া “হে  
দেব ! যে রূপ সতত বনমালা ও কৌস্তভ হৃদয়ে ধারণ  
করেন, তদ্রূপ পবিত্রতন্তু ও পূজা হৃদয়ে ধারণ করুন” এই  
মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মূল মন্ত্র দ্বারা মুকুটে সমর্পণ করিবে ।  
তদনন্তর হেমপুষ্প এবং অন্য একশত আট পুষ্প সহিত  
দেবের মস্তকে সমর্পণ করিবে ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর দ্বিতীয় পেটিকাস্থ পবিত্র সকল হৃদয় মন্ত্র

তদনন্ত্রেঃ প্রণবাদিনমোহন্তনামভিক্ষা পরিবার দেবতা-  
মর্পয়েৎ । এবং শ্রীনৃসিংহং সপরিবারং সম্পূজ্য ধূপ-দীপ-  
নৈবেদ্যাदीনুপচারান্ প্রকল্প্য শ্রীসহস্রাক্ষরেণ মন্ত্রান্তরেণ  
বা স্তব্ধা অচৌত্তরশতং মন্ত্ররাজং প্রজপ্য অগ্নৌ দেব-  
গাবাহু নিত্যহোমং নিবর্ত্য মূলমন্ত্রেণ পবিত্রং সমর্প্য  
বহ্নিস্থং দেবং প্রতিমায়ামুদাস্য । মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং  
ভক্তিহীনং নৃকেশরিন্ । পূজনং পূর্ণতামেতু পবিত্রেণার্পি-  
তেন তে । ইতি কৰ্ম নিবেদ্য স্বহৃদি দেবং বিসর্জ-  
য়েৎ ॥ ১৪ ॥

ততো গুরুসমীপমাগত্য পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায় স্বন্যাস-

দ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া সেই সেই মন্ত্রদ্বারা অথবা প্রণবাদি  
নমোহন্ত নাম উল্লেখ করত পরিবার- দেবতাকে অর্পণ  
করিবে । এই প্রকার পরিবার সহিত নৃসিংহদেবকে পূজা  
পূর্বক, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাदि উপচার সকল কল্পনা করিয়া  
শ্রীসহস্রাক্ষর অথবা মন্ত্রান্তর দ্বারা স্তব এবং অচৌত্তর  
শত মন্ত্ররাজ জপ তথা অগ্নিতে দেবকে আবাহন পূর্বক  
নিত্য হোম সামাধা করিয়া মূলমন্ত্রে পবিত্র অর্পণ করত  
অগ্নিস্থদেবকে উদ্বাসন করিয়া । “হে নৃকেশরিন্ ! আমি  
মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন, আমার পূজা এই অর্পিত-  
পবিত্র দ্বারা পূর্ণ হউক ।” এই প্রকার কৰ্ম নিবেদন করিয়া  
নিজহৃদয়ে দেবকে ( উদ্দেশ পূর্বক ) বিসর্জন করিবে ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর গুরু-সমীপে আগমন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান



পূর্বকং গুরোন্ন্যাসং কৃত্বা পাদ্যার্ঘ্যে দত্ত্বা বস্ত্রালঙ্কার-  
গন্ধপুষ্পাদীনি মহাবাদিত্রঘোমৈঃ সমর্প্য মূলমন্ত্রেণ  
শ্রীনৃসিংহরূপে গুরৌ পবিত্রং নিবেদয়েৎ । শক্ত্যা  
দক্ষিণাং দত্ত্বা দণ্ডবনমস্কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ততঃ স্বয়ং পবিত্রং ধৃত্বা সাম্প্রদায়িকোপাধ্যায়শিষ্টবন্ধু-  
সম্বন্ধিত্যঃ পবিত্রাণি সমর্প্য শ্রীনৃসিংহপ্রীতয়ে শক্ত্যা  
ব্রাহ্মণান্ সম্ভোজ্য তৈরনুজ্ঞাতঃ সহ বন্ধুভিঃ স্বয়ং  
ভুঞ্জীত ॥ ১৬ ॥

এবং কুর্ষতঃ ফলমাহ বোধায়নঃ ॥

এবং আপনার ন্যাস পূর্বক গুরুর ন্যাস করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য  
দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধপুষ্প প্রভৃতি মহাবাদ্যধ্বনি সহকারে  
সমর্পণ করত মূলমন্ত্র দ্বারা নৃসিংহরূপি গুরুতে পবিত্র নিবে-  
দন করিবে । তৎপরে যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া নমস্কার  
করিবে ॥ ১৫ ॥

তৎপরে স্বয়ং পবিত্র ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িক উপা-  
ধ্যায় ও শিষ্ট বন্ধু সম্বন্ধিদিগকে পবিত্র সকল সমর্পণ করিয়া  
শ্রীনৃসিংহের প্রীতিনিমিত্ত শক্ত্যানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে  
ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের অনুমতি-গ্রহণপূর্বক বন্ধুগণের  
সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ১৬ ॥

এই প্রকার করিলে কি হয়, বোধায়ন তাহার ফল বলি-  
তেছেন ॥

এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ ।

স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরী ।

আনুষঙ্গিকঞ্চ ॥

যাবত্তত্ত্বঃ পবিত্রস্য তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বিপুলং তস্য বর্দ্ধতে ॥ ইতি ॥

মহাসংহিতায়ামপি ॥

সম্বৎসরেণ বা পূজা কৃতা বৈ মন্ত্রিণা দ্বিজাঃ ।

পবিত্রদানাৎ পূর্ণা ম্যাদিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ইতি ॥ ১৭

॥ \* ॥ ইতিপবিত্রারোপণবিধিঃ ॥ \* ॥

অথ মদনকারোপণ বিধিঃ ॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে এই প্রকার পবিত্রারোপণ  
করেন, যে স্থানে নৃসিংহদেব আছেন তিনি সেই পরম-  
স্থানে গমন করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

আনুষঙ্গিক ফল যথা ॥

পবিত্রের যত তত্ত্ব আছে তাবৎকাল সর্গে পূজিত হয় ।  
তাহার আয়ুঃ, আরোগ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায় ॥

মহাসংহিতাতেও ফল যথা ॥

হে দ্বিজগণ । মন্ত্রিব্যক্তি সম্বৎসরে যে পূজা করেন  
পবিত্রদান হেতু তাঁহার সেই পূজা পূর্ণ হয়, ভগবান্ হরি  
এই কথা বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি পবিত্রারোপণ-বিধি সমাপ্ত ॥ \* ॥

অথ মদনকারোপণোৎসব ॥

[ ১৯ ]



চৈত্রমাস-শুক্রেকাদশ্যাং প্রাতঃস্নানাদি নির্বর্ত্য দমনকা-  
রামং গন্ধা বীরঃ ক্রয়েণ তমাদায় তত্রৈব শুচৌ দেশে  
অশোকায় নমস্তভ্যং কামস্ত্রীশোকনাশন ।

শোকার্তিং হর মে নিত্যমানন্দং জনয়স্ব মে॥ ওঁ নম ইতি  
মস্ত্রেণাক্তচন্দনাদিনা কামদেবমশোকশাকাভিধেয়ং দম-  
নকে সম্পূজ্য ওঁ নমঃ শ্রীমদগুরোঃ শ্রীনৃসিংহস্য অতি-  
প্রীতিকরং ত্বাং পূজার্থং নেষ্যামীতি সংপ্রার্থ্য নম-  
স্কৃত্য দমনকমাদায় পঞ্চগব্যেনাভিষিচ্য শুদ্ধোদকেন  
প্রক্ষাল্যাক্তগন্ধাদিভি হৃদয়মস্ত্রেণ সমভ্যর্চ্য সিত-

চৈত্রমাসের শুক্রা একাদশীতে প্রাতঃস্নানাদি নির্বাহ-  
পূর্বক দমনক অর্থাৎ দোনারুক্ষের উদ্যানে গমন করত  
মমর্থ ব্যক্তি ক্রয় দ্বারা দমনককে গ্রহণ করিয়া তথায় পবিত্র  
দেশে । অশোকরূপি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি  
কামস্ত্রীর শোক নাশ করেন, আমার শোক ও পীড়া হরণ  
করুন এবং আমার নিত্য আনন্দ উৎপাদন করিয়া দিউন,  
ওঁ নমঃ ॥

এই মস্ত্রে চন্দনাদি দ্বারা অশোক শব্দে অভিহিত কাম-  
দেবকে দমনকরূক্ষে পূজা করিয়া “তুমি শ্রীমদগুরু নৃসিংহের  
অতি প্রীতি কর তোমাকে পূজার নিমিত্ত লইয়া যাইব” এই  
প্রার্থনা করিয়া নমস্কার পূর্বক দমনক গ্রহণ করিয়া পঞ্চগব্য  
দ্বারা অভিষেক, শুদ্ধোদক দ্বারা প্রক্ষালন, অক্ষত ও গন্ধাদি  
দ্বারা হৃদয়মস্ত্রে অভ্যর্চনা করিবে । তৎপরে শুরু ধৌত-

ধৌতবাসমা আচ্ছাদ্য নবে পটলে নিধায় মঙ্গলবাদ্যগীত-  
পুরুষসূক্তাদিবেদঘোষণে চ গৃহমানীয় শুচৌ দেশেইব-  
স্থাপয়েৎ ॥ ১৮ ॥

ততো দেবস্য পুরতঃ স্থণ্ডিলমুপলিপ্য তত্রাক্ষদলং কমলং  
কৃত্বা সিতকৃষ্ণপীতরক্তবর্ণৈঃ সম্পূর্য্য তদ্বহিষ্চতুষ্কোণং  
কৃত্বা পীতবর্ণৈঃ সম্পূর্য্য তদ্বহির্বর্তুলং মণ্ডলত্রয়ং কৃত্বা  
শ্বেতরক্তপীতৈঃ সম্পূর্য্য তদ্বহিষ্চতুষ্কোণং নির্মাণ্য রক্ত-  
বর্ণেন সম্পূরয়েৎ ॥ ১৯ ॥

তদেব সার্বকামিকং মণ্ডলং । যদ্বা সর্বতোভদ্রমণ্ডল-  
মুদ্বারেৎ । উপরি পঞ্চবর্ণবিতানং কুর্যাৎ । ততো নিত্য-  
ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য পূজাঞ্চ পঞ্চামৃতস্নপনপুরঃসরাং নির্বর্ত্য

বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক নূতন পটলে (পেটিকায়) রাখিয়া  
মঙ্গলবাদ্য গীত পুরুষসূক্তাদি মন্ত্র ও বেদধ্বনি সহকারে গৃহে  
আনয়ন করিয়া পবিত্র দেশে স্থাপন করিবে ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর দেবের অগ্রে স্থণ্ডিল অক্ষদলপদ্ম করিয়া শুরু,  
কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পূরণ করিয়া  
তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ করত পীতবর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে ।  
তৎপরে তাহার বাহিরে বর্তুলমণ্ডলত্রয় করিয়া শ্বেত রক্ত  
ও পীতদ্বারা তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ নির্মাণ করিয়া রক্তবর্ণ  
দ্বারা পরিপূরণ করিবে ॥ ১৯ ॥

ইহার নাম সার্বকামিক মণ্ডল অথবা সর্বতোভদ্রমণ্ডল  
উদ্বার করিবে । উপরে পাঁচ প্রকার বর্ণ বিস্তৃত করিবে ।  
তদনন্তর নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চামৃত স্নপন পুরঃসর



রাত্রৌ দেবস্য পূরতঃ পূর্বোক্তমণ্ডলে দমনকপটলং  
প্রতিষ্ঠাপ্য দেবমভ্যর্চ্য তদনুজ্ঞয়া দমনকাধিবাসনং  
কুর্যাৎ ॥ ২০ ॥

তদযথা ।

ক্লীং কামদেবায় নমঃ । হ্রীং রতৈত্য নমঃ ।

এবং ভাস্মশরীরানঙ্গঃ মন্মথং বসন্তসখং স্মরেক্ষুচাপপুষ্প-  
বাগান্ রতিসহিতান্ প্রাগাদিদিক্ষু দমনকেষকৃতগন্ধা-  
দিভিঃ সম্পূজ্য তৎপুরুষায় বিদ্যাহে কামদেবায় ধীমহি  
তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ইতি কামগায়ত্র্যা অষ্টোত্তর-  
শতং দমনকং অভিমন্ত্র্য হৃদয়মন্ত্রেণ পুষ্পাজ্জলিং দত্ত্বা ।

পূজা সমাধা করত রাত্রিতে দেবের অগ্রে পূর্বোক্তমণ্ডলে  
দমনকপটলের প্রতিষ্ঠা পূর্বক দেবকে অর্চনা করিয়া তৎ-  
পরে দমনকের অধিবাসন করিবে ॥ ২০ ॥

অধিবাসন যথা ॥

“ক্লী” কামদেবায় নমঃ । হ্রী” রতৈত্য নমঃ । এই প্রকার  
রতির সহিত ভাস্মশরীর, অনঙ্গ, মন্মথ, বসন্তসখ, স্মর, ইক্ষু-  
ধনু ও পুষ্পবাণ এই সকল কন্দর্পের মূর্তিকে পূর্বাদিদিকে,  
দমনক সমূহে আহ্বান পূর্বক অক্ষত গন্ধাদি দ্বারা পূজা  
করিয়া “তৎপুরুষায় বিদ্যাহে কামদেবায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ  
প্রচোদয়াৎ” এই কাম গায়ত্রী দ্বারা অষ্টোত্তর শত দমনক  
অভিমন্ত্রণা করিয়া ও হৃদয়মন্ত্রে পুষ্পাজ্জলি দিয়া আপনি

নমস্তে পুষ্পবাণায় জগদাহ্লাদকারিণে ।

মন্মথায় জগন্মৈত্রে রতিপ্রীতি-প্রদায়িনে ॥

ইতি কামদেবং নমস্কুর্যাৎ ।

ততো গীতাদিনা রাত্রিমতিবাহয়েৎ ॥ ২১ ॥

অথ শোভূতে স্নানাди নির্বর্ত্য নিত্যপূজাং বিধায় ।

“বিশ্বেশ্বর নৃসিংহ লক্ষ্ম্যা দেব্যা সহ সপরিবারমামনু-  
গৃহাণেতি দেবং সম্প্রার্থ্য । দমনকপূজাং করিষ্যে ইতি  
সঙ্কল্য । অনেকোপচারৈঃ সম্পূজ্য করাভ্যাং দমনক-  
মঞ্জরী গৃহীত্বা হৃদয়েনাভিমন্ত্র্য ।

সর্বরত্নময়ীং দেব সর্বগন্ধময়ীং শিবাং ।

গৃহাণ দেবদেবেশ নমস্তেহস্ত নৃকেশরিন্ ।

পুষ্পবাণ, জগদাহ্লাদকারী, মন্মথ, জগতের নেতা এবং  
রতির প্রীতিপ্রদ আপনাকে আমার নমস্কার ॥

এই মন্ত্রে কামদেবকে নমস্কার করিবে । তদনন্তর নৃত্য-  
গীতাদি সহকারে রাত্রি অতিবাহিত করিবে ॥ ২১ ॥

অনন্তর স্নানাदि সমাধা করিয়া নিত্য পূজা বিধান  
করত । হে বিশ্বেশ্বর ! হে নৃসিংহ ! আপনি লক্ষ্মীদেবীর  
সহিত আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে অনুগ্রহ করুন ।  
এই বলিয়া প্রার্থনা করণানন্তর দমনকপূজা করিব এই সঙ্কল্প  
করিবে, তৎপরে অনেক উপচার দ্বারা পূজা করিয়া দুইহস্ত  
দ্বারা দমনকমঞ্জরী-গ্রহণপূর্বক হৃদয়মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণা  
করত, হে দেব ! হে দেবদেবেশ ! হে নৃকেশরিন্ ! সর্বরত্ন-



ইতি জপ্তা মূলমন্ত্রেণ চ ঘণ্টাবাদিত্রয়োষৈ দেবশ্চ  
শিরসি দমনকমঞ্জরীমারোপয়েৎ ॥ ২২ ॥

ততো যথাশোভং দমনকমারোপ্য বিদ্যাতত্বাত্ত-  
নৃসিংহতত্ত্বপরিভাবনয়া দমনকমঞ্জরীময়ীং বনমালাং কৃত্বা  
হৃদয় মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য ।

সর্বরত্নময়ীং দেব দামনীং বনমালিকাং ।

গৃহাণ দেবপূজার্থং সর্বগন্ধময়ীং বিভো ।

ইতি জপ্তা মূলমন্ত্রেণ দেবস্য মুকুটে সমর্প্য পরিবার-  
দেবতা অভ্যর্চ্য রাজোপচারৈ দেবং সম্পূজ্য ।

নৃকেশরিন্ নমস্তভ্যং দেবদানবপূজিত ।

ময়ী শিবাকে গ্রহণ করুন । এই জপ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা  
ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্যসহকারে দেবের মস্তকে দমনকমঞ্জরী  
অর্পণ করিবে ॥ ২২ ॥

তৎপরে যে রূপে শোভা হয় সেইরূপে দমনক আরো-  
পণ করিয়া বিদ্যাতত্ব, আত্মতত্ত্ব ও নৃসিংহতত্ত্ব চিন্তা পূর্বক  
দমনক মঞ্জরীময়ী বনমালা করিয়া হৃদয়মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত  
করিবে ।

তৎপরে । হে দেব ! হে বিভো ! পূজার নিমিত্ত সর্ব-  
রত্নময়ী সর্বগন্ধময়ী দামনী বনমালিকা গ্রহণ করুন ॥

এই জপ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা দেবের মুকুটে সমর্পণ  
পূর্বক পরিবার দেবতাদিগকে অর্চনা করিয়া রাজোপচারে  
পূজা করিবে ।

তদনন্তর, হে নৃকেশরিন্ ! আপনাকে নমস্কার করি,

লক্ষ্মীপ্রিয় নমস্তেহস্ত নৃসিংহায় নমোনমঃ ।

ইতি দণ্ডবৎ নমস্কৃত্য সহস্রাক্ষরেণান্যেন বা স্তব্বা ।

দেবদেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক ।

কুৎস্নান্ পূরয় মে সিংহ কামান্ কামেশ্বরীপ্রিয় ।

ইতি কৰ্ম নিবেদ্য পূর্ববন্মূলমাবর্ত্যগ্নিং সম্পূজ্য দেবং  
বিসর্জ্য গুরুবাдиষু দমনকমারোপ্য বিপ্রান্ সন্তোজ্য সহ  
বন্ধুভিঃ শ্রীনৃসিংহ প্রসাদং ভুঞ্জীতেতি ॥ ২৩ ॥

সএষ মন্ত্ররাজানুষ্ঠাতৃবৈষ্ণবাধিকারপ্রযুক্তোহয়ং পবিত্রা-  
রোপণাদিবিধিরভিহিতঃ ॥ ২৪ ॥

আপনি দেবদানবগণ কর্তৃক পূজিত, আপনি লক্ষ্মীর প্রিয়,  
আপনাকে নমস্কার, আপনি নৃসিংহ আপনাকে নমস্কার  
নমস্কার ॥

এই বলিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করত, সহস্রাক্ষর বা অন্যকে  
মন্ত্র দ্বারা স্তব করিবে ॥

তৎপরে “হে দেবদেব ! হে জগন্নাথ ! হে বাঞ্ছিতার্থ-  
প্রদায়ক ! হে সিংহ ! হে কামেশ্বরীপ্রিয় ! আমার সমস্ত  
কামনা পরিপূর্ণ করুন” ॥

এই বলিয়া কৰ্ম নিবেদন পূর্বক পূর্বের ন্যায় মূল মন্ত্র  
উচ্চারণ করত অগ্নিপূজা, দেব-বিসর্জন, গুরুবর্গে দমনক  
আরোপণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বন্ধুবর্গের  
সহিত শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসাদ ভোজন করিবে ॥ ২৩ ॥

এই মন্ত্ররাজের অনুষ্ঠাতা বৈষ্ণবদিগের অধিকার প্রযুক্ত  
এই পবিত্রারোপণাদিবিধি কথিত হইল ॥ ২৪ ॥



সর্ববৈষ্ণবাসাধারণস্ত পূর্বোক্তসূত্রং পূর্ববৎপ্রক্ষাল্য  
তত্তমূলমস্ত্রেণাভিমন্ত্য উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠেষু পবিত্রেষু  
পূর্ববৎ গ্রহীন্ বদ্ধা রঞ্জয়িত্বা নিত্যদেবতার্চনানন্তরং  
অধিবাসনং কুর্ক্বন্ ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ পূর্ববদব্রাহ্মাঙ্কত-  
গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য গন্ধপবিত্রং গৃহীত্বা ।

আমন্ত্রিতোহসি দেবেশ সার্কিং দেবগণেশ্বরৈঃ ।

মস্ত্রেণৈলৌকিপালৈশ্চ সহিতঃ পরিবারকৈঃ ॥

আগচ্ছ ভগবানীশ বিধিসম্পূর্তিকারক ।

প্রাতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব ॥

সর্বসাধারণ বিধি এই যে, পূর্বোক্ত সূত্রকে পূর্বের  
ন্যায় প্রক্ষালন, সেই সেই মূলমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণ, উত্তম,  
মধ্যম ও কনিষ্ঠ পবিত্র সকলকে পূর্বের মত গ্রহি বন্ধন ও  
রঞ্জিত করিয়া নিত্য দেবার্চনানন্তর অধিবাসন করত ব্রহ্মাদি  
দেবতা সকলকে পূর্বের ন্যায় আবাহন, অঙ্কত ও গন্ধাদি  
দ্বারা অর্চনপূর্বক গন্ধপবিত্র গ্রহণ করিয়া ।

হে দেবেশ ! আপনি দেবগণের ঈশ্বর, মস্ত্রেশ্বর, লোক-  
পাল ও পরিবারবর্গের সহিত আমন্ত্রিত হইলেন অর্থাৎ  
আপনাকে আহ্বান করিলাম ॥

হে ভগবন্ ! হে ঈশ ! আপনি বিধিকে সম্পূর্ণ করিয়া  
থাকেন, আগমন করুন, আপনাকে প্রাতঃকালে পূজা করিব,  
হে কেশব ! আপনি সান্নিধ্য করুন । এই মস্ত্রে দেবের চরণ-

ইতি মস্ত্রেণ দেবস্য চরণয়ো নিবেদ্য প্রাতর্দেবপূজাং  
নির্বর্ত্য তত্তমূলমস্ত্রেণ পবিত্রাণি বনমালাং চ সমর্প্য  
গুরুদীন সম্পূজ্য ।

মস্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনঞ্চকেশব ।

যৎ পূজিতো ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্ত মে ।

ইতি মস্ত্রেণ দেবায় কৰ্ম নিবেদ্য বন্ধুভিঃ সহ ভূঞ্জীত ॥২৫

দমনকারোপণেহপি পূর্ববদমনকমাদায়াভিষিচ্য প্রক্ষা-  
ল্যাভ্যর্চ্য গৃহমানীয় দেবস্য পুরতঃ সর্বতোভদ্রমণ্ডলে  
পূর্ববৎকামরতোয়াঃ সন্নিধাপনরূপমধিবাসনং কৃত্বাহঙ্কতা-  
দিভিঃ সম্পূজ্য কামগায়ত্র্যাভিমন্ত্য নমোহস্ত পুষ্পবাণা-

দ্বয়ে নিবেদন পূর্বক প্রাতঃকালে দেবপূজা সমাধান পূর্বক  
সেই সেই মূল পবিত্র ও বনমালা সমর্পণ করত গুরুবর্গকে  
পূজা করিবে ॥

তদনন্তর হে কেশব ! আমি মস্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তি-  
হীন যে পূজা করিয়াছি, হে দেব ! আমার সেই পূজা  
পরিপূর্ণ হউক ॥

এই মন্ত্র দ্বারা দেবকে কৰ্ম নিবেদন করিয়া বন্ধুবর্গের  
সহিত ভোজন করিবে ॥ ২৫ ॥

দমনকারোপণেতেও পূর্বেরন্যায় দমনক গ্রহণ, অভি-  
ষেক, প্রক্ষালন ও অর্চনা পূর্বক গৃহে আনয়ন করিয়া  
দেবের অগ্রে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে পূর্বের মত কাম ও রতির  
সন্নিধাপন রূপ অধিবাস করত অঙ্কতাди দ্বারা পূজা ও কাম  
গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিয়া “নমোহস্ত পুষ্পবাণায়” এই



য়েতি কামদেবং নমস্কৃত্য শোভতে তত্তন্মূলমস্ত্রেণ-  
দেবায় দমনকং সমর্প্য মহাপূজাং কৃত্বা দেবেতি কৰ্ম-  
নিবেদ্য গুরুবর্গেণ সম্পূজ্য বন্ধুভিঃ সহ ভুক্তীতেতি ।  
সোহয়ং সাধারণোবিধিঃ বিশেষস্ত ততৎকল্লোক্তো গৃহী-  
তব্যঃ ॥ ২৬ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামা-  
চার্য্যবর্ষ্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্মাসু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং দমনকারোপণবিধানে  
পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ \* ॥

মস্ত্রে কামদেবকে নমস্কার করণানন্তর প্রাতঃকাল হইলে  
তত্তন্মূলমস্ত্র দ্বারা দেবকে দমনক সমর্পণ এবং মহাপূজা  
করিয়া “হে দেব !” এই বলিয়া কৰ্ম নিবেদন ও গুরুবর্গের  
পূজা করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবে । এই সাধারণ  
বিধি । বিশেষ বিধি সেই সেই কল্ল অর্থাৎ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ  
করিবে ॥ ২৬ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্ষ্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্মাসু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্না-  
নুবাদিতায়াং দমনকারোপণ বিধানে পঞ্চমঃ পটলঃ ॥ \* ॥

## ষষ্ঠঃ পটলঃ ।

অথ শয়নীক্ষীরাক্রিমহোৎসবপ্রকারঃ কথ্যতে ॥

আষাঢ়শুরুদ্বাদশ্যাং শিশয়িষৌ বিষৌ কৃতপীরণো  
গারুড়োক্তপ্রকারেণ তপ্তমুদ্রাধারণার্থং দেবং পঞ্চোপ-  
চারৈরভ্যর্চ্য চক্রশঙ্খৌ প্রপূজ্য নৈবেদ্যং সমর্প্য ।  
সুদর্শন নমস্তেহস্ত পাঞ্চজন্য নমোহস্ত তে ॥ ১ ॥

ইতি মস্ত্রেণ নমস্কৃত্য পাবকমভ্যর্চ্য বৈষ্ণবমূলমস্ত্রেণ-  
শক্ত্যা আজ্যাহুতী হুত্বা চক্রশঙ্খাবমৌ প্রতাপ্য পুনঃ-

অতঃপর শয়নীক্ষীরাক্রিমহোৎসবপ্রকার কথিত হইতেছে ॥

অনন্তর শয়নীক্ষীরাক্রিমহোৎসব প্রকার কথিত হই-  
তেছে ॥

আষাঢ়মাসের শুরুদ্বাদশীতে বিষ্ণু শয়ন করিতে ইচ্ছা  
করিলে পারণ করিয়া গারুড়পুরাণোক্ত প্রকার দ্বারা তপ্ত  
মুদ্রাধারণ নিমিত্ত দেবকে পঞ্চোপচারে অভ্যর্চনা করিয়া  
চক্র ও শঙ্খকে পূজা করত “হে সুদর্শন ! আপনাতে নমস্কার  
থাকুক । হে পাঞ্চজন্য ! আপনাতে নমস্কার থাকুক” ॥ ১ ॥

এই মস্ত্র দ্বারা নমস্কার পূর্বক অগ্নিকে পূজা করিয়া বৈষ্ণব-  
মূলমস্ত্র দ্বারা শক্তি অনুসারে হুতাহুতি হোম করত চক্র ও  
শঙ্খ অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে । তৎপরে পুনর্বার পূজা এবং



প্রপূজ্য চক্রাদীনি হরিং গুরুাদীংশ্চ মগন্ধত্যা শ্রীমুখমব-  
লোকয়ন্ ।

উচ্ছিক্তভোজনাদেব কিঙ্করঃ শরণাগতঃ ।

তপ্তচক্রদরাদীনি তবাক্ষানীশ ধারয়ে ॥ ২ ॥

ইতি বিজ্ঞাপ্য মূলমন্ত্রং নাম বা জপন্ ।

সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ।

অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ।

তথা ।

পাঞ্চজন্য নিজধ্বানধ্বস্তপাতকসঞ্চয় ॥

পাহি মাং পাপিনং ঘোরসংসারার্ণবপাতিনং ।

ইতি মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ চক্রপূর্ব্বং দক্ষিণাদিক্রমেণ বাহ্যো-

চক্র প্রভৃতি হরি ও গুরুবর্গকে নমস্কার করিয়া শ্রীমুখ  
অবলোকন করিতে করিতে “হে ঈশ! উচ্ছিক্ত ভোজন  
হেতু আমি তোমার কিঙ্কর ও শরণাগত, আপনার তপ্ত চক্র  
ও তপ্ত শব্দের চিহ্ন ধারণ করিতেছি ॥ ২ ॥

এই বিজ্ঞাপন করিয়া মূলমন্ত্র অথবা নাম জপ করত  
“হে সুদর্শন! হে মহাজ্বাল, আপনার প্রভা কোটিসূর্য্যের  
সদৃশ, আমি অজ্ঞানান্ধ আমাকে বিষ্ণুর পথ প্রদর্শন করান ।  
তথা । “হে পাঞ্চজন্য! আপনার শব্দে সমস্ত পাতক সঞ্চয়  
ধ্বংস হয় । আমি পাপী ঘোর সংসারমাগরে পতিত হই-  
য়াছি, আমাকে রক্ষা করুন” ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক চক্রকে অগ্রবর্তি করিয়া দক্ষি-  
ণাদি ক্রমে বাহ্যদ্বয়ে ভগবানের অস্ত্র সকল স্বয়ং অথবা অন্য

ভগবদায়ুধানি স্বয়মন্যতো বা ধারয়ীত ।

ততোহন্যেষপি বৈষ্ণবদীক্ষাবৎস্র এবমেব মুদ্রাঃ প্রক্ষি-  
পেৎ ॥

অথ রাজত-তাত্রাকূট-শৈল-মৃদারুময়ীং প্রতিমাং বহিঃ  
সভায়াং চামরাভ্যুপচারৈ ম'হাসিংহাসনে সমুপবেশ্য ।  
মহাপূজাং কৃৎবা বৈষ্ণবানাহুয় গন্ধাকৃত-পুষ্পমালা-  
তাম্বুলাদিভিঃ সম্পূজ্য গীতনৃত্যাদিভি ম'হোৎসবং  
বিধায় শ্রীমহাবিষ্ণুং বৈষ্ণবাংশ্চ নীরাজ্য মহারাজোপ-  
চারৈ দেবং নরযানমারোপ্য বৈষ্ণবান্ পুরস্কৃত্য গীত-  
নৃত্যবাদিত্রয়োমৈ জলাশয়ং নীত্বা পুষ্পাঞ্জলিং প্রদায়  
যানাহুভার্য্য চরণাববধারণ্য তাং বলীয়সা চরণেনেতি স্থ-

দ্বারা ধারণ করিবে ॥ ৩ ॥

তদনন্তর অন্য বৈষ্ণবদীক্ষাবিশিষ্টেতে এই রূপই মুদ্রা  
সকল প্রক্ষেপ করিবে ॥

অনন্তর রাজত, তাত্রা, পিত্তল, শৈল, মৃত্তিকা ও দারুময়ী  
প্রতিমা সকলকে বাহির সভায় চামরাদি উপচার দ্বারা মহা  
সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া মহাপূজাপূর্ব্বক বৈষ্ণব সক-  
লকে আহ্বান করত গন্ধ, অক্ষত, পুষ্পমালা ও তাম্বুলাদি  
দ্বারা পূজা করিয়া গীত, নৃত্য ও বাদিত্রের ধ্বনি সহকারে  
জলাশয়ে লইয়া গিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক, যান হইতে  
উত্তারণ করত তাঁহাকে চরণধারণ করিয়া “বলীয়সা চরণেন”



পাদন্যাসমাশাস্য হস্তং দত্ত্বা শুচি তীরে সমুপবেশ্য ।  
 ধৌতাজ্জিপানিরাচান্তঃ শয়নপূজাসঙ্কল্পং কৃত্বা ।  
 বর্তমানগুণবিশিষ্টায়াং পুণ্যতিথৌ শয়ানে হরাবনাথস্য  
 লোকস্য নিঃশেষদুঃখরোষরোগবর্গভঙ্গদ্বারা নীরোগ-  
 চিরায়ুক্ত্বে সিদ্ধয়ে শ্রীবিষ্ণোরনুগ্রহার্থং শয়নীক্ষীরাক্তি-  
 মহোৎসবং করিষ্যে ইতি ॥ ৪ ॥

ততঃ আত্মন্যাসপূর্বকং দেবন্যাসং কৃত্বা পুরুষসূক্তোত্তর  
 নারায়ণ স্বর্ণবর্মানুবাকৈরভিষিচ্য পঞ্চামৃতেন সংস্রাপ্য  
 জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগ্রহাণেতি সংপ্রার্থ্য ।  
 অন্তস্ত্যপার ইতানুবাকেন জলান্তলক্ষ্মীপতিং প্রস্থা-

এই মন্ত্র দ্বারা সুখ পাদন্যাস প্রার্থনা করত হস্তদিয়া পবিত্র  
 জলে উপবেশন করাইবে । অনন্তর হস্তপাদ প্রক্ষালন  
 আচমন করিয়া সঙ্কল্প করিবে ॥

সঙ্কল্পের মন্ত্র যথা ॥

বর্তমান গুণবিশিষ্ট পুণ্যতিথিতে হরিশয়নে অনাথ  
 লোকের নিঃশেষ দুঃখ রোষ ও রোগবর্গ ভঙ্গ দ্বারা নীরোগ,  
 ও চিরায়ুক্ত্বে সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ জন্ম শয়নী  
 ক্ষীরাক্তির মহোৎসব করিব ॥ ৪ ॥

তদনন্তর আত্মন্যাস পূর্বক দেবন্যাস তথা পুরুষসূক্ত উত্তর  
 নারায়ণ ও স্বর্ণবর্মানুবাক্ প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা অভিষেক এবং  
 পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া “হে মহাবিষ্ণো ! আপনি পুনঃ  
 পুনঃ জয়যুক্ত হউন এবং বিশ্বকে অনুগ্রহ করুন” এই মন্ত্র  
 দ্বারা প্রার্থনা করিয়া “অন্তস্ত্যপার” এই মন্ত্রে জলমধ্যবর্তি

পায়ে ॥ ৫ ॥

অথ তত্র গন্ধপুষ্পাদিভি ম'হাপূজাং কৃত্বা ।

সুপ্তে হুয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তঃ ভবেদিদং ।

বিবুদ্ধে তু বিবুদ্ধ্যেত প্রসন্নো মে ভবাচ্যুত ॥ ইতি ভগবৎ-  
 প্রসাদ মাসাদ্য দেবম্যাগ্রে নিয়মস্বীকারং কুর্যাৎ ॥ ৬ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোথাপনাবধি ।

ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্বিঘ্নং কুরু মে হচ্যুতেতি ॥ ৭ ॥

অথ চাতুর্মাস্যনিয়মে শাক-দধি-দুগ্ধ-মাংসাদি তত্তদ্দেশ-  
 কালসম্ভবলভ্যং রুচ্যঞ্চ ফলমূলপায়সাদি বস্তু বর্জয়েৎ ॥

লক্ষ্মীপতিকে শয়ন করাইবে ॥ ৫ ॥

অনন্তর সেই স্থানে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মহাপূজা করিয়া  
 “হে জগন্নাথ ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয়,  
 আপনি জাগরিত হইলে এই জগৎ জাগরিত হয়, হে  
 অচ্যুত ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এই ভগবৎ  
 প্রসাদ গ্রহণ করিয়া দেবের অগ্রে চাতুর্মাস্য নিয়ম স্বীকার  
 করিবে ॥ ৬ ॥

চাতুর্মাস্যনিয়মমন্ত্র যথা ॥

দেবের উত্থান পর্য্যন্ত বার্ষিক চারিমাস এই নিয়ম  
 করিব, হে অচ্যুত ! নির্বিঘ্ন করুন ॥ ৭ ॥

চাতুর্মাস্য নিয়মে শাক, দধি, দুগ্ধ ও মাংসাদি তত্তদ্দেশ  
 কাল সম্ভব লভ্য রুচ্য ফল, মূল ও পায়সাদি বস্তুকে বর্জন  
 করিবে ॥



শ্রাবণে বজ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপতে তথা ।

দুগ্ধমাম্বযুজে মাসি কার্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ।

ইতি স্কান্দে নাগরখণ্ডেহভিধানাৎ । আমিষস্থানে তদ-  
নধিকারবতাং মাষাঃ ।

জপহোমপ্রাণায়ামাদীংশ্চ শক্ত্যানুতিষ্ঠেৎ ॥ ৮ ॥

অথ গৃহীতনিয়ম এবমভ্যর্থয়েৎ ॥

ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব ।

নির্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু প্রসাদাৎ তব কেশব ।

গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব পঞ্চত্বং যদি মে ভবেৎ ।

তদা ভবতু সম্পূর্ণং প্রসাদান্তে জনার্দনেতি ॥ ৯ ॥

শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ ও  
কার্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবে ॥

স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে এই বচন আছে ॥

আমিষ স্থানে আমিষের অনধিকারি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে  
মাষ অর্থাৎ কলায় জানিতে হইবে ॥

জপ, হোম ও নিয়মাদি শক্ত্যানুসারে গ্রহণ করিবে ॥ ৮ ॥

অথ গৃহীত নিয়ম ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা করিবে যথা—

হে দেব ! আমি এই ব্রত আপনার অগ্রে গ্রহণ করি-  
লাম, হে কেশব ! আপনার অনুগ্রহে নির্বিঘ্নে ইহা সিদ্ধি-  
প্রাপ্ত হউক ।

হে দেব ! এই ব্রত গ্রহণ করিলে পর যদি আমার  
পঞ্চত্ব অর্থাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে হে জনার্দন ! আপ-  
নার প্রসাদে আমার ব্রত যেন পূর্ণ হয় ॥ ৯ ॥

নিষ্পাব-রাজমাষ-কলিঙ্গ-পটোল-সন্ধিতাদীনি চ নিষিক্ত-  
ত্বেন মাসচতুষ্টয়ে বর্জ্যানি । বৃন্তাকং তু সদা বৈষ্ণবৈ-  
বর্জ্যং ।

যো ভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরো হরিরিত্যাदि  
নিন্দাশ্রবণাৎ ॥ ১০ ॥

ততো নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দমিত্যাदि স্তুত্যা ভগ-  
বন্তমভ্যর্থ্য প্রজাপালকে রাজনি শৌর্য্যোদার্য্য-কারুণ্য-  
দাক্ষিণ্যাদি নিজশক্তিমাবেশ্য নরপঞ্চানন জনতামনা-  
রতং পালয় ।

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনীভবন্ জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাসাক্ষিতা-

নিষ্পাব ( শিম্বী বিশেষ ) রাজমাষ ( বরবটী কলাই )  
কলিঙ্গ ( করঞ্জ ) পটোল এবং সন্ধিতাদি নিষিক্ত হেতু মাস-  
চতুষ্টয়ে বর্জন করিবে । বৈষ্ণবগণ সর্বদা বৃন্তাক অর্থাৎ  
বার্তাকু বর্জন করিবেন । কারণ, যে ব্যক্তি বৃন্তাক ভোজন  
করেন, হরি তাঁহার দূরবর্তী হয়েন ইত্যাদি বচনে নিন্দা  
শ্রবণ আছে ॥ ১০ ॥

তদনন্তর “নতাঃস্ম তে নাথ পদারবিন্দং” ইত্যাদি ক্রীভাগ-  
বতীয় প্রথমস্কন্ধোক্ত স্তুতি দ্বারা ভগবান্কে প্রার্থনা করিয়া  
প্রজাপালক রাজার শৌর্য্য, কারুণ্য ও দাক্ষিণ্যাদি নিজ  
শক্তিকে প্রবেশ করাইয়া হে নরপঞ্চানন ! অর্থাৎ হে  
নৃসিংহদেব ! নিরন্তর জন সকলকে পালন করুন । অর্দ্ধো-  
ন্মীলিতলোচন হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিত্ব তথা



মঙ্গুবানো মহাযোগনিদ্রামনিদ্রহৃদয় রমানাথসনাথী-  
কুরু ॥ ১১ ॥

জয় জয় দেবরাজেতি দেবং প্রসাদ্য শেষাং শঙ্খচরণ-  
তীর্থং বৈষ্ণবৈঃ সহাভিবন্দ্য প্রাশ্য গীতনৃত্যাদিনা দেবং  
পরিতোষ্য বৈষ্ণবান্ সম্পূজ্য ভগবন্তং নরযাণমারোপ্য  
গীতবাদিত্রয়োমৈঃ স্বমন্দিরমাগত্য মঙ্গলনীরাজনং কৃত্বা  
বৈষ্ণবান্ বিসর্জ্য দেবং নিজাসনে সমুপবেশ্য তচ্চরণ-  
যুগলং স্মরন্ ভূমাবেকাকী শয়ীত ॥

এবং কুর্বতচ্ছারো মাসা নীরোগায়ুষঃ সমুদিতভাগ-  
ধেয়স্য ভগবদনুগ্রহাৎ সুখেন যান্তীত্যবসেয়ং ॥ ১২ ॥

মহাযোগনিদ্রাকে প্রাপ্ত হইয়া, হে অনিদ্রহৃদয় ! হে রমা-  
নাথ ! আমাকে সনাথ করুন ॥ ১১ ॥

“জয় জয় দেবরাজ” এই বলিয়া দেবকে প্রসন্ন করিয়া  
অবশিষ্ট শঙ্খস্থ চরণোদক বৈষ্ণবগণের সহিত বন্দনা পূর্বক  
পান এবং গীত নৃত্যাदि দ্বারা দেবকে পরিতোষ পূর্বক  
বৈষ্ণবগণকে পূজা করিয়া ভগবান্কে নরযানে অর্থাৎ শিবি-  
কায় আরোহণ করাইবে । তৎপরে গীত বাদ্যধ্বনি সহ-  
কারে নিজমন্দিরে আগমন পূর্বক বৈষ্ণবগণকে বিসর্জন  
করিয়া দেবকে নিজাসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চরণ-  
যুগল স্মরণ করত ভূমিতে একাকী শয়ন করিবে ॥

এই প্রকার নিয়মকারি নীরোগ আয়ুর্বিশিষ্ট ও ভাগ্য-  
বান্ ব্যক্তির ভগবদনুগ্রহে চারিমাস সুখে যাইবে ইহা  
নিশ্চয় জানিবে ॥ ১২ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীগোবিন্দশয়নব্রতঃ ॥ \* ॥

অথ কটিদানং । ভবিষ্যোত্তরে ।

প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং সিতেহহনি ।

কটিদানং ভবেদ্বিষ্ণো ম'হাপাতকনাশনং ।

কটিদানং নাম শয়ানস্য বিষ্ণোরঙ্গপরিবর্তনং ।

তত্রচ শয়নীবৎ পূজাদি বিধায় দেবস্য কর্ণিকাপরিবৃত্তিং  
বিদধ্যাৎ ॥ ১৩ ॥

অথ বোধনীক্ষীরাক্রিমহোৎসবপ্রকারঃ কথ্যতে ॥

তত্র কার্ত্তিকশুরুদ্বাদশ্যাং দেবার্চনাদিসঙ্কল্পপর্য্যন্তং  
শয়নীবৎ কর্তব্যং ॥ ১৪ ॥

সঙ্কল্পস্তত্রৈবস্বিধঃ ॥

॥ \* ॥ ইতি গোবিন্দশয়নব্রতঃ ॥ \* ॥

অথ কটিদান অর্থাৎ পার্শ্বপরিবর্তন ॥

কটিদানের অর্থ শয়ান বিষ্ণুর অঙ্গ পরিবর্তন । এই পার্শ্ব-  
পরিবর্তনে শয়নীর ন্যায় পূজাদিবিধান পূর্বক দেবের কর্ণিকা  
পরিবৃত্তি বিধান করিবে । ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে এই বিধি  
লিখিত আছে ॥ ১৩ ॥

অথ বোধনী ॥

এই বোধনী অর্থাৎ উত্থানযাত্রায় ক্ষীরসমুদ্রের মহোৎ-  
সব প্রকার কথিত হইতেছে ॥

ইহাতে কার্ত্তিক মাসের শুরুর দ্বাদশীতে দেবার্চনাদি  
সঙ্কল্প পর্য্যন্ত শয়নীর ন্যায় করা কর্তব্য ॥ ১৪ ॥

তাহাতে সঙ্কল্প এই রূপ ॥



এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ বোধন্যাং মহাদ্বাদশ্যাং  
জগদনুগ্রহ-জাগরুক-দয়াদৃগঞ্চলস্য ভগবতঃ লক্ষ্মীপতেঃ  
প্রবোধনং করিষ্যে ইতি ॥ ১৫ ॥

ততঃ ।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাগ্নিকুবেরসূর্য্যসোমাদিভির্বন্দিতবন্দনীয় ।  
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস মন্ত্রপ্রভাবেণ স্মৃথেন দেব ॥  
ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থন্তু নির্মিতা ।  
ত্বয়েব সর্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা ।  
ত্বয়ি স্পৃশ্যে জগন্নাথ জগৎ স্পৃশ্যং ভবেদিদং ।  
উথিতে চেষ্টতে সর্বং উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব ॥

এই প্রকার গুণবিশিষ্ট তিথি বোধনী মহাদ্বাদশীতে  
জগদনুগ্রহে জাগরুক দয়াদৃগঞ্চল ভগবান্ লক্ষ্মীপতির প্রবো-  
ধন করিব ॥ ১৫ ॥

হে জগন্নিবাস ! হে দেবেশ ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি,  
কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আপনার চরণ বন্দনা  
করিয়া থাকেন । হে দেব ! হে জগন্নিবাস ! আপনি মন্ত্র  
প্রভাবে স্মৃথে জাগরিত হউন ॥

হে দেব ! আপনি সমস্ত লোকের হিত নিমিত্ত শেষশায়ি  
মূর্তিতে জাগরণের জন্য এই দ্বাদশী নির্মাণ করিয়াছেন ॥

হে জগন্নাথ ! আপনি স্পৃশ্য থাকিলে জগৎ স্পৃশ্য হয়,  
আপনি উত্থান করিলে সমস্ত চেষ্টিত হয়, হে মাধব !  
গাত্রোত্থান করুন গাত্রোত্থান করুন ॥

গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্মলোড়ুগণোদয়ঃ ।

শারদানি চ পুষ্পানি গৃহাণ মম কেশবেতি বরাহপুরা-  
ণোক্তৌ মন্ত্রৌ জপ্ত্বা ইদং বিষ্ণুরিতি মন্ত্রেণ দেবং জল-  
তল্লাত্থথায় ঘণ্টাদিনিম্বনৈস্তীরে সমুপবেশ্য ॥

সো হমাবদব্রু করুণ ইতি ভগবদনুগ্রহং সম্প্রার্থ্য পুষ্পা-  
ঞ্জলিং দত্ত্বা ।

আপো বা ইদমাসন্ন সলিলমেবেত্যনুবাকং জপ্ত্বা ভগ-  
বদৃষ্ঠ্যা লোকভূতাদিসৃষ্টিং পরিভাব্য দেবং পঞ্চামৃতৈঃ  
স্নাপয়িত্বা পূর্ববদভিষিচ্য নীরাজ্য ন্যাসপূর্বকং বস্ত্রা-

মেঘ সকল গত হইয়াছে, গগন নির্মল হওয়ায় তাহাতে  
নির্মল নক্ষত্রগণের উদয় হইয়াছে, হে কেশব ! শরৎকালীন  
পুষ্প সকল গ্রহণ করুন ॥

বরাহ পুরাণোক্ত এই দুই মন্ত্র জপ করিয়া “ইদং বিষ্ণু-  
বিচক্রমে” এই মন্ত্র দ্বারা দেবকে জলশয্যা হইতে উত্তোলন  
করিয়া ঘণ্টাদি ধ্বনি দ্বারা তীরে উপবেশন করাইবে ॥

তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে  
ব্রহ্মস্তুবের “সো হমাবদব্রু করুণঃ” ইত্যাদি ভগবদনুগ্রহসূচক  
শ্লোক পাঠপূর্বক ভগবানের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করত পুষ্পাঞ্জলি  
দিবে । তৎপরে “আপো বা ইদমাসন্ন সলিলমেব” এই মন্ত্র  
জপ করিয়া ভগবানের দৃষ্টি দ্বারা লোকভূতাদি সৃষ্টি চিন্তা  
করত দেবকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া পূর্বের ন্যায় অভি-  
ষেক, আরাত্রিক তথা ন্যাস পূর্বক, বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধাদি-



লঙ্কারগন্ধাদিভি মহাপূজাং কৃত্বা কপূরকদীপকেন  
মহানীরাজনং বিধায় ।

ময়ানুষ্ঠিতৈশ্চাতুর্মাস্যনিয়মৈঃ প্রভূতপাতকান্তকঃ সমস্ত-  
পুরুষার্থকল্পমহীরুহঃ শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহঃ প্রীয়তামিতি  
সাক্ষতপুষ্পেণ জলেণ ত্রতানি ভগবতি সমর্প্য ।

জয় জয় জহজামিতি বেদস্তুত্যা বেদবদভিবন্দিভিঃ  
প্রবোধ্যমানং দেবদেবেশ্বরং স্তুবীত ॥ ১৬ ॥

ততঃ স্বস্ত্যস্ত বিশ্বস্যেত্যাদিভিরাশিষঃ সম্প্রার্থ্য গীত-  
বাদিত্রজয়ঘোষৈঃ শ্রীনাথং রথমারোপয়েৎ ॥

অথ রথারূঢ়ে হরৌ জয়জয়স্বনপূর্বকং মহাপূজাং কৃত্বা

দ্বারা মহাপূজা করিয়া কপূর দীপক দ্বারা মহা নীরাজন  
( আরাত্রিক ) করিবে ॥

তৎপরে “আমার অনুষ্ঠিত চাতুর্মাস্য নিয়ম দ্বারা প্রভূত  
পাতকান্তক, সমস্ত পুরুষার্থের কল্পতরু, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ  
প্রীতিযুক্ত হউন” এই বলিয়া অক্ষত, পুষ্প ও জলের অর্থাৎ  
অর্ঘ্যজল দ্বারা ভগবানে ত্রত সমর্পণ করিয়া দশমস্কন্ধের ৮৭  
অধ্যায়ের “জয় জয় জহজাং” এই বেদস্তুতি দ্বারা বেদের  
ন্যায় অভিবন্দিগণ কর্তৃক প্রবোধ্যমান দেবদেবেশ্বরকে স্তুব  
করিবে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর “স্বস্ত্যস্ত বিশ্বস্যখলঃ প্রসীদতু” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা  
আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া গীত বাদ্য জয়ধ্বনি সহকারে  
শ্রীনাথকে রথে আরোহণ করাইবে । অনন্তর হরি রথারূঢ়

আশীর্বাক্যানি পঠেৎ ॥ ১৭ ॥

তথাহি ॥

বক্তুং নীলোৎপলরুচিলসংকুণ্ডলাভ্যাং স্মৃষ্টং

চন্দ্রাকারং রচিততিলকং চন্দনেনাক্ষতৈশ্চ ।

গত্যা লীলাং জনসুখকরীং প্রেক্ষণেনামৃতৌঘং

পদ্মাবাসাং সততমুরসা ধারয়ন্ পাতু বিষ্ণুঃ ॥ ১৮ ॥

যুক্তঃ শৈব্যাদিবাহৈর্মধুরতররণং কিঙ্কিনীজালমালৈ-

রত্নোঘৈর্মোক্তিকানামবিরতমণিভিঃ সম্ভূতৈশ্চৈব হারৈঃ ।

হৈমৈঃ কুন্তৈঃ পতাকাশিবতররুচিভির্ভূষিতঃ কেতুমুখ্যৈঃ

হইলে জয় জয় শব্দ পূর্বক মহাপূজা করিয়া আশীর্বাক্য  
সকল পাঠ করিবে ॥ ১৭ ॥

আশীর্বাক্য সকল যথা ॥

নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামকান্তি বিশিষ্ট, উজ্জ্বল কুণ্ডল-  
দ্বয়ে দেদীপ্যমান এবং চন্দন ও তণ্ডুল দ্বারা রচিত তিলক  
সম্পন্ন সূতরাং সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধরের সদৃশাকৃতি মুখারবিন্দ  
এবং রথযাত্রার গতি দ্বারা জনগণের সুখকরী লীলা এবং  
অবলোকনদ্বারা অমৃতরাশি ও বক্ষঃস্থলে শতত লক্ষ্মীকে  
ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণু জগৎকে রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

যিনি শৈব্য, সূগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্ব-  
চতুষ্টয় যাহাদের অঙ্গে মধুর শব্দবিশিষ্ট নানাবিধ রত্ন খচিত  
কিঙ্কিনী মালা ও মধ্যে মধ্যে রত্নোঘবিশিষ্ট মণিগ্রথিত  
যুক্তাহার শোভা পাইতেছে, সেই অশ্বচতুষ্টয়ে যিনি যুক্ত,  
তথা স্বর্ণ কলস ও দীপ্তিশালিনী পতাকা, উৎকৃষ্ট কেতু এবং



সূত্রৈব্রক্ষেশবন্দ্যোদুরিতহর হরে পাভু জৈত্রো রথো বঃ  
॥ ১৯ ॥

মোদন্তাঃ স্তজনাহনিন্দিতধিয়ঃ স্তস্তাখিলোপদ্রবাৎ  
স্বস্থাঃ স্তস্থিরবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাঃ স্তথাঃ ॥  
রে দৈত্যা গিরি গহ্বরানি গহনান্যাশুভ্রজধ্বং ভয়া-  
দৈত্যারি ভগবানয়ং নরহরির্ধানং সমারোহতি ॥ ২০ ॥  
পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজদানবাঃ ।  
সংরক্ষণায় লোকানাং রথাক্রুড়ো নৃকেশরী ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

ছত্র প্রভৃতিতে ভূষিত তথা ব্রহ্ম রুদ্রাদি ষাঁহার বন্দনা  
করিতেছেন, সেই সর্বপাপহর হরির সেই জয়শীল রথ  
তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৯ ॥

হে অনিন্দিত বুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জনগণ ! তোমাদিগের  
উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা অনিন্দিত হও, হে  
স্বস্থ ব্যক্তিগণ ! তোমরা স্থস্থির বুদ্ধি, তোমাদের শত্রুকুল  
প্রতিহত হইয়াছে, স্তখে ক্রীড়া কৌতুক কর, অরে দৈত্য  
সকল ! ভীত চিত্তে শীঘ্র গিরিগহ্বর এবং নির্জন বনে প্রবেশ  
কর, এই দৈত্যারি ভগবান্ যদুপতি রথে আরোহণ করি-  
তেছেন ॥ ২০ ॥

অরে দৈত্যদানবগণ ! পলায়ন কর, পলায়ন কর, লোক  
সকলের রক্ষা নিমিত্ত নৃসিংহদেব রথে আরোহণ করি-  
লেন ॥ ২১ ॥

ততঃ । জয় জয় দেবদেব মহাদেবাধিদেব বরদ বামদেব  
দেবকীনন্দন পরম বাসুদেব দেবনৃসিংহ দিব্যসিংহ মান্দ্র-  
শুভ্রাব্ৰু পটল বজ্রজটামণ্ডল কনককড়ার মহাপট পরিবৃ-  
তোত্তমাস্ত্রহাটক ঘটিতাথগুলধনুঃখণ্ডপ্রতিমরত্নময়কিরীট-  
পট্টতড়িৎ কোটিকপিশাযোগপট্টমহাতিমহিম হিমাচল-  
কান্তিকান্ত সিদ্ধসমাধিশান্তকলসং সারকথনকোলাহল  
হিতহরে নরহরে রক্ষ রক্ষাশ্রানিতি গদ্যেন প্রসাদমালাং  
স্বীকৃত্য প্রহ্লাদাদিভিরাকুষ্যমাণং পরিভাব্য স্বয়ং বৈষ্ণবৈঃ

অনন্তর মহাগদ্য দ্বারা স্তব করিবে যথা ॥

জয় জয় হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে অধিদেব ! হে  
বরদ ! হে বামদেব ! হে দেবকীনন্দন ! হে পরম ! হে  
বাসুদেব ! হে দেব ! হে দেবনৃসিংহ ! হে দিব্যনৃসিংহ !  
হে মান্দ্রশুভ্রাব্ৰুপটল ! হে পিঙ্গল জটামণ্ডল ! হে কনক-  
কড়ারমহাপটপরিবৃত্তোত্তমাস্ত্র ! হে হাটকঘটিতাথও ধনুঃখণ্ড  
প্রতিম ! হে রত্নময়কিরীটপট্ট ! হে তড়িৎকোটিকপিশা-  
যোগপট্ট ! হে মহাতিমহিম ! হে হিমাচলকান্তিকান্ত !  
হে সিদ্ধসমাধি শান্ত ! হে সংসার কথনকোলাহল ! হে  
হিতহরে ! হে নরহরে ! আমাদিগকে রক্ষা করুন রক্ষা  
করুন ॥

এই গদ্য দ্বারা প্রসাদ মালা স্বীকার করিয়া, প্রহ্লাদাদি  
কর্তৃক আকুষ্যমাণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগণের সহিত প্রিয়-



সহ প্রিয়কর্ষণং প্রেরণাকর্ষণে কুর্বাণো নগরমধ্যে রথং  
পরিভ্রাময়েৎ ॥ ২২ ॥

উক্তঞ্চ ভগবতা যুধিষ্ঠিরং প্রতি ।

নৃত্যমানৈর্ভাগবতৈর্গীতবাদিত্রিনিবনৈঃ ।

ভ্রাময়েৎ স্যন্দনং বিষ্ণোঃ পুরমধ্যে সমন্ততঃ ।

যাবৎ পদানি কৃষ্ণস্য রথস্যাকর্ষণে নরঃ ।

করোতি ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি নরনায়ক ॥

রথেন সহ গচ্ছন্তি পুরতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ ।

মহাবিপ্রসমাঃ সর্বৈ ভবন্তি স্বপচাদয়ঃ ।

রথস্থং যে ন গচ্ছন্তি ভ্রমমাণং জনার্দনং ।

কর্ষণরূপে, প্রেরণ ও আকর্ষণ করত নগর মধ্যে রথকে ভ্রমণ  
করাইবে ॥ ২২ ॥

ভগবান্ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বলিয়াছেন যথা ॥

নৃত্যশীল বৈষ্ণবগণের সহিত গীত বাদ্যধ্বনি সহকারে  
পুরমধ্যে সর্বদিকে বিষ্ণুর রথ ভ্রমণ করাইবে ॥

হে নরনায়ক ! অর্থাৎ হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণের রথের আক-  
র্ষণে নর যত পদ গমন করেন, সেই সকল পদকে যজ্ঞ তুল্য  
করিয়া থাকেন ॥

যাঁহারা সম্মুখ করিয়া রথের সহিত পশ্চাদ্দেশে অথবা  
অগ্রে গমন করেন, তাঁহারা স্বপচ হইলেও মহাবিপ্রের সহিত  
সমান হয়েন ॥

রথস্থ ভ্রমমাণ জনার্দনের সহিত যাঁহারা গমন না করে,

বিপ্রাধ্যয়ন সম্পন্ন ভবন্তি স্বপচাধমা ইতি ॥ ২৩ ॥

স্বস্বগৃহাগতশ্চ দেবঃ সর্বৈঃ পূজনীয়ঃ ।

যেষাং গৃহাগতো যাতি রথস্থো মধুসূদনঃ ।

পূজা তৈ স্তৈঃ প্রকর্তব্য বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতৈঃ ।

অনর্জিতো যদা যাতি গৃহাদ্বস্য মহীধরঃ ।

পিতরন্তস্য বিমুখা বর্ষাণাং দশপঞ্চ চ ।

ইতি শ্রীভগবদ্বচনাৎ ॥

ততঃ স্বমন্দিরাগমনাদিপূর্ববৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

অত্র যদ্যপি ॥

আষাঢ়স্য শিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোষিতঃ ।

তাঁহার। অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডাল অপেক্ষা  
অধম হয় ॥ ২৩ ॥

রথারোহণে ভগবান্ স্ব স্ব গৃহের সমীপবর্তী হইলে তাঁহার  
পূজা করা সকলের কর্তব্য ॥

মধুসূদন রথস্থ হইয়া যাঁহাদিগের গৃহের সম্মুখ দিয়া  
গমন করেন, বিত্তশাঠ্য বর্জন পূর্বক তাঁহাদিগের পূজা করা  
কর্তব্য । ধরনীধর ভগবান্ যখন যাঁহার গৃহ হইতে অপূ-  
জিত হইয়া গমন করেন, তখন তাঁহার পিতৃলোক পঞ্চদশবর্ষ  
পর্যন্ত বিমুখ হইয়া থাকেন ॥

ভগবানের এই বচন আছে ॥

তদনন্তর ভগবানের নিজগৃহে গমনাদি পূর্বের ন্যায়  
করিবে ॥ ২৪ ॥

এস্থলে যদিচ । হে দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ! ত্রতীব্যক্তি আষাঢ়



নক্তং দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ গৃহীয়াৎ নিয়মং ত্রতী ॥ ইতি ॥  
ত্রক্ষবৈবর্তবাক্যাৎ ॥

কার্তিকে শুরূপক্ষস্য একাদশ্যাং সমাহিতঃ ।

মন্ত্রৈরেতৈস্ত রাজেন্দ্র দেবমুখাপয়েদ্বুধঃ ।

ইতি ভবিষ্যোত্তরবাক্যাদ্ শয়নীবোধনীত্রতয়োরেকা-  
দশ্যামেবানুষ্ঠেয়তাবগম্যতে ।

তথাপি ।

ইয়ন্ত দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনির্গিতেতি মন্ত্রলিঙ্গানু-  
গৃহীত শিষ্টবৈষ্ণব দৃঢ়তর সমাচারাবলোকাদেকাদশ্যা-  
মুপোষিতঃ সমাহিতো বা ভূত্বা দ্বাদশ্যাং নক্তং শয়নো-  
থাপনত্রতং কুর্যাদিতি বচনদ্বয়ার্থো ব্যাখ্যেয়ঃ ॥

মাসের শুরূপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রে নিয়ম  
গ্রহণ করিবেন । ত্রক্ষবৈবর্তপুরাণের এই বচন আছে । তথা-  
হে রাজেন্দ্র ! পণ্ডিত ব্যক্তি কার্তিক মাসের শুরূপক্ষের  
একাদশীতে সমাহিত হইয়া দেবকে উত্থাপিত করিবেন ।  
এই ভবিষ্যোত্তরের বাক্য হেতু শয়নী ও বোধনী ত্রতদ্বয়ের  
একাদশীতেই অনুষ্ঠান করিবে ইহাই বোধ হইতেছে ॥

তথাপি । হে দেব ! এই দ্বাদশী প্রবোধের নিমিত্ত  
নির্গিত হইয়াছে, এই মন্ত্র লিঙ্গের অনুগৃহীত শিষ্ট বৈষ্ণব  
দৃঢ়তর সমাচারের অবলোকন হেতু একাদশীতে উপোষিত  
বা সমাহিত হইয়া দ্বাদশীর রাত্রে শয়ন ও উত্থাপন ত্রত  
করিবে, বচনদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা কর্তব্য । সেই আকাশ ও

তদাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তদপোহসৃজতেতি বৎ ॥ ২৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্য-  
স্মৃত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যনির্গিতায়াং বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ  
শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ \* ॥

বায়ুকে সৃষ্টি করিয়া তৎপরে জল সকল সৃজন করিলেন  
ইহার ন্যায় ॥ ২৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্মৃত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিরচিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্না-  
নুবাদিতায়াং ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৬ ॥ \* ॥



## সপ্তমঃ পটলঃ ।

—○\*○—

প্রথ পৌষশুক্লা একাদশীঃ তৎপৌর্ণমাসীঃ বা আরভ্য যাব-  
ন্যাসং মাঘস্নানং কুর্য্যাৎ ॥

তচ্চ নিত্যং ॥

প্রয়াগং পুষ্করং প্রাপ্য কুরুক্ষেত্রমথাপি বা ।

যত্র বা তত্র বা স্নায়াৎ মাঘে নিত্যমিতি ঋতীরিতি  
ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরঃ প্রতি নিত্যপদসঙ্কী-  
র্তনেন যত্র বা তত্র বেতি যথাশক্ত্যুপবন্ধেন চ তস্মিন্য-  
ত্য়াভিধানাৎ ॥

অনন্তর পৌষ শুক্লা একাদশী অথবা তৎ পৌর্ণমাসীকে  
আরম্ভ করিয়া একমাস পর্যন্ত মাঘস্নান করিবে ॥

ঐ মাঘস্নান নিত্য ॥

প্রয়াগ, পুষ্কর অথবা কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা যে স্থানে  
সে স্থানে মাঘমাসে নিত্য স্নান করিবে এই ঋতি আছে ॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিত্য  
সঙ্কীর্তন হেতু যত্র বা তত্র বা বলায় যথা শক্তি উপস্থিতি  
হেতুই বা তাহার নিত্যত্বই অভিধান আছে ॥

যে হেতু অকাম হউক বা সকাম হউক মনুষ্য মাঘস্নায়ী  
হইবেন । পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে ।

অকামো বা সকামো বা মাঘস্নায়ী ভবেন্নর ইতি পাণ্ডে ।  
অকামস্যাপি ॥

মাঘে মাঘেহপ্সু মজ্জতেতি বীপ্সাশ্রবণাচ্চ ॥

পাপক্ষয়স্বর্গাদিফলসঙ্কীর্তনস্ত দর্শপৌর্ণমাসাদিবস্মিত্যন্যেব  
সতঃ সংযোগপৃথকত্বেন ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥

অতঃ সর্বেষামেতদাবশ্যকং ॥

বিশেষতস্ত বৈষ্ণবানাং ।

প্রীতয়ে বাসুদেবস্য মাঘস্নানং প্রকীর্তিতমিতি ॥

তথা চক্রিণি লীয়ন্তে মাঘস্নানরতা নরাঃ ।

ইতি পাণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপ্রাপ্তিফলত্বেনাভিধানাৎ ॥

তস্মাদ্বৈষ্ণবৈরনুষ্ঠেয়ং মাঘস্নানং ॥

অকাম ব্যক্তিরও “মাঘে মাঘে জল সকলে নিমগ্ন হইবে”  
এই বীপ্সা শ্রবণ আছে ॥

পাপক্ষয় ও স্বর্গাদি ফল সঙ্কীর্তন ও দর্শপৌর্ণমাসাদি  
যোগের ন্যায় নিত্য হইলেও তাহাতে সংযোগ পৃথকত্বরূপে  
অর্থাৎ সম্বন্ধভেদে হইবে ॥ ১ ॥

অতএব সকলেরই এই মাঘস্নান আবশ্যক । বিশেষতঃ  
বৈষ্ণবদিগের । বাসুদেবের প্রীতি নিমিত্ত মাঘস্নান কথিত  
হইয়াছে । তথা মাঘস্নান করত মনুষ্যগণ চক্রপাণিতে লীন  
হয় । ইহা পদ্মপুরাণে শ্রীবাসুদেবের প্রীতিকলত্বরূপে  
কীর্তিত হইয়াছে । অতএব বৈষ্ণবগণ মাঘস্নানের অনুষ্ঠান  
করিবেন ।



তৎপ্রকারস্ত ॥

কার্তবীর্য্যং প্রতি শ্রীদত্তাত্রেয়েণ পাদ্মেহভিহিতঃ ॥

তথাহি ॥

অনুদিতে সূর্য্যে বাসুদেবাদিনামানি সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ নদ্যা-  
জলাশয়ং গচ্ছেৎ ।

তথা চাত্তিশুক্রাবাহতুঃ ॥

ততো নির্গত্য নিলয়াৎ নামানীমানি কীৰ্ত্তয়েৎ ॥

শৃণুতোহশেষলোকস্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ।

শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রহু্যন্নাদোক্ষজাচ্যুত ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোহস্ত তে ॥ ইতি ॥ ২ ॥

অথ শুচিঃ কৃতকালজ্ঞান এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ

স্নানের প্রকার পদ্মপুরাণে দত্তাত্রেয় ঋষি কার্তবীর্য্য-  
অৰ্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছেন যথা ॥

সূর্য্যের অনুদয় কালে বাসুদেবাদি নাম কীৰ্ত্তন করিতে  
করিতে নদ্যাди জলাশয়ে গমন করিবে ॥

তথাচ অত্রি ও শুক্র কহিতেছেন ॥

অনন্তর আলয় হইতে নির্গত হইয়া এই সকল নাম কীৰ্ত্তন  
করিবে । শ্রবণকারি অশেষ লোক সকলের উপদ্রব শান্তির  
নিমিত্ত হে শ্রীবাসুদেব ! হে অনিরুদ্ধ ! হে প্রহু্যন্ন ! হে  
অদোক্ষজ ! হে অচ্যুত ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে অনন্ত ! হে  
গোবিন্দ ! হে সঙ্কর্ষণ ! আপনাতে নমস্কার থাকুক ॥ ২ ॥

অনন্তর শুচি, কৃতকালজ্ঞান এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট

সমস্তপাপক্ষয়দ্বারা শ্রীমহাবিশুপ্রীত্যর্থমভিলষিতফলসিদ্ধার্থং

প্রাতর্মাহ্মানমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্য-

সবিত্রে প্রসবিত্রেচ পরং ধাম জয়ং স্তবং ।

ত্বভৈজনা পরিভ্রষ্টং পাপং যাতু সহস্রধা ।

দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোহস্ত তে ।

পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘম্মানং মমাচ্যুতেতি সবিতারং

সংপ্রার্থ্য তীর্থদেবতাত্রাক্ষগান্ নমস্কৃত্য ।

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।

স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভবেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য

তিথিতে সমস্ত পাপ ক্ষয় দ্বারা মহাবিশুর প্রীতি এবং অভি-  
লষিত ফলসিদ্ধির নিমিত্ত আমি প্রাতর্মাহ্মান করিব এই  
সঙ্কল্প করিয়া ।

হে দিবাকর ! জয়, স্তব ও পরম ধামের প্রসবিতা  
অর্থাৎ জনয়িতা সবিতা সূর্য্যদেবকে ( আপনাকে ) লক্ষ্য  
করিয়া ও আপনার তেজে পরিভ্রষ্ট হইয়া আমার পাপ  
সহস্রভাগে বিভক্ত হউক অর্থাৎ নষ্ট হউক ॥

হে দিবাকর ! হে জগন্নাথ ! হে প্রভাকর ! তোমাতে  
নমস্কার থাকুক, হে অচ্যুত ! আপনি আমার মাঘীয় স্নান  
পরিপূর্ণ করুন ॥

এইরূপে সবিতাকে প্রার্থনা করিয়া তীর্থদেবতা ও  
ত্রাক্ষাদিগকে নমস্কার করত হে গোবিন্দ ! হে অচ্যুত !  
হে মাধব ! হে দেব ! মকরস্থ মাঘমাসের স্নানের দ্বারা  
আপনি যথোক্ত ফলপ্রদ হউন” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া



বাসুদেবাদিনামচতুষ্টয়ং স্মরন্ কিঞ্চিদভ্যাদিতে রবৌ  
মৌনী যথাবিধি স্নায়াৎ ॥ ৩ ॥

তথাচ মকরস্ব ইত্যভিধায়াহ দত্তঃ ॥

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য স্নায়াম্মৌনং সমাপ্তিতঃ ॥

বাসুদেবঃ হরিঃ কৃষ্ণঃ মাধবঃ স্মরেৎ পুনরিতি ॥ ৪ ॥

অথ নিত্যক্রিয়াঃ নিৰ্ব্বৰ্ত্ত্যানেকোপচারৈঃ শ্রীমহাবিশ্বঃ  
সম্পূজ্য যাবন্মাসং স্মৃততৈলাদিনা অথগুং দীপং শক্ত্যা  
মাধবপ্রীতয়ে সমর্প্য ব্যাহতিভিঃ তিলাজ্যহোমং কৃৎবা  
হেমবস্ত্র-কম্বল-তুলী-কুঙ্কম-তিল-গুড়-স্মৃততৈলোপানহৌ  
অম্লঞ্চ শক্ত্যা যৎ কিঞ্চিৎ বেদবিদে দদ্যাৎ ।

বাসুদেবাদি নামচতুষ্টয় স্মরণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ  
সূর্য্যোদয়ে মৌনী হইয়া যথাবিধি স্নান করিবে ॥ ৩ ॥

তথাচ মকরস্ব এই উল্লেখ করিয়া দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন  
যথা ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৌন অবলম্বন করত স্নান  
করিবে এবং পুনর্ব্বার বাসুদেব, হরি, কৃষ্ণ ও মাধবকে স্মরণ  
করিবে ॥ ৪ ॥

অনন্তর নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক অনেক উপচার  
দ্বারা মহাবিশ্বকে পূজা করিয়া শক্ত্যানুসারে সমস্ত মাঘমাস  
তৈল বা স্মৃত দ্বারা অথগুদীপ মাধবের প্রীতি নিমিত্ত  
ব্যাহতি দ্বারা তিলাজ্য অর্থাৎ স্মৃতমিশ্রিত তিলহোম  
করিয়া পীতবস্ত্র, কম্বল, তুলী, কুঙ্কম, তিল, গুড়, স্মৃত,

ইক্ষনঞ্চ সর্ব্বার্থঃ । শ্রীবিষ্ণুপূজনঞ্চ ত্রিকালং ।

এবমহরহঃ আমাসং জপনমস্কারাদিনিয়মশ্চ কৰ্ত্তব্যঃ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চিৎ ভোজ্যং ত্যজেৎ পরাগ্নিসেবাং প্রতিগ্রহঞ্চ বর্জ-  
য়েৎ । ভূমৌ শয়ীত মাঘান্তে শক্ত্যা বিপ্রান্ দম্পতী চ  
শ্রীলক্ষ্মীমাধবপ্রীত্যর্থং ভোজয়েৎ ।

শক্ত্যা দক্ষিণাং চ দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥

মাঘাসিতাষ্টম্যাদি দিনপঞ্চকং জলান্ত নিত্যতর্পণা-  
নন্তরং পুনরুদজ্জুখো নিবীতী ভীষ্মতর্পণং কুৰ্যাৎ ॥

তৈল, পাঁচকাষয় এবং অন্ন শক্ত্যানুসারে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে  
দান করিবে এবং সর্ব্বার্থ ইক্ষন ( কাষ্ঠ ), ত্রিসম্ব্য শ্রীবিষ্ণু-  
পূজন, এইরূপ প্রতিদিন সম্যক্ মাস ব্যাপিয়া জপ ও নম-  
স্কারাদি নিয়ম প্রতিপালন করিবে ॥ ৫ ॥

কিছু ভোজ্য ত্যাগ করিবে, পরাগ্নিসেবা ও প্রতিগ্রহ  
বর্জন করিবে । ভূমিতে শয়ন ও মাঘান্তে শ্রীলক্ষ্মী মাধব  
প্রীতি নিমিত্ত শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণ ও দম্পতীকে  
অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষকে ভোজন করাইবে এবং শক্ত্যানুসারে  
দক্ষিণা দিবে ॥ ৬ ॥

মাঘমাসের অসিত অষ্টমীকে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিন  
পর্যন্ত জলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া নিত্য তর্পণানন্তর পুন-  
র্ব্বার উত্তর মুখ ও নিবীত ( কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্র ) হইয়া  
ভীষ্মতর্পণ করিবে ॥



তত্র মন্ত্রঃ ॥

বৈয়াত্রপদ্যগোত্রায় সাক্ষতিপ্রবরায় চ ।

অপুত্রায় দদাম্যে তজ্জলং ভীষ্মায় বর্ষ্মণে ॥ ইতি ।

এতচ্চ মাঘস্নানং নদ্যাতিষু তদসম্ভবে গৃহে শীতেনোষ্ণেন  
বা জলেন মাসং পক্ষং দশরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রং বা  
পরমাদরেণ কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তো মাঘস্নানবিধিঃ ॥ \* ॥

অথ চৈত্রশুক্লেকাদশ্যাং ভগবতেদোলামহোৎসবং  
কুর্য্যাৎ ॥

উক্তঞ্চ গারুড়ে ॥

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিং ।

মন্ত্র যথা ॥

বৈয়াত্রপদ্য গোত্রোৎপন্ন, সাক্ষতিপ্রবরবিশিষ্ট অপুত্রক  
ভীষ্মবর্ষ্মাকে এই মলিল প্রদান করিতেছি ॥

নদ্যাতিতে অথবা গৃহে শীতল ক্রিষ্মা উষ্ণ জল দ্বারা এক-  
মাস অথবা এক পক্ষ ক্রিষ্মা দশরাত্র বা পঞ্চরাত্র অথবা  
ত্রিরাত্র এই মাঘ স্নান করিবে ॥ ৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণে মাঘস্নান বিধি ॥ \* ॥

অনন্তর চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবানের দোলা  
মহোৎসব করিবে ॥

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—

কলিযুগে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দোলারূঢ় দক্ষিণাভিমুখ

দোলারূঢ়ঃ সমভ্যর্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥

দোলারূঢ়শ্চ ভগবানবশ্যং সালোক্যার্থিভিঃ পাপক্ষয়-  
র্থিভিশ্চাবলোকনীয়ঃ ॥

তথাচোক্তং তত্রৈব ॥

দোলাসংস্থন্ত যে কৃষ্ণং পশ্যন্তি মধুমাধবে ।

ক্রীড়ন্তি বিষ্ণুনা সার্কিং বৈকুণ্ঠে দেববন্দিতাঃ ॥

দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি কৃষ্ণং কলিমলাপহং ॥

অপরাধসহস্রৈস্ত মুক্তান্তে ঘূর্ণনে কৃতে ॥ ৮ ॥

ঘূর্ণনমান্দোলনং ॥

দোলারূঢ়স্য পুরতঃ জাগরণং কুর্য্যাৎ ॥

হরিকে সম্যক্ প্রকারে অর্চনা করিয়া একমাস পর্য্যন্ত  
আন্দোলিত করিবে ॥

যাঁহার। সালোক্য মুক্তি ও পাপক্ষয় ইচ্ছা করেন  
তাঁহার। অবশ্য দোলারূঢ় ভগবান্কে দর্শন করিবেন, এই  
বিষয় সেই স্থানেই উক্ত হইয়াছে ॥

যাঁহার। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে দোলাসংস্থ শ্রীকৃষ্ণকে  
দর্শন করেন, তাঁহার। দেববন্দিত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর  
সহিত ক্রীড়া করেন ॥

যাঁহার। দোলারূঢ় কলি-কলুষ-নাশন কৃষ্ণকে দর্শন করেন  
তাঁহার। ঘূর্ণন করিলে সহস্র সহস্র অপরাধ হইতে মুক্ত  
হয়েন ॥ ৮ ॥

ঘূর্ণন শব্দের অর্থ আন্দোলন । দোলারূঢ় ভগবানের



দোলারূঢ়স্য কৃষ্ণস্য যেহগ্রে কুর্ক্বন্তি জাগরং ।

সর্বপুণ্যফলাবাঞ্ছিনিমিষৈকেণ জায়তে ।

ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৯ ॥

বৈশাখে বৈশাখজ্যৈষ্ঠয়োর্বা জ্যৈষ্ঠে এব বা জলশায়িনো  
হরেঃ পূজা কার্য্যা ।

নিষ্কিপ্য জলপাত্রে তু মাসে মাধবসঙ্ককে ।

মাধবং যেহর্কয়িষ্যন্তি দেবতাস্তে নরা ভুবি ॥

স্বর্ণপাত্রে তু রৌপ্যে বা তাত্রে বা মৃগ্ময়েহপি বা ।

তোয়স্বং যোহর্কয়েদেবং শালগ্রামসমুদ্ভবং ॥

প্রতিমাং বা মহাভাগ তস্য পুণ্যত্বনন্তকং ।

অগ্রে জাগরণ করিবে ॥

দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যে ব্যক্তি জাগরণ করে, এক  
নিমেষ কাল মধ্যে তাহার সমস্ত পুণ্যফল প্রাপ্তি হয় ॥

এই বচন সেই স্থানেই উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৯ ॥

বৈশাখ, অথবা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসে জল-  
শায়ি হরিকে পূজা করিবে। যে সকল নর বৈশাখ মাসে  
মাধবকে জলে স্থাপন করিয়া অর্চনা করেন, তাঁহারা পৃথি-  
বীতে দেবতা স্বরূপ ॥

হে মহাভাগ ! যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য কিম্বা তাম্র  
বা মৃগ্ময় পাত্রে শালগ্রামস্থ দেব (নারায়ণকে) অথবা প্রতি-  
মাকে জলে স্থাপন করিয়া পূজা করেন, তাঁহার অনন্ত পুণ্য

তস্মাজ্জ্যৈষ্ঠে সদা ভূপ তোয়স্বং পূজয়েদ্ধরিং ॥

বীততাপো নরস্তিষ্ঠেৎ যাবদাহুতসংপ্লবং ॥ ইতি গারুড়ে-  
হভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

কালবিকল্পশ্চ উদ্বতা তারতম্যাভিপ্রায়েণ জ্ঞেয়ঃ ॥

ততশ্চ বর্দ্ধমানেশং শুমালিনি বহুজলপরিপূরিতে পাত্রে  
দেবমুপবেশ্য ষোড়শোপচারৈর্নিত্যপূজাং নির্বর্ত্য  
দিবসমতিবাহু সায়ং সন্ধ্যামতীতায়ং উপাস্য দেবং  
সিংহাসনমানীয় গন্ধপুষ্পধূপদীপাদীন্ পঞ্চোপচারান্  
সমর্প্য নীরাজ্য তীর্থং সর্বৈভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং প্রাশ্য  
শয়নারাত্রিকং কুর্যাৎ ॥ ১১ ॥

হয়। অতএব হে ভূপ ! যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠমাসে সর্বদা  
হরিকে জলে রাখিয়া পূজা করেন, সেই নর মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত  
তাপ শূন্য হইয়া অবস্থিত হইবেন ॥

গারুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥ ১০ ॥

কালের বিকল্প উদ্বতার তারতম্যাভিপ্রায়ে জানিতে  
হইবে ।

অনন্তর সূর্য্য বৃদ্ধিশীল হইলে বহুজল পরিপূরিত পাত্রে  
দেবকে স্থাপন করিয়া ষোড়শোপচার দ্বারা নিত্য পূজা  
সমাধা করত দিবস যাপন করিয়া সায়ং সন্ধ্যা অতীত হইলে  
দেবকে উত্তোলন করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিবে। তৎ-  
পরে ধূপ দীপ পঞ্চোপচার সমর্পণ পূর্ব্বক নীরাজন করিবে।  
তৎপরে তীর্থ অর্থাৎ চরণোদক সকলকে দিয়া স্বয়ং পান  
করত আরাত্রিক করিবে ॥ ১১ ॥



দ্বাদশ্যাস্ত রাত্রৌ জলশায়ী পূজনীয়ঃ ।

দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্রাত্রৌ জলস্থং গরুড়ধ্বজমিতি গারুড়ে-  
হভিধানাৎ ॥ ১২ ॥

অথ জ্যৈষ্ঠশুক্রৈকাদশ্যাং নিরুদকৈকাদশীব্রতং কুর্যাৎ ॥  
দশম্যামেকভক্তানন্তরং দন্তান্ বিশোধ্য আচম্য প্রাত-  
র্বা একাদশ্যাং প্রাতঃস্নানাди নির্বর্ত্য সঙ্কল্পং কুর্যাৎ ॥  
এবং গুণবিশিষ্টায়াং তিথৌ সমস্তপাপক্ষয়ার্থং সর্ব-  
দুঃখোপশমনার্থং আয়ুরারোগৈশ্বর্যাদিসিদ্ধার্থং বিপুল-  
ভোগপ্রাপ্ত্যর্থং ত্রীবিম্বলোকপ্রাপ্ত্যর্থং নিরুদকৈকাদশী-  
ব্রতং করিষ্যে ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশীর রাত্রে জলস্থ গরুড়ধ্বজকে পূজা করিবে । এই  
গরুড়পুরাণের বচন হেতু দ্বাদশীর রাত্রে জলশায়ী ভগবান্  
পূজনীয় হইয়াছেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে নির্জল  
একাদশীর ব্রত করিবে ॥

দশমীতে এক ভোজনানন্তর দন্ত সকলকে শোধন  
পূর্বক আচমন করিয়া অথবা একাদশীর প্রাতঃকালে প্রাতঃ-  
স্নান করিয়া সঙ্কল্প করিবে ॥

সঙ্কল্প যথা ॥

এই প্রকার গুণবিশিষ্ট তিথিতে সমস্ত পাপক্ষয়, সর্ব-  
দুঃখ উপশম, আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্যাদি সিদ্ধি তথা বিপুল  
ভোগ প্রাপ্তি নিমিত্ত নির্জল একাদশীর ব্রত করিব ॥ ১৩ ॥

অথ জলমাদায় নিয়মং গৃহীয়াৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ॥

একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জয়িষ্যামি বৈ জলং ।

কেশবপ্রীগনার্থায় অত্যন্তদমনেন চ ॥ ইতি ॥

ততোহহোরাত্রং জলং বর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অথৈকাদশ্যাং রাত্রৌ নিত্যপূজাং নির্বর্ত্য হৈমীং ত্রিবি-  
ক্রমমূর্ত্তিং পঞ্চামৃতস্নানপূর্বকং গন্ধ-পুষ্প-বাসো-ধূপ-দীপ-  
নৈবেদ্য-তাম্বুলৈর্বিষ্ণোন্মুকমিতি মন্ত্রেণ সম্পূজ্য নম-  
স্কৃত্য গীতনৃত্যাदिনা তৎপুরতো জাগরণং কুর্যাৎ ॥ ১৫ ॥  
অথ প্রত্যুষে তিষ্ঠন্ সহস্রনামস্তোত্রেণ স্তব্ধা সূর্যো-

অনন্তর জল লইয়া নিয়ম গ্রহণ করিবে ॥

নিয়মমন্ত্র যথা ॥

আমি ইন্দ্রিয়দমন পূর্বক কেশবের প্রীতি নিমিত্ত একা-  
দশীতে নিরাহার থাকিয়া জল বর্জন করিব ॥

তদনন্তর অহোরাত্র জল বর্জন করিবে ॥ ১৪ ॥

একাদশীর রাত্রিতে নিত্যপূজা সমাপন পূর্বক স্বর্ণময়ী  
ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিকে পঞ্চামৃতে স্নান পূর্বক গন্ধ পুষ্প বস্ত্র ধূপ  
দীপ নৈবেদ্য তাম্বুল দ্বারা “বিষ্ণোন্মুকং” এই মন্ত্রে পূজা ও  
নমস্কার করিয়া গীত নৃত্যাदि সহকারে ত্রিবিক্রমের অগ্রে  
জাগরণ করিবে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রত্যুষে দণ্ডায়মান হইয়া সহস্রনাম স্তোত্র  
দ্বারা স্তব করত সূর্যোদয়ে নদ্যাदिতে স্নানাदि সমাধা



দয়ে নদ্যাদৌ স্নানাদি নির্বর্ত্য পূর্ববৎ ত্রিবিক্রমং  
সম্পূজ্য শক্ত্যা জলপূর্ণান্ কলসান্ গন্ধাদ্যলঙ্কতান্  
সফলান্ সদক্ষিণান্ বেদবিদ্যে দদ্যাৎ ॥ ১৬ ॥

দানমন্ত্রঃ ॥

দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক ।

উদকুম্ভপ্রদানেন যাম্যামি পরমাং গতিমিতি ॥

সতি বিভবে স্রবর্ণবস্ত্রযুগ্মচ্ছত্রোপানজ্জলপাত্রাণি দদ্যাৎ ॥

ততঃ শক্ত্যা বিপ্রান্ সম্ভোজ্য ভাতৃহস্তাং জলং পীত্বা

স্বয়ং বা মোনী বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ॥ ১৭ ॥

পূর্বক পূর্বের ন্যায় ত্রিবিক্রমকে পূজা করিয়া শক্ত্যানুসারে  
জলপূর্ণ কলস সকলকে গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কত ও ফলযুক্ত  
করিয়া দক্ষিণার সহিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দান  
করিবে ॥ ১৬ ॥

দানমন্ত্র যথা ॥

হে দেবদেব ! হে হৃষীকেশ ! আপনি সংসার সাগর  
হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, আমি এই জলকুম্ভ দান দ্বারা  
পরমা গতি প্রাপ্ত হইব ॥

বিভবসত্তে স্রবর্ণ, বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র, পাছুকা ও জলপাত্র  
সকল দান করিবে ॥

অনন্তর শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ভাতৃ-  
হস্তে জলপান অথবা স্বয়ং পান করিয়া মোনী হওত বন্ধু-  
বর্গের সহিত ভোজন করিবে ॥ ১৭ ॥

ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্তং বর্ষেকাদশ্যুপবাসাসমর্থায় ভীমায়  
তৎফলপ্রাপ্তয়ে শ্রীকৃষ্ণেনোক্তং নিরুদকৈকাদশীত্রতং  
সমাপ্তং ॥ \* ॥

চাতুর্মাস্যানিয়মান্ত শয়নীপ্রসঙ্গে নিরূপিতাঃ ॥

কৃচ্ছ্রতে পুনর্দশম্যাদিদিনত্রয়ং বিহায় শয়নীমারভ্য  
বোধনীপর্যন্তং কৃচ্ছ্রত্রতং করিষ্যে ।

ইতি সঙ্কল্পং কৃত্বা নবম্যামেকভক্তাদ্যবস্থাপ্য ॥

ত্রয়োদশ্যাদিতস্ত্যৈব পরিপাট্যা ত্রতং পরিপালয়েৎ ॥ ১৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি ভবিষ্যোত্তরোক্ত বার্ষিক একাদশীর উপ-  
বাসে অসমর্থ ভীমসেনের প্রতি তৎ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত  
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত নিরুদক একাদশীর ত্রত সমাপ্ত ॥ \* ॥

চাতুর্মাস্যের নিয়ম সকল শয়নী একাদশী প্রসঙ্গে নিরূ-  
পিত হইয়াছে ॥

কৃচ্ছ্রতে ( প্রাজাপত্যত্রতে ) \* পুনর্বার দশম্যাদি  
দিনত্রয় ত্যাগ পূর্বক শয়নী একাদশী আরম্ভ করিয়া বোধনী  
পর্যন্ত কৃচ্ছ্রত্রত করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া নবমীতে এক-  
ভক্তাদিত্রত অবলম্বন পূর্বক ত্রয়োদশীর আদি হইতে আরম্ভ  
করিয়া তাহার পরিপাটী দ্বারা ত্রত পরি পালন করিবে ॥ ১৮ ॥

\* ত্র্যহং প্রাতঃস্নানং সায়াঃ ত্র্যহমদ্যাদ্যাচিতং ।

ত্র্যহং পরঞ্চ নানীয়াং প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ ।

অর্থঃ । প্রাজাপত্যত্রতচারী ব্রাহ্মণ তিন দিন একভুক্ত, তিন দিন  
নক্তত্রত, তন দিন অযাচিত ভোজন করিবে এবং অপর তিন দিন উপবাস  
করিবে ॥



সমাপ্তৌ তু গোযুগং বিপ্রভোজনপূর্বং দদ্যাৎ ।  
 একান্তরোপবাসে সালঙ্কতাং গাং সতি বিভবে অর্কৌ  
 হলান্ সবলীবর্দান্ ।  
 একভক্তে বিপ্রভোজনং ॥  
 নক্তং ত্রতে বস্ত্রযুগ্মং ষড়্ সঞ্চ ।  
 অযাচিত্রে সহিরণ্যচন্দনমনডুহং ॥  
 ত্রিরাত্রে ছত্রোপানদ্যুতং মণিকং একামজাং ।  
 ফলাহারে শালীন্ । শাকাহারে রাজতপাত্রে যুতং ।  
 পয়োত্রতে গাং । তৈলত্যাগে যুতং দদ্যাৎ ॥  
 যুতত্যাগে পয়ঃ । দধিত্যাগে হেম । পয়স্ত্যাগে রূপ্যং ॥

ত্রত সমাপ্তিতে ব্রাহ্মণভোজন পূর্বক গোযুগ দান  
 করিবে । একান্তর উপবাসে সালঙ্কতা গাভী, সমর্থ ব্যক্তির  
 পক্ষে বলিবর্দের সহিত অর্ক লাঙ্গল, একভক্ত অর্থাৎ রাত্রির  
 ভোজন বর্জন পূর্বক দিবামাত্র ভোজনে ব্রাহ্মণভোজন  
 করাইবে । নক্তত্রতে অর্থাৎ দিবাভোজন বর্জন পূর্বক  
 রাত্রিভোজনে বস্ত্রযুগ ছয় রস, অযাচিত্রতে স্বর্ণ ও চন্দনের  
 সহিত রুষ । ত্রিরাত্র উপবাস ত্রতে ছত্র পাছুকাযুক্ত মণিক  
 অর্থাৎ বৃহজ্জলভাও বিশেষ এবং এক অজা ( ছাগী ) । ফলা-  
 হারত্রতে ধান্য । শাকাহার ত্রতে রাজতপাত্রে যুত ।  
 পয়োত্রতে অর্থাৎ দুগ্ধপান ত্রতে গো । তৈলত্যাগে যুত ।  
 যুতত্যাগে দুগ্ধ । দধিত্যাগে স্বর্ণ । দুগ্ধত্যাগে রূপ্য । অপূ-

অপূপত্যাগে বস্ত্র-স্বর্ণ-গোধূমান্ ॥  
 ত্রীহিবর্জনে সহিরণ্যান্ শালীন্ ॥  
 ধান্যবর্জনে ধান্যং শালীন বা ॥  
 লবণবর্জনে লবণং ধেনুং সুবর্ণঞ্চ ॥  
 অভ্যঙ্গবর্জনে তৈলপূর্ণং ঘটং পায়সাজ্যভোজনঞ্চ ॥  
 পাদাভ্যঙ্গবর্জনে বিপ্রান্ সন্তোজ্য পাদাভ্যঙ্গং কৃত্বা  
 দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥  
 তাম্বূলবর্জনে বস্ত্রযুগ্মং ॥  
 পুষ্পবর্জনে স্বর্ণপুষ্পং ॥  
 শ্রাবণাদিষু শাক-দধি-ক্ষীরামিষবর্জনে পাপক্ষয়ঃ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং প্রত্যেকসমুচ্চয়াভ্যাং শ্রাবণাদৌ  
 শাকাदिषু সংক্রমাচ্চ সর্বথা তানি বর্জ্যনীযানি ॥

পত্যাগে বস্ত্র, স্বর্ণ ও গোধূম । ত্রীহিত্যাগে স্বর্ণের সহিত  
 ধান্য । ধান্যবর্জনে সামান্য ধান্য অথবা শালী অর্থাৎ শরৎ-  
 পক্ধান্য, লবণবর্জনে লবণধেনু ও সুবর্ণ । অভ্যঙ্গবর্জনে  
 তৈলপূর্ণ ঘট ও যুতযুক্ত পায়স ভোজন করাইবে । পাদা-  
 ভ্যঙ্গ বর্জনে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও ব্রাহ্মণসকলের পাদা-  
 ভ্যঙ্গ করিয়া দক্ষিণা দিবে । তাম্বূলবর্জনে বস্ত্রযুগ্ম, পুষ্প বর্জনে  
 স্বর্ণপুষ্প দিবে । শ্রাবণাদিতে শাক, দধি, ক্ষীর ও আমিষ  
 বর্জনে পাপক্ষয় হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির প্রত্যেক  
 অথবা শ্রাবণাদিকালে শাকাদিবস্ত্র সমূহে সংক্রান্ত হওয়ায়



ক্ষিতিশায়ী শয্যাং দদ্যাৎ ॥

পত্রভোজী সম্বতং কাংসপাত্রং ।

ভূমিভোজী কাংসপাত্রং গাঞ্চ ।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দম্পত্যোঃ স্বর্ণপ্রতিমাং দদ্যাৎ ॥

দীপদানে সম্বতং তাম্রপাত্রং ।

নথকেশরক্ষণে আদর্শং ।

উপানবজ্জনে উপানহৌ ।

এবমাদীনি ব্রতানি মহাবিশুপ্রীত্যর্থং চাতুর্মাস্যে কুৰ্য্যাৎ ॥

যো বিনা নিয়মে মর্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা ।

চাতুর্মাস্যং নয়েন্মূৰ্খো জীবনপি মৃতোহহি সঃ ॥ ইতি ।

ভবিষ্যোত্তরে অকরণে দোষশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

সর্বতোভাবে তৎসমুদায় বর্জন করিবে । ভূমিশায়ী শয্যা ।  
পত্রভোজী সম্বত কাংসপাত্র । ভূমিভোজী কাংসপাত্র ও  
গো । ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দম্পতীর স্বর্ণপ্রতিমা । দীপদানে সম্বত  
তাম্রপাত্র । নথকেশরক্ষণে দর্পণ । এবং পাছুকাবর্জনে  
পাছুকাঙ্ক দান করিবে । মহাবিশুর প্রীতি নিমিত্ত চাতু-  
র্মাস্যব্রতে এই সমুদায় নিয়ম করিবে ॥

যে মনুষ্য নিয়ম অথবা ব্রত কিম্বা জপ্য ব্যতিরেকে  
চাতুর্মাস্য যাপন করে, সে মূৰ্খ জীবনসভে মৃত জানিবে  
অর্থাৎ তাহার জীবন বৃথা ভবিষ্যপুরাণে অকরণে দোষ শ্রবণ  
আছে ॥ ১৯ ॥

কার্তিকে তু অত্যাবশ্যকত্বেন কিঞ্চিৎ ব্রতং কুৰ্য্যাৎ ॥

অব্রতেন ক্ষিপেৎ যন্ত মাসং দামোদরপ্রিয়ং ।

তির্য্যগ্‌ঘোনিমবাপ্নোতি সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃত ইত্যাদি স্কান্দে-  
হভিধানাৎ ॥ ২০ ॥

তত্র প্রতিদিনং জাগরণার্থং রাত্রে চতুর্থযামে উথায়  
কৃতশৌচঃ কৃতকরচরণবদনক্ষালনঃ আচান্তঃ শক্ত্যা  
দেবং নমস্কৃত্য বেদস্তুত্যা প্রবোধ্য নীরাজ্য বৈষ্ণবানাহুয়  
শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মান্ স্মৃশ্বায গীতনৃত্যাদি কৃৎ প্রভাতে  
পুনর্নীরাজ্য কার্তিকস্নানার্থং বাসুদেবাদীনি নব নামানি

কার্তিক মাসে অত্যাবশ্যকত্ব হেতু যে কোন একটি ব্রত  
করিবে ॥

যে ব্যক্তি কোন নিয়ম ধারণ না করিয়া যদি দামোদর-  
প্রিয় কার্তিকমাস ক্ষেপণ করে তাহা হইলে সে সর্ব-  
ধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যগ্‌ঘোনি প্রাপ্ত হয় । স্কন্দপুরাণে  
এই বিধান আছে ॥ ২০ ॥

কার্তিক মাসে প্রতিদিন জাগরণ নিমিত্ত রাত্রির চতুর্থ  
প্রহরে গাত্রোথান করিয়া শৌচ, কর চরণ বদন প্রক্ষালন ও  
আচমন করিবে । তৎপরে শক্ত্যানুসারে দেবকে নমস্কার  
বেদস্তুতি দ্বারা প্রবোধ করাইয়া নীরাজন করিবে । তদনন্তর  
বৈষ্ণবদিগকে আহ্বান পূর্বক শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়া  
গীতনৃত্যাদি পুরঃসর প্রভাতে পুনর্বার আরাত্রিক করত  
কার্তিকস্নানের নিমিত্ত বাসুদেবাদি নব নাম কীর্তন করিতে



সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ নদীতড়াগাদীন্ গহ্বা আচম্য কালং স্মৃত্বা  
 কার্ত্তিকে প্রাতঃ স্নানং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ।  
 কার্ত্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দন ।  
 প্রীত্যর্থং বাসুদেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥ ইতি ॥  
 তব ধ্যানেন দেবেশ জলেহস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ ।  
 ত্বংপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু ।  
 ইতি সম্প্রার্থ্য ।  
 ত্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম ।

করিতে নদী তড়াগাদিতে গমন করিয়া আচমন এবং কাল  
 স্মরণ পূর্বক অর্থাৎ মাস পক্ষ উল্লেখ করিয়া কার্ত্তিকে  
 প্রাতঃস্নান করিব বলিয়া সঙ্কল্প কবিবে ॥

সঙ্কল্প মন্ত্র যথা ॥

হে জনার্দন ! হে দেবেশ ! হে দামোদর ! শ্রীরাধার  
 সহিত আপনার প্রীতি নিমিত্ত আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃ-  
 স্নান করিব ॥

প্রার্থনামন্ত্র ॥

হে দেবেশ ! তোমার ধ্যান সহকারে এই জলে স্নান  
 করিতে উদ্যত হইয়াছি, হে দামোদর ! আপনার প্রসন্নতা  
 হেতু আমার পাপ বিনষ্ট হউক ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র ॥

হে দামোদর ! আমি কার্ত্তিকমাসে যথাবিধি ত্রত  
 ধারণ করিয়া স্নান করিয়াছি, হে অশ্রুনাশন ! আমার অর্ঘ্য

অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ নমামি ত্বাং সুরেশ্বরেত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা  
 তিলৈরালিপ্য ভগবন্মোচ্চারণপূর্বকং যথাবিধি স্নাত্বা  
 সঙ্ক্যামুপাস্য গৃহমাগত্য দেবদ্যাগ্রে গোময়েনোপলিপ্য  
 রঙ্গমালিকয়া স্তম্ভিকং রচয়েৎ ॥ ২১ ॥  
 ততোহগস্তিপুষ্পৈ মালতীকেতকীপদ্মৈঃ শ্রীতুলস্যা-  
 দিভিষ্ঠ দেবপূজাং কৃত্বা গীতা-সহস্রনামাদিভিঃ স্তব্বা  
 বৈষ্ণবমন্দিরং গহ্বা স্বগৃহে বা শ্রীভাগবত-রামকথা-  
 শ্রবণকীৰ্ত্তনে বিদধ্যাৎ ॥  
 তৈলাভ্যঙ্গপরান্নপরাপবাদাদীন্ বর্জয়েৎ ॥  
 মাসমহর্নিশং যতেন তিলতৈলেন বা দীপং কুর্যাৎ ॥ ২২ ॥

গ্রহণ করুন ॥

তৎপরে অঙ্গে তিললেপন করিয়া ভগবন্মোচ্চারণপূর্বক  
 যথাবিধি স্নান ও সঙ্ক্যোপাসনা করত গৃহে আগমন করিয়া  
 গোময় দ্বারা উপলেপন পুরঃসর রঙ্গমালিকা দ্বারা স্তম্ভিক  
 রচনা করিবে ॥ ২১ ॥

তদনন্তর অগস্তিপুষ্প, ( বক বা গোকুলের ফুল ),  
 মালতী, কেতকী, পদ্ম ও শ্রী তুলস্যা দি দ্বারা দেবকে পূজা  
 করিয়া গীতা ও সহস্র নামাদি দ্বারা স্তব করত বিষ্ণুমন্দিরে  
 অথবা স্বগৃহে গমন পূর্বক শ্রীভাগবত ও রামকথা দি শ্রবণ  
 কীৰ্ত্তন করিবে । তৈল মর্দন, পরান্ন ও পরনিন্দা বর্জন তথা  
 এক মাস দিবারাত্র যত বা তৈল দ্বারা দীপ দান করিবে ॥ ২২ ॥



তত্র মন্ত্রে বারাহে ॥

শ্রীনৃসিংহ নমস্তভ্যমুজ্জৈ কমলয়া সহ ।

প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধমে ॥

গীতবাদিত্রপূর্বং শক্ত্যা নৈবেদ্যানি সমর্পয়েৎ ।

একভক্তনভাদীনি চ যথাশক্তি কুর্যাৎ ॥

লক্ষপুষ্পিকাং শ্রীতুলস্যা বিজ্ঞস্য চ লক্ষপত্রীং মুনিপুষ্প-

মালাং চ দেবায় নিবেদয়েৎ ।

দণ্ডবৎ প্রণামাংশ্চ বিষ্ণৌ বিশেষতঃ কুর্যাৎ ॥ ২৩ ॥

অথ কার্তিক-শুক্রনবম্যাং ত্রেতাযুগাদৌ অক্ষয়নবমীত্রতং

কুর্যাৎ ॥

দীপদানের মন্ত্র যথা—

বরাহপুরাণে ॥

হে নৃসিংহ ! আপনাকে নমস্কার, কার্তিক মাসে কমলার সহিত আপনাকে দীপদান করিতেছি, আপনি অনন্ত ও বিধাতা, আপনাকে নমস্কার ॥

তৎপরে গীত বাদ্য পূর্বক শক্ত্যানুসারে নৈবেদ্যাদি সমর্পণ করিবে । একভক্ত ও নভ্রত যথাশক্তি বিধান করিবে । লক্ষ পুষ্পিকা, শ্রী তুলসী ও বিজ্ঞের লক্ষপত্রী তথা মুনিপুষ্পের (বকপুষ্পের) মালা দেবকে নিবেদন করিবে এবং বিষ্ণুকে বিশেষ রূপে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ২৩ ॥

অথ ত্রেতাযুগাদি কার্তিক শুক্র নবমীতে অক্ষয় নবমীত্রত করিবে ॥

অশ্বখমূলে জলপূর্ণ পঞ্চরত্নোপেতং গন্ধাদ্যর্চিতং

কলসত্রয়ং নিধায় তদুপরি তাত্রময়ং তিলপাত্রত্রয়ং

নিধায় মধ্যমকলসোপরি স্বর্ণময়ীং শঙ্খচক্রবরদাভয়হস্তাং

শক্ত্যা যোগীশ্বরমূর্তিঃ তদগ্রে স্তবর্ণাশ্বখং বিন্যস্য পার্শ্ব-

কলসয়ো রাজতং যোগীশ্বরমূর্তিদ্বয়ং রাজতাশ্বখদ্বয়ো-

পেতং বিন্যস্য সম্ভূতসম্ভারোহক্ষয়নবমীত্রতং করিষ্যে

ইতি সঙ্কল্য মধ্যমকলসে সঙ্কল্য কুর্যাৎ ॥ ২৪ ॥

এবং গুণবিশিষ্টাঃ তিথৌ জন্মশতসঙ্কিতপাপক্ষয়ার্থং

সকলাভিলষিত-প্রাপ্ত্যর্থক যোগীশ্বরপূজনমশ্বখমেচনং

অশ্বখমূলে জলপূর্ণ পঞ্চরত্নযুক্ত গন্ধাদ্যর্চিত তিনটি কলস স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তাত্রময় তিনটি তিলপাত্র রাখিয়া মধ্যম কলসের উপরে স্বর্ণময়ী শঙ্খ-চক্র-বরদ ও অভয়-হস্তা শক্তির সহিত যোগীশ্বরমূর্তি, তদগ্রে স্বর্ণের অশ্বখ বিন্যাস পূর্বক পার্শ্বের দুইটি কলসে রাজত নির্মিত দুইটি অশ্বখবৃক্ষসম্বিত রাজতময় যোগীশ্বর মূর্তিদ্বয় স্থাপন পূর্বক সম্ভূতসম্ভার অর্থাৎ পূজোপকরণ সকল আয়োজন করত অক্ষয়নবমীত্রত করিব বলিয়া সঙ্কল্য পূর্বক মধ্যম কলসে সঙ্কল্য করিবে ॥ ২৪ ॥

এইরূপ গুণবিশিষ্ট তিথিতে জন্ম শত সঙ্কিত পাপক্ষয় ও সকলাভিলষিত প্রাপ্তি নিমিত্ত যোগীশ্বর পূজন ও অশ্বখমেচন করিব । এই সঙ্কল্য করিয়া গিহুলোকদিগের



করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ॥

পিতৃণামক্ষয়তৃপ্ত্যর্থং বিযোনিরকোত্তারণার্থং অক্ষয়-  
নবমীত্রতং করিষ্যে ইতি ॥ ২৫ ॥

আদৌ স্বর্ণপ্রতিমাং পঞ্চামৃতৈঃ সংস্নাপ্যাভিষিচ্য বস্ত্র-  
যুগ্মমুপানহৌ ছত্রং মজলকমণ্ডলুং চ সমর্প্যাবয়বপূজাং  
কুৰ্য্যাৎ ॥

নমো যোগায়েতি পাদয়োঃ । কট্যাং যোগগম্যায় নমঃ ।  
উদরে যোগাত্মনে নমঃ । উরসি বিশ্বনাথায় নমঃ ।  
কণ্ঠে বিশ্বসৃজে নমঃ । শিরসি যোগমূর্তয়ে নমঃ ।  
বাহুয়ো জ্ঞানাত্মনে নমঃ । ইতি সর্বত্র স্বনাম্নায়ুধানি ॥  
সর্ববাস্ত্বেষু যোগীশ্বরায় নমঃ ।

অক্ষয়তৃপ্তি ও বিযোনি নরকোত্তারণ নিমিত্ত অক্ষয়নবমীত্রত  
করিব এই সঙ্কল্প করিবে ॥ ২৫ ॥

প্রথমতঃ স্বর্ণপ্রতিমাকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও অভিষেক  
পূর্বক বস্ত্রযুগ্ম, পাছুকাঁদ্বয়, ছত্র ও মজল কমণ্ডলু অর্পণ  
করিয়া অবয়ব পূজা করিবে ॥

পূজার প্রকার যথা ॥

পদদ্বয়ে “যোগায় নমঃ” কটিতে “যোগগম্যায় নমঃ”  
উদরে “যোগাত্মনে নমঃ” বক্ষঃস্থলে “বিশ্বনাথায় নমঃ” কণ্ঠে  
“বিশ্বসৃজে নমঃ” মস্তকে “যোগমূর্তয়ে নমঃ” বাহুদ্বয়ে  
“জ্ঞানাত্মনে নমঃ” । এইরূপ সর্বত্র স্বীয়নাম দ্বারা অস্ত্র সঙ্ক-  
লের পূজা করিবে । সর্ববাস্ত্বে “যোগীশ্বরায় নমঃ” এই বলিয়া

ইতি পুষ্পাদিভিঃ পূজাং কুৰ্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ সফলাক্ষতপুষ্পাং মজলশঙ্খগাদায়াৰ্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥

নমোনমস্তে দেবেশ যোগেশ্বর জগৎপতে ।

এষোহৰ্য্যো হি ময়া দত্তঃ সর্বকামপ্রদো ভব ॥

ইত্যৰ্য্যমন্ত্রঃ ॥ ২৭ ॥

ততো ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-তাম্বুলাদীনি সমর্প্য নমস্কৃত্য  
কলসোদকেনাশ্বখং সিক্কেৎ ॥

যোগেশ্বরায় দেবায় যোগগম্যায় বেধসে ।

পরমাত্মস্বরূপায় ক্ষেত্রজ্ঞায় হরায় চ ।

শিবায় শিবরূপায় ব্রহ্মণে বিশ্বরূপিণে ।

পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর সফল অক্ষত, পুষ্প ও মজলশঙ্খ গ্রহণ করিয়া  
অর্ঘ্য দিবে ॥

অৰ্য্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেবেশ ! হে যোগেশ্বর ! হে জগৎপতে ! আপ-  
নাকে নমস্কার, আমি অর্ঘ্য দান করিলাম আপনি সর্বভি-  
লাষ প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুলাদি সমর্পণ পূর্বক  
নমস্কার করিয়া কলসের জল দ্বারা অশ্বখ সেচন করিবে ॥

সেচনমন্ত্র যথা ॥

যোগেশ্বর, দেব, যোগগম্য, বিধাতা, পরমাত্মস্বরূপ,  
ক্ষেত্রজ্ঞ, হর, শিব, শিবরূপ, ব্রহ্মা, বিশ্বরূপী, নমস্কার জন-



জলশায়ী জগদ্যোনিঃ কেশবঃ প্রীয়তাং ॥ ২৮ ॥

ইতি সেচনমন্ত্রঃ ॥

অথ তং কলসং জলেনাপূর্য তিলপাত্রপ্রতিমা স্বর্ণাশ্বখ-  
সহিতং সঙ্কলিতফলদাতা ভগবান্ যোগীশ্বরঃ প্রীয়তা-  
মিত্যাচার্য্যায় দত্ত্বা বস্ত্রং গুড়ং দক্ষিণাঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৯ ॥

অথোত্তরকলসে পিতৃণামক্ষয়তৃপ্ত্যর্থং যোগীশ্বরপূজন-  
মশ্বখসেচনং চ করিষ্যে ।

ইতি সঙ্কল্য পূর্ববদেবং সম্পূজ্য প্রাচীনাবীতী গরাসংস্থঃ  
গদাধরং সঙ্কল্য তেন কলসেনাশ্বখং সিক্কেৎ ॥ ৩০ ॥

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

শায়ী, জগদ্যোনি, কেশব আপনি প্রীত হউন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর সেই কলসকে জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তিলপাত্র,  
প্রতিমা ও স্বর্ণাশ্বখ সহিত সেই কলসকে সঙ্কলিত ফলদাতা  
ভগবান্ যোগীশ্বর, প্রীতিযুক্ত হউন এই বলিয়া আচার্য্যকে  
সমর্পণ করত বস্ত্র, গুড় ও দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর উত্তর কলসে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি নিমিত্ত  
যোগীশ্বর-পূজনরূপ অশ্বখসেচন করিব এই সঙ্কল্য পূর্বক  
পূর্বের ন্যায় দেবকে পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ বাম-  
দিকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করত গয়াস্থিত গদাধরকে চিন্তা  
করত সেই কলস দ্বারা অশ্বখ সেচন করিবে ॥ ৩০ ॥

সেচনমন্ত্র যথা ॥

পিতা, পিতামহ, তদ্রূপ প্রপিতামহ, তথা মাতা, মাতা-

মাতা মাতামহশ্চাপি তস্যাপি জনকস্তথা ॥

বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্চৈব তৃপ্তিমায়াস্ত শাস্বতীং ।

ময়া দত্তেন নীরেণ বোধিমূলেণ সিক্তা ॥

ইতি সেকমন্ত্রঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ সজলং কলসং পিতৃপিতামহাদীনামক্ষয়তৃপ্ত্যর্থ-  
মেতৎ সর্বং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইত্যাচার্য্যায় দত্ত্বা শক্ত্যা  
দক্ষিণা নিবাপং চ দদ্যাৎ ॥

ততস্তানেব পিতৃনুদ্दिश্য হিরণ্যশ্রাদ্ধং কুর্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অথ দক্ষিণকলসে বিযোনিগতানাং নরকোত্তরার্থং  
যোগেশ্বরপূজনমশ্বখসেকং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্য পূর্ব-  
বদেবং সম্পূজ্যাস্বখং সিক্কেৎ ॥

মহ ও তাঁহার জনক এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ, আমি বোধি-  
মূলে অর্থাৎ অশ্বখমূলে জলদ্বারা সেচন করিতেছি, আপনা-  
দের নিত্য তৃপ্তি হউক ॥ ৩১ ॥

তদনন্তর পিতৃ পিতামহাদির অক্ষয় তৃপ্তি নিমিত্ত সজল-  
কলস এবং এই সমুদায় আপনাকে অর্পণ করিতেছি, এই  
বলিয়া আচার্য্যকে দিয়া তাঁহাকে যথাশক্তি এবং নিবাপ  
অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও  
অর্পণ করিবে ও দক্ষিণা দিবে । তৎপরে সেই সমুদায় পিতৃ-  
লোককে উদ্দেশ্য করিয়া হিরণ্যশ্রাদ্ধ করিবে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর দক্ষিণ কলসে বিযোনিগত সকলের নরকোত্তর  
নিমিত্ত যোগেশ্বর পূজন ও অশ্বখসেচন করিব এই সঙ্কল্য  
পূর্বক পূর্বের ন্যায় দেবকে পূজা করিয়া অশ্বখসেচন করিবে ॥



বৃক্ষযোনিং গতা যেচ বিযোনিঞ্চাপি যে গতাঃ ।

মুকুলত্বং গতা যেচ যেচ প্রেতত্বমাগতাঃ ।

ভূতযোনিং গতা যেচ কুমিযোনিগতাস্থথা ।

নরকে যে গতা যেচ তিৰ্য্যগ্ যোনি গতাস্থথা ।

তে সৰ্ব্বৈ তৃপ্তিমায়াস্ত গচ্ছন্ত গতিমুত্তমাং ।

প্রসাদাদ্বেদেবদেবস্য বাসুদেবস্য চক্রিণঃ ।

ইতি সেকমন্ত্রঃ ॥ ৩৩ ॥

ততস্তং কলসং বিযোনিগতানাং নরকোত্তারণার্থং যোগেশ্ব-  
রপূজনমেতৎসৰ্ব্বং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইত্যাচার্য্যায়  
দত্ত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ সঙ্কলিতাশেষফলসংপ্রাপ্ত্যর্থং বদরাস্থিপ্রমাণাভি

সেচনমন্ত্র যথা ॥

যাঁহারা বৃক্ষযোনি গত, যাঁহারা পক্ষিযোনি গত, যাঁহারা  
গন্ধর্শয্যাগত, যাঁহারা প্রেতত্ব গত, যাঁহারা ভূতযোনি গত,  
যাঁহারা কুমিযোনি গত, যাঁহারা নরক গত এবং যাঁহারা  
তিৰ্য্যক্ যোনি গত, তাঁহারা সকলে দেবদেব চক্রপাণির  
প্রসাদে অক্ষয় তৃপ্তি এবং উত্তম গতি প্রাপ্ত হউন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর বিযোনি গত সকলের নরকোত্তারণ নিমিত্ত  
সেই কলস এবং যোগেশ্বর পূজন এই সমুদায় আপনাকে  
অর্পণ করিলাম এই বলিয়া আচার্য্যকে প্রদান পূর্বক দক্ষিণা  
দান করিবে ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর সঙ্কলিত অশেষ ফল সম্প্রাপ্তির নিমিত্ত বদ-

স্বতাত্তাভিগুগ্গুণ্ডটিকাভিরকৌত্তরশতমক্টাবিংশতি-  
সংখ্যং বা তদ্বিষ্ণোরিতিমন্ত্রেণ হোমং কুর্যাৎ ॥

অনেন তু বিধানেন যঃ কুর্য্যান্নবমীং শুভাং ।

সৰ্ব্বপাপবিনিমুক্তঃ পিতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥

ত্রিসপ্ততিযুগানাঞ্চ ভুক্ত্বা ভোগান্মনোরমান্ ।

প্রযাতি বৈষ্ণবং লোকং দাহপ্রলয়বর্জিতং ॥ ৩৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তমক্ষয়নবমীব্রতং ॥ \* ॥

অথ কার্ত্তিকশুক্রৈকাদশীমারভ্য পঞ্চদিনাত্মকং ভীষ্ম-  
পঞ্চকব্রতং কুর্যাৎ ॥

তত্রায়ং সঙ্কল্পঃ ॥

রাস্থি ( বদরিকাবীজ ) প্রমাণ স্বতাত্ত গুগ্গুণ্ডটিকা দ্বারা  
একশত অষ্ট অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক “তদ্বিষ্ণোঃ” এই  
মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে ॥

যে ব্যক্তি এই বিধান দ্বারা পবিত্র নবমীব্রত করেন,  
তিনি সৰ্ব্বপাপ বিমুক্ত ও পিতৃগণের সহিত পরিবেষ্টিত  
হইয়া ত্রিসপ্ততিযুগ মনোরম ভোগ উপভোগ করিয়া দাহ  
প্রলয় বর্জিত বৈষ্ণবলোকে গমন করেন ॥ ৩৫ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত অক্ষয়নবমীব্রত সমাপ্ত ॥ \* ॥

অনন্তর কার্ত্তিকমাসের শুক্র একাদশীতে আরম্ভ করিয়া  
পঞ্চদিনাত্মক ভীষ্মপঞ্চকব্রত করিবে ॥

তাহাতে সঙ্কল্প এই ॥



একাদশ্যাং প্রাতঃস্নানাদি নির্বৃত্ত্য কালং স্মৃত্বা এবং গুণ-  
বিশিষ্টায়াং তিথৌ সমস্তপাপক্ষয়ার্থং শ্রীমহাবিষ্ণু-  
প্রীত্যর্থং ভীষ্মপঞ্চকত্রতমহং করিষ্যে ইতি ॥ ৩৬ ॥

ততঃ সৌবর্ণদামোদরং কৃত্বা মধ্যাহ্নে স্নাত্বা দেবং পঞ্চা-  
মৃতৈঃ সংস্রাপ্য গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-তাম্বুলাদীনি  
দ্বাদশাক্ষরেণ সমর্পয়েৎ ॥

ধূপোগুগ্গুলুঃ । নৈবেদ্যং শালিপায়সং । অহোরাত্রং  
যুতদীপদানং ॥ ৩৭ ॥

ততো দেবং স্তব্ধা নত্বা অষ্টোত্তরশতং দ্বাদশাক্ষরং জপেৎ ॥  
অথ যুতাত্তৈ ত্রীহি তিলৈ বৈষ্ণবষড়ক্ষরেণ তাবদেব  
জুহুয়াৎ ॥

একাদশীতে প্রাতঃস্নানাদি সমাধা পূর্বক কালকে অর্থাৎ  
মামপঞ্চকে স্মরণ করিয়া এই গুণবিশিষ্ট তিথিতে সমস্ত  
পাপক্ষয় ও মহাবিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্ত ভীষ্মপঞ্চকত্রত করিব  
এই সঙ্কল্প করিবে ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সৌবর্ণের দামোদর করিয়া মধ্যাহ্নে স্নান পূর্বক  
দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,  
নৈবেদ্য ও তাম্বুলাদি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা সমর্পণ করিবে ।  
ধূপ অর্থাৎ গুগ্গুলু, নৈবেদ্যাক্ষরে শালিপায়স ও অহোরাত্র  
যুত দীপদান ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর দেবকে স্তব ও নমস্কার করিয়া অষ্টোত্তর শত  
দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ॥

অনন্তর যুতাত্ত ত্রীহি, তিল ষড়ক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র ( ওঁ নমো

ততঃ স্যিং সন্ধ্যাং উপাস্য পূর্ববদেবং সম্পূজ্য কমলৈঃ  
পাদৌ সমর্চ্য স্তব্ধা নত্বা কিয়দেগোময়ং প্রাশ্য জাগরণং  
কুর্ষ্যাৎ । দ্বাদশ্যামেবমুপোষ্য পূজাদিকুর্ষ্যাৎ ॥

বিল্বপত্রৈর্জানুপূজাগোমূত্রপ্রাশনঞ্চ বিশেষঃ ।

ত্রয়োদশ্যাং ভৃঙ্গারিকেণ নাভিপূজা ক্ষীরপ্রাশনঞ্চ ।

চতুর্দশ্যাং হৃদয়ে বাণপুষ্পপূজা দধিপ্রাশনঞ্চ ।

পূর্ণিমায়াং মালত্যা শীর্ষপূজা যুতপ্রাশনঞ্চ বিশেষঃ ॥

একাদশ্যাদিচতুর্দ্দিনমুপবাসঃ পূর্ণিমায়াং শত্ৰুয়া ব্রাহ্মণান্  
সন্তোজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা নত্বং বন্ধুভিঃ সহ ভুঞ্জীত ॥ ৩৮ ॥

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং বিষ্ণুরহস্যে ভীষ্মঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণেন  
বিষ্ণবে ) এই মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে । তদ-  
নন্তর স্যিংসন্ধ্যা উপাসনা করত পূর্বের ন্যায় দেবকে পূজা  
করিয়া পদ্মদ্বারা চরণদ্বয় অর্চনা পুরঃসর স্তব ও নমস্কার  
করিয়া কিঞ্চিৎ গোময়ভোজন করত জাগরণ করিবে ।

দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া পূজাদি করিবে । বিল্বপত্র দ্বারা  
জানুপূজা ও গোমূত্র ভক্ষণ ইহাই বিশেষ । ত্রয়োদশীতে  
ভৃঙ্গারিকপুষ্প (কেরিকাপুষ্প) দ্বারা নাভিপূজা, ক্ষীরভোজন,  
চতুর্দশীতে হৃদয়ে বাণপুষ্প “নীলঝিণ্টীপুষ্প” দ্বারা পূজা ও  
দধিভক্ষণ, পূর্ণিমায়া মালতীপুষ্প দ্বারা মস্তক পূজা যুত-  
ভোজন, এই বিশেষ । একাদশ্যাদি চারি দিন উপবাস ও  
পূর্ণিমায়া শত্ৰুযুগ্মারে ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা দান করিয়া  
রাত্রিতে বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে ॥ ৩৮ ॥

॥ \* ॥ ইতি ব্রহ্মসংহিতায় বিষ্ণুরহস্যে ভীষ্মের প্রতি





উক্তং ভীষ্মপঞ্চকব্রতং ॥

অথ কার্তিকপূর্ণিমায়াং ধাত্রীমূলে দামোদরপূজনং কুর্যাৎ  
প্রাতস্তীর্থে স্নান্না নিত্যকর্ম-নির্বর্ত্য স্বগৃহাদৈষ্যবৈঃ সহ-  
গীত-নৃত্য-বাদিত্রাদি-মহোৎসবেন বাসুদেবাদি-নামানি  
গায়ন্ ধাত্রীস্থানং গচ্ছেৎ ॥

তথাচ অত্রি শুক্রাবাহতুঃ ॥

ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্তয়েৎ ॥

শৃণুতঃ সর্বলোকস্য সর্বোপদ্রবশান্তয়ে ।

শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রহু্যন্নাধোক্জাচ্যুত ।

শ্রীকৃষ্ণানন্তগোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোহস্ত তে ॥ ইতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভীষ্মপঞ্চকব্রত ॥ \* ॥

অথ কার্তিকপূর্ণিমায়াং ধাত্রীমূলে দামোদর পূজা করিবে ॥

প্রাতঃকালে তীর্থে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম সমাধা পূর্বক  
নিজ গৃহহইতে বৈষ্ণবগণের সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি  
মহোৎসবে বাসুদেবাদি নাম গান করত ধাত্রীস্থানে গমন  
করিবে ॥

অত্রি ও শুক্র কহিতেছেন যথা ॥

অনন্তর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রবণকারি লোক  
সকলকে সর্বপ্রকার উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ নাম  
সকল কীর্তন করিবে ॥

নাম যথা—হে বাসুদেব ! হে অনিরুদ্ধ ! হে প্রহু্যন্না !  
হে অধোক্জ ! হে অচ্যুত ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে অনন্ত ! হে  
গোবিন্দ ! হে সঙ্কর্ষণ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

অথ শুচিরাচান্তো ধাত্রীমূলে উপবিশ্য ধাত্রীচ্ছায়ামাশ্রিতঃ  
শক্ত্যা নির্মিতং স্বর্ণময়ং দামোদরং বরাসনে উপবেশ্য  
সঙ্কল্পং কুর্যাৎ ॥

মানস-বাচিক-কায়িক-জ্ঞাতাজ্ঞাত-সমস্তপাতকক্ষয়ার্থমায়ু-  
রারোগ্য-মুখ্য--সকলমনোহভিলষিত-ফলসিদ্ধার্থং শ্রীদা-  
মোদর-প্রীত্যর্থং ধাত্রীমূলে দামোদরপূজনং করিষ্যে ॥ ৪০ ॥  
অথ ঘৃতপ্রস্থেন পুরুষসূক্তেন স্নাপয়িত্বা শুদ্ধোদকেন  
স্নাপিতং দেবং আসনে উপবেশ্য ॥

অষ্টাক্ষরেণ নমোহস্তনস্তায়েত্যনেন বা মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্ম-

অনন্তর শুচি ও আচান্ত হইয়া ধাত্রীমূলে উপবেশন  
পূর্বক ধাত্রী ছায়াকে আশ্রয় করিয়া শক্ত্যানুসারে নির্মিত  
স্বর্ণময় দামোদরকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া সঙ্কল্প  
করিবে ॥

সঙ্কল্পমন্ত্র ॥

মানস, বাচিক, কায়িক ও জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত পাপ ক্ষয়  
নিমিত্ত আয়ু, আরোগ্য ও মুখ্য সকল মনোহভিলষিত ফল-  
সিদ্ধি ও দামোদর প্রীতির নিমিত্ত ধাত্রীমূলে দামোদরের  
পূজা করিব ॥ ৪০ ॥

অনন্তর প্রস্থপরিমিত ঘৃতদ্বারা পুরুষসূক্তমন্ত্রে স্নান করা-  
ইয়া শুদ্ধোদক দ্বারা স্নাতদেবকে আসনে উপবেশন করা-  
ইয়া অষ্টাক্ষর অথবা “নমোহস্তনস্তায়” এই মন্ত্র দ্বারা



গন্ধমালতীপুষ্পানি ধূপং দীপং শালিপায়স--নৈবেদ্যং  
 তাম্বুলঞ্চ দেবায় নিবেদ্যাবয়বপূজাং কুর্যাৎ ॥ ৪১ ॥  
 দামোদরায় পদ্ম্যাং নমঃ । কট্যাং কেশবায় নমঃ ।  
 উদরে নারায়ণায় নমঃ । ক্রবোর্মধ্যে বামনায় নমঃ ।  
 কণ্ঠে গোবিন্দায় নমঃ । শিরসি বিষ্ণবে নমঃ ।  
 পদ্ম্যাং মধুসূদনায় নমঃ । স্নানান্নায়ুধানি সম্পূজ্য জল-  
 পূর্ণেন শাশ্বেন নবদশাক্ষতগন্ধপুষ্পযুক্তেন বংশময়ে পাত্রে  
 অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ৪২ ॥  
 নমঃ সহস্রশীর্ষায় সহস্রাক্ষ নমোহিস্ত তে ।

দেবকে বস্ত্রযুগ্ম, গন্ধমালতীপুষ্প, ধূপ, দীপ, শালিপায়স  
 নৈবেদ্য ও তাম্বুল নিবেদন করিয়া দেবের অবয়ব অর্থাৎ  
 শরীর সকলের পূজা করিবে ॥ ৪১ ॥

অবয়ব পূজা যথা ॥

পদদ্বয়ে “দামোদরায় নমঃ” কটিতে “কেশবায় নমঃ”  
 উদরে “নারায়ণায় নমঃ” ক্রবয়ের মধ্যে “বামনায় নমঃ” কণ্ঠে  
 “গোবিন্দায় নমঃ” মস্তকে “বিষ্ণবে নমঃ” পদদ্বয়ে “মধুসূদ-  
 নায় নমঃ” নিজ নিজ নামে অস্ত্র সকলকে পূজা করিয়া ও নব  
 দশাক্ষত গন্ধ ও পুষ্পযুক্ত জলপূর্ণ শাশ্ব দ্বারা বংশময় পাত্রে  
 অর্ঘ্য দান করিবে ॥ ৪২ ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

সহস্রশীর্ষকে নমস্কার, সহস্রাক্ষকে নমস্কার, সহস্রায়

সহস্রায় নমস্তভ্যং সহস্রার নমোহিস্ত তে ।  
 সহস্রান্নে দেবায় প্রসীদ ত্বং মমাচ্যুত ।  
 অয়মর্ঘ্যো যয়া দত্তঃ সর্বকামপ্রদো ভব ।  
 অক্ষয়াঃ সর্বলোকাস্ত দামোদর ভবন্ত মে ॥ ৪৩ ॥  
 ইত্যর্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥  
 অথার্ঘ্যশতসহস্রায়ুতলক্ষকোটিসংখ্যকৈর্বদরৈ দেবস্ব  
 মহতীং পূজাং কুর্যাৎ ।  
 ততোহর্ঘ্যদিক্ষু দীপান্ দত্ত্বা আচার্য্যায় স্নতপূর্ণপাত্রং  
 শক্ত্যা কাঞ্চনং দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ভোজয়েচ্চ তং ॥ ৪৪ ॥  
 অথ দামোদরনিবাসভূতায়ৈ ধাত্র্যে নমঃ ।

তোমাকে নমস্কার, সহস্রার তোমাকে নমস্কার, সহস্র নাম  
 বিশিষ্ট দেব তোমাকে নমস্কার । হে অচ্যুত ! তুমি আমার  
 প্রতি প্রসন্ন হও, এই অর্ঘ্য আমি দান করিলাম, আপনি  
 সর্বকামপ্রদ হউন, হে দামোদর ! আমার সমস্তলোক  
 অক্ষয় হউক, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর অষ্টোত্তর সহস্র অযুত ও লক্ষকোটী সংখ্যক  
 বদর-ফল দ্বারা দেবের মহতী পূজা করিবে । তৎপরে অর্ঘ্য-  
 দিকে দীপ সকল দিয়া আচার্য্যকে স্নতপূর্ণ পাত্র এবং শক্ত্য-  
 নুসারে কাঞ্চন দক্ষিণা দান দিবে । এবং তাঁহাকে ভোজন  
 করাইবে ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর “দামোদরনিবাসভূতায়ৈ ধাত্র্যে নমঃ” এই বলিয়া



ইতি সূত্রসংবেষ্টিতাং ধাত্রীং গন্ধপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্য  
শঙ্খোদকধারয়া সন্ততয়া ধাত্রীমভিষিক্তে ॥ ৪৫ ॥

তত্র মন্ত্রঃ ।

মাতাপিতামহাশ্চান্যে অপুত্রা যে চ গোত্রিণঃ ।

বৃক্ষযোনিং গতা যে চ যে চ কীটত্বমাগতাঃ ।

রোরবে নরকে যে চ ময়া রোরবসংজ্ঞকে ।

বিযোনিং চ গতা যে চ যে চ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যগাঃ ।

পিশাচত্বং গতা যে চ যে চ প্রেতত্বমাগতাঃ ।

তে পিবন্তু ময়া দত্তং ধাত্রীমূলে সদা পয়ঃ ।

তে সর্বৈ তৃপ্তিমায়ান্তু ধাত্রীমূলনিষেচনাং ॥ ইত্যৃক্‌বারং

সূত্রবেষ্টিত ধাত্রীকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা পূর্বক নিরন্তর  
শঙ্খোদক ধারা দ্বারা ধাত্রীকে অভিষেক করিবে ॥ ৪৫ ॥

ধাত্রীসেচনের মন্ত্র যথা ॥

মাতা ও পিতামহ প্রভৃতি তথা অন্য যে সকল অপুত্রক  
গোত্রোৎপন্ন, যাহারা বৃক্ষযোনি গত, যাহারা কীটত্ব প্রাপ্ত,  
যাহারা রোরব ও মহারোরব নরকে আছে, যাহারা  
পক্ষিযোনিগত, যাহারা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্তী, যাহারা পিশাচত্ব  
গত এবং যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত, আগি ধাত্রীমূলে জল  
দিতেছি তাহারা সর্বদা পান করুক, এই ধাত্রীমূল সেচন-  
হেতু তাহারা সকলে তৃপ্তিকে লাভ করুক ॥

এই বলিয়া আটবার প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া

প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ অর্কো দীপান্ দদ্যাৎ ॥

গীতনৃত্যাदिना वैष्णवैः सह स्वगृहमागत्य वैष्णवान्  
विमर्ज्य रात्रौ श्रीविष्णुप्रसादं वक्षुभिः सह ভুঞ্জীত ॥ ৪৬ ॥

অন্য ব্রতস্য ফলমাহ মার্কণ্ডেয়ঃ ।

অনেন বিধিনা যন্তু কার্ত্তিক্যাং পূজয়েদ্ধরিং ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বৈষ্ণবং প্রাপ্নুয়াৎ পদং ।

যং যং কামমভিধায়ন্ কুৰ্য্যাদ্ভৈতন্যহাব্রতং ।

তং প্রাপ্নোতি ন সন্দেহো দেবদেবপ্রসাদতঃ ।

সর্বতীর্থেষু স্নাতস্য যং ফলং পরিকীৰ্ত্তিতং ।

তং ফলং প্রাপ্নুয়াদ্ভাজন্ ধাত্র্যাশ্ছায়াং সমাপ্তিতঃ ।

আট্টী দীপ দিবে । তৎপরে গীত নৃত্যাদি দ্বারা বৈষ্ণব-  
গণের সহিত নিজ গৃহে আগমন করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বিদায়  
দিয়া রাত্রিতে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ বক্ষুবর্গের সহিত ভোজন  
করিবে ॥ ৪৬ ॥

মার্কণ্ডেয় এই ব্রতের ফল বলিতেছেন যথা ॥

যে ব্যক্তি এই বিধিদ্বারা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হরিকে পূজা  
করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবপদ  
প্রাপ্ত হইবেন । যে যে কামনা করিয়া এই মহাব্রত  
করিবে, দেবদেবের প্রসন্নতায় তাহাই প্রাপ্তি হইবে, ইহাতে  
সন্দেহ নাই । হে রাজন্ ! সর্বতীর্থে স্নাত ব্যক্তির যে ফল  
কীর্ত্তিত হইয়াছে, ধাত্রীমূলাশ্রিত ব্যক্তির সেই ফল প্রাপ্তি  
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি এই ধাত্রীব্রত করেন, এই ব্রত



নন্দন্তি পিতরস্তস্য প্রবলন্তি পিতামহাঃ ।  
 অক্ষয়াং তৃপ্তিমাশ্রিত্য ত্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ ।  
 যাবন্তে। বিন্দবো রাজন্ সংখ্যাতাঃ পরমর্ষিভিঃ ।  
 তাবলক্ষ্যংশ্চ বর্ষাণাং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ।  
 বিষ্ণুলোকান্মহীপৃষ্ঠে সপ্তদ্বীপাধিপোভবেৎ ।  
 বহুপুত্রো বহুধনো বহুভার্য্যাসমম্বিতঃ ।  
 ন্যায়েন পালয়িত্বাতু ধরাং সাগরমেখলাং ।  
 ক্রীড়িত্বা সূচিরং কালং ততো বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥  
 ॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তং ধাত্রীব্রতং ॥ \* ॥

এবং শ্রবণ-কীর্তন স্মরণ চরণসেবন সমর্চন-বন্দন-দাস্যানি

প্রভাবে তাঁহার পিতৃগণ আনন্দিত, পিতামহগণ পরিতুষ্ট এবং  
 তাঁহারা অক্ষয় তৃপ্তিকে প্রাপ্ত হয়েন ॥

হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি ধাত্রীমূল সেচন করেন শ্রেষ্ঠ  
 ঋষিগণ তাঁহার সেই জলের যত বিন্দু সংখ্যা করিয়াছেন, তত  
 লক্ষ বৎসর তিনি বিষ্ণুলোকে বাস করেন । পরে বিষ্ণু-  
 লোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়া বহুপুত্র, বহু-  
 ধন ও বহুভার্য্যাসমম্বিত হইয়া সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হয়েন  
 এবং তিনি ন্যায়প্রযুক্ত আসমুদ্রা পৃথিবী পালন এবং  
 তাহাতে সূচিরকাল ক্রীড়া করিয়া তৎপরে বিষ্ণুলোকে  
 গমন করেন ॥ ৪৭ ॥

॥ \* ॥ ইতি পদ্মপুরাণোক্তধাত্রীব্রত ॥ \* ॥

এই প্রকার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, চরণসেবন, অর্চন,

ভগবতি সম্পাদয়ন্নান্নিবেদনং কৰ্ত্তুং শিবলিঙ্গাঙ্কিত-  
 বৃষভবৎ অনন্যাধীনতায়ৈ তপ্তচক্রাদীনি বোধনীদ্বাদশ্যাং  
 ধারয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

তত্র শ্রুতয়ঃ ॥

যো হ বৈ স্ত্রলোকমৌলে ধৰ্ম্মাননুতিষ্ঠমানোহগ্নিনা তপ্তং  
 চক্রং ধতে । অগ্নিবৈ সহস্রারঃ সহস্রারো নিমিনে মিনা-  
 তপ্ততনুঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি ইতি ॥ ৪৯ ॥

চক্রং বিভর্তি বপুষাভিতপ্তং বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ ।  
 স এতি নাকং ছুরিতং বিধুয় বিশন্তি যদ্যত যৌবীতরাগা  
 ইতি ॥ ৫০ ॥

বন্দন, দাস্য প্রভৃতি ভগবানে সম্পাদন করিয়া আত্মনিবেদন  
 করিবার নিমিত্ত শিবলিঙ্গাঙ্কিত বৃষভের ন্যায় অনন্যাধীনতার  
 নিমিত্ত বোধনী দ্বাদশীতে তপ্তচক্রাদি ধারণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

তদ্বিষয়ে শ্রুতি সকল যথা ॥

যে ব্যক্তি স্ত্রলোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম সকল যাজন  
 করিতে উদ্যত হইয়াছেন তিনি অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত চক্র ধারণ  
 করিবেন । অগ্নিই চক্র, চক্রের প্রান্তভাগের নাম নেমি,  
 যিনি ঐ নেমি দ্বারা দেহ উত্তপ্ত করিবেন, তিনি বিষ্ণুর  
 সাযুজ্য ও সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৯ ॥

যিনি অমৃত বিষ্ণুর দেবগণের রক্ষক স্বরূপ চক্র, অগ্নি  
 সন্তপ্ত করিয়া দেহে ধারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ  
 পরিহার পূর্বক ছুঃখবর্জিত সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন, যে  
 স্থানে বাসনাশূন্য যতি সকল প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥



ঋক্‌পরিশিষ্টে ।

অতপ্ততনুর্নতদামো অশ্রুতে শ্রুতাসহস্রহস্তস্তৎ সমাস-  
তেতি যজুঃষু ॥

ঋগ্বেদীয়শাখলায়নশাখায়াঞ্চ ॥

প্রতদ্বিষো অজচক্রে স্ততপ্তে

জন্মান্তোদিং বর্ততে চর্যনীন্দ্রাঃ ।

মূলে বাহ্নোর্দধতে হন্যে পুরাণা-

লিঙ্গান্যান্যে তপ্তায়ুধান্যপ্যন্তে ॥ ইতি ॥

স্মৃতয়শ্চ বায়ুপুরাণে ।

অগ্নিনৈবতু সন্তপ্তচক্রমাদায় বৈষ্ণবঃ ।

ঋক্‌পরিশিষ্টে ॥

যে ব্যক্তি শরীরে তপ্তমুদ্রা ধারণ করে নাই, সে আম  
( অপক ) অর্থাৎ বালবুদ্ধি । যিনি তপ্ত মুদ্রা শরীরে ধারণ  
করেন তিনি বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥

ঋগ্বেদীয় শাখলায়নশাখাতেও ॥

যিনি জন্মরূপ সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বর্তমান আছেন  
অর্থাৎ যিনি সংসারী, আর যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা পুরা-  
তন, ইহঁারা সকলে বাহ্মমূলে বিষ্ণুর প্রতপ্ত পদ ও চক্র ধারণ  
করেন, আর কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুর চিহ্ন স্বরূপ আয়ুধ এবং  
গদা প্রভৃতি সাতটি শরীরে ধারণ করেন ॥

স্মৃতি ও বায়ুপুরাণে ॥

সকলবর্ণের মধ্যে যিনি বৈষ্ণব, তিনি হরির সালোক্য-

ধারণে সর্ববর্ণানাং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥ ইতি ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে ॥

কৃত্বা ধাতুময়ীং মুদ্রাং তাপয়িত্বা স্বকাং তনুং ।

চক্রাদিচিহ্নিতান্তুয় ধারণে বৈষ্ণবো নরঃ ॥ ইতি ।

নারদীয়ে পাঞ্চরাত্রে ॥

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং ।

হরেঃ স্তদর্শনং তপ্তং ধারণে তদ্বিচক্ষণঃ ॥ ইতি ॥ ৫২ ॥

নচৈতৎ সর্ববর্ণবিষয়মিতি শঙ্কনীয়ং ॥

সৌপর্নে তপ্তচক্রাদিধারণং প্রকৃত্য তত্রাধিকারিণং  
ক্রহীতি গরুড়েন পৃষ্ঠো ভগবানাহ ।

সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি দ্বারা সন্তপ্তচক্র ধারণ করিবেন ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

হে রাজন্ ! বৈষ্ণব মনুষ্য ধাতুময়ী মুদ্রা নির্মাণ করিয়া  
অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করত তদ্বারা স্বীয় শরীর চক্রাদি চিহ্নিত  
করিয়া ধারণ করিবেন ॥

চক্রনির্মাণ নারদীয় পাঞ্চরাত্রে যথা ॥

দ্বাদশ আর ( দ্বাদশ প্রান্তভাগ ) ছয় কোণ এবং তিনটি  
বলয় সংযুক্ত যে চক্র, তাহা হরির স্তদর্শন চক্র, বিচক্ষণ  
ব্যক্তি উহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া শরীরে ধারণ করিবেন ॥ ৫২ ॥

ইহা সর্ববর্ণ বিষয়ক নহে এরূপ শঙ্কা করিও না গরুড়-  
পুরাণে তপ্তচক্রাদি ধারণকে প্রস্তাব করিয়া তদ্বিষয়ে কে  
অধিকারী হইবে বলুন ? গরুড় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে  
ভগবান্‌ কহিলেন ॥



গুরুভ্রমবিশেষেণ সর্ববর্ণেষু বিধিঃ ।  
 বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ ।  
 অন্যে শঙ্করজাতাস্চ চক্রাঙ্ক্য গম বল্লভা ইতি ॥ ৫৩ ॥  
 অথর্বপরিশিষ্টে ।  
 তপ্তচক্রাদীনি প্রকৃত্যদেবাসোবিততেন  
 বাহুনা সূদর্শনেন প্রশাতাঃ স্বর্গমায়ন ।  
 যেনাক্ষিতা মনবো লোকসৃষ্টিং  
 বিতম্বতে ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তীতি ॥ ৫৪ ॥  
 তান্যেব প্রকৃত্য পাদ্মে ॥

হে গুরুভ্রম ! সকল বর্ণের সম্বন্ধে অবিশেষে এই চক্র  
 ধারণ বিধি জানিবে, অর্থাৎ সকলবর্ণেই চক্র ধারণ করিবে ।  
 কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং অন্য  
 শঙ্কর জাতি সকল চক্রাঙ্কিত হইলে তাহারা আমার প্রিয়  
 হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অথর্ব পরিশিষ্টে তপ্তচক্রাদিকে উদাহরণ করিয়া ॥  
 দেবতা সকল যে স্থানে বিস্তৃত বাহু দ্বারা সূদর্শনাঙ্কিত  
 হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, যাহা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া  
 মনু সকল সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, ব্রাহ্মণ সকল সেই  
 সূদর্শন ধারণ করেন ॥ ৫৪ ॥

ঐ উদ্দেশেই পদ্মপুরাণে  
 বলিতেছেন যথা ॥

উপবীতাদিবন্ধার্যা শঙ্খচক্রাদয়স্তথা ॥  
 ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ।  
 ইতি শ্রুতিস্মৃতেয়া ব্রাহ্মণাধিকারিত্বাভিধানাং ॥  
 অধারণে নিষেধশ্চ নিন্দার্থবাদগম্যোহবগম্যতে ॥ ৫৫ ॥  
 নারদীয়ে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণশঙ্খবিহীনগাত্রঃ শ্মশানতুল্যঃ পুরুষোহথ নারী ॥  
 দৃষ্ট্বা নরং তং নৃপতে সবাসাঃ স্নাত্বা সমর্চ্যেৎ হরিমঙ্গ-  
 লশ্চৈব ॥ ইতি ॥  
 পাদ্মে ॥  
 তপ্তচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ ।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যজ্ঞোপবীতের ন্যায় শঙ্খ  
 চক্র প্রভৃতি ধারণ করিবেন । এই শ্রুতি ও স্মৃতিতে চক্রাদি  
 ধারণ বিষয়ে ব্রাহ্মণেরই অধিকার বিধান হেতু অধারণে  
 নিষেধ ও নিন্দার্থবাদ ব্রাহ্মণবিষয়েই জানিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

নারদপুরাণে যথা ॥

পুরুষ হউক বা নারী হউক গাত্রে যদি কৃষ্ণচক্র ধারণ  
 না করে তাহা হইলে তাহার শরীর শ্মশান তুল্য, হে রাজন্ !  
 তাহাকে দেখিয়া বস্ত্রের সহিত জলে স্নান করিয়া অঙ্গশুদ্ধির  
 নিমিত্ত হরিপূজা করিবে ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

যে সকল নরাধম তপ্তচক্রাঙ্কিত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া



অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েদিতি ॥ ৫৬ ॥  
অগ্নিপুরাণে ॥

দশরথেন শূকরাদিবুদ্ধ্যা বিদ্ধে শ্রবণে তদাজ্ঞয়া জল-  
কমণ্ডলুমায়াবদতৈব রাজ্ঞা তৎপিত্রোঃ পানীয়েহপ্য-  
মাণে হা শ্রবণ কিং বিলম্বিতং শ্রবণ কিং ন বদসি রে  
শ্রবণেতি সম্বণমভিভাষণাণে জ্ঞাতাক্ষে জরতি জনকে  
চণ্ডালোহং দশরথো ব্রহ্মহত্যা । শ্রবণস্ত লোকান্তরে  
মিলিষ্যতি ।

নিন্দা করে, তাহাদের মুখ দেখিয়া সূর্য্য দর্শন করিবে ॥ ৫৬ ॥  
অগ্নিপুরাণে যথা ॥

দশরথ রাজা শূকরাদি বুদ্ধিতে মুনিতনয় শ্রবণকে বাণ-  
দ্বারা বিদ্ধ করিলে ঐ শ্রবণ কহিয়াছিলেন, আমার পিতা  
মাতার নিমিত্ত জল আনয়ন করিতে আসিয়াছি, তুমি গিয়া  
এই জল দাও গা, ঋষিতনয় শ্রবণের এই আজ্ঞায় দশরথ  
জল কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া শ্রবণের পিতামাতার পানীয় জল  
লইয়া গেলে শ্রবণের পিতা কহিলেন, হা শ্রবণ ! কেন  
বিলম্ব করিতেছ, শ্রবণ ! কথা কহিতেছ না, অরে শ্রবণ !  
এই সকল বাক্য বলিতে থাকিলে, দশরথ জানিতে পারি-  
লেন শ্রবণের পিতা অন্ধ ও প্রাচীন, তখন দশরথ মুনির  
নিকটে নিবেদন করিলেন আমি চণ্ডাল দশরথ ব্রহ্মহত্যা  
করিয়াছি । শ্রবণ পরলোকে আপনার সহিত মিলিত হই-

ইতি কৃষ্ণাহিগরলতুল্যং রাজবচনমাকর্ণ্য মোহস্তাড়মুচ্চৈ-  
ক্বিলপ্য মুচ্ছামনুভূয় চিরাৎ প্রবুধ্য দীর্ঘমুচ্ছূন্য শ্রবণ-  
পিত্রা সত্রাসমুক্তং ॥

শিলাবুদ্ধিঃ কৃত্য কিম্বা প্রতিমায়াং হরেময়া ।

কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কহিচিৎ ॥

তন্মুদ্রাক্ষিতদেহস্য চেতসানাদরঃ কৃতঃ ।

যেন কর্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশ ইতি ।

অতো নিঃশঙ্কং তপ্তচক্রাদীনি ধারয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

উক্তঞ্চ মৌপর্ণে ॥

অশুচির্বাধ্যনাচারঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ।

বেন । কৃষ্ণসর্পের গরল তুল্য রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া  
সেই ব্রাহ্মণ বক্ষঃস্থলে আঘাত পূর্বক উচ্চ বিলাপ করত  
মুচ্ছিত হইলেন, অনেক ক্ষণ পরে চেতন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস  
পরিত্যাগ পূর্বক শ্রবণপিতা সতয়ে কহিলেন, হায় ! আমি  
কি হরির প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম অথবা বিষ্ণু-  
চক্রাক্ষিত দেহ কোন বিষ্ণুভক্তকে পথে দর্শন করিয়া মনে  
মনে আদর করি নাই, যে কর্ম বিপাকে আমার এই প্রকার  
পুত্রশোক উৎপন্ন হইল ? ॥

ইত্যাদি প্রমাণানুসারে নিঃশঙ্ক হইয়া তপ্তচক্রাদি ধারণ  
করিবে ॥ ৫৭ ॥

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অশুচি হউক বা অনাচার হউক অথবা সর্বধর্মবহিষ্কৃতই



প্রতপ্তশঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কিতঃ পঙ্তিপাবনঃ ।

ইতি নিষেধবচনানি তু শ্রুতি-স্মৃতি-নিবন্ধ-পুরাণেতি  
হাসার্ধকাব্যাদিষু বিলিখিতানি ন পশ্যামঃ ।

দুর্জ্জনস্মার্ত্ত কলিতানি তু পতিব্রতা যা ন করোতি জারং  
তাং ব্যাধিযোনিং নিয়তং বিজ্ঞহাদিত্যাদিবদুশ্মভাষি-  
তানীতু্যপেক্ষণীয়ানি ॥ ৫৮ ॥

যত্নু ব্রহ্মগীতায়াং বচনং ॥

বজ্রচক্রদরাদীনি নিজাস্বেষু দ্বিজোত্তম ।

নিত্যং সংধারয়িষ্যন্তি পাষণ্ডোহপহতাঃ কলাবিত্তি ॥

তদ্বজ্রগমতিবাহুত চক্রাদিবিষয়মিত্যবগন্তব্যং ।

হউক, প্রতপ্ত শঙ্খ চক্র দ্বারা অঙ্কিত হইলে পঙ্তি পাবন  
হইবে ॥

ইত্যাদি বচনহেতু নিষেধ বচন সকল শ্রুতি স্মৃতি নিবন্ধ  
পুরাণ ইতিহাস ও আর্ষকাব্যাদিতে বিলিখিত দেখিতে  
পাওয়া যায় না । যে পতিব্রতা স্ত্রী জার অর্থাৎ উপপত্তি  
করে না সেই ব্যাধিযোনিকে নিয়ত ত্যাগ করিবে । ইহার  
ন্যায় দুর্জ্জনস্মার্ত্তকলিত উন্মত্ত ভাষিতকে উপেক্ষা করা  
কর্তব্য ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মগীতার বচন যথা ॥

হে দ্বিজোত্তম ! বাহার্য নিজাস্বে সকলে বজ্র, চক্র ও শঙ্খ  
প্রভৃতি নিত্য ধারণ করে তাহার কলিযুগে পাষণ্ড কর্তৃক  
অপহৃত হইয়াছে ॥

এই বচন বজ্রাদি সহিত চক্রাদিবিষয়ক জানিতে হইবে ।

এবমন্যেহপি সমূলেষু বিষয়ব্যবস্থা কল্প্যা ।

যদ্বা অযথাবন্ধারণমেব নিষিদ্ধং ॥

অশক্যায়াস্ত ব্যবস্থায়াম্ সমূলত্বে দৃঢ়ে উদিতানুদিত  
হোমবৎ বৈষ্ণবাবৈষ্ণবভেদেন ব্যবস্থিতো বিকল্প আশ্রয়  
ণীয়ঃ । সর্বথা বৈষ্ণবানামত্যাবশ্যকং তপ্তচক্রাদি ধারণ-  
মিতি সিদ্ধং ॥ ৫৯ ॥

তচ্চ ভার্যাপুত্রাদিহপি কুর্য্যাৎ ।

অঙ্কয়েৎ তপ্তচক্রাদৈরান্ননো বাহুমূলয়োঃ ।

কলত্রাপত্যভূতোষু পশ্বাদিষু চ সম্পদে ।

এইরূপ অন্য কোন সমূলক বচন থাকিলেও তাহাতে এইরূপ  
বিষয়ভেদে ব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে । অথবা অযথা  
ধারণ অর্থাৎ রীতিবহির্ভূত ধারণাই নিষিদ্ধ । অসমর্থ ব্যবস্থায়  
বচনসকলের সমূলত্ব দৃঢ় প্রতিপন্ন হইলে উদিত ও অনুদিত  
হোমের ন্যায় অর্থাৎ “উদিতে জুহোতি ও অনুদিতে  
জুহোতি” ইত্যাদি বিধিতে যে রূপ সমর্থাসমর্থভেদে ব্যবস্থা  
কল্পিত আছে সেইরূপ এস্থলেও বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ভেদে  
ব্যবস্থার বিকল্প আশ্রয় করিতে হইবে ॥

সর্বতোভাবে বৈষ্ণবদিগের তপ্তচক্রাদি ধারণ করা  
অত্যাবশ্যক, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৫৯ ॥

ভার্য্যা পুত্রাদিতেও চক্রাদি চিহ্ন করিবে যথা—

সম্পদ্ নিমিত্ত আপনার বাহুবয়ের মূলে ভার্য্যা পুত্র  
ভূত্য ও পশু প্রভৃতিতে চক্রাদিধারা চিহ্ন করিবে ।



ইতি বারাহেহভিধানাৎ ।

চক্রাদেশচ প্রতিকৃতিদ্রব্যং নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রেহভিহিতং ॥

মৌবর্ণং রাজতং তাত্রং কাংস্যমায়সমেব বা ।

চক্রং কৃত্বাতু মেধাবী ধারয়েত বিচক্ষণ ইতি ।

যেতু অঙ্গদাহস্য নিষিদ্ধত্বেন তৎকরণে প্রায়শ্চিত্তং  
কর্তব্যমিতি ভাষন্তে । তৈরনাপ্তমীমাংসাক্ষরমঙ্গীকৈ-  
গৃহিণো মণ্ডনস্য নিষিদ্ধত্বেন দীক্ষাক্ষকেশশাস্ত্রবগন  
করণে পরিষদমভ্যর্থ্য রাজদণ্ড ব্রহ্মদণ্ড পুরঃসরগোময়ো-  
পলিপ্ত শরীরে গলচ্চীরচিকুরৈশ্চতুষ্পথে দণ্ডবৎ পতিত্বা  
প্রায়শ্চিত্তং প্রকৃত্যং । অতঃ কস্যাশ্চিত্তং নিজপতিসেবা-

বরাহপুরাণে এই বিধান আছে ।

চক্রাদির প্রতিকৃতিদ্রব্য নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রে কথিত হই-  
য়াছে যথা—

বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মনুষ্য স্বর্ণ, রজত, তাত্র, কাংস্য অথবা  
লৌহময় চক্র নির্মাণ করিয়া ধারণ করিবেন ॥

অঙ্গদাহনিষিদ্ধহেতু তৎকরণে প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য যাহারা  
এই কথা বলে, তাহারা অনাপ্তমীমাংসাক্ষর মঙ্গীকৈ অর্থাৎ  
মীমাংসা বিষয়ক অক্ষর জ্ঞানশূন্য, গৃহস্থ ব্যক্তির ভূষণ নিষি-  
দ্ধত্ব হেতু দীক্ষাক্ষ কেশ শাস্ত্র বগন করণ বিষয়ে পরিষদকে  
(সভাকে) অভ্যর্থনা করিয়া রাজদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ড পুরঃসর গোম-  
য়োপলিপ্ত শরীর ও গলচ্চিকুরে অর্থাৎ কেশমুক্ত করিয়া চতু-  
ষ্পথে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিবে । অত  
এব নিজপতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিপণিপথে দর্পণহস্ত

মুজ্জ্বিত্বা বিপণিশরণো দর্পণপাণেঃ কুঙ্কমসিন্দূরাদি-  
নির্মাণবৎ রমারমণ ভজনমপহার্য ধনিধনাপহারায় কৰ্ম-  
কৌশলৈকজীবিনাগবলোকনমপি মহীয়সে নরকপাতা-  
য়েতি তৎসম্ভাষণপ্রসঙ্গত উপরম্যতে ॥ ৬০ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্তুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মা-  
নুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং সপ্তমঃ পটলঃ ॥ \* ॥

কোন স্ত্রীর কুঙ্কম সিন্দূরাদি নির্মাণের ন্যায়, রমারমণ অর্থাৎ  
শ্রীভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়া ধনিধনাপহারের নিমিত্ত কৰ্ম  
কৌশলৈক জীবদিগের অবলোকন ও গুরুতর নরকপাতের  
নিমিত্ত হয় অতএব প্রশ্নাধীন তাহাদের সহিত সম্ভাষণ  
হইতে নিবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্তুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মা-  
নুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন-  
কুতানুবাদিতায়াং সপ্তমঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৭ ॥ \* ॥



## অষ্টমঃ পটলঃ ।

অথ বৈদিক-তান্ত্রিক-মিশ্রেশ্বন্যতমেন বিধিনা ভগবন্ত-  
মহরহরচ্চয়েৎ ॥

তত্র যদ্যপি সূর্য্যগ্নিজলবিপ্রস্থগিলাদীনি লেপ্যালেখ্যা-  
দীনি চ পূজাস্থানানি বহুনি তত্রতত্রোক্তানি সন্তি তথাপি  
শ্রীবৈষ্ণবানাং সঙ্ক্যাবন্দনাদি বস্মিয়মার্চনায় শ্রীশালগ্রাম-  
শিলৈব মুখ্যং পূজাস্থানং । সত্যং তস্যং প্রতিমাদি-  
কৃতাকৃতং ।

তত্র প্রতিমালক্ষণং । তত্রদাগমতোহিবগন্তব্যং ॥ ১ ॥

অনন্তর বৈদিক, তান্ত্রিক, মিশ্রিত অর্থাৎ বৈদিক তান্ত্রিক-  
বিধি মিলিত অনুষ্ঠান বিষয়ে ইহার একতম অনুষ্ঠান দ্বারা  
ভগবান্কে অহরহঃ পূজা করিবে ॥

তাহাতে যদিচ সূর্য্য, অগ্নি, জল, বিপ্র, স্থগিল ও লেপ্য  
লেখ্য প্রভৃতি বহু বহু পূজা স্থান সেই সেই শাস্ত্রে উক্ত  
আছে, তথাপি শ্রীবৈষ্ণবদিগের সঙ্ক্যাবন্দনাদির ন্যায় নিত্য-  
অনুষ্ঠানে শ্রীশালগ্রামশিলাই মুখ্যপূজার স্থান জানিতে হইবে ।  
শালগ্রামশিলা বিদ্যমানে বিপ্রতিমাদিতে কৃত নিত্যপূজাদি  
অকৃত স্বরূপ । প্রতিমার লক্ষণ সেই সেই শাস্ত্র হইতে  
জানিতে হইবে ॥ ১ ॥

সাধারণপ্রতিমালক্ষণস্ত কথ্যতে ।

কে ম সং দা বাস্ব প্রছ্য বি মা হনি পূর্ব্বহধো জনাঃ ।

গো ত্রি শ্রী হু নৃসিংহাচ্ছ্য বা না পোপ হ কৃ ক্রমাদিতি ।

কেশবাদিক কৃষ্ণান্ত মূর্ত্তিষট্ ক চতুষ্কয়ে ।

সব্যাপসবৈব্য গণয়েৎ পুনঃ কোণান্তথৈব চ ।

সাধারণ প্রতিমার লক্ষণ বলিতেছি যথা ॥

কে, ম, সং, দা, বাস্ব, প্রছ্য, বি, মা, হনি, পুরু, অধো,  
জন, গো, ত্রি, শ্রী, হু, নৃসিংহ, অচ্ছ্য, বা, না, প, উপ, হ,  
কৃ এই ক্রমে কেশবাদি কৃষ্ণান্ত চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি হয় ।  
অর্থাৎ ‘কে’ কেশব, ‘ম’ মধুসূদন, ‘সং’ সঙ্কর্ষণ, ‘দা’  
দামোদর, ‘বাস্ব’ বাস্বদেব, ‘প্রছ্য’ প্রছ্যন্ন, ‘বি’ বিষ্ণু, ‘মা’  
মাধব, ‘অনি’ অনিরুদ্ধ, ‘পুরু’ পুরুষোত্তম, ‘অধো’ অধো-  
ক্ষজ, ‘জন’ জনার্দন । ‘গো’ গোবিন্দ, ‘ত্রি’ ত্রিবিক্রম, ‘শ্রী’  
শ্রীধর, ‘হু’ হুধীকেশ, ‘নৃসিংহ’ নৃসিংহ, ‘অচ্ছ্য’ অচ্ছাত ‘বা’  
বামন ‘না’ নারায়ণ, ‘প’ পদ্মনাভ, ‘উপ’ উপেন্দ্র, ‘হ’ হরি,  
‘কৃ’ কৃষ্ণ, এই চতুর্বিংশতিমূর্ত্তিকে ছয় ছয়টি করিয়া চারিটি  
ভাগ করিবে । সব্য অর্থাৎ বাম এবং অপসব্য অর্থাৎ দক্ষিণ  
ক্রমে গণনা করিবে । পুনর্ব্বার কোণ হইতে অর্থাৎ কোণা-  
কণি বাম ক্রমে এবং কোণাকোণি দক্ষিণ ক্রমে গণনা  
করিবে, পুনর্ব্বার কোণ হইতে বামক্রমে আসিয়া কোণা-  
কোণি গণনা করিবে । পুনর্ব্বার কোণ হইতে দক্ষিণ ক্রমে



সব্যমেতৎ পুনঃ কোণাদপসব্যস্ত কোণতঃ । ইতি ।

দক্ষিণোর্দ্ধকরমারভ্য ক্রমেণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মানি গণয়েৎ ॥

সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ । অপসব্যেন মধু-  
সূদনঃ । কোণমাগত্য তস্মাৎসব্যেন সঙ্কর্ষণঃ ।

অপসব্যেন দামোদরঃ সব্যমাগত্য কোণাৎ গণ্যমানে

আসিয়া কোণাকোণি গণনা করিবে । গণনার এই ছয় ক্রম  
হইল ॥

প্রথম ষট্‌কের দক্ষিণদিকের উর্দ্ধকরকে আরম্ভ করিয়া  
ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম গণনা করিবে । যথা বামদিক্-  
ক্রমে শঙ্খাদি গণনা করিলে কেশব হয়েন, অর্থাৎ বামাবর্তে  
যাহার দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম অধো-  
হস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম কেশব । ১  
দক্ষিণদিক্ ক্রমে যাহার দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ,  
দক্ষিণদিকের অধোহস্তে চক্র, বামদিগের অধোহস্তে গদা  
এবং বামদিগের উর্দ্ধহস্তে পদ্ম । তাঁহার নাম মধুসূদন । ২ ।  
কোণ হইতে কোণে আসিয়া তথা হইতে বামগতিতে সঙ্ক-  
র্ষণ হয় অর্থাৎ যাহার দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে  
চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা ও বাম উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহাকে  
সঙ্কর্ষণ বলে । ৩ ।

কোন হইতে আসিয়া দক্ষিণগতিতে দামোদর হয় অর্থাৎ  
যাহার দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বামদিকের অধোহস্তে  
চক্র, বামদিকের উর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণদিকের অধো-

বাসুদেবঃ । অপসব্যমাগত্য কোণতঃ প্রাচ্যম্নঃ ।

এবং বামোর্দ্ধকরমারভ্য বিষ্ণুঃ । মাধবঃ । অনিরুদ্ধঃ ।

হস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম দামোদর \* । ৪ । বামাবর্তে আসিয়া  
কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে বাসুদেব হয়,  
অর্থাৎ যাহার দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ  
অধোহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম বাসু-  
দেব । ৫ । দক্ষিণাবর্তে আগমন করিয়া কোণ হইতে গণনা  
করিলে প্রাচ্যম্ন হয় অর্থাৎ যাহার দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ,  
দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম অধো-  
হস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম প্রাচ্যম্ন । ৬ ।

দ্বিতীয় ষট্‌ক, বামদিকের উর্দ্ধহস্ত হইতে শঙ্খ, চক্র,  
গদা, পদ্ম গণনা আরম্ভ করিতে হইবে ॥

বামাবর্তে শঙ্খাদির গণনা করিলে বিষ্ণু হয় অর্থাৎ যাহার  
বাম উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে  
গদা এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম বিষ্ণু । ১ ।  
দক্ষিণাবর্তে গণনা করিলে মাধব হয় । অর্থাৎ যাহার বাম  
উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা  
এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম মাধব । ২ । কোণ

\* এই দামোদরমূর্তির গণনা হরিভক্তিবিলাসে লিপিকর প্রমাদহেতু  
ভুল হইয়াছে, এতদৃষ্টে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে ২০ পরিচ্ছেদে সেই  
রূপ ভ্রমসহিত পয়ার রচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ দেখিয়া তাহার শোধন  
করিতে হইবে ॥



পুরুষোত্তমঃ । অধোক্ষজঃ । জনার্দনঃ । ষট্‌কং তথৈব  
গণয়েৎ । বামাধস্তনস্থকরমারভ্য গোবিন্দঃ । ত্রিবিক্রমঃ ।

হইতে কোণে আসিয়া তথা হইতে বাম গতিতে অনিরুদ্ধ  
হয় অর্থাৎ যাঁহার বাম উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র,  
দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম, তাহার নাম  
অনিরুদ্ধ । ৩ । কোণ হইতে আসিয়া দক্ষিণ গতিতে পুরু-  
ষোত্তম হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধো-  
হস্তে চক্র, বাম অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে পদ্ম,  
তাহার নাম পুরুষোত্তম । ৪ । বামাবর্তে আসিয়া কোণ  
হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে অধোক্ষজ হয় । অর্থাৎ  
যাঁহার বাম উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ উর্দ্ধ-  
হস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম অধো-  
ক্ষজ । ৫ । দক্ষিণাবর্তে আগমন করিয়া কোণ হইতে কোণা-  
কোণি গণনা করিলে জনার্দন হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম উর্দ্ধ-  
হস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম অধোহস্তে গদা এবং  
দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম জনার্দন ॥ ৬ ॥

তৃতীয় ষট্‌কে সেই রূপ গণনা করিবে ॥

অর্থাৎ বামদিকের অধস্তন কর হইতে আরম্ভ করিয়া  
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গণনা করিবে ।

বামগতিতে শঙ্খাদির গণনা করিলে গোবিন্দ হয় অর্থাৎ  
যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ  
উর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম

শ্রীধরঃ । হৃষীকেশঃ । নৃসিংহঃ । অচ্যুতঃ । ষট্‌কং ।  
দক্ষিণাধস্তনমারভ্য বামনঃ । নারায়ণঃ । পদ্মনাভঃ ।

গোবিন্দ । ১ । দক্ষিণদিক্‌ ক্রমে গণনা করিলে ত্রিবিক্রম হয়,  
অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে চক্র,  
দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম  
ত্রিবিক্রম । ২ । কোণাকোণি আসিয়া বামগতিতে শ্রীধর হয়,  
অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র,  
বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম  
শ্রীধর । ৩ । কোণাকোণি আসিয়া দক্ষিণগতিতে হৃষীকেশ  
হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র,  
দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং বাম উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম  
হৃষীকেশ । ৪ । বামাবর্তে কোণাকোণি আসিয়া কোণ হইতে  
বামাবর্তে গণনা করিলে নৃসিংহ হয় অর্থাৎ যাঁহার বাম  
অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ অধোহস্তে চক্র, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা  
এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র, তাঁহার নাম নৃসিংহ । ৫ । দক্ষিণা-  
বর্তে হইতে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা  
করিলে অচ্যুত হয়, অর্থাৎ যাঁহার বাম অধোহস্তে শঙ্খ, বাম  
উর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে  
পদ্ম, তাঁহার নাম অচ্যুত ॥ ৬ ॥

চতুর্থ ষট্‌কে, দক্ষিণ অধোহস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্খ  
চক্র গদা পদ্ম গণনা করিবে ॥



উপেন্দ্রঃ । হরিঃ । কৃষ্ণঃ । ইতি ষট্ কঞ্চ গণয়েৎ ॥ ২ ॥

দক্ষিণদিকের অধোহস্ত হইতে বামগতিতে বামন হয়, অর্থাৎ ষাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম বামন । ১ । দক্ষিণদিক্ ক্রমে গণনা করিলে নারায়ণ হয়, অর্থাৎ ষাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম নারায়ণ । ২ । কোণ হইতে কোণে আসিয়া তথা হইতে বামগতিতে পদ্মনাভ হয় অর্থাৎ ষাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম অধোহস্তে গদা এবং দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম পদ্মনাভ । ৩ । কোণ হইতে কোণে দক্ষিণগতিতে উপেন্দ্র হয় অর্থাৎ ষাঁহার দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম অধোহস্তে পদ্ম তাঁহার নাম উপেন্দ্র হয় । ৪ । বামাবর্তে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে হরি হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ বাম অধোহস্তে গদা এবং বাম উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম হরি । ৫ । দক্ষিণাবর্তে আসিয়া কোণ হইতে কোণাকোণি গণনা করিলে কৃষ্ণ হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ অধোহস্তে শঙ্খ, বাম অধোহস্তে চক্র, দক্ষিণ উর্দ্ধহস্তে গদা এবং বাম উর্দ্ধহস্তে পদ্ম, তাঁহার নাম কৃষ্ণ । এই ছয় গণনা করিবে । ৬ ॥ ২ ॥

তথাচোক্তমস্মজ্জনকৈঃ শ্রীরামাচার্য্যবর্যৈঃ ।  
সব্যাপসবৈব্যর্গণয়েৎ পুনঃ কোণান্তথৈব চ ।  
সব্যমেত্য পুনঃ কোণাদপসব্যস্ত কোণতঃ ।  
ইতি চতুর্বিংশতিমূর্ত্তিসংগ্রহ একেন শ্লোকেন বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৩ ॥  
শালগ্রামশিলালক্ষণং তু স্কন্দপুরাণাদবগন্তব্যং ।  
তথাহি ।  
স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিঃ দদাতি চ ।  
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা ।  
নীলা সন্দিগতে লক্ষ্মীমিত্যাদিবচনাদেতা অতিপ্রশস্তাঃ ।

এইরূপ আমার জনক শ্রীরামাচার্য্যবর্য্য বলিয়াছেন ॥  
বাম দক্ষিণ হইতে গণনা করিবে, পুনর্ব্বার কোণ হইতে সেই প্রকার, বামদিকে আসিয়া এবং কোণ হইতে দক্ষিণদিকে গণনা করিবে । এই এক শ্লোক দ্বারা চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিকে জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥  
শালগ্রাম শিলার লক্ষণ স্কন্দপুরাণ হইতে অবগত হইবে ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

স্নিগ্ধ অর্থাৎ চাকচিক্যশালিনী শিলা মন্ত্রসিদ্ধিকারিণী হয়েন, কৃষ্ণশিলা কীর্ত্তি দান করেন, পাণ্ডুরবর্ণা পাপনাশিনী ও পীতবর্ণা পুত্র ফলদায়িনী । নীলা লক্ষ্মীকে আদেশ করেন, ইত্যাদি বচন হেতু এই সকল শীলা অতি প্রশস্তা ।



যত্ন নিন্দাবচনং ।

রুক্ষা রোগপ্রদা নিত্যং রক্তা উদ্বিগদায়িনী ।

শূলা নিহন্তি চৈবায়ুর্বক্রা দারিদ্র্যদায়িকাঃ ॥

কপিলা দদুঁরা ভগ্নাবহুচক্রৈকচক্রিকা ।

বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ ।

বদ্ধচক্রাথ বা যা স্যাৎ ভগ্নচক্রা ত্রধোমুখী ।

পূজয়েদযঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত স ইত্যাদি ।

তৎ সাকামার্চনবিষয়মিত্যেকৈ । মুখ্যসম্ভববিষয়ম্ভা । তদ-

সম্ভবেতু রুক্ষাদ্যা অপি পূজ্যাঃ ।

শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোহশ্নাতি কিঞ্চন ।

স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠারামাকল্পং জায়তে কুমিরিতি

রুক্ষাশীলা নিত্য রোগ প্রদান করেন, রক্তা উদ্বিগদায়িনী হয়েন । শূলা আয়ুকে নাশ করেন, বক্রা দারিদ্র্যদায়িনী হয়েন । কপিলা, দদুঁরা, ভগ্না, বহুচক্রা, একচক্রা, বৃহন্মুখী, বৃহচ্চক্রা, লগ্নচক্রা, বদ্ধচক্রা অথবা ভগ্নচক্রা ও অধোমুখী, যে ব্যক্তি প্রমাদ বশতঃ এই সকল শীলা পূজা করেন সে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে ইত্যাদি যে নিন্দা বচন আছে, তাহা সাকাম অর্চন বিষয়ে, কোন কোন পণ্ডিত এই কথা বলিয়া থাকেন । অথবা মুখ্যসম্ভববিষয়, মুখ্যের অভাব হইলে রুক্ষাদিকেও পূজা করিবে ॥

শালগ্রাম শিলাপূজাদি ব্যতিরেকে যে কিছু ভোজন করে, সে ব্যক্তি কল্পপর্যন্ত চাণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কুমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।

পাদ্মে নিত্যত্বস্য ॥

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বে ভিন্নং বিভেদিতং ॥

শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং নহি ।

ইতি ব্রাহ্ম্যে দোষাব্যবস্য চোক্তত্বাৎ ।

গৃহি-যতি-বিষয়ত্বেনৈব বিরোধঃ পরিহর্তব্য ইতি বদন্তোদেবপূজায়ামশক্তা নিষেধপক্ষৈকশরণা ইত্যুপেক্ষ-  
ণীয়াঃ ॥ ৪ ॥

অত্রাধিষ্ঠানে মূর্ত্তি বিশেষলক্ষণানি ।

দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যতে নান্তরীয়কে ॥

পদ্মপুরাণে এই নিত্যত্বের বিধান আছে ॥

অপর, খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন, পার্শ্বে ভিন্ন অথবা ভেদি-  
তই হউক শালগ্রাম স্থলীতে উৎপন্ন শিলায় কোন দোষ  
হইতে পারে না ॥

ব্রহ্মপুরাণে এই দোষের অভাব উক্ত হইয়াছে ।

গৃহী ও যতিবিষয়ত্বহেতু বিরোধ পরিহার করা কর্তব্য এই  
বলিয়া দেবপূজায় অশক্ত এবং নিষেধ পক্ষেরই একান্তাশ্রিত  
ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে ॥ ৪ ॥

এই অধিষ্ঠানে অর্থাৎ শালগ্রামে

মূর্ত্তি বিশেষের লক্ষণ যথা ॥

যে শিলার দ্বারদেশে দুইটি সমান চক্র, নিতান্ত মধ্য-  
দেশে অবস্থিত নহে, আর যাহা দেখিতে শুক্লবর্ণ ও অতি



বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভ্যশ্চাতিশোভনঃ ॥ ৫ ॥  
 ঘো চক্রাবেকলগ্নৌ তু পূর্বভাগশ্চ পুষ্কলঃ ।  
 সঙ্কর্ষণঃ স বিজ্ঞেয়ো রক্তাভ্যশ্চ স্বতেজসা ॥ ৬ ॥  
 প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্ত পীতদীপ্তিস্তথৈব চ ।  
 শুষ্কিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্ত তদ্রবেৎ ॥ ৭ ॥  
 অনিরুদ্ধস্ত নীলাভং বর্তুলং চাতিশোভনং ।  
 রেখাঘয়ং তথা দ্বারে পৃষ্ঠে পদ্যন্ত লাঙ্গিতং ॥ ৮ ॥  
 সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাক্ততুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ ॥ ৯ ॥  
 শ্যামং নারায়ণং বিদ্যাম্মাভিচক্রং তথোন্নতং ।

মনোহর তাঁহার নাম বাসুদেব ॥ ৫ ॥

যাঁহার দুইটী চক্র একভাগে সংযুক্ত কিন্তু অগ্রভাগে  
 পৃথক্ পরিপূর্ণ এবং যাহা রক্তবর্ণ ও সাতিশয় শোভাশালী,  
 তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ ॥ ৬ ॥

প্রদ্যুম্নের চক্র সূক্ষ্ম এবং পীত বর্ণ । উহার মুখছিদ্র,  
 দীর্ঘ এবং সেই ছিদ্রের অভ্যন্তরে অনেক ছিদ্র ॥ ৭ ॥

অনিরুদ্ধের বর্ণ নীল, আকার বর্তুলের সদৃশ, দেখিতে  
 অতি সুন্দর, উহার মুখদ্বারে তিনটী রেখা এবং পৃষ্ঠ পদ্য-  
 দ্বারা চিহ্নিত ॥ ৮ ॥

যিনি চতুষ্কোণ, তাঁহার নাম কেশব, তিনি সৌভাগ্য  
 দান করেন ॥ ৯ ॥

যিনি শ্যামবর্ণ, তাঁহার নাম নারায়ণ, নারায়ণের নাভি-

দীর্ঘরেখা সমোপেতং দক্ষিণে শুষ্কিরং পৃথক্ ॥ ১০ ॥  
 উর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারেচ হরিরূপিণং ।  
 কামদং মোক্ষদকৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥  
 পরমেষ্ঠী লোহিতাভ্যশ্চক্রমেকং তথাম্বুজং ।  
 বিল্বাকৃতি স্তথা রেখা শুষ্কিরশ্চাতিপুষ্কলং ॥ ১২ ॥  
 কৃষ্ণবর্ণং তথা বিষ্ণুং স্থলে চক্রে স্তশোভনে ।  
 গদাকারা তথা রেখা লাঙ্গুনং মধ্যদেশতঃ ।  
 লাঙ্গুনশ্চাত্র পীতবর্ণং ॥ ১৩ ॥  
 বৈকুণ্ঠোহরুণরক্তাভ্যশ্চক্রমেকং তথাম্বুজং ।  
 দ্বারোপরি তথা রেখা ধ্বজাকারা স্তশোভনা ॥

চক্র উন্নত, রেখা দীর্ঘ, দক্ষিণভাগে বিস্তৃত মুখছিদ্র ॥ ১০ ॥

যাঁহার বিবরদ্বার উর্দ্ধমুখ, তাঁহার নাম হরি । হরি  
 অর্ভীক্ষ ও মুক্তি এবং বিশেষতঃ অর্থদান করেন ॥ ১১ ॥

যাঁহার বর্ণ লোহিত এবং যাঁহার পদ্য ও চক্র আছে,  
 তাঁহার নাম পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর আকার বিল্বের সদৃশ,  
 ইহার পৃষ্ঠভাগে স্পর্শরূপে প্রকাশমান মুখছিদ্র আছে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ, ইনি দেখিতে অতিসুন্দর এবং ইহার  
 দুইটী স্থূলচক্র ও মধ্যদেশ হইতে পীতবর্ণ গদাকার রেখা  
 লাঙ্গিত ॥

লাঙ্গুন শব্দের অর্থ এখানে পীতবর্ণ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার বর্ণ অরুণ রক্তের ন্যায়, যাঁহাতে একটি চক্র ও  
 একটি পদ্য এবং যাঁহার মুখের উপরে ধ্বজাকার স্তশোভন



চক্রমেকমধঃ তথা অম্বুজং রেখাময়ং । তালুবিপরীতং  
চেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নানাবর্ণমনন্তঃ স্যামাগতোগেন চিহ্নিতং ।  
শিরসীতি শেষঃ ॥

অনেকমূর্তিসংযুক্তং সর্বকামফলপ্রদং ॥ ১৫ ॥

বিদিক্ষু দিক্ষু সর্বাস্থ যস্যোর্দ্ধং দৃশ্যতে মুখং ॥

স দেবদেবো বিজ্ঞেয়ঃ সুখদঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ ।

শ্রীধরন্তু তথা দেবং চিহ্নিতং বনমালয়া ।

পারিত ইত্যর্থঃ ।

রেখা আছে, তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ ॥

চক্র একটী, নিম্নদিকে রেখাময় পদ্ম এবং তালু বিপ-  
রীত এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

অনন্তের বর্ণ নানাবিধ, তাহাতে সর্পদেহের চিহ্ন, এই  
চিহ্ন মস্তকে হইলে তাঁহার নাম শেষ হয় । অনন্ত অনেক  
মূর্তি সংযুক্ত এবং ইনি সমুদায় অভিলষিত ফল দান  
করেন ॥ ১৫ ॥

যাঁহার সকল দিক্ বিদিকে উর্দ্ধদিকে মুখ দেখা যায়,  
তাঁহাকে দেবদেব পুরুষোত্তম জানিতে হইবে, ইনি সকল  
সুখ প্রদান করেন ॥ ১৬ ॥

যাঁহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার নাম হৃষীকেশ ।  
যে দেব বনমালায় চিহ্নিত তাঁহার নাম শ্রীধর । এই চিহ্ন

কদম্বকুসুমাকারং রেখাপঞ্চকসংযুতং ।

কদম্বকুসুমাকারং বর্তুলমিত্যর্থঃ ।

অত্র সর্বত্ররেখাযুক্তত্বং দ্বারোপরি জ্ঞেয়ং ।

দ্বারোপরি তথা রেখা । রেখাদ্বয়ঞ্চ তদ্বারে ইতি তত্র  
তত্র বিশেষাভিধানাৎ ॥ ১৭ ॥

মৎস্যরূপস্ত দেবেশঃ দীর্ঘাকারস্ত তদ্রবেৎ ॥

বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং সুশোভনং ।

যত্র কুত্রাপি বিন্দবঃ বিন্দবশ্চাত্র নৌবর্ণাঃ ॥ ১৮ ॥

হয়গ্রীবাক্ষুশাকারো রেখাপঞ্চ ভবন্তি হি ।

বহুবিন্দুসমাযুক্তো দৃশ্যতে নীলরূপকঃ ।

সকলদিকে জানিতে হইবে । তাঁহার আকার কদম্বকুসুমের  
ন্যায় এবং পঞ্চরেখা সংযুক্ত । কদম্ব কুসুমের ন্যায় বর্তুল,  
তাহাতে সকল স্থানে রেখাযুক্ত, এই রেখা দ্বারের উপরে  
জানিতে হইবে । “দ্বারোপরি তথা রেখা” ইহার অর্থ  
তাঁহার দ্বারে দুইটী রেখা, সেই সেই স্থানে বিশেষ উল্লেখ  
আছে ॥ ১৭ ॥

যাহা দীর্ঘাকার, যাহা বিন্দুত্রয় সংযুক্ত, যাহা কাংস্যবর্ণ  
ও অতিসুন্দর, তাঁহার নাম মৎস্য ॥

ইহার যে কোন স্থানে বিন্দু থাকিবে, বিন্দু এস্থলে  
সুবর্ণের জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

হয়গ্রীব অক্ষুশাকার তাঁহাতে পাঁচটী রেখা থাকে ।  
তিনি বহু বিন্দুযুক্ত ও নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়েন । অথবা, যাঁহার



অথবা। অশ্বাকৃতিমুখং যস্য সাক্ষমালঃ সপুস্তকঃ ।

লাঞ্ছনেন ॥

পদ্মাকৃতি ভবেদ্বাপি হয়গ্রীবস্ততো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

কূর্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্তুলাবর্তপূরিতঃ । পৃষ্ঠ এব ।

কৌন্তুম্ববর্ণমাখ্যাতং হরিতং বা মনোরমং ॥ ২০ ॥

যাহাং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্মৃতে ।

ইন্দ্রনীলনিভং শূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভং ॥ ২১ ॥

বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিদ্যুতঃ ।

লক্ষ্মীনৃসিংহ আখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ২২ ॥

কপিলো নারসিংহোহথ পৃথক্ চক্রে স্মশোভনে ।

মুখ অশ্বাকৃতি, যিনি সাক্ষমালা ও পুস্তক চিহ্নে চিহ্নিত এবং যিনি পদ্মাকৃতি, তিনি হয়গ্রীব হয়েন ॥ ১৯ ॥

যাঁহার পৃষ্ঠভাগ উন্নত, যিনি বর্তুলাকার আবর্তে পরিপূরিত অর্থাৎ পৃষ্ঠ বর্তুলাকার, যিনি কৌন্তুম্ববর্ণে বিখ্যাত অথবা মনোরম হরিতবর্ণ, তাঁহার নাম কূর্ম ॥ ২০ ॥

যে শিলায় দুইটি শক্তিচিহ্ন এবং দুইটি বিষম চক্র থাকে, যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণি বর্ণের তুল্য, যাহা শূল, ও যাহাতে তিনটি রেখা থাকে এবং যাহা দেখিতে অতি সুন্দর, তাঁহার নাম বরাহ ॥ ২১ ॥

যাঁহার বামভাগে দুইটি সমান চক্র ও বর্ণ কৃষ্ণ এবং যাঁহাতে বিদ্যুৎ চিহ্ন আছে, তাঁহার নাম লক্ষ্মীনৃসিংহ, ইনি ভোগফল ও মুক্তি ফল প্রদান করেন ॥ ২২ ॥

কপিল ও নরসিংহের দুইটি পৃথক্ পৃথক্ শোভন চক্র

ব্রহ্মচার্য্যাদিকারী স্যামান্যথা পূজনং ভবেৎ ।

নরসিংহস্ত্রিবিদ্যুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিদ্যুতঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাৎ অন্যথা সর্ববিদ্যুতঃ ॥ ২৩ ॥

শূলং চক্রং দ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষ্যভবর্ণকং ।

দ্বারোপরি তথা রেখা নৃসিংহো যোগসংজ্ঞকঃ ॥ ২৪ ॥

বর্তুলং বামনং প্রোক্তমতিহ্রস্বং মনোরমং ।

অতঙ্গীপুষ্পসঙ্কাশং বিদ্যুনোপরিভূষিতং ।

যদ্বা ।

বামনাখ্যো ভবেদেবোহ্রস্বো যশ্চাসিতদ্যতিঃ ।

আছে । ব্রহ্মচারী ব্যক্তিই ইহাদিগের পূজায় অধিকারী, অন্যপ্রকারে তাঁহাদিগের পূজা হয় না ॥

নরসিংহের তিনবিদ্যুৎ এবং কপিলের পাঁচ বিদ্যুৎ থাকে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের পূজা করিতে হয়, তাহা না করিলে ইহারা সর্ব প্রকারে বিদ্যুৎ করেন ॥ ২৩ ॥

যাঁহার মুখের বিবরে দুইটি শূলচক্র, বর্ণ গুড় ও লাক্ষার সমান তথা মুখ দ্বারের উপরিভাগে রেখা হইলে তিনি যোগ সংজ্ঞক নৃসিংহ হয়েন ॥ ২৪ ॥

যিনি বর্তুল অতি হ্রস্ব, মনোহর, অতঙ্গী কুসুমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও বিদ্যুৎ দ্বারা সর্বতোভাবে শোভিত তাঁহাকে বামন বলে ॥

অথবা । যিনি খর্ব্বাকৃতি, যাঁহার মহতী কাণ্ডি এবং



উর্দ্ধচক্রস্বধশ্চক্রঃ সোহভীষ্টার্থপ্রদোহর্চিতঃ ॥ ২৫ ॥  
 ত্রিবিক্রমস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্রুতিঃ ।  
 বামপার্শ্বে স্থিতে চক্রে রেখা চৈবতু দক্ষিণে ॥ ২৬ ॥  
 প্রদক্ষিণাবর্তকৃতবনমালাবিভূষিতঃ ।  
 যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্যসুখপ্রদা ॥ ২৭ ॥  
 স্থূলো দামোদরো জ্যেষ্ঠঃ সূক্ষ্মচক্রে ভবেতু যঃ ।  
 চক্রেতু মধ্যদেশস্থে পূজিতঃ সুখদঃ সদা ॥ ২৮ ॥  
 চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপগাঃ ।  
 স্বে চক্রে মধ্যদেশে তু সা শিলা স্যাচ্চতুর্মুখী ॥ ২৯ ॥

যাঁহার উর্দ্ধ ও নিম্নভাগে চক্র, তিনি বামন, অর্চনা করিলে  
 বামন অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিক্রম শ্যামবর্ণ, তাঁহার কান্তি মহতী, বামপার্শ্বে দুই  
 চক্র এবং দক্ষিণপার্শ্বে এক রেখা ॥ ২৬ ॥

যে শিলায় দক্ষিণাবর্তকৃত বনমালার শোভন চিহ্ন  
 থাকে, তাঁহার নাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ধন, ধান্য ও সুখ প্রদান  
 করেন ॥ ২৭ ॥

দামোদর স্থূল, তাঁহার চক্র সূক্ষ্ম এবং তাঁহার মধ্য-  
 ভাগে দুই চক্র, পূজা করিলে দামোদর সর্বদা সুখ প্রদান  
 করেন ॥ ২৮ ॥

যে শিলায় চারিটি রেখা পরস্পর নিকটস্থ দেখা যায়  
 এবং যাঁহার মধ্যভাগে দুই চক্র, তাঁহার নাম চতুর্মুখী ॥ ২৯ ॥

এতলক্ষণ লক্ষিতাঃ শ্রীশালগ্রামশিলাঃ প্রশস্তাঃ পূজ্যাঃ ।

তত্রাপি সূক্ষ্মাস্ত্বতিপ্রশস্তাঃ ॥

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা স্যাতথৈব মহৎ ফলং ।

তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহং ।

ইতি ব্রাহ্ম্যে ভগবতোক্তত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

তাশ্চ দ্বাদশ পূজয়েৎ । তথাচ পাদ্মে বিকুণ্ডলং প্রতি  
 দূতঃ ।

শিলা দ্বাদশভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ ।

বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥

কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্ত পূজিতৈঃ স্বর্ণপদ্মজৈঃ ।

যৎ স্যাৎ দ্বাদশকল্পৈস্ত দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥ ইতি ।

এই সকল লক্ষণলক্ষিত শালগ্রাম শিলা প্রশস্ত ও  
 পূজ্য । তন্মধ্যেও সূক্ষ্মশিলা অতি প্রশস্ত । যেমন যেমন  
 শিলা সূক্ষ্ম হয়, তেমনি তাহাতে মহৎফল হইয়া থাকে ।  
 হে ব্রহ্মন্ ! সেই শিলাতেই আমি লক্ষ্মীর সহিত বাস  
 করি । ব্রহ্মপুরাণে ভগবানের এই উক্তি আছে ॥ ৩০ ॥

ঐ শিলা দ্বাদশটি পূজা করিবে ॥

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত বিকুণ্ডল সম্বাদে যথা ॥

হে বৈশ্য ! যিনি বিধি অনুসারে দ্বাদশ শিলার  
 অর্চনা করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলি ।  
 দ্বাদশকোটি শিবলিঙ্গ দ্বাদশ কল্পকাল স্বর্ণপদ্ম দ্বারা পূজা  
 করিলে যে ফল হয়, একদিন মাত্র শালগ্রাম শিলার পূজায়  
 সেই ফল হইয়া থাকে ॥



শতপূজা তু মহাফলা ॥

যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতং ।

উষিত্বা স হরেলোকে চক্রবর্তী হ জায়তে ।

ইতি তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

শালগ্রামশিলাসম্মিধানে চ শ্রাদ্ধ-দান-হোমাদীনি বিধেয়ানি ॥

শালগ্রামশিলায়াস্ত যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।

পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ইতি ॥

শালগ্রামশিলায়াস্ত্বিতি সামীপ্যে সপ্তমী ।

তথা ।

শালগ্রামশিলা যত্র ততীর্থং যোজনত্রয়ং ।

একশত শালগ্রাম শিলার পূজায় মহাফল হয় ॥

আর যিনি ভক্তিসহকারে একশত শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া পরে চক্রবর্তী রাজা হইবেন ॥

এই বিষয় দেবদূতই বলিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শালগ্রাম শিলাসম্মিধানে শ্রাদ্ধ দান ও হোমাদি করা বিধেয় ॥

শালগ্রাম শিলার সম্মিধানে যিনি শ্রাদ্ধ করেন তাঁহার পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া শতকল্প স্বর্গে বাস করেন ॥

“শালগ্রামশিলায়াস্ত” ইহাতে সামীপ্য অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে । তথা । যে স্থানে শালগ্রাম শিলা অবস্থিতি করেন, তথায় তিন যোজন স্থান তীর্থ হয়, সেই

তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥

ইতি বচনাৎ ॥ ৩২ ॥

শালগ্রামশিলাং সৎপাত্রে দদ্যাৎ ।

তথাচ পাদ্মে ।

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদানমুত্তমং ।

ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননমিতি ॥ ৩৩ ॥

ক্রয়বিক্রয়ো বাস্যাঃ সর্বথা বর্জয়েৎ ।

শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুৎপাদয়েন্নরঃ ।

বিক্রেতা বাস্তুমন্তা চ যঃ পরীক্ষ্যানুমোদয়েৎ ।

সর্বৈ তে নরকং যান্তি যাবদাহুতসংপ্লবং ॥

স্থানে দান ও হোম করিলে সমস্ত কোটিগুণ হইয়া থাকে ।

এই বচন আছে ॥ ৩২ ॥

শালগ্রামশিলা সৎপাত্রে দান করিবে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণে যথা ॥

শালগ্রামশিলাচক্র সকলদানের মধ্যে উত্তম দান, যে ব্যক্তি এই শালগ্রামশিলাচক্র দান করেন, তাঁহার শৈল-বন ও কাননের সহিত ভূমণ্ডল দান করা হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

শালগ্রামশিলার ক্রয় বিক্রয় সর্বপ্রকারে বর্জন করিবে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার মূল্য করে, যে বিক্রয় করে, যে মূল্যকরণে সম্মতি দেয় এবং যে শিলার গুণ দোষ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই, যত দিন মহাপ্রলয় না হয়, তত দিন নরকে বাস করে ॥



ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

মরণকৈতৎসমীপে কাশীতুল্যং ॥

অত আহ দেবদূতঃ ।

শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমস্ততঃ ।

কীকটেহপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ ॥ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অতঃ শালগ্রামশিলাপ্রাণবৈষ্ণবৈঃ সঙ্কার্য্যা ।

মাচ দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোহপেতৈব পূজ্যা, ন কেবলা ॥

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ ।

উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ।

ইতি প্রহ্লাদসংহিতায়ামভিধানাৎ ॥ ৩৬ ॥

ইহা সেই স্থানেই কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শালগ্রাম সমীপে মরণও কাশীতে মরণের তুল্য হয় ॥

অতএব দেবদূত কহিতেছেন ॥

শালগ্রাম সন্নিহিতে একক্রোশের মধ্যে মরিলে কীকট-  
দেশ জাত মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ৩৫ ॥

বৈষ্ণবগণ শালগ্রাম শিলাকে প্রাণতুল্য ধারণ করিবেন ।  
সেই শালগ্রামশিলা দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলার সহিতই পূজ-  
নীয় হয়েন, কেবল শালগ্রামশিলার পূজা হয় না ॥

শালগ্রামোৎপন্ন দেব এবং দ্বারবতীসমুৎপন্ন দেব, যে  
স্থানে এই দুইয়ের সন্মিলন আছে, সেই স্থানেই হরি সন্নি-  
হিত থাকেন । প্রহ্লাদসংহিতাতে এই কথাই উল্লেখ  
আছে ॥ ৩৬ ॥

চক্রাঙ্কলক্ষণক তত্রৈবোক্তঃ ॥

একাং সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিস্ত জনার্দনঃ ।

পঞ্চভির্বাহুদেবস্ত ষড়্ভিঃ প্রহু্যন্ন উচ্যতে ।

সপ্তভির্বলদেবস্ত অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ ।

নবভিস্ত নববুহো দশভির্দশমূর্তিকঃ ।

একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ ।

অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অপূজ্যাস্ত ॥

কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা চ ভয়াবহা ।

চক্রাঙ্ক লক্ষণ সেই স্থানেই উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি একচক্র তিনি সুদর্শন, যাঁহার দুই চক্র তাঁহার  
নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, তিন চক্রাঙ্কিতের নাম ত্রিবিক্রম, চারি-  
চক্রাঙ্কিতের নাম জনার্দন, পঞ্চচক্রাঙ্কিতের নাম বাহুদেব,  
ষট্চক্রাঙ্কিতের নাম প্রহু্যন্ন, সপ্তচক্র বলদেব, অষ্টচক্র  
পুরুষোত্তম, নবচক্র নববুহ, দশচক্র দশমূর্তি, একাদশচক্রা-  
ঙ্কিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ । দ্বাদশচক্রের নাম দ্বাদশাত্মক,  
যাঁহার ইহা অপেক্ষা অধিকচক্র, তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া  
কীর্তন করা যায় ॥ ৩৭ ॥

দ্বারাবতীশিলার অপূজ্যত্ব যথা ॥

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু প্রদান করেন, কপিলবর্ণ সর্বদা ভয়প্রদ



রোগার্তিং কর্ণুরা দদ্যাৎ পীতা বিতপ্রণাশিনী ॥  
 ধূত্ৰাভা পুত্ৰনাশায় ভগ্না ভাৰ্য্যা-বিনাশিকা ॥  
 সচ্ছিদ্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা ।  
 অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি য়া চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি ॥ ইতি ॥ ৩৮ ॥  
 অতশ্চক্রাক্ষোপেতাশালগ্রামশিলৈব মুখ্যং পূজাস্থানং ।  
 শিবনাভশিলা তু হরিহরয়োরাধিষ্ঠানং ॥  
 শালগ্রামশিলালিঙ্গে নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি পাদ্মে-  
 হভিধানাৎ ॥ ৩৯ ॥  
 তথা স্কান্দে শিববাক্যং ॥  
 শালগ্রামশিলালিঙ্গে যঃ কৰোতি মমার্চনং ।

হয়েন । কর্ণুর অর্থাৎ নানাবর্ণ রোগ জন্য যাতনা দেন,  
 পীতবর্ণ ধন নাশ করেন, ধূত্ৰবর্ণ পুত্র নাশ এবং ভগ্নশিলা  
 ভাৰ্য্যানাশ করিয়া থাকেন, যাহাতে ছিদ্র আছে, যাহা  
 ত্রিকোণ, যাহার চক্র বিষম ও যাহার আকৃতি অৰ্দ্ধচন্দ্রের  
 ন্যায়, এরূপ শিলার কদাচ পূজা করিবে না ॥ ৩৮ ॥

অতএব চক্রাক্ষয়ুক্ত শালগ্রাম শিলাই মুখ্যপূজার স্থান ।  
 শিবনাভ শিলা হরি ও হরের অধিষ্ঠান স্বরূপ । শালগ্রাম-  
 শিলালিঙ্গে হরি সর্বদা সন্নিহিত আছেন । পদ্মপুরাণে এই  
 উল্লেখ আছে ॥ ৩৯ ॥

স্কন্দপুরাণে শিববাক্য যথা ॥

শিব কহিলেন, শালগ্রাম শিলালিঙ্গে যে আমার অর্চনা

তেনাৰ্চিতঃ কার্তিকেয় যুগানামেকসপ্ততিরিতি ॥ ৪০ ॥  
 নচাত্ৰ নৈবেদ্যাং দেবগ্রাহ্যং ।  
 অনহং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং ।  
 শালগ্রামশিলালিঙ্গে সর্বং যাতি পবিত্রতামিতি তেনৈ-  
 বোক্তত্বাৎ ॥ ৪১ ॥  
 নাত্র প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসঃ ॥  
 শালগ্রামশিলায়াস্ত প্রতিষ্ঠানৈব দৃশ্যতে ।  
 মহাপূজান্ত কৃত্বাদৌ পূজয়েতাং সদা বুধঃ ॥  
 ইতি স্কান্দেহভিধানাৎ ।  
 স্তবর্ণাদি প্রতিমায়াস্ত প্রতিষ্ঠয়েব ভগবদাবির্ভাবাৎ

করে, হে কার্তিকেয় ! সে ব্যক্তি এক সপ্ততিযুগ আমাকে  
 পূজা করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

এস্থলে নৈবেদ্যাদির অগ্রাহ্য নাই ॥

শিব কহিলেন, আমার নৈবেদ্য পত্র, পুষ্প, ফল ও জল  
 প্রভৃতি সমুদায়ই অগ্রাহ্য, কিন্তু তৎ সমুদায় যদি শালগ্রাম  
 শিলালিঙ্গে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সমুদায় পবিত্রতা  
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রয়াস করিতে নাই ॥

শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা নাই, সর্বত্রই মহাপূজা করিয়া  
 পণ্ডিত ব্যক্তি পরে ঐ শিলাই পূজা করিবেন । স্কন্দপুরাণে  
 এই বিধান আছে ॥

স্তবর্ণাদি প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা দ্বারা আবির্ভাব হেতু যথা-



বিধিতঃ প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। ॥ ৪২ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্তুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য্য বিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং অষ্টমঃ পটলঃ ॥ \* ॥

বিধি প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৪২ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্তুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য্য বিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মা-  
নুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-  
রত্নানুবাদিতায়াং অষ্টমঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৮ ॥ \* ॥

## নবমঃ পটলঃ ।

—o\*o—

এবং তাবদা হীতদীক্ষস্যানুষ্ঠেয়া ধর্ম্মা নিরূপিতাঃ ।

পূজাস্থানঞ্চ নির্ণীতং ॥

অধুনা পূজাপ্রকারং বক্তুং শয্যোথানাদারভ্য বৈষ্ণবস্য  
কৃত্যবিশেষঃ প্রপঞ্চ্যতে ॥ ১ ॥

তচ্চ ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উথায় যথাবিধি কৃতমলোৎসর্গঃ  
শৌচাজি কুবদন---প্রক্ষালন--দন্তধাবন---গণ্ডুযাচমনানি  
বিধায় দেবাগারে উপবিশ্য ঘণ্টাদিঘোষপূর্ব্বং বেদ-  
স্তুত্যা দেবং প্রবোধ্য নীরাজ্য সোহমাবদব্ধেতি ভগব-

এই প্রকার বিষ্ণুদীক্ষা গৃহীত ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম  
নিরূপিত হইল এবং পূজাস্থানও বিস্তৃত করা হইল । এক্ষণে  
পূজার প্রকার বলিবার নিমিত্ত শয্যোথানকে আরম্ভ করিয়া  
বৈষ্ণবের কৃত্য বিশেষ বিস্তার করা হইতেছে ॥ ১ ॥

সেই কৃত্য যথা—বৈষ্ণব ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া  
যথাবিধি মলত্যাগ করিয়া শৌচ-চরণ-বদন-প্রক্ষালন-দন্ত-  
ধাবন-গণ্ডুয ও আচমন বিধান পুরঃসর দেবমন্দিরে উপবেশন  
করত ঘণ্টাদিধ্বনি পূর্ব্বক বেদস্তুতি দ্বারা দেবকে প্রবোধ ও  
নীরাজন (আরাত্রিক) করিয়া “সোমাবদব্ধ করুণঃ”  
ইত্যাদি ৩ ক্ষণের ৯ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক দ্বারা ভগ-



দনুগ্রহমাশাস্য ॥

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।

অবলোকনদানেন ভূয়ো নাং পাবয়্যব্যয় ।

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং ।

তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসপতু ।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়-রস-তৃষ্ণাং ।

বানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠ করিবে যথা—হে দেব !  
হে প্রপন্ন-ভয়ভঞ্জন ! হে কেশব ! আমার প্রতি অনুগ্রহ  
বিস্তার করুন । হে অচ্যুত ! পুনরায় অবলোকন দ্বারা  
আমাকে পবিত্রিত করুন ॥

হে নাথ ! হে অচ্যুত ! আমি সহস্রযোনির মধ্যে যে  
যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মে যেন আপনাতে  
আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রীতি কেবল বিষয়েই সম্বন্ধ  
থাকে কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে  
প্রীতির উদয় হইল, ইহা যেন মদীয় চিত্ত হইতে কখন অপ-  
গত না হয় ॥

হে বিষ্ণো ! আমার অবিনয় অপনয়ন করুন, তথা  
মনের দমন ও বিষয় রসের তৃষ্ণা শমন করুন । প্রাণিমায়ে

ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরত ইতি দেবমভ্যর্থ্য ।

ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়াদিদেব ত্রীনাথবিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়েব ।

প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ।

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃতি জ্ঞানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃতিঃ ।

নৃসিংহদেবেন হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ।

স্থিতিঃ সেবাগতি যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তাস্তুতির্বচঃ ।

ভূয়াং সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণোর্মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ।

ইতি চেতসা পরিভাব্য ॥

প্রাতঃস্মরামীতি স্তোত্রং যুদ্ধকং সহস্রনামকবচং গীতা-

দয়া বিস্তার এবং সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন ।

এই বলিয়া দেবকে প্রার্থনা করিয়া, হে ত্রৈলোক্য-  
চৈতন্যময় ! হে আদিদেব ! হে ত্রীনাথ ! হে বিষ্ণো !  
আপনার আজ্ঞায় স্বয়ং উখিত হইয়া আপনার নিমিত্ত সংসার-  
যাত্রা নির্ব্বাহ করিব ॥

হে ভগবন্ ! আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহাতে প্রবৃতি নাই,  
অধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহা-হইতে নিবৃতি নাই । আপনি  
নৃসিংহদেব হৃদয়ে থাকিয়া যে রূপে নিযুক্ত করিতেছেন,  
সেইরূপ করিতেছি ॥

স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য-  
সকল এবং আমার চেষ্টিত আপনি যে বিষ্ণু আপনাতে  
সর্ব্বতোভাবে হউক ॥

এই সমুদায় চিত্তে ভাবনা করিয়া । প্রাতঃস্মরামি  
ইত্যাদি স্তোত্র, যুদ্ধক, সহস্রনাম, কবচ, গীতা, গজেন্দ্র



গজমোক্ষণানুস্মৃতি স্তবরাজাদীনিচ জপ্তা দেবস্য তুলসী-  
বর্জং নির্মাল্যমপসার্য্য করচরণ-বদন-ফালন-পুরঃসরং  
পতঙ্গাহে গণ্ডুষাণি দত্ত্বা শ্রীতুলসীং সমর্প্য ॥  
এবং নিশা মা । তা দীপদীপ্তৈঃ ॥ উদগায়তীনাং । ক্রোমং

মোক্ষণ, অনুস্মৃতি ও স্তবরাজাদি জপ করিয়া দেবের তুলসী  
ব্যতিরেকে নির্মাল্য অপসরণ তথা কর-চরণ-বদন ফালন  
পুরঃসর পতঙ্গাহে ( আচমনীয়পাত্র-পিকদানীতে ) গণ্ডুষ  
দিয়া শ্রীতুলসী সমর্পণ করত দশমস্কন্ধের ৪৬ অধ্যায়ে ৩৪ ।  
৩৫ শ্লোক পাঠ করিবে যথা--

“এবং নিশামা ব্রবতো ব্যতীতা  
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্ ।  
গোপ্যঃ সমুথায় নিরূপ্য দীপান্  
বাস্তুন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমস্থন্ ॥”  
তা দীপ দীপ্তৈ মণিভির্বিরেজু  
রজু বিকর্ষভুজকঙ্কণশ্রজঃ ।  
চলমিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-  
হ্রিম্যৎকপোলারুণকুঙ্কমাননাঃ ॥  
উদগায়তীনামরবিন্দলোচনং  
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমম্পৃশন্ধনিঃ ।  
দধশ্চ নির্মল্লনশব্দমিশ্রিতো  
নিরম্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥

১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১ শ্লোকঃ ॥

বাসঃ । বর্হাপীড়ং । বেত্রী ভোজাধিপস্যেত্যাদিশ্লোকান্  
জপ্তা মহাবাদিত্র পুরঃসরং মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥  
এতচ্চ নীরাজনং সুবাসিনীভিঃ পতিচিরায়ুক্ত্বেদ্বারা  
পুজাদিলাভায় ॥  
কন্যাভিঃ সধরলাভায় । পুরুষৈশ্চ স্বোদ্যমফললাভায় ।  
সর্বৈরপি সমস্তদারিদ্র্যদৈন্যদুরিতোপশান্তয়েচ নরৈ-

ক্রোমং বাসঃ পৃথু কটিতটে বিভ্রতীসূত্রনন্ধং  
পুত্রশ্বেহস্মুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রঃ ।  
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলং কঙ্কণৌ কুণ্ডলেচ  
শ্মিগ্নং বক্ত্রং কবরবিগলম্মালতী নির্মমস্থ ॥  
তত্রৈব ২১ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকঃ ॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং  
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং ।  
রক্তান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-  
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্তিঃ ॥

তথা বেত্রী ভোজাধিপশ্চ ইত্যাদি শ্লোক সকল জপ  
করিয়া মহাবাদ্য পুরঃসর মঙ্গলনীরাজন করিবে ॥ ২ ॥

সুবাসিনী স্ত্রীগণ পতির চিরায়ুক্ত্বেদ্বারা পুজাদি লাভের  
নিমিত্ত, কন্যাগণ সধরলাভের নিমিত্ত, পুরুষগণ স্বীয় উদ্যম  
ফললাভের নিমিত্ত এবং সমুদায় নর দারিদ্র্য, দৈন্য ও দুরিত  
উপশমের নিমিত্ত অতিশয় আদরের সহিত গাত্রোথান



রত্যাদরেণোখায় শুচিশরীরৈঃ কর্তব্যং ॥ ৩ ॥  
 ততঃ স্নানার্থং বাসুদেব নামানুচ্চারয়ন্ বাহির্গচ্ছেৎ ॥  
 ততস্তীর্থং গত্বা শৌচাদিপূর্বকং কৃতসঙ্কল্পঃ শ্রীগঙ্গাদি-  
 তীর্থানি স্মৃত্বা তীর্থার্থ্যং দত্ত্বা ভৈরবঃ স্মৃত্বা ।  
 সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাস্থরাস্তক ।  
 জগৎশ্রুত জগন্মর্দ্দিনমামি হ্রাং স্বরেশ্বর ।  
 ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ ।  
 অন্যথা তৎফলস্যাদ্ধিং তীর্থেশো হরতি ধ্রুবমিতি ॥ ৪ ॥  
 নত্বা শ্রীবিষ্ণুং স্নানানুজ্ঞাং প্রার্থয়েৎ ।  
 দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ।

করিয়া শুচি শরীরে এই নীরাজন করিবে ॥ ৩ ॥

তদনন্তর স্নানার্থ বাসুদেবের নাম সকল উচ্চারণ করিয়া  
 বাহিরে গমন করিবে । তৎপরে তীর্থে গিয়া শৌচাদি  
 পূর্বক সঙ্কল্প করত শ্রীগঙ্গাদিতীর্থ সকলকে স্মরণ করিয়া  
 তীর্থকে অর্ঘ্য দান ও ভৈরব স্মরণ করিবে । অনন্তর, হে  
 সাগরস্বননির্ঘোষ ! হে দণ্ডহস্ত ! হে অস্থরাস্তক ! হে জগৎ  
 শ্রুতঃ ! হে জগন্মর্দ্দিন ! হে স্বরেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তীর্থস্নান করিবে, ইহার  
 অন্যথা হইলে তীর্থের ঈশ্বর নিশ্চয় তীর্থের অর্দ্ধফল হরণ  
 করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া স্নানের নিমিত্ত অনুজ্ঞা  
 প্রার্থনা করিবে যথা—হে দেবদেব ! হে জগন্নাথ ! হে শঙ্খ-

দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে ॥ ইতি ॥ ৫ ॥  
 ততো নারায়ণনামোচ্চারণপূর্বকং যথাবিধি স্নায়াৎ ।  
 সকলনারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং ।  
 গঙ্গাদি সর্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক ।  
 ইতি ব্রহ্মবচনাৎ ॥  
 ততোহঘমর্ষণান্তং কৃত্বা কেশবাদি-দ্বাদশভি-নামভি-  
 দ্বাদশধা নিমজ্জ্যাচম্য গুরোঃ পিত্রোশ্চ পাদোদকেনাভি-  
 ষেকং কুর্যাৎ ।  
 গুরোঃ পাদোদকং পুত্রতীর্থকোটীফলপ্রদমিতি ।  
 পিত্রোঃ পাদোদকং ক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ ।

চক্রগদাধর ! হে বিষ্ণো ! আপনার তীর্থনিষেবণে আমাকে  
 অনুজ্ঞা দিউন ॥ ৫ ॥

তদনন্তর, নারায়ণ নাম উচ্চারণ পূর্বক যথাবিধি স্নান  
 করিবে ।

হে পুত্র ! একবার মাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া  
 পুরুষ তিনশতকল্প গঙ্গাদি সকল তীর্থে স্নাত হয়, ব্রহ্মার  
 এই বাক্য আছে ॥

তৎপরে অঘমর্ষণ করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ নাম দ্বারা  
 দ্বাদশ স্নান পূর্বক আচমন করিয়া গুরু এবং পিতার পাদো-  
 দক দ্বারা অভিষেক করিবে ।

হে পুত্র ! গুরুর পাদোদক কোটিতীর্থের ফল প্রদান  
 করেন ।

পিতা মাতার পাদোদক দ্বারা যাহার মস্তক ক্লিন্ন হয়,



তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে ।

ইতি পাদ্মেহভিধানাৎ ॥ ৬ ॥

ততস্তীরে গৃহে বা ন্যাসং কৃৎবা মূলমস্ত্রেণ শাশ্বেন যথা-  
গমং আত্মানমভিষেক্ষেৎ ॥

ততঃ শ্রীতুলসীবিমিশ্র-শ্রীশালগ্রামশিলাতীর্থেনাভিষেকং  
কুর্য্যাৎ পিবেচ্চ ॥

স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।

শালগ্রামশিলাতোয়ৈ র্যোহভিষেকং সমাচরেৎ ।

শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেৎ বিন্দুনা সমং ।

মাতৃস্তন্যং পুনর্নৈব স জীবন্মুক্তিভাঙ্নরঃ ।

ইতি পাদ্মেহভিধানাৎ ।

তাহার দিন দিন ভাগীরথী স্নান হইয়া থাকে ।

পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ৬ ॥

তদনন্তর তীরে অথবা গৃহে ন্যাস করিয়া মূলমস্ত্র উচ্চা-  
রণ পূর্বক শঙ্খ দ্বারা অভিষেক করিবে ।

তদনন্তর শ্রীতুলসী বিমিশ্রিত শালগ্রামশিলার চরণা-  
মৃত দ্বারা অভিষেক ও পান করিবে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার জলদ্বারা অভিষেক করে, সে  
সকল তীর্থে স্নান ও সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে ।

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলার বিন্দু তুল্য জলপান করে,  
সে আর মাতৃস্তন পান করেনা এবং সে জীবদ্দশাতেই  
মুক্তিভাগী হইয়াছে ।

পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে ॥

অত্র মন্ত্রঃ ॥

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাদিবিনাশনং ।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারণামাহমিতি ।

ততো বিসর্জনন্যাসং কৃৎবা তর্পণাদি চ বাসঃপরিধানান্তঃ  
কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥

গৃহে তু কালং শ্রুত্বা শ্রীমহাবিষ্ণুচরণারবিন্দোদকমিশ্রি-  
তেন স্নানং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ॥

নলিনী নন্দিনী সীতা মালতী চ মহাপগা ।

বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসমুত্তা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥

ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরীতি দ্বাদশনামভি-  
র্জলভাজনে গঙ্গামাবাহানুজ্ঞাপ্রস্তাবং বিধায় ন্যাসং

মন্ত্র যথা ॥

যাহা অকাল মৃত্যু হরণ ও সর্বব্যাদি বিনাশ করে বিষ্ণুর  
তাদৃশ পাদোদক পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করি-  
তেছি ॥

তৎপরে বিসর্জন ন্যাস করিয়া তর্পণ ও বস্ত্র পরিধান  
করিবে ॥ ৭ ॥

গৃহে স্নান করিতে হইলে কালকে অর্থাৎ মাস পক্ষ  
তিথিকে স্মরণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দোদক মিশ্রিত  
জলদ্বারা স্নান করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া নলিনী, নন্দিনী,  
সীতা, মালতী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসমুত্তা, গঙ্গা, ত্রিপথ-  
গামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী, ত্রিদশেশ্বরী এই  
দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে গঙ্গাকে আবাহন পূর্বক অনুজ্ঞা



কৃত্বাঙ্গমলমপসার্য্য স্নাত্বা আপোহিষ্ঠেতি সম্মার্জ্য জলং  
বিলোভ্য নাসালগ্নেন চুলুকেনাঘমর্ষণং কৃত্বা গুরুবিপ্রাদি-  
তীর্থাভিষেকপূর্বকং তুলসীমিশ্রিত শালগ্রামতীর্থং  
শাশ্ত্রে কৃত্বা মূলে নৈকাদশধাভিষিচ্য ন্যাসং কৃত্বা বাসঃ  
পরিদধ্যাৎ ॥ ৮ ॥

স্নানেচামলক্যাঃ ষষ্ঠী নবমী মপ্তমী ত্রয়োদশী পূর্ব রবি-  
সংক্রান্তিবর্জ্যং প্রশস্তাঃ । বিশেষতশ্চৈকাদশ্যাৎ ॥ ৯ ॥  
ততঃ কালাত্যয়ভিযা সংক্ষিপ্তং তিলকং বিধায় সঙ্ক্যাদি-  
হোমাস্তং নির্বর্ত্য আগমিকঞ্চ জপধ্যানাদিকং কৃত্বা  
তিলকাদিকং কুর্বন্ ভগবতোহনুলেপনে সর্বাস্তানি

প্রস্তাব বিধান করত অঙ্গের মলাপসারণ করিবে । তৎপরে  
স্নান করিয়া “আপোহিষ্ঠেতি” মন্ত্র দ্বারা সম্মার্জন করত  
জলকে চালনা পূর্বক নাসালগ্ন চুলুক দ্বারা অঘমর্ষণ করিয়া  
গুরু বিপ্রাদি তীর্থাভিষেক পূর্বক তুলসীমিশ্রিত শালগ্রাম  
চরণামৃত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশবার অভিষেক করত ন্যাস  
করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে ॥ ৮ ॥

আমলকীর দ্বারা স্নান করিতে হইলে ষষ্ঠী, নবমী, মপ্তমী,  
ত্রয়োদশী, পূর্ব ও রবিসংক্রান্তি বর্জন করা প্রশস্ত । বিশে-  
ষতঃ একাদশীতে বর্জন করিবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর কাল অতিক্রম হইবে ভয়ে সংক্ষিপ্ত তিলক  
বিধান পূর্বক সঙ্ক্যাদি হোম পর্য্যন্ত নির্বাহ করিয়া আগ-  
মোক্ত জপ ধ্যানাদি করত ভগবানের অনুলেপন দ্বারা অঙ্গ

সংমুজ্যাৎ ॥

শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা ।

সর্বাস্তেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসনেতি ব্রাহ্ম্যে ভগ-  
বতোক্তত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ততো গোপীচন্দনে স্নাত্বান্ দ্বাদশ তিলকান্ কেশ-  
বাদিনামপূর্বং নিৰ্ম্ময় ॥

ললাটে তু গদাধার্যা মুর্ধ্বি চাপবরং তথা ।

হৃদয়ে নন্দকং কুৰ্য্যাৎ শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে ।

ইতি পঞ্চায়ুধানি ধারয়েৎ । তথা নারায়ণীং মুদ্রাং ।

সো চৈবং দক্ষিণহস্তে অধঃ শঙ্খঃ উপরি পদ্মং ।

বামেহধঃ চক্রং উপরি গদেতি লেখনীয়া নৈচৈষা প্রতি-

সমুদায় মার্জন করিবে ॥

হে ব্রহ্মন্ ! মহাশুদ্ধির নিমিত্ত শালগ্রামশিলালগ্ন চন্দন  
সর্বদা সর্বাস্তে ধারণ করিবে । ব্রহ্মপুরাণে ভগবানের এই  
উক্তি আছে ॥ ১০ ॥

তদনন্তর গোপীচন্দন দ্বারা স্নাতিশাস্ত্রোক্ত দ্বাদশ তিলক  
কেশবাদি নাগোল্লেক পূর্বক নিৰ্ম্মাণ করিয়া ললাটে গদা  
মস্তকে উৎকৃষ্ট ধনু, হৃদয়ে নন্দক ( খড়্গ ) ও ভুজদ্বয়ে শঙ্খ,  
চক্র এই পঞ্চ অস্ত্র ধারণ করিবে ॥

তথা নারায়ণী মুদ্রা । সেই মুদ্রা দক্ষিণহস্তের অধঃ  
শঙ্খ, উপরে পদ্ম, বামহস্তের অধঃ চক্র ও উপরি গদা লেখ-  
নীয়, ইহা প্রতিবিম্ব ( ছাপা ) নহে, যে হেতু চক্র লিখিবে,



বিশ্বনীয়া ।

লিখিতে চক্রে লিখিতে শঙ্খ ইতি বিশেষাভিধানাৎ ।

তথাচ দক্ষিণেতরকরয়োর্মংস্যকূর্মো ধারয়েৎ ।

উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোহক্ষিতোমংস্যমুদ্রয়া ॥

কূর্ময়াপি স্বকং তেজো নিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে ।

ইতি ভগবতোক্তত্বাৎ ॥ ১১ ॥

স্ব-স্ব-পূজনীয়মূর্তৈরায়ুধানি চ ধারণীয়ানি ।

সাম্প্রদায়িকশিষ্টসমাচারতঃ সর্বাস্থেষু যথারুচি শঙ্খ-  
চক্রাদীনি ধারয়েৎ ॥

চক্রশঙ্খৌ চ মিশ্রৌ ধার্যৌ ।

কেবলং নোদ্বহেৎ শঙ্খমাদৌ চাস্থবিগ্রহং ।

শঙ্খ লিখিবে এই বিশেষ উল্লেখ আছে । তথাচ দক্ষিণ ও বাম করদ্বয়ে মংস্য কূর্ম ধারণ করিবে যথা—উভয় চিহ্ন দ্বারা যে ব্যক্তি অঙ্কিত হয়, মংস্যমুদ্রা ও কূর্মমুদ্রা দ্বারা তাহার শরীরে নিজতেজ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । ভগবানের এই উক্তি আছে ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তির সম্বন্ধে যে মূর্তি পূজনীয়, তিনি সেই সেই মূর্তির অস্ত্র সকল ধারণ করিবেন । সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি শিষ্টাচার অনুসারে যথারুচি সর্বাস্থেষু শঙ্খ চক্রাদি ধারণ করিবেন । শঙ্খ ও চক্রকে মিশ্রিত করিয়া ধারণ করা কর্তব্য ॥

অগ্রে কেবল শঙ্খ ধারণ করিবে না, যে হেতু শঙ্খ অস্থর-

অতশ্চক্রবিমিশ্রং তং বিভূয়ান্বৈষ্ণবঃ স দেতি ব্রহ্মবৈবর্ত-  
বচনাৎ । আবশ্যকং চৈতচ্ছাস্ত্রচক্রাদিধারণং অকরণে  
কর্মানধিকারদোষস্য গারুড়ে ভগবতোক্তত্বাৎ ।

সর্বকর্মানধিকারশ্চ শুচীনাং মেব চোদিতঃ ।

শুচিভুঞ্চ বিজ্ঞানীয়াশ্মদীয়ায়ুধধারণাৎ ॥ ১২ ॥

লক্ষণম্ ।

দ্বাদশারম্ভ ষট্ কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং ।

হরেঃ স্তদর্শনমিতি চক্রস্য । শঙ্খঃ স্যাদক্ষিণাবর্ত ইতি  
শঙ্খস্য । গদাপদ্যে লোকপ্রসিদ্ধে ।

মূর্তি হয় অতএব বৈষ্ণবব্যক্তি সর্বদা চক্রবিমিশ্রিত শঙ্খ ধারণ করিবেন । ব্রহ্মবৈবর্তের এই বচন আছে ॥

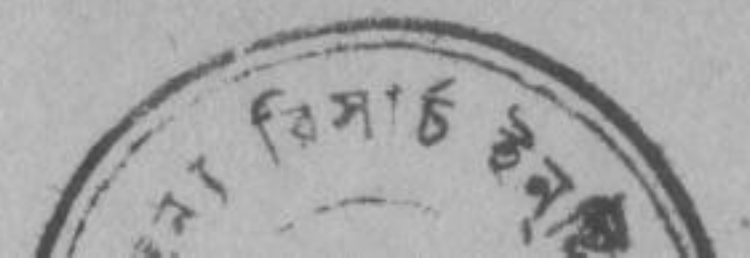
এই শঙ্খ চক্রাদি ধারণ আবশ্যক, অকরণে কর্মে অনধিকার দোষ গুরুড়পুরাণে ভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥

শুচি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আমি সকল কর্মের অধিকার বলিয়াছি । আমার অস্ত্রধারণ হেতু শুচিই জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

চক্রলক্ষণ যথা ॥

দ্বাদশ আর ( দ্বাদশ প্রান্তভাগ ) ছয় কোণ এবং তিনটি বলয় সংযুক্ত যে চক্র তাহা হরির স্তদর্শনচক্র, বিচক্ষণ ব্যক্তি উহা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন ॥

শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত হইবে । গদা ও পদ্য লোকে প্রসিদ্ধ





সৰ্বান্যপি বা ভগবন্মামাক্ষিতানি অষ্টাক্ষরদ্বাদশাক্ষরা  
অক্ষিতানি বা কুর্য্যাৎ ।

ধারণকৈষাং শ্রীমন্তরাজেন দ্বাদশাক্ষরেণ বা কার্য্যং ।

চক্রং চাত্র প্রথমং ধার্য্যং ।

শাস্ত্রাভিপ্রায়স্য দৈত্যাছ্যদ্রব্যস্য বহুপুরাণেহভিহিত-  
ত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

এবং মুদ্রাক্ষিতঃ শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাং ললাটে ধারয়েৎ ।

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।

তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষশতং নৃণামিতি গারুড়ে-  
হভিধানাৎ ধূপান্ধারমসীধারণন্ত ন স্পষ্টং পশ্যামঃ ।

আছে । সমস্ত অস্ত্রকে ভগবন্মামাক্ষিত অথবা অষ্টাক্ষর কিম্বা  
দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রাক্ষিত করিবে । অথবা এই সকলের ধারণ  
শ্রীমন্তরাজ ( অষ্টাদশাক্ষর ) অথবা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে করিবে ।  
এস্থলে প্রথমত চক্র ধারণ করিবে । যে হেতু শাস্ত্র পঞ্চজন  
নামক দৈত্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । অগ্নিপুরাণে এই  
উল্লেখ আছে ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার মুদ্রাক্ষিত বৈষ্ণব শ্রীতুলসীর মূলমৃত্তিকা  
ললাটে ধারণ করিবে ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তুলসীর মৃত্তিকা পুণ্ড্র ধারণ করেন,  
তাহার দর্শনে মনুষ্যদিগের শতবর্ষের পাপ দূরীভূত হয় ।  
গারুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥

ধূপের অঙ্গারের মসীধারণ স্পষ্ট দেখিতে পাই না । যদিচ

যদি তু সদাচারো গ্রাহঃ তর্হি ধূপশেষাখ্যমন্যপরমপি  
কিঞ্চিদভ্যর্থনীয়ং ।

তুলসীপ্রসাদঞ্চ সর্বদা ধারয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অথ বিষ্ণুসমর্পিতাং তুলসীকাষ্ঠমালাং ধাত্রীমালাং  
পদ্মাখ্যমালাং তুলসীদলমালাং কণ্ঠে বিভূয়াৎ ।

তুলসীকাষ্ঠভূষণানিচ শিরঃকণ্ঠবাহুকর্ণেষু ধারয়েৎ ।

শ্রাদ্ধাদিচ । তুলসীকাষ্ঠমালাষ্মিতেন ক্রিয়মাণমনন্তফলং ।

ব্রহ্মযজ্ঞাদাবপি পিতৃতর্পণং শালগ্রামোদকেন কার্য্যং  
শিরসা বিষ্ণুনির্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং ।

পিতৃণাং দেবতানাঞ্চৈতি স্কান্দেহভিধানাৎ ॥ ১৫ ॥

সদাচার গ্রাহ তথাপি ধূপ শেষাখ্য অন্য পরও কিঞ্চিৎ প্রার্থ-  
নীয়, অপর তুলসীপ্রসাদও সর্বদা ধারণ করিবে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিষ্ণুসমর্পিত তুলসীকাষ্ঠমালা, ধাত্রীমালা,  
পদ্মবীজমালা ও তুলসীদলমালা কণ্ঠে ধারণ করিবে ।  
তুলসীকাষ্ঠের ভূষণসকলও মস্তক, কণ্ঠ, বাহু ও কর্ণ সকলে  
ধারণ করিবে ॥

তুলসীকাষ্ঠাষ্মিত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম করিলে সেই  
কৰ্ম্মের অনন্ত ফল হয়, ব্রহ্মযজ্ঞাদিতেও ঐ রূপ তুলসী  
কাষ্ঠাষ্মিত হইবে । পিতৃতর্পণ শালগ্রামোদক দ্বারা করিবে ॥

মস্তকে বিষ্ণুনির্মাল্য ধারণ বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃ-  
লোকের তর্পণ করিবে । পিতৃলোক ও দেবলোকের ভূক্তি  
হয় স্কন্দপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ১৫ ॥



অথ ব্রহ্মযজ্ঞং বিধায় শুচৌ বিবিক্তে দেশে কুশকৃষ্ণাজিন-  
শ্বেতকম্বলৈশ্চোত্তরে আসনে সমুপবিশ্য ভূতাদীন্যপ্যপ-  
সার্য্য প্রাণানাযম্য পাদাদিমূর্ত্তান্তং চতুষ্কোণাদিরূপ-  
পৃথিব্যাदिमण्डलानि सर्वाजानि संश्रित्य पापपुरुषं पूर्वं  
ततश्चीजेन यथागमं शोषणं दहन-प्लावनघनीकरणामृती-  
करणैर् दिव्यादेहं निर्माय प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा मातृकायाः  
शुक्लसविन्दुकानि प्रपञ्चयागतं शक्त्या कृत्वा ध्यानजपादि  
निर्वर्त्तय भुवनेश्वर्या मन्त्रान्, गुरूपदिष्टान्, छन्दश्चाद्यादि-  
पूर्वं शक्त्या जप्त्वा प्रधानदेवताराधनमस्तुर्धागविधानं  
सर्विस्तुरगनेकमानसदिव्योपचारोपेतं यावन्मनस्तोषं

অনন্তর ব্রহ্মযজ্ঞ বিধান পূর্বক শুচি ও নির্জনদেশে কুশ,  
কৃষ্ণাজিন, শ্বেতকম্বলোত্তর আসনে উপবেশন পুরঃসর  
ভূতাদি অপসারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে  
পাদাদি মস্তক পর্যন্ত চতুষ্কোণাদি রূপ সর্বজ পৃথিব্যাदि  
मण्डल सकलके चिन्ता करिया पूर्व पापपुरुषके ततश्चीज  
द्वारा ये रूप विधान আছে तदनुसारे शोषण, दहन,  
प्लावन, घनीकरण ও अमृतकरण द्वारा दिव्य देह निर्माण  
करिया प्राणप्रतिष्ठा करिবে। तत्परे मातृकावर्गेण शुक्ल  
सविन्दुकानि प्रपञ्च यागपर्याप्त शक्ति अनुसारे करिया ध्यान  
जपादि सम्पादन करत गुरूपदिष्ट भुवनेश्वरीर मन्त्र सकल  
श्चाद्यादि पूर्वक यथाशक्ति जप करिया प्रधान देवताराधन  
अस्तुर्धागविधान, सर्विस्तुर अनेक मानस दिव्य उपचारयुक्त,

শ্রীচরণাদিমুকুটান্তর্ধানং যথাশক্তি বিধায় অষ্টোত্তরশত-  
সহস্রাদিসংখ্যয়া জপ্ত্বা জপং নিবেদ্য বিসর্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥  
অথ মধ্যাহ্নস্নানং প্রাক্ পুষ্পাদ্যবচিত্য ভূত্যাदिद्वारेण  
वा सम्पाद्य मीमांसाधर्मशास्त्रषडङ्गवेदपठनगुणश्रवणव्याख्या-  
नादिकं शक्त्या कृत्वा तदपि भगवते समर्प्य मध्याह्न-  
स्नानाशक्तौ मास्त्रं \* वा स्नानं कृत्वा कृतनैतिको देव-  
गृहे गोमयौदकाभ्यां देवस्य पुरत उपलिप्य शिलो-

যে পর্য্যন্ত মনের সন্তোষ শ্রীচরণাদি মুকুটান্তর্ধান, যথা-  
শক্তি বিধান করিয়া অষ্টোত্তর সহস্রাদি সংখ্যায় জপ করত  
নিবেদন করিয়া বিসর্জন করিবে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্বে স্বয়ং পুষ্পচয়ন অথবা  
ভূত্যা দ্বারা পুষ্পসম্পাদন করিয়া মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র ষড়ঙ্গ  
বেদপঠন, গুণশ্রবণ এবং ব্যাখ্যানাদি শক্ত্যানুসারে ভগ-  
বান্কে সমর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানে অসমর্থ হইলে মন্ত্র স্নান  
নিত্য কৃত্য সম্পন্ন করিয়া দেবগৃহে গোময় ও জলদ্বারা  
দেবের অগ্রে শিলা, উপল ও রঙ্গমালিকা দ্বারা স্বস্তিকাদি

অসামর্থ্যাং শরীরস্ত কালশক্ত্যা দ্যপেক্ষয়া । মন্ত্রস্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদি-  
চ্ছন্তি সূচয়ঃ । যথা মাস্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ । বারং মানস-  
কৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্তিতং । আপোহিষ্ঠেতি বৈ মাস্ত্রং । মৃদালস্তস্ত পার্থিবং ।  
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্ত্বতং । যত্ন আতপ বর্ষণ স্নানং তদ্বিব্য-  
মুচ্যতে । ত্রিবাক্রণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং বিষ্ণুচিন্তনং । সমস্তং স্নানমুদ্দিষ্টং মন্ত্রস্নান-  
ক্রমেণ তু ॥



পলকৃতয়া রঙ্গমালিকয়া স্বস্তিকাদীনি রচয়েৎ ॥ ১৭ ॥

তদযথা ॥

মধ্যে সিংহাসনং বিধায় তন্মধ্যে ভগবৎপাদৌ নির্মায  
তদুপরি ছত্রং । তদুপরি শ্রীনৃসিংহনাম উভয়তশ্চামর-  
ধারিণ্যৌ পুত্রিকে । তদুপরি উভয়তশ্চক্রপিণাকে । তদু-  
ভয়তঃ শরদরৌ । তদধোহজ্জগদে । শরদরোভয়পার্শ্বয়োঃ  
সর্বতোভদ্রস্বস্তিকে । তদধ উভয়তোহক্ষদলে । তদধঃ  
কৃতাজ্জলিগরুড়ানন্তৌ তদধোহক্ষদলে । সিংহাসনাদধঃ  
পাদুকে । তদুভয়তঃ । পতঙ্গহধারিকে । তদুভয়তঃ  
খড়্গপদ্মকে ষট্ কোণে পাদুকাধোহক্ষদলং । তদুভয়তো  
ধূপস্থানারাত্রিকে । তদুভয়তো ব্যজনং ঘটে । খড়্গপদ্ম-

রচনা করিবে ॥ ১৭ ॥

স্বস্তিকরচনা যথা ॥

মধ্যে সিংহাসন করিয়া তন্মধ্যে ভগবানের পদদ্বয়  
নির্মাণ করত তাহার উপরে ছত্র, তদুপরি শ্রীনৃসিংহ নাম,  
দুই দিকে চামর ধারিণী দুইটী পুত্রিকা, তাহার উপরে  
দুই দিকে চক্র ও পিণাক ( ধনুঃ ) তাহার দুই দিকে বাণ ও  
শঙ্খ, তাহার নিম্নদিকে পদ্ম ও গদা, বাণ ও শঙ্খের উভয়-  
পার্শ্বে সর্বতোভদ্র ও স্বস্তিকমণ্ডল, তাহার দুই দিকে পত-  
ঙ্গহ ধারিকা, তাহার দুই দিকে খড়্গ ও পদ্ম, ষট্ কোণে  
পাদুকা, পাদুকার নিম্নে অক্ষদল, তাহার দুই দিকে ধূপপাত্র  
ও আরাত্রিক, তাহার দুই দিকে ব্যজন ও ঘট । খড়্গ ও পদ্ম

ষট্ কোণয়োরুপযু্যভয়তঃ পঞ্চবাণনন্দকে ।

তদুপযু্যশীরব্যজনকে এবং শ্রোতনৃসিংহারাদিকানাং রঙ্গ-  
মালিকানির্মাণং ॥ ১৮ ॥

তদিতরবৈষ্ণবানান্ত স্বপূজনীয়দেবতায়ুধমাত্রমন্যত্রাচ ।

উপলিপ্য হরেরস্ত্রং রাজপূজাপরিচ্ছদৈঃ ।

নন্দ্যাবর্তাভিতো ভদ্রপদ্মাদৈর্যমণ্ডয়েৎ গৃহং ।

রত্নতণ্ডুলচূর্ণাদৈঃ শিলোপলমৃদীকৃতৈঃ ।

ইতি নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রিকাদিবচনানি ।

সদাচারশ্চ প্রমাণং ॥

অশক্তৌ যথাশক্তি খণ্ডপদ্মষট্ কোণানন্যানি চ চিহ্নানি ।

ষট্ কোণদ্বয়ে তাহার দুইদিকে কন্দর্পের পঞ্চবাণ ও নন্দক  
এবং তাহার উপরে বেনামূলের দুইটী ব্যজন । এই প্রকার  
শ্রুতি বিহিত নৃসিংহ-পূজকের রঙ্গমালিকা নির্মাণের বিধি  
লিখিত হইল ॥ ১৮ ॥

নৃসিংহারাদিক হইতে অন্য বৈষ্ণবদিগের নিজের পূজনীয়  
দেবতার আয়ুধমাত্র এই রূপ অন্য স্থানেও জানিতে হইবে ॥

উপলেপন করিয়া হরির অস্ত্রকে রাজতুল্য উপচার ও  
পরিচ্ছদ দ্বারা তথা রত্ন তণ্ডুলচূর্ণ, শিলা ও উপলকে মূহু  
করিয়া তদ্বারা নন্দ্যাবর্ত ও সর্বতোভাবে ভদ্রাদিমণ্ডল দ্বারা  
গৃহকে ভূষিত করিবে ॥

এই নবপ্রশ্নপঞ্চরাত্রিকাদির বচন সকল আছে ॥

সদাচারও প্রমাণ । অশক্তের প্রতি যথাশক্তি খণ্ড, পদ্ম



ক্রমবিশেষস্ত শোভানুসারাং ॥

স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ানুসারেণ বা রুচ্যা বা রঙ্গমালিকাং নিয়-  
মতঃ কুর্যাৎ ॥ ১৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্য-  
বর্য্যস্তুতশ্রীকৃষ্ণদেববিনির্মিতায়াং বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ  
শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং নবমঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৯ ॥ \* ॥

ও ষট্‌কোণ প্রভৃতি অন্যান্য চিত্র সকল শোভানুসারে ক্রমে  
বিশেষ করিবে । স্বীয় ২ সম্প্রদায় অথবা রুচি অনুসারে রঙ্গ  
মালিকা নিয়মমত করিবে ॥ ১৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্যশ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যস্তুত শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মা-  
নুষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং শ্রীনৃসিং-  
হপরিচর্যায়াং নবমঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ৯ ॥ \* ॥

## দশমঃ পটলঃ ।

—•○\*○—

অথ দেবস্য শ্বেতদুকূলমাজিষ্ঠাদিভিন্নমোহরাসনেষু পূজাং  
কুর্যাৎ ॥

ততো গুরৌ সন্নিহিতে তং নমস্কৃত্যসনে উপবিশ্য  
দেবপূজামারভেত ॥ তচ্চ ॥

বংশাশ্ম-দারু-ধরণী-তৃণ-পল্লব-নির্মিতং ।

বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্যব্যাধিছুঃখদং ।

কৃষ্ণাজিনঃ কন্দলশ্চ নান্যদাসনমিষ্যতে ।

ইতি নারদীয়পঞ্চরাত্নোক্তং বেদিতব্যং ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্বেতবর্ণ দুকূল ও মাজিষ্ঠাদি দ্বারা মনোহর আসন  
সকলে উপবেশন করিয়া দেবের পূজা করিবে । তদনন্তর  
গুরু সন্নিধানে তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক আসনে উপবেশন  
করিয়া দেবের পূজা আরম্ভ করিবে । সেই আসন, বংশ,  
প্রস্তর, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, তৃণ ও পল্লব হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি  
তাঁহা বর্জ্জন করিবেন, যে হেতু ঐ সকল আসন দারিদ্র্য,  
ব্যাধি ও দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, কৃষ্ণাজিন ও কন্দল ভিন্ন  
অন্য আসন উপযুক্ত হয় না । নারদপঞ্চরাত্নে বিহিত  
আসন এইরূপ জানিতে হইবে ॥ ১ ॥



পুরতঃ শঙ্খঃ স্থাপয়েৎ ॥

স্বস্য দক্ষিণভাগে গন্ধতুলস্যাদিপাত্রাণি ।

বামভাগে জলপূর্ণং কলসং । স্মৃতদীপশ্চ দক্ষিণতঃ ।

তৈলদীপো বামতঃ ॥ ২ ॥

অথাসনপ্রাণায়ামচ্ছন্দঃস্বাদি-স্মরণপূর্বমাত্মনঃ শকলী-  
কৃত্য দেবোভূত্বা মন্ত্রদেবতাত্মনামৈক্যং ভাবয়ন্ সজল-  
শঙ্খার্চনাভিমন্ত্রণাত্মাভিষেকার্চন যাগভূমিদ্রব্য প্রোক্ষ-  
ণাদি যথা সম্প্রদায়ং কৃত্বা পীঠপূজাং নিৰ্বর্ত্যাসনাবাহ-  
নানন্তরং । দুৰ্বাবিষ্ণুপত্নীশ্যামাকপদ্মানি পাদ্যপাত্রে ।  
সিদ্ধার্থাক্ত-কুশাগ্র-তিল-যব-গন্ধপুষ্পাণি অর্ঘ্যপাত্রে ।

সম্মুখে শঙ্খ স্থাপন করিবে ।

আপনার দক্ষিণদিকে গন্ধ ও তুলসী প্রভৃতির পাত্র  
রাখিবে । বামদিকে জলপূর্ণ কলস, দক্ষিণদিকে স্মৃতদীপ,  
বামদিকে তৈল দীপ স্থাপন করিবে ॥ ২ ॥

অনন্তর আসন, প্রাণায়াম, ছন্দ ও স্বাদি স্মরণ পূর্বক  
আপনাকে শকলীকরণ অর্থাৎ অনুরক্ত \* করিয়া দেব হইয়া  
মন্ত্র ও দেবতার সহিত ঐক্য চিন্তা করত সজল শঙ্খার্চন,  
অভিমন্ত্রণ, অভিষেক, অর্চন, যাগভূমি ও দ্রব্যপ্রোক্ষণাদি  
যথা—সম্প্রদায় বিধান করিয়া আসন ও আবাহনের পর,  
দুৰ্বা, বিষ্ণুপত্নী, শ্যামাক ও পদ্ম পাদ্যপাত্রে । সিদ্ধার্থ  
(শ্বেত সর্ষপ) আতপতণ্ডুল, কুশাগ্র, তিল, যব, চন্দন ও  
পুষ্প সকল অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবে ॥

\* “শকল” শব্দের অর্থ এস্থলে অনুরক্ত বা আসক্তই উচিত ।

অর্ঘ্যপাত্রঞ্চ শঙ্খঃ ॥

শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সফলাকৃতং ।

অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য সমাগরধরাফলং ।

ইতি স্কান্দেহভিধানাৎ ॥ ৩ ॥

লবঙ্গজাতীফলকক্কোলান্যাচমনপাত্রে ।

পয়োদধিমধুস্বতখণ্ডদ্রব্যাণি মধুপর্কপাত্রে ॥

এতেষামভাবে তুলসীপুষ্পাদি তত্তদ্রাবনয়া প্রক্ষিপ্য  
দেবায় পাদ্যাদীনি সমর্প্য দেবস্য ন্যাসপূর্বকং ঘণ্টাদি-  
নিনাদেন মহাভিষেকং শঙ্খেন কুর্যাৎ ।

পঞ্চামৃত স্পর্শনঞ্চ ॥ ৪ ॥

অর্ঘ্যপাত্র শঙ্খ ॥

জল ও পুষ্প, ফল ও অকৃত (আতপ তণ্ডুল) শঙ্খে করিয়া  
যে ব্যক্তি দেবকে অর্ঘ্যদান করেন তিনি সাগরসমন্বিত  
পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হইবেন । স্কন্দপুরাণে এই বিধান  
আছে ॥ ৩ ॥

লবঙ্গ, জাতীফল ও কক্কোল সকল আচমন পাত্রে এবং  
দুগ্ধ, দধি, মধু, স্বত ও শর্করা মধুপর্ক পাত্রে দিবে । এই  
সকলের অভাব হইলে তুলসী ও পুষ্পাদি তত্তদ্রব্যের ভাবনা  
দ্বারা প্রক্ষেপ করত দেবকে সমর্পণ করিয়া, দেবের ন্যাস-  
পূর্বক ঘণ্টাদি নিনাদসহকারে শঙ্খ দ্বারা মহা অভিষেক  
করিবে এবং পঞ্চামৃতেও স্পর্শন করাইবে ॥ ৪ ॥



কাপিলমন্যগোসম্ভবং ক্ষীরং শাঞ্চে ন কৃত্বাভিষেকে কৃতে  
পারায়ণযজ্ঞায়ুতসহস্রফললাভঃ ।

একাদশ্যাং বিশেষেণ ক্ষীরস্নপনং কার্য্যং ।

স্নানে চাক্ষাক্ষরোমস্ত্রঃ ॥

ক্ষিপ্ত্বা গন্ধোদকং শাঞ্চে যঃ স্নাপয়তি কেশবঃ ।

নমো নারায়ণায়ৈতি মুচ্যতে যোনিসঙ্কটাৎ ।

ইতি সৌপর্ন্যেহভিধানাৎ । মূলমন্ত্রশ্চ ॥

ঘণ্টানাদশ্চ স্কান্দে ॥

স্নানকালে বিশেষেণ ঘণ্টানাদং করোতি যঃ ।

পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যমনন্তকমিতি ।

ঘণ্টা চ গরুড়েন চক্রেণ বা উভাভ্যাং বা মুর্দ্ধি চিহ্নিতা ।

কপিলা ও অন্য গোসম্ভব ক্ষীর শাঞ্চে করিয়া অভিষেক  
করিলে পারায়ণ ও সহস্র অযুত যজ্ঞের ফললাভ হয় ।

একাদশীতে বিশেষ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা স্নান এবং অক্ষা-  
ক্ষর মন্ত্র দ্বারাও স্নান করাইবে । গন্ধোদক শাঞ্চে নিক্ষেপ  
করিয়া “নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র দ্বারা যিনি কেশবকে  
স্নান করান্, তিনি যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়েন । সৌপর্ন্য  
অর্থাৎ গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে । মূলমন্ত্র দ্বারাও  
স্নান করাইবে ॥ ৫ ॥

ঘণ্টানাদ যথা—স্কন্দপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি স্নান কালে বিশেষ রূপে বাসুদেবের অগ্রে  
ঘণ্টানাদ করেন তাঁহার অনন্ত পুণ্য হয় ॥

গরুড় অথবা চক্র কিম্বা উভয় চিহ্ন দ্বারা ঘণ্টার মস্তক

শ্রীভগবন্মাস্ক্রিতা চ কার্য্যা ॥ ৬ ॥

স্নানাদিপূজাকালে গীতাদি চ কর্তব্যং ।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনং ॥

স্তোত্রং নামসহস্রঞ্চ পূজাকালে হরেঃ প্রিয়মিতি তত্রৈ-  
বোক্তত্বাৎ ॥ ৭ ॥

অথ বস্ত্রালঙ্কারাদীন্ সমর্প্য গন্ধমর্পয়েৎ ।

তচ্চ কনিষ্ঠয়া ॥

কনিষ্ঠাদ্যাঃ । এতাভিষীজপূর্বকং গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-  
নৈবেদ্যানি সমর্পয়েদिति তদ্বসাগরেহভিধানাৎ ॥ ৮ ॥

অথ চন্দনাদি কনিষ্ঠাদিভিরপর্পয়েৎ ।

চন্দনঞ্চ শঙ্খপাণ্যাং স্থাপ্যং ।

চিহ্নিত অথবা ভগবানের নাম দ্বারা ঘণ্টার মস্তক চিহ্নিত  
করিবে ॥ ৬ ॥

স্নানাদি পূজাকালে গীতবাদ্য করা কর্তব্য । গীত, বাদ্য,  
নৃত্য তথা পুস্তকবাচন, স্তোত্র ও সহস্র নাম পূজাকালে এই  
সমুদায় হরির প্রিয় হয় । বিষ্ণুপুরাণে এই বিধান আছে ॥ ৭ ॥

অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি সমর্পণ পূর্বক গন্ধ অর্পণ করিবে ।  
এই গন্ধ দান কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা করিতে হইবে । কনিষ্ঠাদি  
ক্রমে এই সমুদায় বীজপূর্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবে-  
দ্যাди সমর্পণ করিবে, তদ্বসাগরে এই উল্লেখ আছে ॥ ৮ ॥

অনন্তর চন্দনাদি কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা অর্পণ  
করিবে । চন্দন শঙ্খপাণিতে স্থাপন করিবে ॥



বিলেপয়তি দেবেশং শাশ্বে কৃত্বা তু চন্দনং ।

পরমাত্মা পরাং প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীমিতি  
পুরাণান্তরবচনাৎ ।

তচ্চ তুলসীদলেন গ্রাহ্যং ॥

তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দনঃ ।

বিলেপয়তি যো নিত্যং লভতে চিন্তিতং ফলমিতি গারু-  
ড়োক্তেঃ ॥ ৯ ॥

তুলসীকাষ্ঠং মলয়জমস্তবং কর্পূরাগুরুমৃগমদকুঙ্কুমমিশ্রিতং  
কুর্য্যাৎ ॥

নিয়মতস্ত তুলসীকাষ্ঠজং সমর্পয়েৎ হরেরতিপ্রিয়ত্বাৎ ।

দেবদারুজং কিঞ্চৎস্বরভিত্বাৎ । কাদম্বজঞ্চ শীতলত্বাৎ ।

যে ব্যক্তি শঙ্খমধ্যে চন্দন স্থাপন করিয়া দেবেশ্বরকে  
লেপন করেন, পরমাত্মা শতবৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার প্রীতি  
বিধান করেন । পুরাণান্তরের এই বচন আছে ॥

এই চন্দন তুলসীপত্রে করিয়া দিবে ।

যে ব্যক্তি নিত্য তুলসীদললগ্ন চন্দন দ্বারা জনার্দনকে  
লেপন করেন, তাঁহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে ।  
গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥ ৯ ॥

তুলসীকাষ্ঠ চন্দন ও মলয়জ চন্দন কর্পূর, অগুরু, মৃগমদ  
ও কুঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিবে । নিয়ম পূর্বক তুলসী-  
কাষ্ঠ সমর্পণ করিবে, যে হেতু ইহা হরির অতিশয় প্রিয় ।  
দেবদারু জনিত চন্দনের সৌগন্ধি আছে, কদম্ব জনিত চন্দন

অন্যাসম্ভবে গ্রাহ্যং ।

অথ শুকোমলদলরূপয়া মঞ্জরীরূপয়া তুলস্যা মহাপূজাং  
কুর্য্যাৎ ॥

যদ্যপি পত্রপূজাতঃ পুষ্পপূজাভ্যধিকা, তথাপি—

মণিকাঞ্চনপুষ্পানি তথা মুক্তাময়ানি চ ।

তুলসীপত্রদানস্য কলাং নান্ধি যোড়শীং ॥

ইতি পাদ্মোহভিধানাৎ তুলসীপত্রমধিকং ॥ ১০ ॥

তুলসীনিয়মশ্চ বৈষ্ণবানাং প্রতীয়মানো ন নির্মূলঃ শঙ্ক-  
নীয়ঃ ।

নিত্যমর্চয়তে যো বৈ তুলস্যা কৃষ্ণমীশ্বরং ॥

মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং ॥ ইতি ।

ব্রাহ্মো নিত্যপদশ্রবণাৎ ॥

শীতল হয়, এই সকল অন্যের অসম্ভবে গ্রহণীয় হইবে ।

অনন্তর শুকোমলদল ও মঞ্জরীরূপা তুলসীর দ্বারা মহা-  
পূজা করিবে ॥

যদিচ পত্রপূজা হইতে পুষ্পপূজা অধিক, তথাপি মণি  
ও কাঞ্চনপুষ্প তথা মুক্তাময় পুষ্পসকল তুলসীপত্র দানের  
যোড়শ কলার এককলারও যোগ্য হয় না । পদ্মপুরাণের এই  
বিধান হেতু সর্বাপেক্ষা তুলসীপত্র অধিক হয় ॥ ১০ ॥

বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে তুলসীনিয়ম প্রতীয়মান হইতেছে  
নির্মূল বলিয়া আশঙ্কা করিও না । যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা  
নিত্য ঈশ্বর কৃষ্ণকে পূজা করেন, তাঁহার যখন মহাপাতক  
সকল বিনষ্ট হয়, তখন তাহার উপপাতক সকলের কথা  
কি ? । ব্রহ্মপুরাণেও নিত্যপদ শ্রবণ আছে ॥



তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং ।

সংপ্রাপ্যতে মাধব পুণ্যবাসরে ।

ধিগ্‌ঘোবনং জীবনমর্থসম্ভৃতিং

তেষাং স্তুতং নেহ চ দৃশ্যতে পরে ।

ইত্যকরণে দোষশ্রবণাচ্চ ॥ ১১ ॥

তুলসীদলচূর্ণসংগ্রহশ্চ ন নিমূলঃ ॥

বর্জ্যং পৰ্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পৰ্যুষিতং জলং ।

ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলং ॥ ইতি নিত্য-

ত্বানুগ্রাহিণঃ পৰ্যুষিতত্বস্য নারদেনাভ্যানুজ্ঞাতত্বাৎ ॥ ১২ ॥

অবচয়শ্চাম্যা দ্বাদশ্যাং ন কার্য্যঃ ।

বৈশাখ মাস অথবা পুণ্যদিন অক্ষয়তৃতীয়া কিম্বা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা হরিপূজার নিমিত্ত তুলসী-সংগ্রহ না করে, তাহাদিগের ঘোবন, জীবন এবং অর্থ-সঞ্চয়ে ধিক্ । তাহারা ইহকালে বা পরকালে কোন স্তুত অনুভব করিতে পায় না ॥

অকরণে এই দোষ শ্রবণ আছে ॥ ১১ ॥

তুলসীদল চূর্ণ সংগ্রহ করা নিমূল নহে ॥

পৰ্যুষিত পুষ্প ও পৰ্যুষিত ফল পরিত্যাগ করিবে কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল পৰ্যুষিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না ॥

নারদের এই অনুজ্ঞা আছে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করিবে না ॥

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥

ইতি নিষেধাৎ ॥

ভানুবীরং বিনা দুর্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা ।

জীবিতস্যাবিনাশায় অবচিহ্নীত ধর্ম্মবিৎ ॥

ইতি গারুড়েহভিধানাৎ ॥ ১৩ ॥

অবচয়মস্ত্রশ্চ ॥

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।

কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥ ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

অথ পুষ্পপূজাং কুর্যাৎ ॥

তত্র হেমপুষ্পং হরেরতিপ্রিয়ং ।

হে বিপ্রগণ ! বৈষ্ণবজন দ্বাদশীতে কখন তুলসীচ্ছেদন করিবেন না । এই নিষেধ আছে ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুরক্ষয় ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে রবিবারে দুর্বা এবং দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করিবেন না, করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় ॥

গারুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥ ১৩ ॥

তুলসীচয়নের মন্ত্রার্থ যথা ॥

হে শোভনে ! হে তুলসি ! অমৃত হইতে তোমার জন্ম এবং তুমি সকল সময়েই কেশবের প্রিয়া, কেশবপূজার নিমিত্ত আমি তোমাকে চয়ন করিতেছি, তুমি বরপ্রদা হও ॥ ১৪ ॥

অনন্তর পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ॥

পুষ্পের মধ্যে হেমপুষ্প হরির অতিশয় প্রিয় হয় । হেম-



নচাস্য কদাচিন্মিমাংসাতা ॥

ন নিম্মাংসং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদ ॥ ইতি দেবীবচ-  
নাৎ ॥ বৃক্ষাদিজান্যপি সঙ্গর্গজগন্ধবন্তি ততৎকালোদ্ভ-  
বান্যনিষিদ্ধানি গ্রাহ্যানি ॥

নিষিদ্ধানি তু কীট-কেশ-শ্বাসোর্গোপহতাপবিদ্ধশীর্ণ পযু-  
ষিতাপক্রান্ত আত-ভগ্নপত্র-পতিতগন্ধোদ্রগন্ধামগন্ধ-মুকু-  
লাতিফুল্লম্নান-চৈত্য-চতুষ্পথ-শিবস্থানজ-যাম্যাহন্যাহতানি  
রক্তাদীনি বর্জয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অথ বিশেষবিহিতানি ॥

মল্লিকা-যুথিকা-দ্বয়-কেতকী-চম্পক-কুরুবক--কুন্দ--পুমাগ-  
বকুল--পাটলাশোক--নীলশ্বেতরক্তপদ্ম-কুমুদ-জপা-বন্ধুক-

পুষ্প কখন নিম্মাংসাতা প্রাপ্ত হয় না । সর্বদা অর্পণ করিবে,  
দেবীপুরাণের এই বচন আছে ॥

বৃক্ষাদিজনিত, সঙ্গর্গ ও স্তগন্ধশালী এবং সেই ২ কালোৎ-  
পন্ন অনিষদ্ধ পুষ্প গ্রহণ করিবে । কিন্তু কীট, কেশ, শ্বাস  
ও উর্গা কর্তৃক উপহত, অপবিদ্ধ, শীর্ণ, পযুষিত, অপক্রান্ত  
অর্থাৎ উল্লঙ্ঘিত, আত্মাত, ভগ্নপত্র, পতিত, অগন্ধ, উদ্রগন্ধ,  
আমগন্ধ, মুকুল, অতিফুল্ল, ম্নান, চৈত্য, অর্থাৎ গ্রাম্যজনের  
পূজ্য বেদিকাবদ্ধ বৃক্ষ, চতুষ্পথ, শিবস্থানজাত, যাম্য, (শ্মশান)  
অন্যকর্তৃক আহত ও রক্তাদি পুষ্প বর্জন করিবে ॥ ১৫ ॥

অথ বিশেষ বিহিত পুষ্প সকল যথা ॥

মল্লিকা, দুই প্রকার যুথিকা, কেতকী, চম্পক, কুরুবক, কুন্দ,  
পুমাগ, বকুল, পাটল, অশোক, নীল, পীত, শ্বেত ও রক্তপদ্ম,

করবীরদ্বয়-কুঙ্কম-কেশর-কিংশুক-মুনিদ্বয়-কুস্তম্ভ-জাতী-  
নন্দ্যাবর্ত-কুজকাটরুশকাতসী-শমী-পুষ্প-কর্ণিকার কোবি-  
দার-নাগকেশর-ত্রিসন্ধ্যা-কদম্ব-শতপত্র-বাণ চূত-বিল্ব-  
পুষ্পাতিমুক্তকাদীনি প্রশস্তানি । আরণ্যানি চ প্রশস্তানি ॥  
মল্লিকাহোরাত্রং নিবেদ্যা । শম্পাকযুথিকে রাত্রে ॥  
নন্দ্যাবর্তমর্দরাত্রে । প্রাতর্মালতী । ইतरাণি দিবা ।

জাত্যাতিপুষ্পমালাবিতানানি চ প্রশস্তানি ॥ ১৬ ॥

অথ বিশেষনিষিদ্ধানি ॥

অর্ক-ধূস্তুর-শাল্মলী-শিরীষ-কপিথ-বিভীতক-করঞ্জ--কাঞ্চ-

কুমুদ, জবা, বন্ধুক, করবীরদ্বয় অর্থাৎ শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী,  
কুঙ্কম, কেশর, কিংশুক, মুনিদ্বয়, কুস্তম্ভ, জাতী, নন্দ্যাবর্ত,  
কুজক, অটরুশক, অতসী, শমীপুষ্প, কর্ণিকার, কোবিদার,  
নাগকেশর, ত্রিসন্ধ্যা, কদম্ব, শতপত্র, বাণ, চূত, বিল্বপুষ্প ও  
অতিমুক্তক প্রভৃতি পুষ্প সকল অতি প্রশস্ত । বনজাতপুষ্প  
প্রশস্ত । সমুদায়ই মল্লিকা অহোরাত্র নিবেদন যোগ্য ।  
শম্পাক ও যুথিকা রাত্রিতে নিবেদন যোগ্য । নন্দ্যাবর্ত  
( তগর বা টগর ) অর্দরাত্রে, প্রাতঃকালে মালতী এবং  
অন্যান্য পুষ্প সকল দিবা নিবেদন করিবে । জাতী প্রভৃতি  
পুষ্পসকল বিতান অর্থাৎ শয্যার নিমিত্ত প্রশস্ত হয় ॥ ১৬ ॥

অথ বিশেষ নিষিদ্ধ পুষ্প সকল যথা ॥

অর্ক, ধূস্তুর, শাল্মলী, শিরীষ, কপিথ, বিভীতক, করঞ্জ,



নার-কুটজ-কোরটকাদীনি ॥

করবীরদ্বয়ঃ গৃহে নিষিদ্ধং ॥

ন গৃহে করবীরদ্বৈঃ কুসুমৈরর্চয়েদ্ধরিমিতি ।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদবচনাৎ ॥

নচাত্র করবীরকুসুমৈঃ গৃহে ন হরিমর্চয়েৎ ইত্যম্বয়ঃ শঙ্ক-  
নীয়ঃ শিষ্টাচারবিরোধাতঃ ॥

অতো গৃহে জাতং যৎ করবীরদ্বয়ং তৎস্মৈরিত্যি যোজ-  
নীয়ং ॥ ১৭ ॥

উক্তঞ্চ বারাহে ॥

বন্ধুক-করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিৎ । ইতি ।

বামনপুরাণাদিগতো বন্ধুক-জপাদিনিষেধস্ত কেবল-

কাঞ্চনার, কুটজ ( গিরিমল্লিকা অর্থাৎকুর্চি ) ও কোরটক  
প্রভৃতি পুষ্প সমুদায় নিষিদ্ধ ।

গৃহজাত করবীরদ্বয় নিষিদ্ধ ॥

গৃহ করবীরদ্বয় পুষ্প দ্বারা হরিকে অর্চনা করিবে না,  
বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদের এই বচন আছে ॥

এস্থলে করবীর কুসুম দ্বারা গৃহে হরিকে অর্চনা  
করিবে না, এই অম্বয় শঙ্কা করিও না, যে হেতু ইহা শিষ্টা-  
চার বিরুদ্ধ হয় । অতএব গৃহে জাত যে দুই করবীর  
তদীয় পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে না, এই রূপ অম্বয় যোজনা  
করিবে ॥ ১৭ ॥

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বন্ধুক ও করবীর কখন গৃহে রোপণ করিবে না । বামন-  
পুরাণাদি গত বন্ধুক জবাদি নিষেধ কেবল বিহিতপুষ্পের

বিহিত-পুষ্পালাভাভিপ্ৰায়েণ ॥

বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্ত বিহিতালাভতোহর্চয়েৎ ।

ইতি পাশ্বেহভিধানাৎ ॥

অত্রচ । বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতত্ত্বসাগরসংহিতা বৈশ্বানরসংহিতা

ব্রহ্মবৈবর্ত মন্ত্রপ্রকাশাদি প্রমাণং ॥ ১৮ ॥

পত্রাণি ॥

আমলকী-মুনি-বিল্ব-শমী-কুশ-চূতাদি-ভবানি ।

অক্ষুরাশ্চ দুর্বাঙ্কুরাদয়ঃ ।

অলাভেরও অভিপ্রায়ে জানিতে হইবে ॥

বিহিতের অলাভ হইলে বিহিতপ্রতিষিদ্ধ দ্বারা অর্চনা  
করিবে । পদ্মপুরাণে এই বিধান আছে । অর্থাৎ যে সকল  
পুষ্প শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের মধ্যেও  
আবার যে সকলের নিষেধ করিয়াছেন । বিহিতপুষ্প না  
মিলিলে ঐ সকল বিহিত মধ্যে নিষিদ্ধপুষ্প গ্রহণ করিতে  
পারিবে । কিন্তু যে সকল পুষ্প একেবারে নিষিদ্ধ সে সকল  
কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥

এস্থলেও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, তত্ত্বসাগরসংহিতা, বৈশ্বানর  
সংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত ও মন্ত্রপ্রকাশাদি গ্রন্থ প্রমাণ স্বরূপ ॥ ১৮ ॥

পত্র সকল যথা ॥

আমলকী, মুনি, বিল্ব, শমী, কুশ ও চূতাদি জনিত  
পত্র সকল পূজায় প্রশস্ত । অক্ষুর অর্থাৎ দুর্বাঙ্কুরাদি পূজায়



এবং সাঙ্গং সংপূজ্য সাম্প্রদায়িকান্ শ্লোকান্ পঠিত্বা  
ঘণ্টাদিনাদপূর্বং ধূপং সমর্পয়েৎ ॥ ১৯ ॥

তঞ্চ দশাঙ্গং আজ্য-শর্করা-মিশ্রং কেবলাজ্যমিশ্রং বা ।

মাহিষ-গুগ্গুলু-চন্দন-কপূর-মিশ্রং অগুরু বা ॥

অগুরু-গুগ্গুলু-সিতশর্করাজ্য-মধু-চন্দনানি বা প্রজ্জাল্য  
নীচৈধূপয়েৎ । হরিমন্দিরঞ্চ সর্বং ধূপয়েৎ ॥

ততো ধূপশেষমবস্রাজ্য বহুবিধবর্তিযুক্তং স্মৃতেন তৈলেন  
বা আরাত্রিকং প্রজ্জাল্য ধূপপুষ্পাঞ্জলিঃ দত্ত্বা গীতবাদিত্রা-  
দিভিঃ সহ ভগবন্তং মূর্দ্ধি নীরাজয়েৎ ॥

আরাত্রিকস্য মূর্দ্ধি বদনং কুর্যাৎ ॥

প্রশস্ত । এই প্রকার অঙ্গ পূজা করিয়া সাম্প্রদায়িক শ্লোক  
সকল পাঠ করত ঘণ্টাদিনাদ পূর্বক ধূপ সমর্পণ করিবে ॥ ১৯

কিন্তু ঐ ধূপ দশাঙ্গ হওয়া প্রয়োজন । স্মৃতশর্করামিশ্র অথবা  
কেবল স্মৃতমিশ্র । মাহিষগুগ্গুলু, চন্দন, কপূর অথবা অগুরু-  
মিশ্র । অগুরু, গুগ্গুলু, সিতশর্করা, স্মৃত, মধু ও চন্দন,  
এই সকল প্রজ্জালিত করিয়া ধূপ দিবে । সমস্ত হরিমন্দির  
ধূপিত করিবে ॥

তৎপরে ধূপশেষ আত্মাণ করিয়া বহুবিধ বর্তিযুক্ত স্মৃত  
অথবা তৈল দ্বারা আরাত্রিক প্রজ্জালিত করত ধূপ ও পুষ্পা-  
ঞ্জলি দিয়া গীত ও বাদ্যের সহিত ভগবানের মস্তকে নীরা-  
জন করিবে ॥

আরাত্রিকের মস্তকের দিকে বদন করিতে হইবে । কপূর

কপূরেণ চারাত্রিকমতিপ্রশস্তং ॥

অন্যকৃত-ধূপ-দীপাবলোকন-বন্দনে তু স্বামিদর্শনতুল্যে  
ফলে ॥ ২০ ॥

অথ হৈমে রৌপ্যে কাংস্যে তাত্রে মার্ভিকে পালাশ-পদ্ম-  
পত্ররূপে বা পাত্রে ক্ষালিতে তুলসীদলযুক্তে ।

গুড়-পায়স-সর্পিঃ-শঙ্কুল্য-পূপ-মোদক-সূপ-সংযাবাদিকং  
নৈবেদ্যং সতি বিভবে যথাশক্তি বা । ছত্র-চামর-গীত-  
বাদিত্রাদিভিঃ সমানীয় সমর্প্য জবনিকামস্ত্রধায় ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মেশাদৈঃ পরিতক্খাষিভিঃ সূপবিষ্টৈঃ সমেতো-

লক্ষ্ম্যা গিঞ্জবলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ ।

দ্বারা আরাত্রিক অতিপ্রশস্ত । ধূপ ও দীপ অন্যে করি-  
তেছে এমত অবস্থায় অবলোকন ও বন্দন করিলে তাহা  
স্বামিদর্শনের তুল্য ফলপ্রদ হয় ॥ ২০ ॥

অনন্তর হৈম, রৌপ্য, কাংস্য, তাত্র, মুগ্ধয়, পালাশ ও  
পদ্মপত্র রূপ পাত্রে ক্ষালন ও তুলসীদলসংযুক্ত করিয়া  
তাহাতে গুড়, পায়স, স্মৃত, শঙ্কুল্য, পূপ, মোদক (মিষ্টান্ন), সূপ  
সংযাবাদি অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি নৈবেদ্য বিভবসত্ত্বে অথবা  
যথাশক্তি প্রস্তুত করিয়া তৎপরে ছত্র, চামর ও গীত বাদ্য  
দ্বারা মন্দিরে আনয়ন করিয়া অর্চনা করত জবনিকা (আচ্ছা-  
দক বস্ত্রবিশেষ বা পর্দা) দ্বারা আবরণ করিবে ॥ ২১ ॥

ভোজনকালের ধ্যান যথা ॥

ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ যাহার চতুর্দিকে  
উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, লক্ষ্মী বলয়ধ্বনি সহকৃত হস্ত-



নশ্বক্ষৌলীপ্রহসনমুখৈর্হাসয়ন্ পঙ্ক্তিবোক্তনু  
 ভুঙ্ক্তে পাত্রে পবিত্রে স্কনকঘটিতে ষড়্ৰসং শ্রীরমেশঃ ॥ ২২  
 শালৈর্ভক্তং স্নতক্তং সমিতমশিতিরুকুপায়সাপূপসূপং  
 লেহং পেয়ং স্বেচোষ্যং পরমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং স্নখাদ্যং ।  
 আজ্যং প্রাজ্যং সমজ্যানয়নরুচিকরং রাজিকৈলামরীচ-  
 স্নাদীয়াঃ শাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষ্ম ॥  
 ইতি পঠিত্বা ॥ ২৩ ॥

জবনিকামপসার্য নীরাজ্য অগ্নিৰাজ্যং হুত্বা বিশ্বক্সেনায়  
 দ্বারা আদর পূর্বক যাহাকে ব্যজন করিতেছেন এবং যিনি  
 পরিহাস বাক্য, ক্রীড়া ও হাস্য প্রভৃতি সহকারে পঙ্ক্তি-  
 ভোজকদিগকে হাসাইতেছেন, সেই রমাপতি স্বর্ণনির্মিত  
 পাত্রে ষড়্বিধ রস ( কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মিষ্ট, লবণ, )  
 ভোজন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

নিবেদন করিয়া জপ করিবে ॥

হে ভগবন্ ! শালীভক্ত (উৎকট তণুলের অন্ন), হিম-  
 সদৃশ শুভ্রবর্ণ ও অন্য প্রকার উত্তম অন্ন, পায়স, পিষ্টক,  
 সূপ, লেহ, পেয়, চোষ্য ও উত্তম অমৃতময় কল, ঘারিকা  
 ( ঘিওর-মিষ্টান্নবিশেষ ) প্রভৃতি উত্তম খাদ্য, ঘৃত, সভ্যগণের  
 নয়নের তৃপ্তিকর প্রচুর ঘৃত, এলাইচ ও মরীচ প্রভৃতি দ্বারা  
 সংস্কৃত অতি সুস্বাদু অত্যুত্তম ঘৃতবহুল পক্কায় এবং সুস্বাদু  
 শাকাদি উপকরণ এই সমুদায় অমৃত তুল্য বস্তুর আশ্বাদন  
 জনিতমুখ ভোগ করুন ॥ ২৩ ॥

এই পাঠ করিয়া জবনিকা (পর্দা) অপসারণ করিয়া,

ভাগং ভাগং দত্ত্বাচমনমুখবাসতাম্বুলাদি সমর্প্য—॥  
 ধ্যেয়ং সদা পরিভবন্নমস্তীকদোহং  
 তীর্থাস্পদং শিববিরিক্ষিনুতং শরণ্যং ।  
 ভূত্যাতিহং প্রণতপালভবাক্ষিপোতং  
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২৪ ॥  
 ত্যক্ত্বা স্তুত্ব্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং  
 ধর্ম্মিষ্ঠ আর্ঘ্যবচসা যদগাদরণ্যং ।  
 মায়াযুগং দয়িতয়েপ্সিতমম্বধাব-  
 বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২৫ ॥

নীরাজন ও অগ্নিতে আহুতি তথা বিশ্বক্সেনকে ভাগ ভাগ  
 দিয়া আচমন, মুখবাস ও তাম্বুলাদি সমর্পণ করিয়া, একাদশ-  
 স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৩১। ৩২ শ্লোক জপ করিবে যথা—

হে প্রণতপাল ! হে মহাপুরুষ ! আপনার যে চরণার-  
 বিন্দ ধ্যান যোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি জনিত পরাভব নিবা-  
 রক, মনোরথ পূরক, গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও  
 ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তগণের হৃৎখনাশক এবং  
 সংসার সাগরের পারকারক তাহা আমি বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

হে ধর্ম্মিষ্ঠ মহাপুরুষ ! যাহা অন্যের পক্ষে ত্যাগ করা  
 দুষ্কর এবং দেবগণেরও বাঞ্ছিত তাদৃশ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ  
 করিয়া আপনি পিতৃবাক্যে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং  
 নিজ প্রিয়া সীতার সন্তোষার্থ মায়াযুগের অভিমুখে ধাবমান  
 হইয়াছিলেন, অতএব আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥



ইত্যাदि जपमर्काङ्गं दण्डवत् प्रणामान् शक्त्या कुर्यात् ॥

পদ্য্যং করাভ্যামুরভ্যামুরসা শিরসা দৃশা ।

মনসা বচসা চেতি প্রণামোহর্কাঙ্গ ঈরিতঃ । ইত্যর্কাঙ্গানি ॥

প্রতিনমস্কারঞ্চ প্রসীদ ভগবন্মিত্যুচ্চারয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বাদর্শচ্ছত্রচামরাদি সমর্প্য গীতনৃত্যা-

দিভিঃ পরিতোষ্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ॥

প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহাণবাৎ ॥ ইতি প্রার্থ্য ।

শেষং মহাপ্রসাদ ইতি শিরসি ধৃত্বা ।

ইত্যাदि जप करत यथाशक्ति अर्काङ्ग दण्डवत् प्रणाम करिबे ॥

अर्काङ्गप्रणाम यथा ॥

পদদ্বয়, করদ্বয়, ঊরুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্ট অবয়ব দ্বারা যে প্রণাম তাহা অর্কাঙ্গ শব্দে নিরূপিত হইয়াছে ॥

প্রতিনমস্কার । হে ভগবন্ ! প্রসন্ন হউন, এই উচ্চারণ করিবে ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর প্রদক্ষিণ পূর্বক দর্পণ, ছত্র ও চামর অর্পণ করত গীত নৃত্যাदि দ্বারা ভগবান্কে পরিতুষ্ট করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান পূর্বক মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে । তৎপরে, হে ঈশ ! আমি শরণাগত এবং ভীত হইয়াছি, মৃত্যুরূপ গ্রহ বিশিষ্ট সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥

এই প্রার্থনা করিয়া, অবশিষ্ট ভাগকে মহাপ্রসাদ এই বলিয়া মস্তকে ধারণ করিবে ।

পূজিতোহসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে ।

সলক্ষ্মীকো মম স্বাস্ত্যং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে ॥ ইতি হৃদয়ে

উদাস্য বিসর্জনন্যাসং কৃত্বা জলপূর্ণশঙ্খং শ্রীভগবন্মুর্দ্ধি

ভ্রাময়িত্বা ভগবদ্দৃষ্টিপুতং জলং শ্রীশালগ্রামশিলাতীর্থঞ্চ

তত্র নিক্ষিপ্য বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা স্বয়মভিবন্দ্য প্রাপ্নীয়াৎ ॥

নচাচমেৎ ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদগুচি-শঙ্কয়া ।

আচামতি চ যো মোহাদ্বুদ্ধাহা স নিগদ্যতে ।

ইতি স্কান্দে শিববচনাৎ ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ পবিত্রং ভগবৎপাদৌ পবিত্রং ভগবৎপাদোদকং

তৎপরে, হে ভগবন্ ! হে কমলাপতে ! আপনি বিশ্রামের নিমিত্ত লক্ষ্মীর সহিত আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করুন ॥

এই বলিয়া হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক বিসর্জন ন্যাস করিয়া জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীভগবানের মস্তকে ভ্রমণ করাইয়া ভবদৃষ্টি পুত জল ও শ্রীশালগ্রামের চরণামৃত শঙ্খে নিক্ষেপ করত বৈষ্ণব সকলকে দিয়া স্বয়ং অভিবন্দনা পূর্বক পান করিবে, কিন্তু পান করিয়া আর আচমন করিবে না ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া পশ্চাৎ অগুচি আশঙ্কায় যে ব্যক্তি মোহবশতঃ আচমন করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া কথিত হয় । স্কন্দপুরাণে এই শিবের বচন আছে ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ পবিত্র, ভগবানের চরণদ্বয় পবিত্র ও ভগবৎ-



পবিত্রং ন তৎপানে আচমনীয়ং যথা হি সোমঃ ॥

ইতি শ্রুতেঃ ॥

ভক্তপাদোদকঞ্চ পীত্বা চ নাচমেৎ ।

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা ।

য আচামতি সংমোহাদ্ভ্রুক্কাহা স নিগদ্যতে ।

ইতি সৌপর্নহভিধানাৎ ॥ ২৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামাচার্য্যবর্য্য-  
শ্রুতশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্গিতায়াং বৈষ্ণবধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতৌ  
শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং দশমঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ১০ ॥ \* ॥

পাদোদক পবিত্র, তাহার পানে আচমন করিতে নাই,  
যেমন সোম, তদ্রূপ । এই শ্রুতি আছে ।

ভক্তপাদোদক পান করিয়াও আচমন করিবে না ।

বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া যে ব্যক্তি  
মোহ বশতঃ আচমন করে সে ভ্রুক্কাহত্যাকারী বলিয়া কথিত  
হয় ॥

গরুড়পুরাণে এই বিধান আছে ॥ ২৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যশ্রুতশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যবিনির্গিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং শ্রীনৃসিংহ-  
পরিচর্যায়াং দশমঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ১০ ॥ \* ॥

## একাদশঃ পটলঃ ।

—••\*••—

অথ কৃতদেবতার্চনঃ স্বগৃহোক্তমার্গেণ বৈশ্বদেবাদিকং  
কুর্যাৎ ॥

ননু গৃহাগ্নিশিশুদেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং ।

পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎপিণ্ডম্ন নির্বপেদিতি নিষেধ-  
শ্রবণাৎ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকর্ম্ম আদাবেব কর্তব্যং ॥ ১ ॥

সত্যং । বিষ্ণোর্নিবেদিতাম্নেয়ং যচ্চব্যং দেবতান্তরং ।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্নেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥

ইতি মহাভারতে ॥

অনন্তর দেবার্চনা পূর্ব্বক স্বগৃহোক্ত অর্থাৎ নিজ নিজ  
বেদশাখায় উক্ত মার্গ দ্বারা বৈশ্যদেবাদি করিবে ।

অহে ! গৃহ, অগ্নি, শিশু, দেব, যতি ও ব্রহ্মচারিদিগকে  
যে পর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করা না হইয়াছে, তাবৎ পিতৃ  
নিমিত্ত পাককৃত অন্ন প্রদান করিবে না, এই নিষেধ শ্রবণ  
হেতু । পিতৃশ্রাদ্ধাদি অগ্রে করাই কর্তব্য ॥ ১ ॥

সত্য বলিয়াছে । বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য  
দেবগণের অর্চনা করা কর্তব্য এবং পিতৃগণকেও সেই বিষ্ণু  
নিবেদিত অন্ন প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহা অনন্ত  
ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয় । এই মহাভারতের বচন আছে ॥



সাহস্রতং বিধিমাশ্রায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতং ।  
 পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষণ পিতামহান্ ॥ ইতি ॥ ২ ॥  
 শ্রুতৌ চ ॥  
 একএব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাভাপৃথিব্যৌ  
 সৰ্বদেবাঃ সৰ্বৈ পিতরঃ সৰ্বৈ মনুষ্যা বিষ্ণুনা অশিত-  
 মশ্ৰান্তি বিষ্ণুনা স্রাতং জিহ্রান্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি  
 তস্মাদ্বিদ্ধাংসো বিষ্ণুপুত্ৰতং ভক্ষয়েষুঃ ॥ ৩ ॥  
 এবমাদি বিশেষবাক্যেভ্যো বিষ্ণুতিরিক্তদেবতাবিষয়ত্বা-  
 বগমাৎ । ন চাস্য নিত্যশ্রাদ্ধাদিপারত্নেন পার্ৰ্বণাদৌ

বৈষ্ণবসম্বন্ধীয় বিধি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্বে  
 শ্রীভগবানের পূজা করিয়া তন্নিবেদিত অন্ন দ্বারা পিতামহ-  
 গণকে অর্চনা করিবে ॥ ২ ॥

শ্রুতিতেও যথা ॥

একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা এবং দ্যাভাপৃথিবী  
 ( আকাশ ও পৃথিবী ) কিছুই ছিল না । সমস্ত দেবতা, সমস্ত  
 পিতৃলোক ও সমস্ত মনুষ্য বিষ্ণুর ভুতান্নভোজন, বিষ্ণুর  
 আশ্রাত বস্তুর আশ্রাণ এবং বিষ্ণুর পান করা দ্রব্য পান  
 করেন, অতএব পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর নিবেদিত দ্রব্য সকল  
 ভোজন করিবেন ॥ ৩ ॥

ইত্যাদি বিশেষ বাক্য সমূহ হইতে বিষ্ণু যে অতিরিক্ত  
 (শ্রেষ্ঠ) দেবতা তদ্বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, স্ততরাং  
 ইহা নিত্য শ্রাদ্ধাদি পর, অতএব পার্ৰ্বণাদিতে নিষেধ যে,

নিষেধতাদবশ্যং শঙ্কনীয়ং ॥  
 যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং  
 দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাং ।  
 তেনৈব পিণ্ডান্ তুলসীবিমিশ্রা-  
 নাকল্পকোটিং পিতরঃ স্তুত্বাঃ ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনাত্ত্রাপি নিষেধানবকাশাৎ ॥ ৪ ॥  
 ননু বিষ্ণুর্পিতস্য পিত্রাদিভ্যো দানে দত্তাপহারঃ প্রম-  
 জ্যেত । ন । স্বিষ্টকৃতবদবিরোধাৎ ॥  
 তথাপি বিষ্ণুর্পিতস্য স্বত্বাভাবেন মমেতি ত্যাগোহনুপ-

সেইরূপ অবস্থাপন্নই রহিল এরূপ শঙ্কা করিও না ॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্বক পিতৃ ও দেবগণকে  
 ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ এবং তদ্বারা তুলসী বিমিশ্রিত পিণ্ড  
 সকল প্রদান করেন, তাহার পিতৃগণ কোটিকল্প কাল পরি-  
 তৃপ্ত হয়েন ॥

ব্রহ্মাওপুরাণের এই বচন হেতু তাহাতেও নিষেধের  
 অবকাশ নাই ॥ ৪ ॥

অহে ! বিষ্ণুসমর্পিত বস্তু পিত্রাদিকে দান করিলে  
 দত্তাপহারের প্রমত্তি অর্থাৎ উপস্থিতি হয় ।

এ কথা বলিও না, স্বিষ্ট কৃতে অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু  
 দ্বারা হোমের ন্যায় বিরোধ হয় না । তথাপি বিষ্ণুতে অর্পিত  
 বস্তুর স্বত্বের অভাব হেতু, আমার এই শব্দ বাচ্য এই ত্যাগ  
 করা অনুপযুক্ত হয় । ইহা বলিও না, স্বিষ্টকৃত হোমেও এই-



পন্নঃ । ন । শ্বিষ্টকৃত্যনুপপত্তিসাম্যাৎ ॥

অথ তত্রাগ্নাদিদত্তাবশিষ্টমর্থ্যাৎ স্বত্বাত্যাগোপপত্তিঃ  
সাত্তাপি সমা ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ ॥

শ্রীবিষ্ণুরেব সর্বস্যাম্মাদেঃ স্বামী তেন তৎ সূদাদিবত্তস্মৈ  
সমর্প্যতে । অতএব ন তত্র মমেন্তি প্রয়োগঃ ॥

প্রত্যাপচারঃ কল্পয়ামীত্যেব সাম্প্রদায়িকপ্রয়োগদর্শ-  
নাৎ । অতশ্চ নাত্র দত্তাপহারাদিশঙ্কাগন্ধোহপি ।

তর্হি স্বত্বাভাবে পিত্রাদাবপি ন মমেন্তি ত্যাগোহনুপ-  
পন্নঃ । ন । শ্রীবিষ্ণুপভুক্তস্য প্রসাদতয়ার্থাৎ স্বত্বসম্ভবাৎ ॥

রূপ অনুপপত্তির সাম্য আছে ॥

অনন্তর সেই স্থলে অগ্নাদিতে দত্তাবশিষ্টের অর্থ হেতু  
স্বত্বের অত্যাগের যে রূপে উপপত্তি এস্থলেও সেইরূপ ॥ ৫ ॥

অপর, শ্রীবিষ্ণুই সকল অম্মাদির স্বামী, সেই হেতু তাঁহার  
সূদাদির অর্থ্যাৎ পাচকাদির ন্যায় তাঁহার বস্তুই তাঁহাকে সম-  
র্পণ করিবে । অতএব যে স্থলে “আমার” এই প্রয়োগ হয়  
না । প্রত্যাপচার কল্পনা করিতেছি এই সাম্প্রদায়িক প্রয়োগ  
আছে । এই হেতু দত্তাপহারাদি শঙ্কালেশও এস্থানে নাই ।  
তবে স্বত্বের অভাবে পিত্রাদিতেও, “আমার নহে” এই শব্দ-  
বাচ্য ত্যাগও যুক্ত হয় না । ইহাও বলিতে পার না । শ্রীবিষ্ণু-  
কর্তৃক উপভুক্ত বস্তুতে প্রসাদরূপে স্বত্বের সম্ভব আছে ।

শ্রাদ্ধাদিবিধিবল্লাঘা তৎকল্পনাৎ ॥ ৬ ॥

ননু শ্বিষ্টকৃত্যাদিবৎ শেষদ্রব্যকর্ত্বেন শ্রাদ্ধাদেগুণকর্মত্ব-  
প্রসঙ্গঃ । ন । অসৈব্য ফলসম্বন্ধাবগমাৎ ॥

প্রোক্ষণাবেক্ষণাদিবদ্ভগবদর্পণস্যৈব্য দ্রব্যসংস্কারকতয়া  
গুণকর্মত্বাবগতেঃ ।

ননু বৈষ্ণবগৃহে শ্রাদ্ধভোক্তু বৈষ্ণবস্য তদম্মস্যাম্যাতাবাৎ  
কথমুপহার-সমর্পণ-নিয়মঃ সিধ্যৎ ॥

অহো ছুরাগ্রহঃ স্মার্তবন্ধোঃ । যৎ সম্প্রযুক্তমেব সূদ-  
দৃষ্টান্তং বিস্মরতি ।

অথবা শ্রাদ্ধাদি বিধির বল প্রযুক্তই তাহার কল্পনা করা  
যায় ॥ ৬ ॥

অহে ! শ্বিষ্টকৃত্যাদির ন্যায় শেষ দ্রব্যসম্পাদাত্ত্ব হেতু  
শ্রাদ্ধাদির গুণকর্মত্ব অর্থ্যাৎ অঙ্গত্ব প্রসক্তি হয় । ইহা বলিও  
না । কারণ ইহার ফলজনকতা আছে । প্রোক্ষণ ও অবোক্ষণা-  
দির ন্যায় ভগবদর্পণেরই অর্থ্যাৎ ভগবান্কে নিবেদন করাই  
দ্রব্য সংস্কারতা রূপে গুণকর্মত্বের অর্থ্যাৎ অঙ্গতার বোধ  
আছে ॥

অহে ! বৈষ্ণবগৃহে শ্রাদ্ধভোক্তা বৈষ্ণবের তদম্মস্যামি-  
ত্বের অভাব হেতু কি প্রকারে উপহার সমর্পণ নিয়ম সিদ্ধ  
হইবে । অহো স্মার্তবন্ধুর কি ছুরাগ্রহ ! ( ছুরতিসন্ধি ) । যে  
হেতু, সম্যক্রূপে প্রযুক্ত সূদ ( পাচক ) দৃষ্টান্তকেও বিস্মৃত  
হইতেছে ॥



কিঞ্চ অনিবেদ্য ভুজানস্য প্রায়শ্চিত্তবিধানুপপত্তিস্ত  
কং কমঘটমানমপি ন ঘটয়তি ।

কিং পুনরুত্তরীত্যা ঘটমানপদবীমাকৃতানিত্যলমতি-  
বিস্তরেণ ॥

পার্বণচর্চ্চাদৌ নৈবেদ্যার্পণনিয়মো নৃসিংহপরিতোষণ্যাং  
অস্মাভিরুক্তোহন্বৈকব্যঃ ॥ ৭ ॥

শ্রাদ্ধবিশেষেণ তুলসী গ্রাহ্যা ॥

পিতৃপিণ্ডার্চনং শ্রাদ্ধে যৎ কৃতং তুলসীদলৈঃ ।

প্রীণিতাঃ পিতরস্তেন যাবদিন্দ্বর্কমেদিনি ।

অপিচ যে ব্যক্তি অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে তাহার  
প্রতি যে প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ততা কথাই কোন্ কোন্  
অঘটমান বিষয়কে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তকে ঘটাইতে না  
পারে ? ।

উক্তরীতিতে অর্থাৎ অনিবেদ্য ভোজন করিলে ঘটমান-  
পদবী অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত ভাই যে হইবে তাহা আর কি বলিব,  
এবিষয়ে অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই ॥

পার্বণানুষ্ঠানাদিতে নৈবেদ্যার্পণের নিয়ম নৃসিংহপরি-  
তোষণী নামক গ্রন্থে আমা কর্তৃক যে উক্ত হইয়াছে, তাহা  
অন্বেষণ করিবা ॥ ৭ ॥

শ্রাদ্ধবিশেষে তুলসীগ্রহণ করিবে ॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা পিতৃপিণ্ডের অর্চনা করেন,  
তদ্বারা তাঁহার পিতৃগণ যে পর্যন্ত পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য  
থাকিবেন সেই পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হইবেন । বুদ্ধি শ্রাদ্ধে, অহ-

বুদ্ধৌ শ্রাদ্ধে ক্ষয়াহে বা পার্বণে চ বিশেষতঃ ।

কৃত্য চ তুলসীপূজা পিতৃণাং তৃপ্তির্ভাবহেৎ ॥

ইতি শ্রাদ্ধেহভিধানাৎ ॥ ৮ ॥

ততো গন্ধাদিপূজিতশাখাং শ্রীবিষ্ণোঃ পুরতঃ স্থাপয়েৎ ॥

উক্তঞ্চ পাদ্মে ॥

সপুষ্পং বারিজং যস্য দুর্বাক্ষতসমম্বিতং ।

পুরতো বাসুদেবস্য তস্য শ্রীঃ সর্বতোমুখী ॥ ইতি ॥ ৯ ॥

ততো গন্ধশেষনির্ম্মাণ্যে ধারয়েৎ ॥

উক্তঞ্চ গারুড়ে ॥

হরেমূর্ত্যবশেষস্ত তুলসীকাষ্ঠচন্দনং ।

স্পর্শে, বিশেষতঃ পার্বণশ্রাদ্ধে যিনি তুলসীর পূজা করেন  
তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয়তৃপ্তি প্রাপ্ত হন । ক্ষুদ্রপুরাণের এই  
বচন আছে ॥ ৮ ॥

তদনন্তর গন্ধাদি দ্বারা পূজিত শাখাকে শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে  
স্থাপন করিবে ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যে ব্যক্তি বাসুদেবের সম্মুখে দুর্বা ও অক্ষত সমম্বিত  
সপুষ্প শাখা স্থাপন করেন, তাঁহার শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি সর্ব-  
তোমুখী অর্থাৎ সকলদিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৯

তৎপরে গন্ধশেষ ও নির্ম্মাণ্য ধারণ করিবে ॥

এই বিষয় গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—॥

যিনি হরিমূর্ত্তির দত্তাবশেষ তুলসীকাষ্ঠচন্দন ও নির্ম্মাণ্য



নির্ম্মাল্যঞ্চ বহেদ্যস্ত তীর্থকোটিকলং লভেৎ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

অথ শ্রীতুলসীবৃন্দাবনং গচ্ছা ॥

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর-সংকৃতে ।

ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহু \* নমোহস্ত তে ।

ইতি তুলসৈ অর্ঘ্যং দত্ত্বা ॥

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ ॥

তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহু নমোহস্ত তে ।

ইতি দেবীং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ প্রপূজ্য ।

ধারণ করেন, তাঁহার কোটিতীর্থের ফল হয় ॥ ১০ ॥

অনন্তর শ্রীতুলসীকাননে গমন করিয়া শ্রীতুলসীকে  
অর্ঘ্যদান করিবে যথা ॥

হে দেবি ! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও নিবাস স্থান,  
শ্রীধর নিত্য আপনার আদর করেন, আমি ভক্তিভাবে অর্ঘ্য  
দান করিলাম গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥

এই মন্ত্রে শ্রীতুলসীকে অর্ঘ্য দান করিবে ॥

শ্রীতুলসীপূজা মন্ত্র যথা ॥

হে তুলসি ! পূর্বকালে দেবগণ আপনাকে নির্মাণ  
করিয়াছিলেন, দেব ও অসুর আপনার অর্চনা করিয়া থাকেন,  
আমার পাপ হরণ করুন এবং পূজা গ্রহণ করুন আপনাকে  
নমস্কার করি ॥

এই মন্ত্রে শ্রীতুলসীদেবীকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা  
করিয়া, এই বাক্যে প্রার্থনা করিবে—॥

\* পূর্ববদ্যপি “গৃহু” ইতি পদদ্বয়ং অর্ঘ্যং “গৃহাণ” ইতি সাধু ॥

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্তিমাযুস্তথা সুখং ।

বলং পুষ্টিঃ তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রযচ্ছ মে ॥ ইতি  
সংপ্রার্থ্য ॥

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসজ্জশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী ।

রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিন্ধুস্তকত্রাসিনী ॥

প্রত্যাশতিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা ।

ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিকলদা তস্মৈ তুলসৈ নমঃ ॥

ইতি দণ্ডবদমক্ষুর্য্যাং ॥ ১১ ॥

প্রার্থনা যথা ॥

হে তুলসি ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে লক্ষ্মী,  
যশঃ, কীর্তি, আয়ুঃ, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম দান করুন ॥

প্রণাম মন্ত্র যথা ॥

যিনি দৃষ্টিগোচর হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন, স্পর্শ  
করিলে শরীর পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে রোগ সকল  
নষ্ট করেন, জল দ্বারা সিন্ধু করিলে যমভয় নিবারণ করেন,  
যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করান  
এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিলে যিনি বিশিষ্ট মুক্তি  
ফল অর্থাৎ প্রেমধন প্রাপ্ত করাইয়া দেন, সেই তুলসী-  
দেবীকে নমস্কার করি ॥

এই মন্ত্রে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া নমস্কার  
করিবে ॥ ১১ ॥



মহিমা চাম্যাঃ স্মৃতিপুরাণাদিসঙ্কটেষু ন মাতীতি কৃতং  
মাদৃশ-মশক-মনীষা-পক্ষপ্রান্ত-বাহনাভিমান-প্রৌঢ়িমা ।

লেশতন্তুতোহস্মাভি নৃসিংহদৃষ্টৌ ॥

গোধূমচূর্ণঘটিতেন্দুকনাশশৌণ্ড-

শেচৎ কৰ্কটীজঠরসংস্থিতউগ্রগন্ধঃ ।

তৎ কিং প্রপঞ্চনিচয়ক্ষপণেন দক্ষঃ

সিংহস্য পাদতুলনীমকরন্দগন্ধঃ ॥ ১২ ॥

ততস্তাং স্বতনৌ সংযোজ্য ॥

এই তুলসীদেবীর মহিমা দুর্গম, স্মৃতি ও পুরাণাদিতেও  
অপরিমিত অর্থাৎ বর্ণনাভীত স্মৃতিরাং ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম  
মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধিতে তাহার বর্ণনার আশা করা, ক্ষুদ্রতম  
মশক অর্থাৎ দংশক বা মশার পক্ষপ্রান্তের চালনার ন্যায়  
নিষ্ফল, অতএব তদ্বিষয়ে গর্ব ও প্রৌঢ়িতার কোনই  
প্রয়োজন নাই ॥

কিন্তু এবিষয়ে লেশমাত্র কেবল নৃসিংহদেবের দৃষ্টি  
অর্থাৎ অনুগ্রহে বলিলাম ॥

কৰ্কটী অর্থাৎ কঁাকড়াশৃঙ্গীর জঠর সংস্থিত যে উগ্রগন্ধ  
যদিও গোধূম চূর্ণঘটিত কপূরগন্ধ নাশ করিতে সমর্থ হয়  
তাহা হইলেও কি সে সংসারসমূহ নাশ করিতে পারে ।  
অর্থাৎ কখনই পারে না কিন্তু নৃসিংহদেবের পাদতুলনীর  
সংকরন্ধ গন্ধই কেবল সংসার নাশে সমর্থ হয় ॥ ১২ ॥

অতএব সেই তুলসীকে নিজ শরীরে সংযোজন করিয়া

গুরুগৃহং গত্বা কৃতন্যামো গুরুরূপে হরৌ ন্যাসপূর্বকং  
পূজাং কৃৎবা শ্রীতুলসীং সমর্প্য ত্র্যবরানসমান্ দণ্ডবৎ

প্রণামান্ কৃৎবা দেবশাস্ত্রাদিগুরুন্-সংপূজ্য নমস্কৃত্য গৃহ-  
মাগত্য শ্রীবিষ্ণোঃ পুরতঃ সহ বন্ধুভির্ভুঞ্জীত ॥ ১৩ ॥

তত্র গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতমন্নং মূলমন্ত্ৰেণ সপ্তধাভিমন্ত্র্য  
পরিষিচ্য চিত্রাদিভাগমপনীয় ভগবচ্চরণতীর্থং শ্রীতুলসী-  
মিশ্রিতং গৃহীত্বা ॥

স্বয়োপযুক্তঅঙ্গগন্ধবামোহলঙ্কারচর্চিতাঃ ।

গুরুগৃহে গমনপূর্বক আপন অঙ্গে ন্যাস করত গুরুরূপি  
হরিতে ন্যাস পূর্বক পূজা করিয়া শ্রীতুলসী সমর্পণ,তথা ন্যাস  
কল্পে তিনবার অসমান দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে, তৎপরে  
বেদশাস্ত্রাদি ও গুরুবর্গকে পূজা, ও নমস্কার করিয়া গৃহে  
আগমন করত শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গে বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন  
করিবে ॥ ১৩ ॥

ভোজন বিষয়ে, গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত অম্নকে মূলমন্ত্র  
দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রণা পূর্বক অভিষেচন এবং চিত্রাদি-  
ভাগ অপনয়ন করত শ্রীতুলসীমিশ্রিত ভগবচ্চরণতীর্থকে  
অর্থাৎ ভগবচ্চরণোদককে গ্রহণ করিয়া—॥

একাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোক

পাঠ করিবে যথা ॥

হে ভগবন্ ! আমরা তোমার দাস, তোমাতে সমর্পিত  
মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতিতে সুষিষিত হইয়া



উচ্ছিষ্টভোজিনো দাগাস্তব মায়াং জয়েমহি । ইতি জপ্তা ।  
অমৃতোপস্তরগমসীতি পূর্বমুক্তা । তীর্থায়ুতেনাপি দধ্যাৎ  
সর্বথা শ্রীহরিং অনভ্যর্চ্য ন ভোক্তব্যং ।

অনর্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈ ভূক্তং ধর্মবর্জিতৈঃ ।

স্থানবিষ্ঠাসমং চামং নীরঞ্চ সুরয়া সমং ॥

ইতি কোশ্মে নিষেধাৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেহপি ত্বসমর্প্য কিমপি ন ভোক্তব্যমিত্যুক্তং ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মম্পানাদ্যমৌষধং ।

তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করত ত্বদীয় অনুগ্রহে ত্বদীয় মায়া  
( সংসারবন্ধন ) জয় করিব ॥

তৎপরে “অমৃতোপস্তরগমসি” এই মন্ত্র উল্লেখ করিয়া  
তীর্থায়ুতের ( চরণায়ুতের ) সহিত ধারণ করিবে ॥

শ্রীহরিকে অর্চনা না করিয়া কোন ক্রমে ভোজন  
করিবে না ॥

যে সকল অধার্মিক লোক গোবিন্দকে অর্চনা না করিয়া  
ভোজন করে তাহাদের অম কুকুরবিষ্ঠার তুল্য ও জল মদ্য  
সমান হইয়া থাকে ॥

কুর্ম্মপুরাণে এই নিষেধ আছে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও শ্রীভগবান্কে নিবেদন না করিয়া  
কিঞ্চিন্মাত্রও ভোজন করিবে না এই উল্লেখ আছে যথা—  
পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, পান, ঔষধ এবং যাহা কিছু

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতং ।

অনিবেদ্য ভু ভুজ্ঞানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ।

ভুজ্ঞান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।

অনিবেদ্য হরেভুঞ্জন্ সপ্তজন্মানি নারকী ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

বস্ত্রাদ্যপি সমর্প্যেব ভোগ্যং ।

অশ্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকং ॥

কুত্বা কুক্ষোপভোগ্যং ভু মদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ ॥

ইতি তত্রৈবোক্তত্বাৎ ।

মোহয়ং সর্কোপহারনিয়মো বৈষ্ণবানাং ॥ ১৬ ॥

অথাচম্য শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদতাম্বুলাদি স্বীকৃত্য সতাং মন্দির-

আহারের নিমিত্ত কল্পিত হয়, তাহা বিষ্ণুকে নিবেদন না  
করিয়া ভোজন করিবে না । বিষ্ণুর অনিবেদ্য ভোজন  
করিলে মনুষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । অন্য দেবের  
নৈবেদ্য ভোজন করিলে দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবেন । হরির  
অনিবেদ্য ভোজন করিলে সপ্ত জন্ম নারকী হয় ॥ ১৫ ॥

বস্ত্রাদিও হরিকে নিবেদন করিয়া উপভোগ করা কর্তব্য ।  
হে অশ্বরীষ ! নূতন বস্ত্র, ফল, অন্ন ও রস প্রভৃতি দ্রব্য সকল  
শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য করিয়া বৈষ্ণবগণ সর্বদা সেবন করি-  
বেন । সেই স্থানেই এই উক্তি আছে । বৈষ্ণবদিগের  
মন্ডকে ইহা সর্কোপহার নিয়ম জানিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর আচমন পূর্বক শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ তাম্বুলাদি স্বীকার



মুপস্থত্য ॥

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদুবি ।

উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।

ইতি তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রেহভিধানাৎ ।

তান্ দণ্ডবদমস্কৃত্যান্তরে বর্তমানং যং তমপি নমস্কৃত্য

শ্রীভাগবতীং কথাং প্রযতঃ শৃণুয়াৎ ।

হরি-হর-গুরু-নিজমন্দিরেষু স্বয়ং বা কীর্তয়েৎ ॥ ১৭ ॥

নিত্যশৈচষ বিধিঃ ॥

শ্লোকাক্ষিঃ শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্রবং ।

পঠেচ্ছৃণোতি যো ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥

করিয়া সাধুগণের গৃহে গমন করিবেন ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডের  
ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন। যে হেতু শঙ্খচক্রগদা-  
পদ্মধারী বিষ্ণু উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। তেজো-  
দ্রবিণপঞ্চরাত্রে এই উল্লেখ আছে ॥

বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ নমস্কার পূর্বক ইহাদিগের অন্তরে  
বর্তমান, যে কোন দেব তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যত্ন পূর্বক  
শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণ করিবে। অথবা হরি হর গুরু বা নিজ  
মন্দিরে স্বয়ং কীর্তন করিবে ॥ ১৭ ॥

এই বিধি নিত্য ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ভাগবতস্থিত অর্ধশ্লোক বা  
পাদশ্লোক (শ্লোকের চতুর্থাংশ একচরণ) নিত্য পাঠ বা শ্রবণ  
করেন, তাঁহার সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় ॥

ইতি স্কান্দে নিত্যপদশ্রবণাৎ ॥

অবশ্যং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং গৃহে সংগ্রাহং অর্চনীয়ক ॥

কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ।

গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য শ্বপচাদধিকো হি সঃ ।

অর্চনীয়ং সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ॥

ইতি স্কান্দেহভিধানাৎ ॥

পুরাণান্তরাণ্যপি শৃণুয়াৎ কীর্তয়েদপি বা ।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েদিতি স্মৃতেঃ ॥

অস্মাদ্বাক্যাৎ কথাসময়োহপি ভোজনোদ্ধিং ন সাংসৃজ্যে

বেদিতব্যঃ ॥ ১৮ ॥

স্কন্দপুরাণে এই নিত্যপদ শ্রবণ আছে ॥

ভাগবত শাস্ত্র গৃহে অবশ্য সংগ্রহ এবং পূজা করিবে ॥

কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র অবস্থিতি করেন না  
তাহাকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায়, সে ব্যক্তি  
চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম ॥

কলিযুগে গৃহে সর্বদা ভাগবতের পূজা করিবে।  
স্কন্দপুরাণে এই উল্লেখ আছে। অন্যান্যপুরাণও শ্রবণ অথবা  
কীর্তন করিবে। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা দিবার ষষ্ঠ ও  
সপ্তমভাগ যাপন করিবে, স্মৃতিতে এই বিধান আছে ॥

এই বাক্য হেতু, ভোজনের পর কথা শ্রবণ করিবে  
কিন্তু সাংসৃজ্য কথার সময় নহে ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥



ততঃ সঙ্খ্যাদি নিত্যকর্ম নির্বর্ত্য দেবং ষোড়শভিদশতিঃ  
পঞ্চভিক্ষোপচারৈঃ প্রপূজ্য মহামঙ্গলনীরাজনং কৃষ্ণা  
শক্ত্যা জপং কুর্য্যৎ ।

জপশ্চ ত্রৈকালিকোহপি জপমালয়া কর্তব্যঃ ।

সি চ হারীতেনোক্তা ॥

শঙ্খরোপ্যময়ী মালা কাঞ্চনী নীরজোৎপলৈঃ ।

পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈ বিদ্রুমৈ মণির্মোক্তিকৈঃ

নির্ম্মিতেন্দ্রাক্ষকৈর্ম্মালা তথৈবাস্মূলিপর্কভিঃ ।

পুঞ্জজীবময়ী মালা শস্তা বৈ জপকর্ম্মণি ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥

সংখ্যাপ্রকারবিনিয়োগাবিশেষাস্তু ঈশ্বরেণোক্তাঃ ।

তদনন্তর সঙ্খ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক দেবকে  
ষোড়শ অথবা দশোপচার কিম্বা পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা  
করিয়া মহামঙ্গল নীরাজন করত শক্ত্যানুসারে জপ করিবে ॥

ত্রিসঙ্খ্যা জপমালা দ্বারা জপ করিবে ॥

জপমালা হারীত কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

শঙ্খময়ী, রোপ্যময়ী, কাঞ্চনময়ী, পদ্মময়ী, কুমুদময়ী,  
পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, বিদ্রুম (প্রবাল), মণি, মুক্তা এবং  
ইন্দ্রাক্ষ দ্বারা নির্ম্মিতা মালা তথা অস্মূলিপর্ক এবং পুঞ্জজীব-  
ময়ী মালা, জপকর্ম্মে এই সকল প্রশস্ত হয় ॥ ১৯ ॥

সংখ্যাপ্রকারের বিনিয়োগের অবশেষ অর্থাৎ বিধানের  
বিশেষ বিশেষ নিয়ম ঈশ্বরকর্তৃক কথিত হইয়াছে ॥

কালান্তরে ॥

অক্ষসূত্রং প্রকর্তব্যং শতেনাষ্টোত্তরেণ চ ।

উত্তমং পরিকীর্তিতং ॥

তদক্ষান্নাধ্যমং শস্তং তদক্ষাচ্চ কনীয়মং ॥ ২০ ॥

রুদ্রাক্ষেষু তু ।

একবর্ত্তৈস্ত্রিবর্ত্তৈশ্চ চতুর্বর্ত্তৈশ্চ পঞ্চতিঃ ।

ষড়্বর্ত্তৈর্ব্বাধ কর্তব্যং মিথোমিশ্রাংস্তু বর্জয়েৎ ।

মুখে মুখং প্রকর্তব্যং মুখে মূলং বিবর্জয়েৎ ।

ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠমেতদুদাহৃতং ।

বদরাণ্ড-প্রমাণেন চনকান্নাধ্যমাধমে ॥

কালান্তরে যথা ॥

একশত অষ্ট সূত্র দ্বারা অক্ষসূত্র করিবে, ইহাই উত্তম  
বলিয়া কীর্তিত হয় । তাহার অর্ধ মধ্য এবং তাহার অর্ধ  
কনিষ্ঠ বলিয়া প্রশস্ত ॥ ২০ ॥

রুদ্রাক্ষ সমূহে—

একমুখ, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, বা ছয়মুখ রুদ্রাক্ষের  
এক জাতীয় লইয়া মালা গ্রহন করিবে, পরস্পর অসমান  
জাতীয় অর্থাৎ একমুখের সহিত ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষের মালা  
যোজনা করিবে না ॥

মালার মুখের দিকে মুখ নিযোজিত করিবে, মূলে  
মুখ নিযোজিত করিবে না, ধাত্রীফল পরিমিত মালা শ্রেষ্ঠ  
বলিয়া কীর্তিত হয়, বদর এবং চনকপরিমিত মালাকে মধ্যম  
ও কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায় ॥



নবত্রিতন্তনা চৈতৎ প্রথনীয়মসংস্পৃশন ।

অসংস্পর্শনন্ত তত্র ফলং ॥

উর্দ্ধবক্তৃত্ত মের্বাখ্যং কর্তব্যং তন্ন লজ্জয়েৎ ॥ ২১ ॥

ক্ষালয়েৎ সদ্যোজাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ ।

ধূপয়েদ্বাপ্যঘোরেন লেপয়েৎ পুরুষেন তু ।

মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্ত শতং শতং ।

মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথা ঘোরেন মন্ত্রয়েৎ ।

মুদ্রাষ্টকং দর্শয়িত্বা প্রত্যেকং পূজয়েৎ ক্রমাৎ ।

প্রথম ত্রিগুণ করিয়া পশ্চাৎ ত্রিগুণ করিয়া নবগুণিত সূত্রে মালা গ্রহন করিবে, কিন্তু যাহাতে পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হয় এমত করিয়া প্রত্যেক মালাদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মগ্রন্থি সংযুক্ত করিবে। ইহার তাৎপর্য্য কেহ কাহাকে স্পর্শ করিবে না। উর্দ্ধমুখ করিয়া মেরু সংস্থাপন করিবে, জপ কালীন মেরু লজ্জন করিবে না ॥ ২১ ॥

অথ মালাসংস্কার ॥

সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা মালাকে ক্ষালন করিবে, বামদেব মন্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, অঘোর মন্ত্র দ্বারা ধূপন করিবে, তৎ পুরুষ মন্ত্র দ্বারা লেপন করিবে। এবং পঞ্চম অর্থাৎ ঈশানাди মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক এক একশতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। তথা মেরুকে পঞ্চম মন্ত্র অর্থাৎ ঈশানাди মন্ত্র ও অঘোর মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পূর্বে যেমন পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া মন্ত্রকাदि ক্রমে মালা গ্রহন করি-

প্রথিতং পঞ্চভিঃ পূজ্য পূর্ববচ্চ যথাশিরঃ ॥ ২২ ॥

অনামামধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাতু মানসং \* ।

মধ্যমা মধ্যমাক্রম্য জপং কুর্য্যাদুপাংশুকং ।

তজ্জনীন্তু সমাক্রম্য জপং নৈব তু কারয়েৎ ।

একৈকমণিমঙ্গুষ্ঠেনাকর্ষন প্রজপেন্নমুং ।

মেরৌ তু লজ্জিতে দেবি ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ভবেৎ ॥

প্রমাদাৎ পতিতে হস্তাজ্জদ্যৌত্তরং শতং ।

পাদয়োঃ পতিতে তস্মি প্রক্ষাল্যদ্বিগুণং জপেদিত্তি ॥ ২৩ ॥  
পুত্রজীবময়ং পুত্রার্থে ॥

যাছে, তদ্রূপ আবাহনাदि অষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া যথাক্রমে প্রত্যেককে পূজা করিবে ॥ ২২ ॥

অথ জপের অঙ্গুল্যাदि নিয়ম ॥

অনামিকার মধ্যকে আক্রমণ করিয়া মানস জপ করিবে, মধ্যমার মধ্য আক্রমণ করিয়া উপাংশু জপ করিবে, কিন্তু কখন তর্জনীকে আক্রমণ করিয়া জপ করিবে না, এক একটী মণিকে (মালাকে) অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে।

দেবি ! মেরুলজ্জিত হইলে মন্ত্র জপের ফলভাগী হয় না ॥

অনবধান বশতঃ মালা হস্ত হইতে পতিত হইলে অষ্টৌত্তর শত জপ করিবে। পদদ্বয়ে পতিত হইলে প্রক্ষালন পূর্বক অষ্টৌত্তর শতের দ্বিগুণ জপ করিবে ॥ ২৩ ॥

পুত্রজীবময়ী মালা পুত্র নিমিত্ত। ইন্দ্রাক্ষমালা রাজ্য

\* উচ্চরদর্থমুদ্दिश্য মানসঃ স জপঃ শ্রুতঃ। জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদেব-  
তাগতমানসঃ ॥ কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যাং স্যাৎপাংশুঃ স জপঃ শ্রুতঃ। মন্ত্রমুচ্চারয়ে-  
দ্বাচ। বাচিকঃ স জপঃ শ্রুতঃ ॥



রাজ্যালেদ্রাফং অরিষ্টহানয়ে চারিষ্টং ।

অগ্নিমাতিসিদ্ধয়ে পাদ্মং । সম্পদে হেমময়ং ।

আপ্যায়নায় শাখং । মুক্তয়ে মৌক্তিকং ।

ভূতয়ে স্ফাটিকং । মারণে ত্রপুসীমায়ত্রিযুজং ।

উচ্চাটনে রাজাবর্তং । বশ্যে বৈদ্রুমং ।

ভুক্তিমুক্ত্যর্থং রত্নজং । সম্যায় সম্যজমিত্যাতি ।

মেরুশ্চাত্র ন লঙ্ঘনীয় ইত্যেযা দিক্ ।

বিশেষতস্ত তত্র তত্রাশ্বেষ্যঃ ।

ইথং মন্ত্রজপং কৃত্বা শক্ত্যা নামজপং কুর্যাৎ ।

তত্র পাপক্ষয়ার্থী শ্রীনরসিংহ জয় নরসিংহ জয় জয় নর-  
সিংহেতি একবিংশতিবারং জপেৎ ॥

নিমিত্ত । অরিষ্ট হানির নিমিত্ত অরিষ্ট অর্থাৎ কটকীফলের  
মালা । অগ্নিমাতি সিদ্ধির নিমিত্ত পদ্মমালা । সম্পৎ নিমিত্ত  
স্বর্ণময়ী মালা । ভূপ্তি নিমিত্ত শাখমালা । মুক্তির নিমিত্ত  
মুক্তামালা । ঐশ্বর্য্য নিমিত্ত স্ফাটিকমালা । মারণে রত্ন, সীস  
ও লৌহ এই তিন ধাতুবিশিষ্ট মালা । উচ্চাটনে রাজাবর্ত-  
মালা । বৈশ্যকর্মে বৈদ্রুম মালা । ভুক্তি মুক্তি নিমিত্ত  
রত্নজমালা । সম্য নিমিত্ত সম্যজাত মালা । জপবিষয়ে  
মেরুলঙ্ঘন করিবে না । বিশেষ জানিতে হইলে সেই সেই  
স্থানে অন্বেষণ করা কর্তব্য ॥

এইরূপ মন্ত্র জপ করিয়া যথাশক্তি নাম জপ করিবে ।  
নাম জপবিষয়ে পাপক্ষয়ার্থী শ্রীনরসিংহ, জয় নরসিংহ জয়  
জয় নরসিংহ, ইহাই একবিংশতিবার জপ করিবে ॥

শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দমধ্যং পুনর্জয়াত্মতরতস্তথা হি ।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নরসিংহনাম জপ্তং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাং ॥

ইতি কোর্মেহভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

মহাভয়নিবারণার্থন্তু শ্রীনরসিংহ জয় জয় নরসিংহেতি  
একবিংশতিবারমেব জপেৎ ।

শ্রীপূর্ব্বো নরসিংহো দ্বিজয়াত্মতরতস্ত সঃ ।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তস্ত মহাভয়নিবারণে ।

ইতি তত্রৈবাভিধানাৎ ॥ ২৫ ॥

কাম্যান্যপি নামানি তত্তৎকামনয়া জপেৎ ।

তথাচ পুলস্ত্যঃ ।

পূর্ব্বো শ্রীশব্দ, মধ্যো জয় শব্দ, পুনর্ব্বার জয়শব্দ এবং  
তাহার উত্তর জয়শব্দ দিয়া একবিংশতিবার নরসিংহ নাম  
জপ করিবে, এইরূপ জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট  
হয় । কুর্শ্মপুরাণের এই বচন আছে ॥ ২৪ ॥

মহাভয় নিবারণের নিমিত্ত, শ্রীনরসিংহ, জয় জয় নর-  
সিংহ, এই মন্ত্র একবিংশতিবার জপ করিবে ॥

শ্রীপূর্ব্ব নরসিংহ, দুই জয় শব্দের উত্তর নরসিংহ, এক-  
বিংশতিবার জপ করিলে মহাভয় নিবারণ হয় ॥

এই বচন সেই কুর্শ্মপুরাণে উল্লেখিত আছে ॥ ২৫ ॥

কামনাপ্রদ নাম সকলও সেই সেই কামনায় জপ করিবে ॥

এই বিষয়ে পুলস্ত্য বলিয়াছেন যথা ॥



কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালস্তথা হরিঃ ।

আনন্দো মাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ ।

রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহো বিষ্ণুরেব চ ।

বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যানি বিজিগীষুভিঃ ।

বিদ্যামভ্যাসতা নিত্যং জপ্তব্যঃ পুরুষোত্তমঃ ।

দামোদরং বন্ধগতো নিত্যমেব জপেন্নরঃ ।

কেশবং পুণ্ডরীকাক্ষমনিশং হি তথা জপেৎ ।

তত্র বাধাস্ত সৰ্ব্বাস্ত হৃষীকেশং ভয়েষু চ ॥ ২৬ ॥

অচ্যুতং চামৃতশ্চৈব জপেদৌষধকর্ষণি ।

সংগ্রামাভিমুখো গচ্ছন্ সংস্মরেদপরাজিতং ।

কাম, কামপ্রদ, কান্ত, কামপাল, হরি, আনন্দ ও মাধব, কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নাম জপ করিবে ॥

রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু এবং ত্রিবিক্রম, জয়েচ্ছু ব্যক্তি এই সমুদায় নাম জপ করিবেন ।

যিনি বিদ্যা অভ্যাস করেন তিনি নিত্য পুরুষোত্তম নাম জপ করিবেন । বন্ধগ্রস্ত নিত্য দামোদর নাম অথবা কেশব বা পুণ্ডরীকাক্ষ নাম জপ করিবেন । বাধা এবং ভয় সকল উপস্থিত হইলে হৃষীকেশ নাম জপ করিবে ॥ ২৬ ॥

ঔষধকর্মে অচ্যুত ও অমৃত নাম জপ করিবে । সংগ্রামের অভিমুখে গমন করিতে হইলে অপরাজিত নাম স্মরণ করিবে । এবং নিত্যপ্রবাসী ব্যক্তি কল্যাণের নিমিত্ত পূর্বাতি-

চক্রিণং গদিনশ্চৈব শার্ঙ্গিণং খড়্গিণং তথা ।

ক্ষেমাখী প্রবসন্নিত্যং দিক্ষু প্রাচ্যাदिষু স্মরেৎ ।

অজিতশ্চাধিপশ্চৈব সৰ্ব্বং সৰ্ব্বেশ্বরং তথা ।

সংস্মরেৎ পুরুষো ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সৰ্বদা ।

নারায়ণং সৰ্বকালং স্মৃতপ্রস্থলনাদিষু ॥ ২৭ ॥

এহনক্ষত্রপীড়াস্ত দেববাধাস্ত সৰ্বতঃ ।

দম্ভ্যবৈরিবিরোধেষু ব্যাঘ্রসিংহাদিসঙ্কটে ।

অন্ধকারে তমস্তীত্রে নরসিংহমনুস্মরেৎ ।

তরত্যখিল দুর্গাণি তাপার্ভৌ জলশায়িনং ।

গরুড়ধ্বজানুস্মরণাৎ বিষবীর্য্যং ব্যপোহতি ।

স্নানে দেবার্চনে হোমে প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে ।

কীর্তয়েদ্ভুগবন্মাম বাসুদেবেতি তৎপরঃ ॥ ২৮ ॥

দিকে চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী ও খড়্গী এই সকলকে স্মরণ করিবে । পুরুষ ভক্তিসহকারে ব্যবহার সকলে সৰ্বদা অজিত, অধিপ, সৰ্ব ও সৰ্বেশ্বরকে স্মরণ করিবে । স্মৃত এবং প্রস্থলনাদিতে সকল কালে নারায়ণকে স্মরণ করিবে ॥ ২৭ ॥

এহপীড়া, নক্ষত্রপীড়া, সৰ্বতোভাবে দেববাধা, দম্ভ্য, বৈরিবিরোধ, ব্যাঘ্র সিংহাদি সঙ্কট, অন্ধকার ও ঘোর অন্ধকার এই সকলকালে নরসিংহকে স্মরণ করিবে । তাপজনিত পীড়াতে জলশায়িকে স্মরণ করিলে অখিল কষ্ট হইতে বিমুক্ত হয় । গরুড়ধ্বজের অনুস্মরণে বিষবীর্য্য বিনষ্ট হয় । স্নান, দান, দেবার্চন, হোম, প্রণাম ও প্রদক্ষিণে তৎপর ব্যক্তি বাসুদেব এই নাম কীর্তন করিবেন ॥ ২৮ ॥



স্থাপনে নিধিধান্যাদেবপধ্যানে চ দুষ্কজে ।

কুব্ধীত তন্মনা ভূত্বা অনন্তাচ্যুতকীৰ্তনঃ ।

নারায়ণঃ শাস্ত্রধরঃ শ্রীধরঃ পুরুষোত্তমঃ ।

বামনঃ খড়্গিনকৈব দুষ্কস্পে সদা স্মরেৎ ॥ ২৯ ॥

একার্ণবাদৌ পর্য্যঙ্কশায়িনঞ্চ নরঃ স্মরেৎ ।

বলভদ্রং সমৃদ্ধার্থং সীরকস্মণি কীর্তয়েৎ ।

জগৎপতিমপত্যার্থং স্তবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি ।

শ্রীশং সৰ্বভূতায়িকে কৰ্মণ্যাশু প্রকীর্তয়েৎ ।

অরিষ্টেষু হৃশেষেষু বিশোকঞ্চ সদা জপেৎ ॥ ৩০ ॥

মরুপ্রপাতাগ্নিজলবন্ধনাদিষু মৃত্যুযু ।

নিধিধানাদির স্থাপনে এবং দুষ্কজনকর্তৃক অপধ্যানে (অমঙ্গল চিন্তায়) তন্মনা হইয়া অনন্ত ও অচ্যুতের নাম কীর্তন করিবেন। দুষ্কস্প দর্শনে নারায়ণ, শাস্ত্রধর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, বামন ও খড়্গী এই সকল নাম দৰ্শনাদি স্মরণ করিবে ॥ ২৯ ॥

মনুষ্য একার্ণবাদিতে অর্থাৎ সমুদ্রের জলপ্লাবনে জল-শায়িকে স্মরণ এবং সীরকস্মের অর্থাৎ লাঙ্গল কার্যের সমৃদ্ধ নিমিত্ত (কৃষিকার্যে) বলভদ্রের নাম কীর্তন করিবে। মন্তান নিমিত্ত জগৎপতি ভগবান্কে ভক্তিসহকারে স্তব করিলে ক্লেশ পায় না। সমুদায় আভ্যুদয়িক কৰ্মে শীঘ্র শ্রীশ ভগবানের নাম কীর্তন করিবে। সকল অরিষ্টে (বিষে) সৰ্বদা বিশোকের নাম জপ করিবে ॥ ৩০ ॥

মরু, প্রপাত, অগ্নি, জল ও বন্ধনাদিরূপ মৃত্যু সকলে তথা

স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাসুদেবং জপেদ্বধুঃ ।

সৰ্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।

যথাভিরোচতে নাম তৎ সৰ্বার্থেষু কীর্তয়েৎ ।

সৰ্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ ।

সৰ্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণোহনয ॥ ইতি ॥ ৩১ ॥

এবং প্রজপতি বিসর্জনগীতনৃত্যাদিহোমান্ সন্নিধায়

দেবং শয্যাগারমানীয় তত্রত্যাগচারান্ প্রকল্প্য ।

কায়েন বাচেতি কৰ্মজাতং নিবেদ্যানুজ্ঞামাশাস্য দণ্ডবৎ

প্রণম্য সাযং ভুক্ত্বা দেবং স্মরন্ তদগ্নিযুগলং উচ্ছীৰ্ষকং

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রে জ্ঞানবান্ মনুষ্য বাসুদেবকে জপ করি-  
বেন ।

সমস্ত অর্থ ও শক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির নাম যেরূপ রুচি হয় সকল অর্থে কীর্তন করিবে। হে নিষ্পাপ! পরব্রহ্মের এই সমুদায় নাম, সকল নামের যখন এক অর্থ, যে কোন নাম কীর্তন করিলে সকল অর্থেরই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় ॥ ৩১ ॥

এই প্রকার নাম সকল জপ পূর্বক জপ বিসর্জন, গীত, নৃত্যাদি হোম সকল বিধান করিয়া দেবকে শয্যাগৃহে আনয়ন করত তথায় উপচার সকল কল্পনা করিবে। তৎপরে “কায়েন বাচেতি” এই মন্ত্র দ্বারা কৰ্ম সমুদায় নিবেদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা পূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তদনন্তর সাযং ভোজন করত দেবকে স্মরণ করিয়া তাঁহার



ভাবয়ন্ সুখং সুপ্যাং ॥ ৩২ ॥

এবং যাবজ্জীবনহরহঃ শ্রীমহাবিশ্বঃ ভজতো ভুক্তিমুক্তী  
গৃহদাসিকাতুল্যে অবলোকনাবসরমেব ন লভ্যেতে ।

ব্রহ্মহত্যাदिपापानि তুল্যপরमाणুলিতানি নামাগ্র-  
বাতমপি ন সহন্তে । উচ্চাটন-মোহন-মারণ-বশীকর-  
ণানিতু সর্বভূতাত্মানং পরমাত্মানং সর্বাত্মানং ভজতা-  
মুপেক্ষাপক্ষনিক্শিপ্তানি ন পৌমর্থ্যশঙ্কামপ্যহন্তি ॥ ৩৩ ॥

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখসংঘাতঃ পুনস্তমান্নদ্র্যম্যান্ ভয়সমুখ-  
শীতজ্বরিকাজনিত-দন্তবাদিত্রো-দিগন্তাদীনি লজ্জয়ন্

চরণযুগলকে উচ্ছীর্ষক ( উপধান ) চিন্তা করিয়া সুখে শয়ন  
করিবে ॥ ৩২ ॥

এইরূপ যাবজ্জীবন প্রতিদিবস যাঁহার বিষ্ণুকে ভজনা  
করেন তাঁহাদিগের গৃহদাসী তুল্য ভুক্তি মুক্তি তাঁহাদিগকে  
অবলোকন করিতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন না এবং তাঁহা-  
দিগের নিকট ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ সকল তুল্য পরমাণু  
তুল্য হইয়া নামাগ্র বায়ুকেও সহ করিতে পারে না ।  
যাঁহার সর্বভূতাত্মা, পরমাত্মা ও সর্বাত্মকে ভজনা করেন,  
তাঁহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চাটন, মোহন, মারণ, ও বশীকরণ  
প্রভৃতি উপেক্ষা পক্ষে নিক্শিপ্ত হয়, পৌরুষিক শঙ্কা মাত্র ও  
দিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৩ ॥

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ সমূহ পুনর্বার তাঁহার নাম প্রবৃত্তি  
ক্রাসযুক্ত হইয়া ভয়সমুৎপন্ন শীতজ্বরজনিত দন্তবাদ্য  
করিতে করিতে দিগন্ত সকলকে লজ্জয়ন করত অদ্যাপি স্থির

নাদ্যাপি প্রতিষ্ঠাং লভতে ॥ ৩৪ ॥

ভূত-প্রেত-পিশাচ-শাকিনী-বিনায়ক-ডাকিনী-প্রেতনায়ক  
যক্ষ-রাক্ষস-এহ-ব্রহ্মএহাদয়শ্চ দন্তাস্কুর্ধরা বিনা বেতন-  
মিষ্টবিষ্টিমাত্রেন ক্ষেত্ররক্ষণাদি-সেবামত্যাগমভ্যর্থয়ন্তো  
দৃষ্টিপাতমাত্রস্যাপ্যবসরং নামাদয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

জগতাপনস্তপনোহপি পীযুষতি । মৃত্যুবিভেতি । উরগো  
রজ্জুখণ্ডায়তে । শত্রুমিত্রতি । যদাজ্জয়া চন্দ্রমা অমায়-  
মপি পূর্ণায়ামিব পূর্ণমণ্ডলো রজনীমুখমলংকুর্বন্ যান-  
মাকাশমারুরক্ষন্ জনতানয়নগোচরীভবন্ কর্ণমরণিমধি-  
তিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥

হইতে পারিল না ॥ ৩৪ ॥

নরসিংহ নাম জাপকের সম্বন্ধে ভূত, প্রেত, পিশাচ,  
শাকিনী, বিনায়ক, ডাকিনী, প্রেতনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, এহ,  
ব্রহ্মএহ প্রভৃতি সমুদায় দন্তে অস্কুর্ধ ধারণ করিয়া বেতন  
ব্যতিরেকে ইষ্ট বিষ্টি মাত্র দ্বারা ক্ষেত্ররক্ষণাদি সেবা প্রার্থনা  
করত দৃষ্টিপাত মাত্রেরও অবসর প্রাপ্ত হইতেছে না ॥ ৩৫ ॥

জগতাপন তপন অর্থাৎ সূর্য্যও তাঁহার প্রতি অমৃতবৎ  
আচরণ করেন, মৃত্যুও ভয় পান, উরগ ( সর্প ) রজ্জুখণ্ড হয়,  
শত্রু মিত্র হয় । যাঁহাদিগের আজ্জয়া চন্দ্র আনামাবস্যাতেও  
পূর্ণিমার ন্যায় পূর্ণমণ্ডল হইয়া রজনীমুখকে অলঙ্কৃত করত  
আকাশ যানকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া জনসকলের  
নয়নগোচর হওত কর্ণপথে অবস্থিতি করেন ॥ ৩৬ ॥



মোহয়ঃ শ্রীরমণচরণ-চক্ষুরীকঃ শ্রবণকীর্তন-স্মরণ-চরণ-  
সেবন-সমর্চন--বন্দন--দাস্য--সখ্যাঅনিবেদনরূপ--নববিধ-  
ভজনক্রিয়ালক্ষণভক্তিসাধ্যাং ভক্তিং পরমপ্রেমলক্ষণাং  
ফলরূপাং ভক্তিমনবরতং সমাপ্তিতঃ সন্দেহ-বিদেহ-মুক্তে-  
ভ্যোহপ্যতিরিচ্যতে শোভে ইতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরহস্যং ।

উপপাদনস্ত নৃসিংহোপাসনারামস্মাভিঃ কৃতমিতি নেহ  
বিবিচ্যতে ইতি সর্বমনবদ্যং ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাত্ম সম্প্রদায়াগমক্রমাৎ ।

সংগ্রহো বিষ্ণুধর্ম্মাণাং যথামতি কৃতো ময়া ।

অজ্ঞান-সন্দেহ-বিপর্যয়াদগুরু-

সেই ইনি শ্রীরমণ অর্থাৎ নারায়ণদেবের চরণের মধুকর  
হইয়া শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য,  
সখ্য ও আত্মনিবেদন রূপ নববিধ ভজন ক্রিয়া লক্ষণ ভক্তি-  
সাধ্য ভক্তি ও পরম প্রেমলক্ষণ ফলরূপ ভক্তিকে অনবরত  
আশ্রয় করিয়া সন্দেহ ও বিদেহ মুক্তি হইতে অতিরিক্ত হইয়া  
শয়ন করেন, ইহাই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের রহস্য । নৃসিংহ উপা-  
সনায় ইহা উপপন্ন হইল, কিন্তু আমাদিগের কর্তৃক যে কৃত  
হইল ইহা বিবেচনা করিবে না । এই সকল অনবদ্য অর্থাৎ  
অনিন্দনীয় ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে সম্প্রদায়ের অনুসারে আমার  
যেমন মতি তদনুসারে এই বিষ্ণুধর্ম্ম সকলের সংগ্রহ করি-  
লাম । অজ্ঞানমূল সন্দেহের আধিক্য বশতঃ গুরুবর্গকে

নসত্তমীকৃত্য সতোহপি ধার্ষ্ট্যতঃ ।

নিরঙ্কুশং যচ্চ ময়াত্র জল্পিতং

সন্তোহপি বালে পিতরো ভবন্ত ॥ ৩৮ ॥

মোক্ষায়াণাদিসন্ধীর্ণবিষ্ণুধর্ম্মোল্লসত্তমুঃ ।

প্রীতিমায়াতু সিংহাস্যো নৃসিংহপরিচর্যা ॥ ৩৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীনৃসিংহপরিচর্যায়াং একাদশঃ পটলঃ ॥ \* ॥

॥ \* ॥ সমাপ্তেয়ং শ্রীনৃসিংহপরিচর্যা ॥ \* ॥

অনাদর করিয়া পাণ্ডিত্যভিমান প্রযুক্ত আমি যে এস্থলে  
নিরঙ্কুশ ( স্বচ্ছন্দ ) জল্পনা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণ  
বালকের প্রতি পিতৃতুল্য হউন ॥ ৩৮ ॥

মোক্ষের নিমিত্ত অনাদি কাল হইতে আচরিত বিষ্ণুধর্ম্মা-  
নুষ্ঠানে উল্লসিত শরীর হইয়া সিংহাস্য অর্থাৎ সিংহবদন হরি  
(নৃসিংহদেব) নৃসিংহপরিচর্যা দ্বারা প্রীতি প্রাপ্ত হউন ॥ ৩৯ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীমৎপরমবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাচার্য্য-শ্রীরামা-  
চার্য্যবর্য্যসুত-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য-বিনির্ম্মিতায়াং শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মানু-  
ষ্ঠানপদ্ধতৌ শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতায়াং শ্রীনৃসিংহ-  
পরিচর্যায়াং একাদশঃ পটলঃ ॥ \* ॥ ১১ ॥ \* ॥

॥ \* ॥ নৃসিংহপরিচর্যা গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥ \* ॥



অথ স্বকুলান্যকুলভেদঃ ।

উ উ ও গ জ ড দ ব ল অঃ পার্শ্ববাঃ । ঋ ঌ ঐ ঘ ঞ  
চ ধ ভ ব সা বারুণাঃ । ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ  
আগ্নেয়াঃ । অ আ এ ক চ ট ত প য ষ মারুতাঃ । ঞ ঋ  
অং ও ঐ ঞ ন ম শ হা নাভসাঃ ॥

সাধকসাক্ষরং পূর্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরং ।

যদ্যেকভূতদৈবত্যাং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তৎ ।

ভৌমস্য বারুণং মিত্রমাগ্নেয়স্যাপি মারুতং ।

মারুতং পার্শ্ববানাক্ষ শত্রুরাগ্নেয়মন্ত্রসাং ।

নাভসং সর্বমিত্রং স্যাৎ বিরুদ্ধং নৈব মেলয়েৎ ॥

অথ স্বকুল ও অন্যকুল ভেদ ॥

“উ, উ, ও, গ, জ, ড, দ, ব, ল, অঃ” এই সকল পার্শ্বব,  
ঋ, ঌ, ঐ, ঘ, ঞ, চ, ধ, ভ, ব, সা” এই সকল বারুণ । ই,  
ঈ, ঐ, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, র, ক্ষ” এই সকল আগ্নেয় । “অ,  
আ, এ, ক, চ, ট, ত, প, য, ষ” এই সকল মারুত । “ঞ, ঋ,  
অং, ও, ঐ, ঞ, ন, ম, শ, হ” এই সকল নাভস ॥

সাধকের নামের প্রথমাক্ষর এবং মন্ত্রেরও যদি সেই  
প্রথমাক্ষর একদৈবত হয়, তাহাকে স্বকুল অর্থাৎ আপনার  
হিতকর জানিবে ॥

ভৌমের বারুণ মিত্র, আগ্নেয়ের মারুত মিত্র, পার্শ্ব  
সকলের মারুত শত্রু এবং আগ্নেয়ের বারুণ শত্রু । নাভস,  
সকলেরই মিত্র হয়, বিরুদ্ধ বর্ণ সকলকে মেল করিবে না ॥

আরভ্যেকাক্ষরং মন্ত্রং বাল আ ষোড়শাক্ষরাৎ ।

তত আ বিংশতেঃ প্রোঢ়াস্ততোহন্যে স্ববিরা মতাঃ ॥

স্বাহাস্তাঃ স্ত্রীস্বরূপাশ্চ নমোহস্তাশ্চ নপুংসকাঃ ।

হুঁ কড়স্তাশ্চ যে মন্ত্রাঃ পুমাংসন্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥

অগ্নীষোমাত্মকা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ ক্রুরসৌম্যয়োঃ ।

কর্মণোর্বহিতারাস্ত্যবিয়ৎপ্রায়াঃ সমীরিতাঃ ।

আগ্নেয়া মনবঃ সৌম্যা ভূয়িষ্ঠেন্দ্রমৃতাক্ষরাঃ ॥

আগ্নেয়াঃ সংপ্রবৃধ্যন্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে ॥

এক অক্ষরকে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ অক্ষর পর্যন্ত  
মন্ত্র বালক হয়, তাহা হইতে বিংশতি অক্ষর পর্যন্ত প্রোঢ়,  
তৎপরে যত অক্ষর সকলই প্রাচীন ॥

স্বাহাস্ত মন্ত্র স্ত্রী, নমোহস্ত মন্ত্র নপুংসক, হুঁ কড়স্ত যে  
মন্ত্র তাহা পুরুষ বলিয়া কীর্তিত হয় । অগ্নি এবং সোমা-  
ত্মক মন্ত্রকে ক্রুর ও সৌম্য জানিবে ॥

ক্রুর ও সৌম্য কর্মের অর্থাৎ অভিচার ও শান্তি প্রভৃতি  
কার্যে অগ্নি ও সোমাত্মক মন্ত্র জানিতে হইবে । যথা—  
অভিচারাদিতে আগ্নেয় মন্ত্র ও শান্তি প্রভৃতিতে সৌম্য মন্ত্র  
প্রয়োগ করিতে হয় । যে মন্ত্রে বহ্নি ( র ) তার ( ও )  
অন্ত্য ( ক্ষ ) বিয়ৎ ( হ ) এই সকল বর্ণ অধিক থাকে  
তাহাকে আগ্নেয় বলে এবং যে মন্ত্রে ইন্দু ( স ) অমৃত ( ব )  
এই দুবর্ণ অধিক থাকে, তাহার নাম সৌম্য ॥

যে সময়ে দক্ষিণ নাসা হইতে অধিক বায়ু নিঃসৃত হয়  
ঐ সময়ে ঐ আগ্নেয় মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্র জাগরিত হয়



ভাগেহন্যস্মিন্ স্থিতে প্রাণে সৌম্যা বোধঃ প্রয়াস্তি চ ॥

ইতি স্তম্ববুদ্ধাদিভেদঃ ॥

শ্রীমতে লক্ষ্মীনৃসিংহায় নমো নমঃ ।

এবং যে সময়ে বাম নামা হইতে নিশ্বাস বিনিঃসৃত হয়, ঐ সময়ে ঐ সৌম্যমন্ত্র জপ করিলে মন্ত্র জাগরিত হয় ॥

এইরূপে মন্ত্রের স্তম্ববুদ্ধাদি ভেদ অর্থাৎ অচেতন ও চেতন ভাব জানিতে হইবে ॥

শ্রীমান্ লক্ষ্মীসহিত নৃসিংহদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ! ॥

যয়া থলু প্রকাশিতো বিবুধকৃষ্ণদেবেন হি,  
ব্রতাদিসকলো বিধিঃ স্কৃতিবৈষ্ণবাণাং মুদে ।  
নৃসিংহচরণাশ্রিতে রজসি ভক্তিভাজাং তয়া,  
নৃসিংহপরিচর্যা ভবতু কার্যাসিদ্ধিঃ সদা ॥

পক্ষ-চন্দ্র-গজ-সোম-সম্মিতে,

হায়নে শকবস্করাপতেঃ ।

ভাদ্রমাসি শুভ-পূর্ণিমা-তিথৌ ;

পুস্তিকা হি ময়কা সমাপিতা ॥

বিদ্যারত্নোপনাম-শ্রীরামনারায়ণেন হি ।

রাধারমণমন্ত্রেহস্মিন্ সুদ্রিতেয়ং প্রযত্নতঃ ॥

সন ১২৯৭ । ১৬ ভাদ্রে ।

সম্পূর্ণা ।

২১৭ পৃষ্ঠোল্লিখ চতুর্বিংশ মূর্তি ভেদ চক্রং ।

| ১ম ষট্‌কং । |           | ২য় ষট্‌কং । |             | ৩য় ষট্‌কং । |             | ৪র্থ ষট্‌কং । |           |
|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| শ           | ১         | চ প          | ৭           | শ গ          | ১৩          | প চ           | ১৯        |
|             | কেশবঃ     |              | বিষ্ণুঃ     |              | গোবিন্দঃ    |               | বামনঃ     |
| প           |           | গ গ          |             | চ চ          |             | শ শ           | প         |
| শ           | ২         | প চ          | ৮           | শ গ          | ১৪          | চ প           | ২০        |
|             | মধুসূদনঃ  |              | মাধবঃ       |              | ত্রিবিক্রমঃ |               | নারায়ণঃ  |
| চ           |           | গ গ          |             | প প          |             | শ শ           | চ         |
| শ           | ৩         | প গ          | ৯           | শ চ          | ১৫          | গ প           | ২১        |
|             | সঙ্কর্ষণঃ |              | অনিরুদ্ধঃ   |              | শ্রীধরঃ     |               | পদ্মনাভঃ  |
| গ           |           | চ চ          |             | প প          |             | শ শ           | গ         |
| শ           | ৪         | গ প          | ১০          | শ চ          | ১৬          | প গ           | ২২        |
|             | দামোদরঃ   |              | পুরুষোত্তমঃ |              | হৃষীকেশঃ    |               | উপেন্দ্রঃ |
| প           |           | চ চ          |             | গ গ          |             | শ শ           | প         |
| শ           | ৫         | চ গ          | ১১          | শ প          | ১৭          | গ চ           | ২৩        |
|             | বাসুদেবঃ  |              | অধোক্‌জঃ    |              | নৃসিংহঃ     |               | হরিঃ      |
| গ           |           | প প          |             | চ চ          |             | শ শ           | গ         |
| শ           | ৬         | গ চ          | ১২          | শ প          | ১৮          | চ গ           | ২৪        |
|             | প্রহ্লাদঃ |              | জনার্দনঃ    |              | অচ্যুতঃ     |               | কৃষ্ণঃ    |
| চ           |           | প প          |             | গ গ          |             | শ শ           | চ         |

